ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকাররোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

ষষ্ঠ বর্ষ, [illegible] বৈদ্যাব্দ। | বৈশাখ। | ১ম সংখ্যা

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকাররোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

ষষ্ঠ বর্ষ, [illegible] বৈদ্যাব্দ।	বৈশাখ।	১ম সংখ্যা

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

ষষ্ঠ বর্ষ,
১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। } বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা

নববর্ষের প্রার্থনা।

যস্য প্রসাদ-কলয়া বধিরঃ শৃণোতি।
পঙ্গুঃ প্রধাবতি জবেন চ বক্তি মূকঃ॥
অন্ধঃ প্রপশ্যতি সুতং লভতে চ বন্ধ্যা।
তং দেবমেব শিবদং শরণং গতোঽস্মি॥

যাঁহার অতাল্প প্রসাদে বধির শ্রবণ করিতে পারে, খঞ্জ সবেগে ধাবমান হইতে পারে, জিহ্বাহীনের বাক্য স্ফূর্ত্তি হয়, অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়, এবং বন্ধ্যা সন্তান লাভ করে, আমি সেই দেবতা মঙ্গলময়ের শরণগত হই।

হে মঙ্গলময়! তোমার অপার দয়ায় গ্রাহক অনুগ্রাহক সাহায্যকারী বন্ধুগণের অর্থানুকূল্যে এই শুভ বৈশাখেই "বৈদ্যপ্রতিভা" ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বর্ষবৃদ্ধির দিনে তোমারি শ্রীপাদপদ্মে সংখ্যাতীত প্রণাম করিয়া গ্রাহক, অনুগ্রাহক, প্রবন্ধলেখক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারক প্রভৃতিকে নববর্ষের নমস্কার, অভিবাদন, আলিঙ্গন, প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

7/4

হে দয়াময়! তোমার আশীর্ব্বাদ শীর্ষে ধারণ করিয়া নববর্ষে নবোদ্যমে নবজীবন লাভে পুনঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি। জাতীয়তত্ত্বপ্রচার, জাতীয় শক্তির উদ্বোধন, বৈশ্যশূদ্রাচার অপসারণ, সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে একীকরণ, একতা স্থাপন ও বরপণ নিবারণ প্রভৃতি সমাজের মঙ্গলানুষ্ঠানের জন্যই এই অকিঞ্চনের হৃৎপদ্মে থাকিয়া তুমি "বৈদ্যপ্রতিভা" প্রকাশ করিতেছ।

হে করুণাময়! তোমারি অপরিসীম করুণায় গত নয়বৎসরে জাতীয় সংস্কারকার্য্য বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সংস্কারকার্য্যের প্রারম্ভে বৈদ্য-বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তোমারি প্রসাদে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। কেহ কেহ উত্তরায়ণে, কুশমেখলা, মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, কার্পাস সূত্রের যজ্ঞোপবীত ধারণ প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভারে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া পুত্র পৌত্রগণকে সংস্কার গ্রহণ করাইয়া যজন-ব্রাহ্মণের ভয়ে এবং নিজের আত্মম্ভরিতা ও আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইবে ভয়ে অনার্য্যাচারোচিত দৈব পৈত্র কার্য্য করিতেছেন। তোমারি কৃপায় তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে যে জাতীয়জীবন গঠন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবেন তাহারই পূর্ব্বাভাষ ব্রাহ্মণাচারে উপবীত সংস্কার গ্রহণ। তুমিই স্কুল, কলেজের ছাত্রগণের প্রাণে নামান্তে শর্ম্মা সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দেওয়ার বাসনা জাগাইয়াছ, তুমিই রাঢ়, বঙ্গ, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের বৈদ্যগণের মধ্যে একীকরণের ভাব জাগাইয়া যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে আরম্ভ করিয়াছ। তুমিই মাতৃদেবীদের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাদের সেন, দাশ, ধর, কর, এবং বৈশ্যবর্ণোচিত গুপ্তা, শূদ্রবর্ণোচিত দাসী লিখার অভ্যাস ছাড়াইয়া দেবী লিখাইতে আরম্ভ করাইয়াছ। এই সংস্কার কার্য্যে মাতৃদেবীরা জাগিয়া উঠাতে দ্রুতগতিতে সংস্কার কার্য্য সাফল্যের পথে ধাবিত হইতেছে। আজ নবর্ষের নমস্কার, কল্যাণ, প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

হে বিভো! তুমিই বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের বৈদ্যগণের প্রাণে জাতীয় সংস্কার (ব্রাহ্মণাচার) গ্রহণের ভাব জাগাইয়া জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছ। তুমিই আবার মাদৃশ অভাজনকে বিক্রমপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, পাবনা, বরিশাল, যশোর, খুলনা প্রভৃতি জেলায় ডাকাইয়াছ। তুমিই বরিশাল, সেনহাটী যশোর বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানদের প্রাণে জাতীয় সংস্কারের উৎসাহ জাগাইয়াছ। তুমিই বাল্মীকিরামায়ণে বলিয়াছ :—

> উৎসাহী বলবান্ আর্য্য! নাস্ত্যৎসাহাৎ পরম্ বলম্।
> সোৎসাহস্য পুরুষস্য ন কিঞ্চিদপি দুর্ল্লভম্॥

হে আর্য্য! উৎসাহবানই বলবান্, উৎসাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল আর নাই। যে পুরুষ উৎসাহসম্পন্ন তাহার পক্ষে কিছুই দুর্ল্লভ নহে।

হে বিশ্বেশ্বর! আমাদের এই উৎসাহ অমর করুন, নববর্ষে আমাদের প্রাণে উৎসাহের নববল সঞ্চার করুন! বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন স্বজাতিদের প্রাণে জাতীয় নিষ্ঠার ভাব সঞ্চার করুন! সমাজ হইতে বৈশ্য শূদ্রাচার উৎখাত করুন! প্রচারক প্রবন্ধলিখক প্রভৃতির হৃদয়ে নব বল সঞ্চয় করুন! যাঁহারা বিভীষণ সাজিয়া স্বজাতিদ্রোহিতা করিতেছেন এবং মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থের মদমত্ততায় যাঁহারা সংস্কারকে উপেক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা ভ্রষ্টাচারী হইয়া জাতীয়তা নাশের তরঙ্গ উঠাইয়াছেন, যাঁহারা প্রতীচ্যের ভাবে বিভোর হইয়া ধর্ম্ম, ন্যায়, সত্য প্রভৃতিকে জলাঞ্জলি দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, যাঁহারা পিতৃ মাতৃ ও গুরুভক্তি, সরলতা, পরার্থপরতা, অদম্ভিতা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য বালকগণকে উত্তেজিত করিতেছেন, যাঁহারা সমাজের মধ্যে ভাতৃবিচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, কুটুম্ব বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের জিদ্ বজায় রাখার চেষ্টা করিতেছেন, তুমি তাঁহাদের হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের কুসংস্কার, কুনীতি, কুঅভিপ্রায় প্রভৃতি অধর্ম্মোচিত কার্য্যাবলী ভস্মীভূত করন্!

হে বিশ্বময়! সমাজের কতিপয় ক্ষুদ্র শত্রুর উদ্‌যোগে গত বর্ষে কাশীতে ও কালিয়ায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তুমি যন্ত্রী রূপে তাঁহাদের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাদের মুখযন্ত্রের দ্বারা ঘোষণা করিয়াছ, অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণবর্ণীয়। তুমিই সেনহাটীর জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছ, অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ। কাশীপ্রবাসী দ্রাবিড়ি পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত স্মৃতকণ্ঠ বাচস্পতি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিত মণ্ডলী এবং ধর্ম্মভূষণ কালীচরণবাবু বিদ্যাবাগীশ সত্যেন্দ্রবাবুও সভাস্থ হইয়া প্রতিপাদন করিতে পারিলেন না যে অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যবর্ণীয়। যে অম্বষ্ঠের বৈশ্যত্ব খ্যাপনের জন্য এতই আয়োজন, অকাতরে অর্থব্যয়, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আমদানি, আসাম হইতে কালিয়ায় আগমন হে পরাৎপর! তোমার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে তৎসমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। সমবেত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বা ব্রাহ্মণ মহাসভা সিদ্ধান্ত করিলেন অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণীয়।

হে সত্যসন্ধ! বৈদ্যসম্প্রদায় যে অম্বষ্ঠ নহেন, অম্বষ্ঠের সহিত বৈদ্য সম্প্রদায়ের যে কোন রূপ সাদৃশ্য নাই তাহা তুমি বহু পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রাচ্য প্রতীচ্য জ্ঞানসম্পন্ন অশেষ শাস্ত্রবিৎ ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত মহোদয়গণ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ, ভারতবর্ষের সমগ্র প্রদেশেই বৈদ্যসংজ্ঞক ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব রহিয়াছে, তাঁহারা স্বনাধ্যায় ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে কুলীনব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত আছেন। উৎকলাদি দেশেযে ধরশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, নন্দীশর্ম্মা, করশর্ম্মা প্রভৃতি বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণ রূপে স্থিত আছেন, তাহা পৃথিবীর ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠে জানা যায়। তুমি মহারাষ্ট্রীয় সমাজনেতা প্রাচ্য প্রতীচ্য অভিজ্ঞ পণ্ডিত সখারাম দেউস্কর

দ্বারা প্রকাশ করিয়াছ, ভূবৃহস্পতি ভূনাগেন্দ্র বোপদেব গোস্বামীর অধস্তন বংশধরগণ এইক্ষণও মহারাষ্ট্রে কুলীন ব্রাহ্মণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। আবার তুমিই বঙ্গের পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ৺যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা "অর্চ্চনা" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখাইয়া প্রতিপাদন করিয়াছ, বোপদেব গোস্বামী বঙ্গীয় বৈদ্যই ছিলেন। তুমিই সত্য প্রকাশার্থ যজন ব্রাহ্মণকন্যা ভারতবিখ্যাতা বিদুষী শ্রীযুক্তা সরলাদেবীকে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলে, সেই রামভুজ দত্ত মহাশয় যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ এবং কুলীন বলিয়া বিখ্যাত তাহা বিদুষী সরলাদেবীর মুখেই ব্যক্ত করিয়াছ।

তুমিই বঙ্গের খ্যাতনামা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের তাম্র শাসনের পাঠোদ্ধার করাইয়া সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছ, ধরোপাধিক বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তুমিই বঙ্গের সুবিখ্যাত রঘুনাথশিরোমণি, রাখালচন্দ্রন্যায়রত্ন প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে দিয়া শর্ম্মান্তোল্লেখে বৈদ্য বালকের নামে প্রশংসাপত্র লিখাইয়াছ। তুমিই প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে দিয়া প্রবাসী পত্রিকায় লিখাইয়াছ "বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাদের বেদ পঠন, পাঠনে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল এবং নাম হইয়াছিল বৈদ্য। অর্থাৎ বেদবিৎ, বেদপারগ, বিদ্বান্ ও পণ্ডিত। বৈদ্যেরা এই জন্যই ব্রাহ্মণত্ব বাচক শর্ম্মা পদবি ব্যবহার করিতেন। তুমিই প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বনাম ধন্য ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দ্বারা তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করাইয়া প্রতিপাদন করিয়াছ, গুপ্ত পদবী বিশিষ্ট বৈদ্যগণ "গুপ্তশর্ম্মা" পাঠে দৈব পৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। পীতবাস গুপ্তশর্ম্মাকে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রদেব নৈহাটীগ্রামে এক পাঠক পরিমাণ ভূমিদান করিয়াছিলেন। তুমিই পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেবশর্ম্মা দ্বারা মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করাইয়া প্রতিপাদন করিয়াছ, সেনরাজগণ সেনদেবশর্ম্মা পাঠে দৈব পৈত্র কার্য্য করিতেন। তুমি বৈষ্ণবকবি জয়ানন্দের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ, ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তুমিই মহাপ্রতিভাশালী যজনব্রাহ্মণ কবি মন্মথ ভট্টের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ, যজনব্রাহ্মণগণ বৈদ্যব্রাহ্মণকে আরাধ্যপাদ লিখিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। শত শত যজনব্রাহ্মণ দ্বারা বৈদ্যসম্প্রদায়ের মুখ্যব্রাহ্মণত্ব যে তুমি সুব্যক্ত করাইয়াছ, তুমিই ব্যাসদেবরূপে মহাভারতে লিখিয়াছ। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা অব্রাহ্মণ। তুমিই পিতামহ ভীষ্মদেবকে দিয়া মহারাজ দুর্য্যোধনের দ্বারা বৈদ্যকে পূজা করাইয়াছ। তুমিই মনুসংহিতায় বৈদ্যের পূজার ব্যবস্থা দিয়াছ, তুমিই খিলহরিবংশে লিখিয়াছ, যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যের অধস্তন বংশধর, তুমিই ঋগ্বেদে লিখিয়াছ, যে ব্রাহ্মণ রোগের প্রতিকারার্থে চিকিৎসা করেন, তিনি বৈদ্য। তুমিই অথর্ব্ববেদে লিখিয়াছ, বৈদ্য স্বয়ং নারায়ণ। বৈদ্যের সংস্কার মুনিঋষিরাও গ্রহণ করিবে না। তুমিই অথর্ব্ববেদের কাঠকশাখায় লিখিয়াছ, বৈদ্যেরাই

দ্বিজগণ উপবীত গ্রহণ সময়ে পুষ্প, লাজচন্দন, বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা বৈদ্যকে পূজা করিবে। তুমিই শঙ্করাচার্য্যরূপে ব্যক্ত করিয়াছ, বৈদ্য শরীরধারী বিষ্ণুস্বরূপ। তুমিই মহাভারতে লিখিয়াছ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ। তুমিই নির্দ্দেশ করিয়াছ দেবতাদের ন্যায় বৈদ্যগণ যজ্ঞভাগের অধিকারী। তুমিই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা ঘোষণা করিয়াছ, ব্রাহ্মণাদি সকলেই বৈদ্যকে গো কাঞ্চন, ভূমি দান করিবে। তুমিই ঋগ্বেদ দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছ, দেবতারাও বৈদ্যকে দান করিতেন। সমস্তের উদাহরণ উপস্থিত করার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রার্থনায় সম্ভব নহে।

হে অনন্তশক্তিধর! তুমি আমাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণকে স্বকর্ম্মত্যাগী, ব্যসনাসক্ত আচারভ্রষ্ট প্রভৃতি দোষ দুষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণ্য ভ্রষ্ট হইয়া থাকিতে অভিসম্পাত দিয়াছিলে। তোমারি অভিসম্পাতে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, আবার তুমিই আমাদের দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের অশেষ শক্তিমত্তার ও ব্রাহ্মণ্য কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া আমাদের শাপ বিমোচন করিতেছ। তুমিই বলিয়াছ:—

"তদ্দীর্ঘ কালং বেত্তাসি নাস্মাকং শাপমোহিতঃ।
যদাতে স্মার্য্যতে কীর্ত্তি স্তদাতে বর্দ্ধতে বলম্॥"

শাপদ্বারা মোহিত হইয়া তোমরা দীর্ঘকাল জাতীয়তা অপরিজ্ঞাত থাকিবে। যখন কেহ তোমাদের (পূর্ব্বপুরুষদের পূর্ব্বকীর্ত্তি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবে, তখনই তোমাদের (জাতীয়তাজ্ঞানের) বল বৃদ্ধি পাইবে। তোমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই এই অভাজন জাতীয় সংস্কারের আন্দোলন কার্য্যে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। তোমার কৃপা না হইলে এবং তুমি এই অন্তরের হৃদয়ে থাকিয়া পরিচালিত না করিলে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া আচার ভ্রষ্ট বৈদ্যগণের প্রাণে জাতীয়জীবন গঠনের ভাব কখনও উদ্বুদ্ধ হইত না। হে দীনবন্ধো! বহু উপদ্রব, বহু নির্য্যাতন, বহু বাধাবিঘ্ন তোমারি কৃপায় বিগত ৯ বৎসর অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাহা করিয়াছি, যাহা করিতেছি, যাহা করিব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম' কর্ম্ম, অকর্ম্ম যাহা ভাবিয়াছি, ভাবিতেছি, ও ভাবিব সৎসমস্তেরই মূলে তোমার আদেশ। জাতীয় আচার কুল ধর্ম্ম রক্ষায় যদি শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া জালবচনের সৃষ্টি করিয়া থাকি, পিতৃ পিতামহগণের পিণ্ড লোপের এবং ধর্ম্মের গ্লানিকর কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমার শাসন দণ্ড মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" কর্ম্মেতেই আমাদের অধিকার। নব বর্ষের শুভ দিনে তোমার রাতুলচরণে প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন তোমার কর্ম্মে, জাতীয় ধর্ম্মে অবহেলা না করি। রোগে, শোকে, বিপদে, সম্পদে যেন সর্ব্বদা মনে হয় "তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্" তুমি যাতে নিযুক্ত করিবে, আমরা আনন্দে তাহাই অনুষ্ঠান করিব। হে হৃষীকেশ! যেন সর্ব্বদা বলিতে পারি —

ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

হে দীননাথ! তোমারি দয়ায় গতবর্ষের কালিয়া মহাসভায় বৈদ্যসন্তানগণের প্রাণে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের প্রবল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছি। তোমারি আদেশে গতবর্ষে অর্থাৎ ১৩৩৫ বৈদ্যাব্দে চট্টগ্রামে ৮০ জন বৈদ্য সন্তান ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন, ৫০ জনের বিবাহ ২৪টি আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে, নোয়াখালীতে ২২ জনের উপনয়ন, ১৪জনের বিবাহ, ১২টী আদ্য শ্রাদ্ধ, ঢাকায় ২০ জনের উপনয়ন, ২৫ জনের বিবাহ ১৬ জনের আদ্য শ্রাদ্ধ, ফরিদপুরে ১৫ জনের উপনয়ন, ১৪ জনের বিবাহ ১০টী আদ্য শ্রাদ্ধ ময়মনসিংহে ১০ জনের উপনয়ন, ১১ জনের বিবাহ, ৮ জনের আদ্য শ্রাদ্ধ, বরিশালে ২২ জনের উপনয়ন, ২১ জনের বিবাহ, ১৩টি আদ্য শ্রাদ্ধ, ত্রিপুরায় ২৪ জনের উপনয়ন, ২০ জনের বিবাহ, ১৫ জনের আদ্য শ্রাদ্ধ। রংপুরে ৬ জনের উপনয়ন, ১০ জনের বিবাহ, আদ্য শ্রাদ্ধ ৩ জনের, পাবনা উপনয়ন ১০ জনের, বিবাহ ৯ জনের, আদ্য শ্রাদ্ধ ৫ জনের, যশোহর উপনয়ন ২০, বিবাহ ১৪, আদ্য শ্রাদ্ধ ৯, খুলনা উপনয়ন ১০, বিবাহ ৮, শ্রাদ্ধ ৭টী। ২৪ পরগণা ও কলিকাতা উপনয়ন ২৫, বিবাহ ১৮, আদ্য শ্রাদ্ধ ৬, হাওড়া উপনয়ন ৮, বিবাহ ৪, কাচরাপাড়া উপনয়ন ৫, বিবাহ ৬, আদ্য শ্রাদ্ধ ৩, শ্রীখণ্ড আদ্য শ্রাদ্ধ ৩। নদীয়ায় উপনয়ন ৫, বিবাহ ৪ আদ্য শ্রাদ্ধ ৫, কাশী উপনয়ন ৮, আদ্যশ্রাদ্ধ ৭। গয়ায় উপনয়ন ৫ আদ্যশ্রাদ্ধ ১০, ব্রাহ্মণাচারে বৈদ্যব্রাহ্মণেরা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন। ইহা বঙ্গীয় বৈদ্য-সম্প্রদায়ের পক্ষে পর্য্যাপ্ত না হইলেও নিরাশার সংবাদ নহে। উল্লিখিত সংখ্যা ব্যতীত বহু সংবাদ আমরা অবগত হইতে পারি নাই। সংস্কারগ্রহিতার মধ্যে কেহ কেহ পত্রিকায় প্রকাশার্থ সংবাদ পাঠান কর্ত্তব্য মনে করেন না। কিন্তু প্রত্যেকের মনে রাখা আবশ্যক প্রচার কার্য্য ভিন্ন কোন জাতিই কখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক যে সমুদয় জাতি "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত:" বলিয়া জাতীয় জাগরণের সুফল প্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদেরও একাধিক মুখপত্র রহিয়াছে। তত্তৎ জাতীয় সামাজিকগণ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া পত্রিকার সাহায্যে জাতীয় সংস্কারের সংবাদ প্রচার করিয়া থাকে।

হে কলঙ্ক মোচন! তোমার চরণ কমলে নতশীর্ষে প্রার্থনা জানাইতেছি, তুমি সংস্কার কার্য্যে উদাসী বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া জাতীয়ধর্ম্মে (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে) তাহাদিগকে নিরত কর। যাঁহারা ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া এই বিশ্বপূজ্য জাতির মুখে কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত করিতেছেন, যাঁহারা নিজকে, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া মুখরিত করতঃ শূদ্রাচারীর বৈশ্যচারীর সহিত যৌন সম্বন্ধ করিয়া ব্রাহ্মণাচারের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিতেছেন, তুমি তাঁহাদের হৃদয় হইতে স্বার্থপরতার ভাব অন্তর্হিত করিয়া স্বধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষার্থে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর। ইহাই এই অভাজনের সকরুণ প্রার্থনা। ওঁ তৎ সৎ।

নমস্কার।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ,
সাহিত্যরত্ন, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ)

(১)

নববর্ষে - বন্ধু সবায়,—
লও গো আমার নমস্কার।
তিরস্কার বা স্নেহ, আশীষ,
যা দিবে—তাই পুরস্কার।
দেনা বোঝা চেপে বুকে,
দুঃখ নিয়েই—আছি সুখে!
বিষাদ চেপে হাস্‌তে হয় যে,
এ নয় নূতন আবিষ্কার!
নববর্ষে—বন্ধু সবায়—
লও গো আমার নমস্কার!

(২)

চলার পথে কতই কা'রে—
নিয়েছিলেম সাথী করে,
মাঝ্‌-পথে হায়! মিটিয়ে দাবী,
গেছে অনেক,—বাঁধন-ছিড়ে!
বুক জুড়ে হায়! আছে তা'রা,
কর্‌ছে শিথিল,—বাঁধন-হারা;
স্মৃতির-অনল আগুলে বুকে
কর্‌ছি সুধুই হাহাকার!
নববর্ষে—বন্ধু সবায়,—
লও গো আমার নমস্কার!

(৩)

পথের "পুঁজি—কি যে নিয়ে
চল্‌ছি ছুটে,—ভাব্‌ছি তাই!
ফুটা কলসী—ভরছি,—লভ্য—
"শূন্য" ছাড়া কিছুই নাই!
পুঁজি—পাটা খুইয়ে গেছে,
মিছা মোহে ছুটছি পিছে!
সুদের পরে সুদ চলেছে,
প্রহেলিকা—চমৎকার।
নববর্ষে বন্ধু সবায়,—
লও গো আমার নমস্কার!

(৪)

আছি,—কিন্তু কোথায় আছি?
কোথায় যাবার ঘর?
মায়ার গড়া—আপন নিয়ে,
অচিন-পথের পর!
কূল হারায়ে-ভাঙ্গন-কূলে,
কালের ঢেউয়ের—খেলায় দুলে,
চল্‌ছি কোথায়?—সুধাই কারে?
ঝর্‌ছে চোখে—অশ্রুধার!
নববর্ষে বন্ধু সবায়,—
লও গো আমার নমস্কার!

(৫)

থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল,
কি খেলা হায়! খেলে,—
দিনের শেষে,—ভাবছি বসে,
ছুটব—এ-সব ফেলে!
হলেম না হায়! কাজের কাজী,
আস্‌ছে যে মোর,—হারের বাজি!
খেয়ার—কড়ি; খুঁজতে হলে,—
সইব কতই তিরস্কার!
নববর্ষে বন্ধু সবায়,—
লও গো আমার নমস্কার!

অন্নসমস্যা।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা, ৫নং বাল্মীকি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিক্রমপুর কৈনসারনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার দত্তশর্ম্মা মহাশয় একজন নীরব কর্ম্মী। বস্তুতঃ এখন সমাজে এরূপ নীরব কর্ম্মীর বিশেষ প্রয়োজন। সুরেন্দ্রবাবুর নাম প্রতিভার পাঠকদিগের নিকট একেবারে অপরিচিত নয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্তশর্ম্মা আই, এম, এস, মহাশয়ের শুভবিবাহ ঢাকা পাঁচদোনানিবাসী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মাধুরী দেবার সহিত কলিকাতা ৪১ নং হাজরা রোড শ্রীযুত করুণাকুমার দত্তশর্ম্মা ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। আষাঢ় ও শ্রাবণের প্রতিভাতে সে বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

অধুনা তিনি তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া প্রীতিদেবীর শুভ পরিণয় চট্টগ্রাম শ্রীপুর নিবাসী ৺রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ নিরঞ্জন সেনশর্ম্মার সহিত উক্ত বাসা বাটীতে সম্পন্ন করিয়াছেন। কন্যাপক্ষ জানিতেন না যে বরের পরিবার ব্রাহ্মণাচারের বিরোধী। কন্যাপক্ষ ব্রাহ্মণাচারে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। বরপক্ষ এইবার "সেনগুপ্ত" শ্রেণীতে প্রমোশন নিয়াছেন। গলদেশে ও যজ্ঞোপবীত ছিল। আমাদের নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। সকল আত্মীয় কুটুম্ব একটু মর্ম্ম পীড়িত হইয়াছেন মাত্র—বরপক্ষের "জিদের" কেহ প্রশংসা করেন নাই।

উক্ত সুরেন্দ্রবাবু একদিন কথাচ্ছলে আমাকে বলিলেন—দেখুন ঠাকুর পূজার জন্য আমাদিগকে অনেক সময় বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই কাজটী বৈদ্যব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইলে কি কোন দোষ হয়? ইহাতে ২।৪টী দরিদ্র বৈদ্য পরিবারের অন্নসংস্থান হইতে পারে। আমাদের ও পার্শ্ববর্ত্তী ২।৩টী গ্রামে ৩০।৩৫ ঘর বৈদ্য আছে। আমার মনে হয় ইহাতে একটী পরিবারের অনায়াসে অন্নসংস্থান হইতে পারে। সেদিন একটী অবস্থাপন্ন পরিবারের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে আনন্দোৎকর্ষ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি তাঁহার এই সঙ্কল্পের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানাইয়া এবং তাঁহার এই সদিচ্ছার জন্য তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আপনি যে দরিদ্র স্বজাতির অন্নসংস্থানের জন্য একটু চিন্তা করিয়া থাকেন তাহাতে বড়ই আশান্বিত হইলাম। অর্থবান্ সামাজিকগণ যদি আপনারই মত দরিদ্রের জন্য একটীবারও চিন্তা করিতেন তবু সমাজের অনেক দুঃখের অবসান হইত। একেত দারিদ্র্য আপনা হইতেই দৈন্য আনয়ন করিয়া থাকে, তাহার উপর ধনীলোকের ঘৃণা ও অবজ্ঞা যেন দরিদ্রের সদগুণগুলিকে একেবারে পিষিয়া মারিতেছে। এই বিষয়ে এত তেজ কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের সমাজে ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে আমরা সর্ব্বসাধারণকে যজমানি করিতে উপদেশ দিতেছি। অন্ন সমস্যার কতকগুলি উপায় উদ্ভাবন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। চাকরি-গত প্রাণ বৈদ্যকে আমরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। আজ যদি কোন সাম্প্রদায়িক কারণ বশতঃ এই ব্যবস্থা হয় যে, কোন বৈদ্য ১০ বৎসর পর্য্যন্ত সরকারী কিম্বা বেসরকারি কোন কাজ পাইবে না, তাহা হইলে সমাজের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য উমেদারগণ এরূপ ব্যবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও যে তাহা উত্তম রূপে উপলব্ধি করিতেছেন সে কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। জীবিকার জন্য চাকরিকেই একমাত্র উপায় সাব্যস্ত করা নিরাপদ নহে। যাঁহারা চাকরিকেই একমাত্র জীবনের গতি মনে করিবেন, তাঁহাদের পাঠ্যাবস্থায় স্মরণ রাখা উচিত যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ রূপে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলে চাকরি সুলভ হইবে না। জীবিকার জন্য কেহ কেহ অপর দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন—একটী কৃষি; অপরটী অন্তর্বাণিজ্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এই দুইদিকে আশার আলো দেখিতে পাওয়ার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে আমাদের কিছু সময় লাগিবে—দাসত্ব মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে এতই প্রবল এবং আমাদিগকে এতই পঙ্গু করিয়াছে।

যজমানির দিক্ দিয়া অন্নসমস্যার কিঞ্চিৎ সামাধান করা খুব সহজ। পদস্থ ব্যক্তিগণ যদি কুসংস্কারমুক্ত হইয়া বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণদ্বারা পৌরোহিত্য কাজ সম্পন্ন করান, তবে যে সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ রাজনৈতিক কারণ বশতঃ পৌরোহিত্যের কাজ কিছুকাল নিজেদের হাতে রাখা আবশ্যক হইয়াছে।

"উপনয়ন রহস্য।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা, কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, সম্পাদক শণীদল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী, শোনপুর, ত্রিপুরা।

"মাণবকের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ"

আচার্য্য শিষ্যের কল্যাণ বিধনার্থে উপরোক্ত প্রকারে পঞ্চ দেবতার সমীপে প্রার্থনা সমাপন করিলে পর, মাণবক গুরুর সমীপে উপনীত হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। যথা—প্রজাপতি ঋষি রত্নষ্টুপছন্দ আচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবক পাঠনে বিনিয়োগঃ॥ "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাগামুপমানয়স্ব"।

গুণ বিষ্ণু টীকা—যজুর্বিদঃ আচার্য্যো দেবতা মাণবক পাঠে বিনিযুক্তং। হে গুরু! ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনং নিবৃত্তিং অহং আগাং আগতবানস্মি যতঃ, অতোমা মাং উপনয়স্ব আত্মসমীপং প্রাপয়স্ব।

বঙ্গার্থ— হে গুরুদেব! আমি মৈথুন নিবৃত্তিশীল হইয়াছি, অতএব আমাকে উপনীত করুন্ এবং আমাকে আত্মসমীপে গ্রহণ করুন্।

উপরি উদ্ধৃত মন্ত্রে মাণবক আচার্য্য দেবতার সমীপে "আমি ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি অতএব আমাকে উপনীত করিয়া গ্রহণ করুন্" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। পুরাকালে অহর্নিশ ঘাতপ্রতিঘাতসঙ্কুল জীবনসংগ্রামে জয়ী হওয়ার মূল ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত না হইলে মাণবক গুরুকুলে স্থান পাইত না। কারণ ইহকালে যশঃ প্রতিষ্ঠা ও পরকালে মোক্ষ-পদপ্রাপ্তি এই উভয় প্রকার অমূল্য সম্পদলাভের একমাত্র নিদান বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রতিভা, প্রতিপত্তি, বল, কান্তি, মেধা, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি প্রভৃতি সৎগুণরাশি অর্জ্জন একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য সাপেক্ষ। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অসংযতেন্দ্রিয় কামান্ধ ব্যক্তির জীবন শৃগাল, কুকুরাদি পশু জীবন হইতেও জঘন্য ঘৃণ্য বিষয়, অব্রহ্মচারীর জন্য গুরুগৃহের দ্বার সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ ছিল। যে ব্রহ্মচর্য্য মরদেহে অমরত্ব লাভের একমাত্র সোপান, সেই ব্রহ্মচর্য্যের লক্ষণ শাস্ত্রকারগণ কি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন:—

"কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে"॥

বঙ্গার্থ— সকল স্থানে সকল অবস্থায় সর্ব্বদা কর্ম্ম, মন, ও বাক্যের দ্বারা মৈথুনত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে।

শাস্ত্রকারগণ এই মৈথুনকে আট প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা:—

শ্রবণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

বঙ্গার্থ—মনীষিগণ শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, দর্শন, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আট প্রকার কাম বিষয়ক কার্য্যকে মৈথুন বলেন। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ এই অষ্টবিধ মৈথুনের বিপরীত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

উপরিউক্ত অষ্ট প্রকার মৈথুনের যে কোন একটি কার্য্য দ্বারা পুরুষের বীর্য্য স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়। বর্ত্তমান সমাজে কৈশোর বয়সে ও যৌবনের প্রারম্ভে ব্রহ্মচর্য্যবিহীন দ্বিজ-সন্তানগণের অকালে অবৈধ রেতঃপাতের ফলে যৌবনে জীবন্ত নরকঙ্কালের সৃষ্টি হইতেছে। কারণ মানবদেহস্থিত সপ্তধাতুর মধ্যে শুক্রই চরম ধাতু। এই সম্বন্ধে ভবপ্রকাশ বলেন

"রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্ মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জঃশুক্রস্য সম্ভবঃ॥

অর্থাৎ রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

এই চরমধাতু শুক্রধারণের দ্বারাই মানব জীবনের স্থিতি, আর শুক্রপাতের ফলেই জীবনের ধ্বংশ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে মহর্ষিগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"।

আধুনিক যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবহেতু শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি অষ্টবিধ মৈথুনের যে কোন উপায়ে শুক্রক্ষয় করিয়া দিন দিন দ্রুতবেগে মরণের পথে ধাবিত হইতেছে। আজ -কাল উপন্যাস সম্রাটগণ ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ভারতের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র যুবক সম্প্রদায়ের সম্মুখে অবৈধ প্রণয়ের কুৎসিত চিত্র চিত্রিত করিয়া সমাজে প্রলয়ের দাবানল জ্বালিয়া বাহবা নিতেছেন আর উচ্ছৃঙ্খল তরুণের দল পঙ্গপালের মত দলে দলে সেই অনলে পুড়িয়া আত্মহত্যা করিতেছে। যেই আর্য্যভূমি ভারতভূমির প্রতি গৃহে গৃহে একালে প্রতিভাশালী ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর ও রণবীর জন্মগ্রহণ করিত, আজ সেই ভারতে প্রতি দশ সহস্র লোকের মধ্যেও প্রতিভাশালী একটী প্রকৃত মানুষ যে জন্মে না, তাহার একমাত্র কারণ ব্রহ্মচর্য্যের অভাব নয় কি? ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ওজঃ পদার্থ অব্যাহত থাকে বলিয়া তাহারা ওজঃ শক্তির প্রভাবে দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বলে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হন। আজ যে বিশ্ববিজয়ী ধর্ম্মবীর-কর্ম্মবীর-মহাত্মাগান্ধী 'আমি একমাত্র ভগবানকে ভয় করি আর কাহাকেও ভয় করি না' বলিয়া সমুচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ ওজঃ শক্তির প্রভাবজনিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিকবল। অধ্যাত্মবলে বলীয়ান ব্যক্তির নিকট আসুর শক্তির প্রভাব, পশুরাজ সিংহের শক্তির সমীপে মূষিকের শক্তির ন্যায় প্রতিভাত হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, অসুর বল দৈববলের নিকট চিরদিনই পরাভূত হইয়াছে। মহামায়া আদ্যাশক্তির নিকটে শুম্ভ, নিশুম্ভ, ও রক্তবীজ, ভগবান্ রামচন্দ্রের নিকটে লঙ্কার রাবণ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে পাপাত্মা দুর্য্যোধন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি দৈববলের নিকটে অসুর বলের পরাজয়ের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান আছে। আজ যে বীরভূমি ভারতবর্ষ পরহস্তগত, আজ যে ভারতবাসী পরপদানত, শৃগাল কুকুরের ন্যায় লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত তাহার মূলে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যজনিত ওজঃশক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির অভাব। যে দিন হইতে ভারতবাসী তাহাদের প্রথম আশ্রমের মাথায় পদাঘাত করিয়াছে, যেই দিন হইতে নীতি ও ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া আসুরিক শক্তির পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই তাহাদের ভাগ্যাকাশে পরাধীনতার ধূমকেতু দেখা দিয়াছে। যেই দিন তাহাদের দেবত্ব তিরোহিত হইয়া দেবতার লীলাভূমি তাহাদের চিত্ত ভূমিতে অসুরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিনই প্রবল আসুরিক শক্তির সহিত সংগ্রামে তাহাদের স্বাধীনতা সূর্য্য চিরঅস্তমিত হইল। অসুরভাবাপন্ন মিরজাফরের চিত্তে পৈশাচিক প্রবৃত্তি জন্মিল,

অন্নদাতা পিতার বুকের রক্তে পিতৃতর্পণ সমাধা করিয়া ভারতের রাজলক্ষ্মীকে সুদূর সাগর তীরে চিরতরে নির্ব্বাসন দিল। ভারত মাতার বন্ধন মুক্ত করিয়া আবার যদি ভারতলক্ষ্মীকে স্বগৃহে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তবে কায়মনোবাক্যে দৈবশক্তির পূজা করিতে হইবে, দৈববলে বলীয়ান হইয়া দৈবশক্তি প্রভাবে আসুর শক্তিকে পরাভূত করিতে হইবে, এই দৈববল লাভ ব্রহ্মচর্য্য সাপেক্ষ। দৈবশক্তি লাভ করিতে হইলে আবার ঘরে ঘরে ব্রহ্মচারী সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলে অক্ষতবীর্য্য ব্রহ্মচারিগণ অব্যাহত সপ্তধাতুর তেজোময় সারভাগ শুক্রপদার্থের অসংখ্য শক্তি প্রভাবে উৎসাহ, ধৈর্য্য, প্রতিভা, কান্তি, পুষ্টি, মেধা প্রভৃতি সৎগুণরাশি অর্জ্জন করিতে পারিবে এবং তাহাদেরই শক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যা গয়ত্রীদেবীর কঠোর সাধনাজনিত ব্রাহ্মী শক্তি লাভ করিয়া প্রত্যেকে ত্রিলোকবিজয়ী ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও রণবীর হইতে পারিবে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার সেনরাজগণ।*

শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা রায় মিরাট।

এমন একদিন ছিল যখন বাংলার আপামর জনসাধারণ বিশ্বাস করিত যে সেনরাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহাদের এ বিশ্বাস কেবল যে জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নহে, এ বিশ্বাস ও ধারণার মূলে ছিল জনশ্রুতি এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের লিখিত কুলপঞ্জিকা। যখন সেনরাজগণের প্রদত্ত ভূগর্ভপ্রোথিত তাম্র বা প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইল তখনি শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল সেনরাজগণ বৈদ্য নহেন, উঁহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়! ওজনে তাম্র বা প্রস্তর বেশী ভারী সুতরাং লোকের বেশী ঝোঁক পড়িল উহার দিকে। অল্প ওজনের তুলট কাগজ বা ভূর্জ্জ পত্রে লিখিত কুলাচার্য্যগণের কুলপঞ্জিকার দিকে আর লোকের নজর রহিল না। তাম্রে অথবা পাষাণে খোদিত লিপির তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া যুগ-যুগান্তরব্যাপী বিশ্বাস ও ধারণা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল, প্রকৃত তথ্যকে ধরিতে পারিল না। পাষাণের ভাষা বুঝিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন, প্রকৃত সাধক না হইলে চলচ্ছক্তিবিহীন জড় পাষাণ অথবা তাম্রশাসনের উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাই একটা নূতন কিছু কর একটা নূতন কিছু কর, এই বুদ্ধি চালিত হইয়া নূতনের সৃষ্টি করিয়া বসিল। মানুষ সর্ব্বদাই সত্যের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে, তাই তাহার জ্ঞান কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (মিরাট শাখা) অধিবেশনে পঠিত। (২) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন ৭ম অধিবেশন "ইন্দোর ইতিহাস শাখায়" পঠিত।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলে মানুষ এখন অনেক তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, যাহার দ্বারা বহুকালব্যাপী অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ক্রমশঃ জগৎ হইতে অপসৃত হইতেছে এবং অসত্যের স্থানে সত্যের আসন প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভূগর্ভপ্রোথিত সেনরাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসন অথবা প্রস্তর ফলক আবিষ্কার দ্বারা যখন সেরূপ কোন সত্য উদ্ধার হয় নাই, তখন দীর্ঘকালব্যাপী বিশ্বাস ও ধারণা ত্যাগ করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। পুরাণ যাহা আছে সবই খারাপ, এ পথের পথিক আমরা নহি। আমরা চাই পুরানের সহিত নূতনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যাহা কিছু সত্য তাহা জগৎকে দিতে। মানুষের লিখিত এবং পাষাণ বা তাম্রফলকের খোদিত উক্তির কোন সামঞ্জস্য আছে কি না এইতত্ত্বের সত্যাসত্য বিচারের জন্য পরমরাধ্য পিতৃদেব ভিষক্‌কুল বরেণ্য কবিরাজ ৺বেণীমাধবের শ্রীচরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া এবং পরমরাধ্যা মাতার শ্রীচরণরেণুকণা মস্তকে ধারণ করিয়া সেনরাজগণের জাতিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি মনীষীবৃন্দ আমাদের উক্তির সত্যাসত্য বিচার করিবেন।

(৩) ফলকের ওজন ভারি বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের ঝোঁকও সেইদিকে বেশী। সুতরাং আমরা ফলকের কথাই প্রথমে বলিব। ফলকে লিখিত আছে :—

(১) ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবারমো সুধাদীধিতঃ ॥৩
বংশে তস্যামরস্ত্রী বিতরত সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য।
ইতি জগতি বিযেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বপুরুষ ইতি
সুধাংশো কেবলং রাজশব্দঃ॥
তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতি সুভটশতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুল শিরোদাম সামন্তসেনঃ।

(২) বিজয় সেনী- রাজসাহীর প্রস্তর ফলক।
ভূমি-ভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথ বংশে।

মালদহ দিনাজপুর এবং সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন।

(৩) সেনকুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর সোমবংশ প্রদীপ
প্রতিপন্ন দান কর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত
বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরম সৌর
মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক্ গৌড়েশ্বর
শ্রীমৎ কেশব সেনদেবপাদা বিজয়িনঃ, ইত্যাদি।

বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুরে প্রাপ্ত কেশব সেনের তাম্রশাসন। জর্ণেল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটী সপ্তমখণ্ড ১ম অংশ ৮০পৃ

(৪) গৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণ গণৈবীর সেনস্যবংশে।
কর্ণাট ক্ষত্রিয়ণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ॥৪

ইহ জগতি বিষেহে যেন বংশস্থ পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ।৬

প্রথম পৃষ্ঠা মাধাই নগরে প্রাপ্ত মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন।

(৫) "বিক্রম্ভ বীর চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌম * * সেনবংশ
প্রদীপরাজ প্রতাপনারায়ণ পরম"। ঐ দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

৪। এই সকল তাম্রশাসন অথবা ফলকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক মাননীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহোদয় তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রে লিখিয়াছেনঃ "সেন নরপতিবর্গ কোন রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও নানা রূপ তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছে। রাজসাহী প্রদেশে বিজয়সেনের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে বিজয়সেন তাঁহার পিতামহ সমন্ত সেনকে "ক্ষত্রিয়ানাং কুলশিরোভূব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সমস্ত পূর্ব্বাবিষ্কৃত তাম্রশাসন ও বর্ত্তমান তাম্রশাসনে "সেন কুল কমল বিকাশ ভাস্কর সোম প্রদীপ বলিয়া পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের পাঠ শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় যেভাবে উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে "বংশে কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণাং" যোজিত আছে, সুতরাং সেন রাজবংশের নরপতিগণ যে সোমবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন"। ২৯৬পৃঃ

আবার অন্যত্র বলিতেছেন, সেনরাজবংশ বৈদ্য কিনা এবিষয়ে অনেক দিন হইতেই তর্ক চলিতেছে। ইহারা যে চন্দ্রবংশীয় রাজা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তপনদীঘি, সুন্দরবন আনুলিয়ার তাম্রশাসনের প্রত্যেকে তৃতীয় শ্লোক "ওষধিনাথ বংশ" এই রাজগণের জন্মগ্রহণের কথা উল্লিখিত আছে এবং গোদাগাড়ীর প্রস্তরফলকের তৃতীয় শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত চতুর্থ শ্লোকেও তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। মাধাইনগরের তাম্রফলকেও উহা সমর্থন করে। বক্ষ্যমাণ তাম্রফলকে প্রথমে নারায়ণের নমস্কার ও তৎপরে মহাদেবের ও তৎপর চন্দ্রদেবের নমস্কারের পর চন্দ্রবংশে কীর্ত্তিমান্ রাজগণের জন্মগ্রহণের উল্লেখ আছে। (প্রথম পৃষ্ঠায় পঞ্চম এবং ষষ্ঠপংক্তি দ্রষ্টব্য)। বল্লালসেনের পৌত্র কেশবসেনের বাখরগঞ্জের তাম্রশাসনেও কোটালি পাড়ার তাম্রফলকে বল্লালসেনের পৌত্র বিশ্বরূপসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনে উভয়েই মমবংশ প্রদীপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মাধাই নগরের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়" + মমবংশপ্রদীপ" বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, লুপ্ত অংশ বোধ হয় সো অর্থাৎ "সোমবংশ প্রদীপ বলিয়া উল্লেখ ছিল। এই রূপ অনুমান্ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং সেনরাজবংশীয়গণ যে চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। মাধাইনগরের তাম্রফলকে "কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং তাম্রফলকের সাহায্যে একথা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় যে, সেনরাজগণের আদিম বাসস্থান দাক্ষিণাত্য, তাঁহারা কর্ণাট দেশবাসী ছিলেন, তাঁহারা

৫। ডাক্তার মাননীয় ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ও তাঁহার "Indo Aryan" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The Bakharganj and Rajshahi inscriptions agree in calling the senas, the decendants of the moon or Kshatriyas of the Lunar race (samavansas ;) the latter describe Samantasen as "a garlaned for the head of noble Kshatriyas." Brahma Kshatriyanam Kulosirodama ;* and this testimony cannot be rejected in favour of the modern tradition. In the Tarpandighi plate there occurs a verse which Mr. Westmacott thus renders into English. "The kings of the race of Aushadhinath (moon) newtralize the sharp fever poison of their enemies by the lusutre of the nails of their feet, as with juice of creepers nurtured (as plant with water) by the Lusture of the diadems of numbers of kings, postrate in homage" "The Sunderban plate also describe the family to the race of the moon. Aushadhinath vansa,"

তিনি আবার অন্যত্র বলিয়াছিলেন "that the senas of Bengal were kshtriyas of lunar dynasty.

৬। বঙ্গমাতার সুসন্তান মাননীয় ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া তাঁহার "Ancient History of India" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন "The sena Vaidyas of East Bengal may have good and sufficient reasons for claiming kinship with Ballal sena and his successors. But instead of declaring that the Ancient kings were Vaidyas and came to Bengal with pestle and mortar, ointments and drugs it would be historically more intelligible to urge that the descendants of the ancient Vaisya or Kshatriya kings of the Sena dynasty have now become merged in the modern vaidya or medical caste of Bengal."

৭। নানান্ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বেদাচার্য্য পূজ্যপাদ ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার "বল্লাল মোহমুদ্গরে" এই সকল উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন যে, বাংলার সেনবংশীয় রাজাগণ "জাতি বৈদ্যই" ছিলেন। অনুসন্ধিৎসুগণ উক্ত গ্রন্থ

* এখানে মিত্র মহাশয় "ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানাম কুলশিরোদাম" পদের যে ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন উহা ঠিক হয় নাই। এখানে ইহার অর্থ হইবে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমূহের শিরোমাল্য স্বরূপ as a garland of head of all Brahmans and Khatriyas

পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সেগুলির পুনঃ উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়া মাননীয় ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় অথবা ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পথ অনুকরণকারিগণ কোন প্রবন্ধ বা পুস্তক লিখিয়াছেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। যদি কেহ প্রতিবাদ না করিয়া থাকেন উহাতে আমাদের ক্ষতি কি? রাজ রাজার জাতি লইয়া আমাদের কি আসে যায়? আমরা "আদার ব্যাপারী" জাহাজের খবরের প্রয়োজন কি? সেন রাজগণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ অথবা যে কোন জাতি হউন না কেন বর্ত্তমান বাংলার কি আসে যায়? বর্ত্তমানে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক জগতের যে ক্ষতি আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। লাভালাভ যদি না থাকিত তবে কেন দেশীয় ও বৈদেশিক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ উহাদিগের জাতিতত্ত্ব লইয়া বিব্রত হইয়া বিকাশমান? কেন তাঁহারা সকলেই উহাদিগকে ১১০ ধারার আসামীর ন্যায় টানাটানি করিয়াছেন? সুতরাং ক্ষতি যে আছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই ক্ষতিপূরণের জন্যই আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

৮। তাম্রশাসনের বা প্রস্তর ফলকের বচনাবলী যদি কেবলমাত্র সেন রাজগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পথ প্রদর্শক হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদিগকে নিরতিশয় দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে চন্দ্র অথবা সোমবংশীয় হইলেই জাতিতে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে এই বাল্য কুসংস্কার দ্বারা চালিত হইয়া ইতিহাসাচার্য্য অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ও ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বাংলার সেন রাজগণের জাতি নির্ণয় বিষয়ে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেন আমরা এরূপ কঠিন কথা বলিলাম? কারণ চন্দ্র বা সোমবংশীয়গণ জাতি ক্ষত্রিয় ছিলেন ইহা আমাদের শাস্ত্র বলে না।

(ক্রমশঃ)

অন্তর্যামী।

তব বিশ্বমাঝে সেজে নানা সাজে
কত খেলি দিন রাত;
তুমি আছ সুধু নীরবে চাহিয়া
কত দূরে বিশ্বনাথ।
তোমারি দেওয়া তোমারি নেওয়া
তোমারি করুণা দানে;
ক্ষণেকের সুখে ক্ষণেকের দুঃখে
বাঁচিয়া আছি গো প্রাণে।
অনন্ত আশায় শোক নিরাশায়
আনন্দ হিল্লোল বায়;
কভু প্রেমরঙ্গে কভু আশা ভঙ্গে
জীবন চলিয়া যায়।
কি কাজে আমারে পাঠালে সংসারে
কি কাজে দিন যে গেলো;
করিব বলিয়া রাখিনু ফেলিয়া
কভু নাহি করা হলো।
কত জন্মান্তর এই ভাবে মোর
গে'ছে চলে কতবার,
প্রতিজ্ঞা করিয়া আশীষ মাগিয়া
গেছি ফিরে কতবার।
পুনঃ সংসারে পশিয়া সকলি ভুলিনু
বিস্মৃতি সাগরে আসি;
ঢেকে দিল মোর স্মৃতির কাহিনী
অনন্ত পিয়াসা পশি।
ফেলিয়া রাখিনু দূরে সরাইয়া
বিশ্বের প্রথম বাণী;
যথা অনন্ত অনলে পুড়িছে মক্ষিকা
আপন মরণ জানি।
কে আছ চেতন করহ চেতন
ভেঙ্গে দাও ঘুমখানি;
শুধাও আমায় পুনঃ একবার
অনন্ত আশার বাণী।
লভি যদি পুনঃ মানব জীবন
সংসার পাথারে আমি;
যেন নাহি ভুলি আদেশ তোমার
হে মম অন্তর্য্যামী।

জনৈক বৃদ্ধ পিছু কটেজ, আরারিয়া।

পবিত্র বৈদ্যব্রাহ্মণে আরোপিত অম্বষ্ঠত্বের প্রতিবাদ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা, পোঃ ফুল্লশ্রী, বরিশাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতঃপর আয়ুর্ব্বেদ দান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায় কামুক পিতা পরিণত বয়স্কা স্ত্রীগণকে উপেক্ষা করিয়া তরুণী ভার্য্যার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, প্রমাণ রাজা দশরথ ও রাজা জয়সেন (বিজয় বসন্তের পিতা)। কাম যখন পূর্ণশক্তি প্রকাশ করে, তখন মানব কেন, দেবতারাও জ্ঞান শূন্য হন। প্রমাণ দেবরাজ ইন্দ্র, নক্ষত্ররাজ চন্দ্র। "রূপ যৌবন সম্পন্না বৈশ্য কন্যার নিকট আত্মবিসর্জ্জন দিয়া তৎপুত্রকে আয়ুর্ব্বেদ দান করা কামুক পিতার পক্ষে অসম্ভব নয়! কিন্তু

এইস্থলে মূলেই ভুল হইতেছে। দানের বস্তু আয়ুর্ব্বেদখানি, সত্যযুগের লাখেরাজ জমিদারী মাত্র চিকিৎসক ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। যাজক ব্রাহ্মণের নহে। অম্বষ্ঠ সম্ভবত যাজক ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন। তাহার পিতার আয়ুর্ব্বেদে কোন স্বত্ব, স্বামীত্ব কি অধিকার ছিল না। উহা বৈদ্যব্রাহ্মণের এক চেটিয়া সম্পত্তি। ইন্দ্রিয় পরবশ যাজক ব্রাহ্মণ বৈশ্যখাতে কামযজ্ঞ করিলেন; তাহাতে বৈদ্যব্রাহ্মণ নিজ সম্পত্তি আহুতি দিবেন কেন? বৈদ্যব্রাহ্মণ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, চিকিৎসা নিপুণ, সংযতেন্দ্রিয়। তাঁহার নিজের পবিত্র পুত্র কলত্র ও ছিল, কিজন্য তিনি অপাত্রে এমন বৃহৎ সম্পত্তি দান করিলেন? একের খুনে অন্যের গরদান যাবে কেন? অসবর্ণা বিবাহ করিয়া পতিত হইলেন যাজক, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বৈদ্যব্রাহ্মণের আয়ুর্ব্বেদ দণ্ড!

"অদ্ভুত লাচারী শুনে খোকা খোকীও হাসে,
খুন করে একজন অন্যে যায় ফাঁসে।"

অন্তঃপুরের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে বৈদ্য অপেক্ষা যাজক ব্রাহ্মণের অধিকার অনেক অধিক ছিল। কোন পরিবারে কোথায় সুন্দরী কন্যা আছে, তাহার সন্ধানও যাজকই সহজে পাইতেন এবং আবশ্যক মতে জোঁকার দিয়া ঘরে নিয়া বিহিতা ভার্য্যা করার সুবিধাও যথেষ্ট ছিল। শিক্ষিত, চরিত্রবান, বিজ্ঞ বৈদ্যব্রাহ্মণের নিজের সম্মান ও দেবদুর্ল্লভ ব্যবসা ভুলিয়া বৈশ্যখাতে ডুব দেওয়া ন্যায় ও যুক্তি বিরুদ্ধ। পৃথিবীর সকল দেশের চিকিৎসকগণই উন্নত চরিত্র। রহস্য আরও আছে। এক দুই কি দশজন অম্বষ্ঠের জন্য একটা ব্যবস্থা হয় না। বহু যাজক হইতে বহু অম্বষ্ঠ জন্মিয়াছিল। তাহা হইলে অম্বষ্ঠের ব্যবসা স্থির হইল কোন সময়? দেখা যায় যাজক- ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধ হইয়া এক সময় বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিলেন। সকলেরই এক সময় গর্ভাধান হইল। সকলেই এক সময় পুত্রবতী হইলেন, শ্রীমৎ অম্বষ্ঠগণ মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া সমস্ত যাজকগৃহ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। ঠিক melitory command aim, Steady and fire এক সময় সম্বন্ধ, এক সময় পরিণয়, এক সময় গর্ভাধান ও এক সময় প্রসব! লক্ষ্য লক্ষ্য অম্বষ্ঠের আবির্ভাব হইল। সকল পিতার মাথায় টোনক পড়িল। অমনি অন্যের (বৈদ্যব্রাহ্মণের) সম্পত্তি আয়ুর্ব্বেদখানি ধরিয়া অম্বষ্ঠকে দান করা হইল!!! —"পরের চাল, পরের কলা, ব্রত করেন চন্দ্রকলা" এই ঠাকুরদাদার গল্প বিশ্বাস করিলেও অম্বষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান বৈদ্যব্রাহ্মণের কোন সম্পর্ক থাকে না। যদি অম্বষ্ঠ বাস্তবিক পক্ষে বৈদ্যব্রাহ্মণের সন্তানই হইতেন এবং পিতা সন্তানকে আয়ুর্ব্বেদ দান করিতেন, তবে সম্মানিত বৈদ্যব্রাহ্মণ বর্ত্তমানে কি ইতঃপূর্ব্বে আর ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিতেন না, উহা সর্পদষ্ট অঙ্গুলিবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ভগ্নপুত্রের সহিত পিতৃকুলের কোন সংশ্রবই থাকে না। সে পিতৃশ্রাদ্ধও করিতে পারে না, সে এক প্রকার পতিত। ত্রেতাযুগের যে সকল জাতিভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বৈশ্য কন্যা বিবাহ করিয়া পতিত হইয়াছিলেন, তাহার ফলভোগ তাহারাই করিবেন। চিকিৎ- সক ব্রাহ্মণ তাহাদের সঙ্গে জলে পড়িবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণই কলিযুগের বৈদ্যচিকিৎসক পবিত্র, সদাচারী ব্রাহ্মণ। বৈদ্যসমাজে কদাচার নাই, অজ্ঞাতকুলশীলা কাহাকেও বিবাহ করিয়া তাঁহারা গৃহপরিবার অপবিত্র করেন না।

মনুসংহিতার সদর্থ কদর্থ লইয়াও বিষম বিবাদ চলিতেছে। স্মরণ রাখা উচিত, যে সময় মনুসংহিতার প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সে সময়ের প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ এখন অনুলোম বিবাহ করিতে পারেন না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তাহাকে কন্যা দিতে প্রস্তুত নয়! অবৈধ অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ বিধিবদ্ধ ও শাস্ত্রের আচরণে আচরিত করার জন্য দেশ কাল পাত্রের ও ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া King can do no wrong palicy অনুসারে উক্ত সংহিতার প্রণয়ন হয়। ত্রেতার সামাজিক অবস্থা কলিতে আনিতে পারিলে সংহিতা খাটে, নচেৎ পূর্ণমাত্রায় নহে। সুতরাং মনু ও অন্যান্য সংহিতার দোহাই দেওয়া কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র। গ্রন্থকার স্বর্গীয় পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের প্রতিও কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি ঋগ্বেদকে কৃষকের গান বলায় তাঁহার নাকি ভারি বেয়াদবী হইয়াছে, আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অর্থ গমন করা, কর্ষণ করা ইত্যাদি, আর্য্যগণ প্রথমতঃ তাঁহাদের পরিবারও পশ্বাদিসহ ঘাসাবৃত স্থানে অবস্থিতি করিতেন। ঘাস ফুরালেই, অন্যস্থানে চলিয়া যাইতেন (গমনশীল) পরে দেখা গেল ইহাতে অসুবিধা হয়, ভূমি হইতে নিজদের খাদ্য দ্রব্যের ও ঘাসের সংগ্রহ আবশ্যক। তখন কৃষি কার্য্য (কর্ষণ) আরম্ভ হয়। শুদ্ধ শান্ত মনে আর্য্যগণ ভূমি কর্ষণ করিতেন এবং দেবতার আরাধনা স্তবাদি গান করিতেন। ঋগ্বেদে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদের সময়ের কৃষকও বর্ত্তমান কৃষকে মনুষ্য পশুর প্রভেদ। আজকাল আমরা চোগা, চাপকান, কোট, পেণ্ট পরিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য কৃষক ছিলেন, বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকি। কৃষক শব্দ মুখে নিলে আমাদের গঙ্গাস্নান করিতে ইচ্ছা হয়, ৺রমেশচন্দ্র যে সমস্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, কোন স্বাধীন দেশে তাঁহার জন্ম হইলে তাহার উপযুক্ত সম্মান ও আদর হইত। গোলামের দেশ তাঁহার পাণ্ডিত্যের কি সম্ভ্রম করিবে? সমস্ত ভারতবর্ষ খুজিলেও রমেশচন্দ্রের "র" এর শূন্যের মূল্য মিলিবে না। তদীয় ঋগ্বেদের ১৯১ সূক্তের অনুবাদ উপলক্ষে তিনি বলিয়া গিয়াছেন "ঋগ্বেদ সংহিতার সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জলন্তভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন আমাদের অভিপ্রায় এক হউক, হৃদয় এক হউক, আমাদের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যলাভ করি। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপয়ান্তর নাই।"

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য সূক্তটীর বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম। দশম মণ্ডল, অগ্নিদেবতা। সংবননঋষি—১৯১ সূক্ত।—

(১)

"হে অগ্নে! তুমিই প্রভু দেও কাম্য ফল।
তোমাতে মিশ্রিত আছে বিশ্বের সকল॥

জ্বলিতেছ তুমি দেব যজ্ঞের বেদিতে।
আশা করি আমাদিকে ধন প্রদানিতে॥"

(২)

"তোমরা একত্র হও বল এক কথা।
একমন কর সবে ভজহ একতা॥
প্রাচীন দেবতাগণ সব এক হয়ে।
পরিতুষ্ট হন এই যজ্ঞভাগ লয়ে॥"

(৩)

"এক হক মন্ত্র আর একই সমিতি।
এক হক মন আর একরূপ চিত্তি॥
আমি তোমাদিগে একমন্ত্রেতে মন্ত্রিত।
করিতেছি করি যজ্ঞ হবিতে সাধিত॥"

(৪)

"এক হক তোমাদের সব অভিপ্রায়।
এক হক মন আর একই হৃদয়॥
সর্ব্বাংশে তোমরা সবে ভজহ সমতা।
লাভ কর তোমরা সে পরম দেবতা॥"

উপসংহারে বৈদ্যব্রাহ্মণ শরীর যে পবিত্র ত্রিবেণীতীর্থ তাহার প্রমাণ করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। ত্রিবেণী দুই শ্রেণীর মুক্তত্রিবেণী ও যুক্তত্রিবেণী। হুগলীতে মুক্তত্রিবেণী। তথায় গঙ্গার সহিত অন্য দুইটী জঙ্গলানদী মিলিয়া একধারা হওয়ায় মুক্তত্রিবেণী হইয়াছে। অর্থাৎ গঙ্গায় মিলিয়া জঙ্গলানদীদ্বয় মুক্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রিবেণী স্নানোপলক্ষে, তথায় বহু লোকের সমাগম হয়। তথাকার পাকা স্নানঘাট উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

যুক্তত্রিবেণী তীর্থ প্রয়াগে—তথায় তিনটী পবিত্র প্রবাহ—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী মিলিয়া যুক্তত্রিবেণী নাম ধারণ করিয়াছে। "ওঁ গঙ্গেচ, যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতী" এই পবিত্রতীর্থে স্নান অবগাহন ও তীর্থামৃত পান করিয়া মানব জন্মজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করিয়া পরমানন্দে দিব্যধামে চলিয়া যান।

বৈদ্য শরীরটীও যুক্তত্রিবেণী পবিত্র প্রয়াগতীর্থ। তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ। সুতরাং পিতামাতার দুইটী পবিত্র ব্রহ্মধারা তাহার শরীরে প্রবাহিত। তিনি বিশ্ববিধাতার জীবস্রোত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করতঃ বিশ্বপতিকে প্রীত করিতেছেন।

"কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশেশঃ পরমেশ্বরি।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাশ্রিতম্॥" মহানির্ব্বাণ।

যিনি ভগবানকে প্রীত করিতে পারেন, তিনি সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার শরীর মন ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। সুতরাং পিতৃমাতৃ ও স্বোপার্জ্জিত ব্রহ্মধারা মিলিত হইয়া বৈদ্যের শরীরটীকে পবিত্র ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত করিয়াছে। এই পবিত্রতীর্থের ঔষধ পাচনাদি সেবনে ব্যাধিমুক্ত ও বৈদ্যপ্রদত্ত আরোগ্যস্নানে স্নাত হইয়া মানব রোগমুক্তিলাভ করতঃ সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও ভগবানের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে ভরাপুরা-সংসার রাখিয়া যথাসময় ভবলীলা সংবরণ পূর্ব্বক পরমানন্দে নিত্যধামে চলিয়া যান।

সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পরিভ্রমণ কক্ষ যদি অপরিবর্ত্তনীয় থাকে, ব্রহ্মকমণ্ডলুস্থিত দ্রবময় বিষ্ণু হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়া, যদি আজ পর্য্যন্তও গঙ্গাজলের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি হিমালয়ের সৃষ্টিকাল হইতে তদীয় তুষারের শৈত্যগুণ আজ পর্য্যন্তও অবিকৃতভাব বর্ত্তমান থাকে, যদি সৃষ্টিকাল হইতে সূর্য্যদেব ও অগ্নির দাহিকা শক্তি আজ পর্য্যন্তও সমভাবেই বিরাজমান্ থাকে, যদি মলয়বায়ুর, সৃষ্টি সময় হইতে আজ পর্য্যন্তও তাহার স্নিগ্ধশক্তি পূর্ণভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে, তবে প্রথম সৃষ্টির আর্য্যব্রাহ্মণের পবিত্র ব্রহ্মশোণিত আজও বৈদ্যব্রাহ্মণশরীরে বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। তদ্‌বিপরীত তর্ক, প্রমাণ প্রয়োগ কেবল সত্যের অপলাপ মাত্র।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রতিবাদ করিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক বৈদ্যহিতৈষিণী কিম্বা বৈদ্য প্রতিভায় করিবেন। তাহা হইলে আমি প্রত্যুত্তর দিতে সমর্থ হইব। অন্য কোন পত্রিকা আমি পড়ি না। পুস্তকাকারে প্রতিবাদ করিলে দয়া করিয়া আমাকে একখানা ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দিবেন।

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন গফরগাঁও, ময়মনসিংহ)

পৌষ ও মাঘের বৈদ্য প্রতিভায় "সেনগুপ্ত" মহাশয়ে প্রতিবাদ পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই হতাশ হইয়াছি। প্রতিবাদ পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণা হইয়াছিল—তিনি বহু গবেষণার ফলে হয়ত সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সুসম্পন্ন করান, নিতান্ত অশাস্ত্রীয় প্রতিপন্ন করাইয়া,—একটা অসীম বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু

প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, মেয়েলি ঝগড়ার, আবশ্যক বাক্য বিন্যাসের মতই "একটা কিছুর"—পুতিগন্ধময়, সাড়া পাইয়া মনে হইতেছে,—ডি, এল রায়ের সেই গান!

"একটা নূতন কিছু কর,
আর কিছু না পার যদি,
উপরদিকে পা' দিয়ে,
'বাই-সাইকেলে' চড়!
তবু নূতন কিছু কর!"

স্বীয় মতের স্বাতন্ত্র্যতা সংরক্ষণ করিতে যাইয়া, কেবল পিত্রাদ্যাচারের দোহাই দিলে, সমাজ সংস্করণের বিশেষ কোন সাহায্য হইবার আশা নাই। নিজের ব্যক্তিত্বকে সামান্য খামখেয়ালির উপর পর্য্যবসিত করাইলে, একদল অবিবেচকের, নেতাসাজা সহজসাধ্য হইলেও, শাস্ত্রাজ্ঞা চিরকালই, প্রচলিত থাকিবে। সত্য-তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সমাজের নেতাগণ, অশাস্ত্রীয় বিধির নিকট কোন দিনই মস্তক অবনত করাইয়া, পিতৃপুরুষগণের পক্ষে যাহা অপ্রীতিকর হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন কার্য্যে "সেনগুপ্ত" মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিবেন না। "সেনগুপ্তের" পরিবর্ত্তে "সেনশর্ম্মা" ব্যবহার করার ভিতর এমনকি অধঃপাতে যাইবার সামগ্রী নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তবে একটা "নূতন কিছু কর"—ইহাই যদি মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে, তবে কাহারও কিছু বলিবার উপায় নাই। নিজের পাঁঠার ল্যাজে কাটিবার অধিকার সকলেরই রহিয়াছে। ভাল মন্দ সকল কাজেই, একদল "ফেউ" লাগিয়া থাকিবেই। তাহাদের কাজ, অযথা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা,—উই, ইঁদুর, লোকের অনিষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু নিজে তাহাতে লাভবান হয় না। ইহাই হইয়াছে উহাদের স্বভাব। বিভীষণের কার্য্যতৎপরতা একপক্ষের কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ সহায় হইয়া থাকিলেই, সেরূপ কার্য্য তৎপরতা অনুকরণীয় নহে। যাহা সত্য তাহা পদদলিত করিয়া অসত্যকে উচ্চ আসনে বসাইয়া দিতে, শত শত বিভীষণের সৃষ্টি হইলেও সমাজ বক্ষে এতটুকুন দাগ বসাইবার প্রয়াস নিতান্ত ব্যর্থ হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। উপবীত গ্রহণ করিয়া, যাঁহারা পনরদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেন, তাঁহারা হয়ত শাস্ত্রীয় বচন পদদলিত করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া, আপনাদিগকে পরিচালিত করিয়াছেন। জানিয়া শুনিয়া অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি সকলের থাকিতে পারে না। আমরা শাস্ত্র পাঠে শ্রাদ্ধের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছি বলিয়াই, আদ্যশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করাইবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়া থাকি। যদি শাস্ত্রোক্তির প্রতি আস্থা রাখিতে চাই, তবে একাদশাহে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করাইতে, কোন প্রকার মতদ্বৈধের সৃষ্টি করিব না। কেহ যদি পনরদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ

সম্পন্ন করাইবার সপক্ষে শাস্ত্রীয় বচন প্রয়োগ করিয়া আমাদের ভুল বুঝাইয়া দিতে পারেন তবেই বর্ত্তমান আন্দোলনের একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময় বৈদ্যসমাজ (১) দশাহ অশৌচ প্রতিপালন (২) পর্য্যান্তে আত্মপরিচয় প্রদান ও দৈবপৈত্র কার্য্যানুষ্ঠান, লইয়াই ব্যস্ত রহিয়াছে। এই বিষয় দুইটির মূলভিত্তি অযৌক্তিক বলিয়া, শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা, যিনি উড়াইয়া দিতে পারেন, তাঁহার প্রতিবাদ সকলে সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য! কিন্তু সুধু "পিত্রাদ্যাচারের' দোহাই দিয়া কেহ কিছুর প্রবর্ত্তন করিতে চাহিলে, সমাজ সেই সমস্ত তৎপরতাকে আবর্জ্জনা মনে করিয়া,—Fit to be consigned to the waste paper basket. এই মন্তব্যে উপনীত হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না। বহু প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করান হইয়াছে, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত প্রভৃতি পদবি বৈদ্যগণের কলঙ্কজ্ঞাপক তথ্যই সূচিত করে। কাজেই এই পদবির প্রচলন সংরক্ষণ করার ভিতর বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রকাশের অবকাশ করিয়া দেয় বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিবে না।

মানুষ চিরকালই ভুল সংশোধন করিতে আত্মনিয়োগ করে বলিয়াই, পশু-পক্ষী, কীট পতঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! এই সংস্কার জিনিষটাকে আশ্রয় করিয়াই, জগতের সমস্ত উৎকর্ষতা সম্পাদিত হইতেছে। যাহা ছিল, ভুল বুঝিয়া যাঁহারা তাহা লইয়া আপনাকে মস্‌গুল করিয়া রাখিতে ব্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে কূপমণ্ডুক হওয়া ছাড়া আর কোনই উপায় নাই। যদি কেহ খাটি জিনিষ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া, নেতা সাজিবার আশায় বিশেষ তৎপরতার সৃষ্টি করেন, তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সামগ্রী অস্থায়ী ও ঠুন্‌কা বলিয়া গণ্য হইতে অধিক সময়ের প্রয়োজন হইবে না। ন্যায়ের আসনে বসিয়া, উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, নেতৃত্ব আপনা হইতেই ঘাড়ে চাপিয়া পড়িবে, তাহাতেই মনুষ্যত্ব বিস্তারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে!

প্রাগৈতিহাসিকযুগে মানবগণ গুহাবাসী জীব ছিল। তখন তাঁহাদের আধুনিক যুগের সংস্কারক নিশ্চয়ই ছিল না! সে সময় হয়ত তাঁহারা ভুক্তাবশিষ্ট অস্থি প্রভৃতি গুহার বাহিরে ফেলিয়া আবর্জ্জনার মত সঞ্চিত করিয়া রাখিত। ক্রম বিবর্ত্তনের পর মানব যখন অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার করিল এবং স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার আচার পদ্ধতি, সুখসাচ্ছন্দ্যের বিধান করিল তখনই পুরাতন আচার অনুষ্ঠান চিরবিদায় গ্রহণ করিল! ইহার পর বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কে বলিতে পারে, নূতন প্রমাণ প্রয়োগের ফলে, আরও একশত বৎসর পরে সমাজের ভিতর অসীম পরিবর্ত্তনের পসার বিস্তার হইবে না। এ অবস্থায় স্বীয় ভুল উপলব্ধি করিয়াও তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইবার প্রয়াস যে একটা উশৃঙ্খলতার ধারার ভিতর টানিয়া লওয়া

ছাড়া আর কিছুই নহে, একথা অশিক্ষিতের নিকট শ্রবণ করা সম্ভবপর হইলেও, শিক্ষিত বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট শ্রবণ করিলে, লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মান হইতে হয়। আমরা সকলের প্রতিবাদই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, যদি তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা বর্ত্তমান আন্দোলনের মুল ভিত্তিগুলি খেল বলিয়া সপ্রমাণ করাইতে পারেন। যদি তাহা করিবার শক্তি সঞ্চিত না হইয়া থাকে, তবে আবশুক কথার অবতারণা করিয়া হাস্যাস্পদ না হওয়াই কর্ত্তব্য।

স্বীয় মত প্রচার করিতে, বক্তৃতা করিবার স্বাধিনতা সকলেরই রহিয়াছে, এমন কি "পাগল" পর্য্যন্ত তাহার খামখেয়ালীর উপর কত কথাই বলিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে। বাক্যাড়ম্বরের উপর কোন 'Tax' নাই, অনুগত জনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সহানুভূতি অর্জ্জন করাও খুবই সহজসাধ্য! তাই বলিয়া জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, স্বীয় ভুল স্বীকার করিয়া মহত্বের পরিচয় দিতে কোন দিনই পশ্চাৎপদ হন না।

আত্মশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করা যখন অশাস্ত্রীয় নহে, এবং শর্ম্মান্তে আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে, হীনতার পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার আশা নাই, সেই অবস্থায় যাঁহারা সমাজের হিত কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে, ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, শত্রু হাসাইবার মত শক্তির অপব্যবহার করার পরিবর্ত্তে, সমাজের অন্যান্য আবর্জ্জনা বিদুরিত করিতে আত্মনিয়োগ করিলে, সমাজের অনেক উপকার সংসাধিত হইবে। পণপ্রথা সমাজের পক্ষে এক ভীষণ বিপর্যায় আনয়ন করিতেছে। সমাজের প্রায় পনর আনা লোক ইহার সংঘাতে, দিন দিন অভাব অনটনের চরম সীমায় উপস্থিত হইতেছে। "সেনগুপ্ত" মহাশয় যদি এই কুপ্রথার বিপক্ষে দাঁড়াইয়া, একটা নুতন সংস্কারের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে তাঁহার কৃতিত্বের প্রশংসা সকলেই একবাক্যে প্রকাশ করিবে, এবং তিনি সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আমরা আশা করি তিনি ভবিষ্যতে আর নুতন দলের সৃষ্টি না করিয়া, এই বিষয়ে স্বীয় কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে উদাসীন হইবেন না।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,

হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।

মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,

বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। | জ্যৈষ্ঠ। | ২য় সংখ্যা

বৈদ্য।

শ্রীমনীন্দ্ররঞ্জন দাশ শর্ম্মা মজুমদার, এম-এ

২নং কৃষ্ণদাস কুণ্ডুষ্ট্রীট পোঃ হাটখোলা কলিকাতা।

শাস্ত্রের কথা জানিনে কো আমি,

শাস্ত্রবচন করিবনা জড়।

শাস্ত্রের চেয়ে হৃদয়ের কথা,

আমার কাছেতে অনেক বড়।

"বৈদ্যব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণ কিনা"?

রেখে দাও তুমি শাস্ত্রবুলি,

অন্তর ভেদি যে কথা বেরয়,

সে কথাটা কেন যাওগো ভুলি?

আয়ুর্ব্বেদের এত যে মহিমা,

কাহার হাতে সে আয়ুর্ব্বেদ?

চিকিৎসা যাহার জাতীয় ব্যবসা

তাহার আবার কিসের খেদ?

রোগীর শিয়রে দাঁড়ায়ে যেজন

শুধায় সতত কুশলকথা,

মানবের মাঝে সেইতো শস্ত,

বৈদ্যবেশে সে-ইযে দেবতা!

মৃত্যু-কাতর পাণ্ডুর আননে

কার মুখ হেরি জাগিছে আশা?

শুষ্ক অধরে কাহারে হেরিয়া

ফুটে অন্তিমে নীরব ভাষা?—

"তুমি হে বন্ধু, তুমি হে দেবতা,

তুমিই আমার শরণ!

বাঁচাও বন্ধু, বাঁচাও আমায়

তোমার হাতেতে জীবন মরণ।

"আয়ুর্ব্বেদের শাস্ত্র ঘাঁটিয়া
এনে দাও সখা অমোঘ-বাণ।
তুমি নহ ওগো তুচ্ছ মানব,
মুমূর্ষুরে দাও যে প্রাণ!"
বৈদ্য সে যে গো!— তাঁরই কৃপাবলে
নূতন জীবন লভি' সে ওঠে;
তাঁরই কৃপাবলে আবার দাঁড়ায়
ধরণীর মাঝে আবার ছোটে।

পথম'ঝখানে চলিতে চলিতে
থমকি' দাঁড়ায় কাহারে দেখি?
এ যে গো তাহার জীবন দেবতা!
তাই তার আজি সজল আঁখি।
কৃতজ্ঞতায় ভরি' চায় প্রাণ
কহিবারে বারবার,
"বৈদ্য,—তুমি যে মানব শ্রেষ্ঠ!
নমস্কার, নমস্কার!!"

অনুসন্ধান।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা ৫নং বাল্মিকী ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা।

মহাশয়, আপনি গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণের প্রতিভাতে আমার প্রবন্ধের পৃষ্ঠে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি কতকগুলি অনুসন্ধেয় বংশের সন্ধান পাইয়াছি। আপনার বিবরণে বোধ হইল যেন নিম্নলিখিত বংশগুলি চট্টগ্রামে আছে ও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিতেছে। উক্ত বংশগুলি কুলপঞ্জিকোক্ত চিহ্নিত বৈদ্য। উহাদের কি সমাজে প্রত্যাবর্ত্তনের কোন উপায় নাই? আপনি বংশগুলির বিস্তৃত বিবরণ আপনার পত্রিকাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত করিলে বড়ই উপকৃত এবং বাধিত হইব।

পরাশর কর—চন্দ্রপ্রভাতে পরাশর গোত্রীয় করের উল্লেখ আছেঃ—

করাণামপিচত্বারো ভরদ্বাজঃ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠশক্ত্রী—
করাণাং কাশ্যপো গোত্রো বাৎস্য মৌদ্গল্যকাবপি।
দেশভেদে হি বিদ্যন্তে তৎ করঃ সপ্ত গোত্রকঃ॥

আমরা বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত স্থানে পরাশর গোত্র কর বংশের সন্ধান পাইয়াছি।

বরিশাল—বাসুদেবপাড়া, নলচিরা। ফরিদপুর—পিঞ্জরি, কোটালিপাড়া, গোয়ালন্দ, উজুয়ার্তলি, মস্তকাপুর, আমতলি, মামুদপুর, রামচন্দ্রপুর। ময়মনসিংহ—বেতকা। ঢাকা—গোবরদি, বালীগা, আটিগা। ত্রিপুরা—বাজেপ্তি। পরাশর গোত্রীয়করবংশ নিদানকার মাধবকরের বংশোদ্ভব।

গৌতম করঃ—কুলপঞ্জিকার চতুর্ভুজ গৌতমগোত্রীয় করের উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতমগোত্রীয় বিচিত্রাঙ্গ ঋষির করনামাত্মক একপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক স্থানে অনেক অপরিচিত গোত্র করের সন্ধান পাইয়াছি। গোত্রও প্রবর অনুসন্ধান করিতেছি।

কাশ্যপধর — ধরস্তু কাশ্যপঃ প্রোক্তঃ—

উমাপতিধরো বীজী ধরবংশে চ বিশ্রুতঃ।

স এব কাশ্যপে গোত্রে জাতো নৃপতিবল্লভঃ॥ চন্দ্রপ্রভা।

ময়মনসিংহে কাশ্যপগোত্র ধরবংশ বিদ্যমান আছে।

জামদগ্ন্য ধরঃ—

শ্রূয়ন্তে চ জামদগ্ন্য গোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ। চন্দ্রপ্রভা।

ঢাকা— নেত্রবতী, দ্বিপারা, নাসবদিয়া, নয়না, মধ্যপাড়া, বাহেরক, বেলতলী, শিমুলিয়া, ঘোলঘর, গাকুরগা ময়মনসিংহ—মধ্যপাড়া, মৌজনাতি, রাজাতলা, নারগীনা, কাটীহাদী। ত্রিপুরা—পাইকপারা। শ্রীহট্টে এই সমস্ত ধরবংশ সকলি জ্ঞাতিস্থ আছেন।

দত্তবংশঃ— দত্তানাং চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চেব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ॥

মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াঃ—

দত্তানামাদ্য গোত্রাণাং দেশভেদেঽস্তি সন্ততিঃ।

এবং আত্রেয়গোত্রোঽপি দত্তো দেশান্তরে শ্রুতঃ।

দত্তাঃ কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রা দৃশ্যন্তে বহবস্তথা।। চন্দ্রপ্রভা।

কৃষ্ণাত্রেয় দত্ত——বরিশাল—সাহসপুর। ঢাকা —চাপাতলী, শিয়ালদি। ত্রিপুরা—পাইকপারা। হুগলী—বৈদ্যবাটী। নদীয়া—নবদ্বীপ। ময়মনসিংহ—ঘোষবেরে (কায়স্থ ?)।

কাশ্যপ দত্ত—ঢাকা—বালীগা, বেজগা। বরিশাল। নারায়ণপুর, শেলাপটি, বীরমোহন, মাইজপারা নদীয়া— নেদেরপার। ফরিদপুর—বোয়ালিয়া।

কৌশিকদত্ত —ফরিদপুর—মস্তফাপুর, খৈয়ারভাঙ্গা।

সাবর্ণদত্ত—চতুর্ভুজ সাবর্ণদত্তের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন;

পরাশরদত্ত—পরাশরদত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইতে পারে।—

"করশর্ম্মাভরদ্বাজো ধরশর্ম্মাপরাশরঃ।

মৌদ্গল্যদাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ॥

ধনন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ।

শাণ্ডিল্যশ্চ চন্দ্রশর্ম্মা অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণা ইমে॥

ময়মনসিংহে পরাশর দত্তবংশ বিদ্যমান আছে। এইদত্তবংশের বীজী অনন্ত দত্ত।

ভরদ্বাজ রক্ষিত—কাশ্যপো রক্ষিতস্যৈক গোত্রঃ—

বহবোঽপি ভরদ্বাজ গোত্রজাঃ সন্তি রক্ষিতাঃ॥ চন্দ্রপ্রভা।

কাশ্যপ নন্দী—কাশ্যপ নন্দী সম্বন্ধে "আসামের বৈদ্য" প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

আত্রেয়দেব—আত্রেয়দেব বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে একটী প্রসিদ্ধ বংশ। দেববংশীয়দিগের "দেবদাস" নামে পরিচয় দিবার একটা "বিষম" আগ্রহ দেখা যায়। এইবংশের অনেক ধারা অতি পূর্ব্বেই কায়স্থ সমাজের কুক্ষিগত হইয়াছে। সেখানে ও তাহারা দেবদাশ বলিয়াই পরিচয় প্রদান করিত; তাহার প্রমাণ অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে ঐসকল বংশ আত্রেয় গোত্র দাসে পরিণত হইয়াছে। কাশীরামদাস এই যুথভ্রষ্ট বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আত্রেয় গোত্রে যোবীজী ত্রিবিক্রম ইতি শ্রুতঃ।
দেববংশ সমুদ্ভূত স্তস্তবংশাবলীং ব্রুবে॥
ত্রিবিক্রমস্ত দেবস্ত নরসিংহঃ সুতোহজনি।
তস্ত পুত্রাশ্চ বহবো বিক্রমপুরমাশ্রিতাঃ॥ চন্দ্রপ্রভা।

গৌতমগুপ্ত—চন্দ্রপ্রভাতে গুপ্তের তিন গোত্রের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কাশ্যপ, সাবর্ণ্য ও গৌতম। কাশ্যপগুপ্ত সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সাবর্ণ্যগোত্র গুপ্তের ২।৪ ঘর রাঢ়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু গৌতমগোত্র গুপ্ত এযাবৎ কোথাও পাইনাই। এই প্রথম আপনার মন্তব্যে সন্ধান পাইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক চট্টগ্রামের প্রোক্ত বংশগুলি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবেন।

গোত্র ও উপাধি।

এযাবৎ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের গোত্র ও উপাধি সংবলিত যে সমস্ত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে সকলি অসম্পূর্ণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। ৺বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রদত্ত তালিকা বিস্তৃত হইলেও ২।৪টি গোত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমি এই সংখ্যাতে শুধু একটী তালিকা প্রদান করিলাম। পরবর্ত্তী সংখ্যায় গোত্র ও উপাধির সুবিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব।

কৌলিক উপাধি — গোত্র

সেন—শক্তি, ধন্বন্তরি, মৌদ্গল্য, বৈশ্বানর, আত্ম, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস।
দাশ—মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, বাৎস, কাশ্যপ, জম্বু।
গুপ্ত—কাশ্যপ, সাবর্ণ্য, শাণ্ডিল্য, গৌতম, কাত্যায়ন।
দত্ত—শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, গৌতম, কৌশিক, মৌদ্গল্য, পরাশর কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক আলম্যায়ন, সাবর্ণ, বাৎস, আত্ম, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, অগ্নিবেশ।
কুণ্ড—বিষ্ণু, আত্ম, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ।
দেব—আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, শাণ্ডিল্য, আলম্যায়ন, কাশ্যপ, গৌতম।
ধর—জামদগ্ন্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, পরাশর।
কর—পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, মৌদ্গল্য, কাশ্যপ, বাৎস, বশিষ্ঠ, শক্তি।
রক্ষিত—আঙ্গিরস, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ।
সোম—মার্কণ্ডেয়, কাশ্যপ, কৌশিক, গৌতম।

রাহু—বশিষ্ঠ, বাৎস, কাশ্যপ, শক্তি, মার্কণ্ডেয়, পরাশর।

চন্দ্র—বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, মহর্ষি, শাণ্ডিল্য।

ইন্দ্র—কাশ্যপ।

আদিত্য—আদিত্য, কৌশিক।

নন্দী—কাশ্যপ, মৌদ্গল্য।

নাগ—সৌপায়ন।

প্রতিবাদ পত্র।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, বেনারস।

মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় মান্যবরেষু।

মহাশয়,

আপনার গত বর্ষের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বৈদ্যপ্রতিভার ৫৫ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের, গৌহাটীর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন (অধুনা সেনগুপ্ত) বরাবরে লিখিত একখানা চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের হিতার্থে তাহার আংশিক প্রতিবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব নিম্নলিখিত প্রতিবাদটী আপনার জাতীয় পত্রিকায় মুদ্রিত করিয়া বাধিত করিবেন।

পত্রের ভাষা ও শাস্ত্রালোচনা অবলোকন করিলে লিখককে একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। মৎসদৃশ মুর্খ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার লিখার প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নহে। তথাপি তৎকৃত মনুর ১০ম অধ্যায়ের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের অর্থ সমিচীন বলিয়া মনে হইতেছে না, তাই বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা। তিনি সমাজের কল্যাণার্থে রায় বাহাদুরকে যে সকল সুসঙ্গত প্রশ্ন করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তিনি ধন্যবাদার্হ।

তাঁহার লিখিত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদনের যোগ্য। তিনি মনুর ৫ম শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা অকাট্য কারণ বহুটীকাকারগণই এই শ্লোকটী অনুলোম বিবাহজাত সন্তানের বিধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কিন্তু মনুর ৬ষ্ঠ শ্লোকটীর যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। দ্বিজত্রয়ের সবর্ণাপত্নী গ্রহণান্তর কোন কারণে ইচ্ছাবশতঃ সবর্ণপত্নী বর্ত্তমান থাকিতে যদি পরবর্ত্তী বর্ণীয়া পত্নী গ্রহণ করিতে হয় তাহার বিধি লিখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভাবার্থ কোথা হইতে গ্রহণ করিলেন বুঝিতে পারিলামনা, ও ইহা প্রকৃত অর্থ বলিয়া

স্বীকার করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম। ৬ষ্ঠ শ্লোকে পরবর্ত্তী বর্ণীয়া পত্নী গ্রহণ বা পত্নী সম্বন্ধে কিছুই দৃষ্ট হয়না।

মনুর ৫ম শ্লোকের "পত্নীষু" ও "অক্ষত যোনিষু" স্থলে ৬ষ্ঠশ্লোকে "স্ত্রীষু" ও "অনন্তর জাতাসু" দেখিতে পাই। "স্ত্রীষু" বলিতে পরোঢ়াও অনূঢ়া স্ত্রী সকলকে বুঝাইতেছে, স্বস্ত্রীকে বুঝাইতেছেনা। আর "অনন্তর জাতাসু" বলিতে অনুলোমে বা প্রতিলোমে এইরূপ একান্তর বা দ্ব্যন্তর স্ত্রীলোক সকলকে বুঝাইতেছে। এই শ্লোকে পত্নীর বা ভার্য্যার কথা উঠে নাই ঐ সকল স্ত্রীলোকের গর্ভে দ্বিজ দ্বারা উৎপাদিত সন্তান মাতৃদোষ বিগর্হিত ও সদৃশ, ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া বোধ হয়। এখানে "সদৃশ" বলিতে অনুলোমজ পক্ষে মাতৃবর্ণের ও প্রতিলোমজ পক্ষে পিতৃবর্ণের সংস্কারের অধিকারী করা হইয়াছে। ঐ সকল সন্তান মাতার ব্যভিচারাদি দোষ হেতু নিন্দিত ও অপসদ এবং বংশবর্দ্ধনের অযোগ্য। "আনুলোম্যেন" শব্দদ্বারা ৫ম শ্লোকে প্রতিলোমজ সন্তানদিগকে বাদ দেওয়া হইয়াছে ৬ষ্ঠশ্লোকে আনুলোম্যেন "বা "প্রতিলোম্যেন" কোন শব্দই না থাকাতে, অনুলোমজ বা প্রতিলোমজ অবৈধ অর্থাৎ ব্যভিচারে উৎপাদিত কোন সন্তানই বাদ পরে নাই। বিশ্বনাথ প্রভৃতি টীকাকারেরা এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—

"স্ত্রীষু সর্ব্ববর্ণাসু অস্বপত্নীভূতাসু সর্ব্বাসু স্ত্রীষ্বিত্যর্থঃ, অনন্তরজাতাসু আনুলোম্যেন প্রতিলোম্যেন ব্যবহিতাব্যবহিত পরবর্ণজাতাসু কন্যাস্বিত্যর্থঃ, দ্বিজৈঃব্রাহ্মণাদিভিঃ উৎপাদিতান্ তাদৃশোৎপাদিতানন্যাবিহিত জেৎপাদিতস্য মাতুর্ব্যভিচার দোষসংস্পর্শাৎ মাতৃদোষ বিগর্হিতান্ তান পূর্ব্বোক্ত শ্লোকোক্তান পরোঢ়া স্বনূঢ়াষু বা সম্ভূতান্ মাতৃদোষান্নিন্দিতান্ সুতান্ সদৃশান্ সর্ব্ববর্ণেষ্বিত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকার্থহবৃত্ত্যা অনুলোমজপক্ষে মাতৃসদৃশান্ মাতৃবর্ণসদৃশান্ প্রতিলোমজপক্ষেতু দ্বিজৈরিতি উৎপাদিতানিতি কথনাৎ যদ্বৈজরুৎপাদিতা স্তদ্বর্ণসদৃশান্ তদ্বর্ণাপসদানিত্যর্থঃ আহু প্রাচীনাঃ"। (বিশ্বনাথ) রায়বাহাদুর নিজে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, অথচ এইসকল সদ্ব্যাখ্যা বর্ত্তমান থাকিতে কেন যে দ্বেষরহিত কুল্লুকের অভিনব টীকা অবলম্বন করিয়া অম্বষ্ঠের মাতার বিগর্হিত মাতৃদোষ স্বীকার করিয়াছেন তাহা একমাত্র তিনিই বলিতে পারেন। কুল্লুক ত এই শ্লোক দেখাই অনুলোমজ সন্তানদিগকে খরতুরগসম্ভূত লেজশূন্য খচ্চর বানাইয়া অভিনব টীকার বাহাদুরি নিয়াছেন! ধন্য দেশহিত অভিনব টীকা আমরা অবশ্য অম্বষ্ঠ স্বীকার করিনা তথাপি অম্বষ্ঠের কোনরূপ মাতৃদোষ আছে বলিয়া দেখিতে পাইনা; কারণ অম্বষ্ঠের মাতা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী।

লিথক ৫ শ্লোকের "অক্ষতযোনিষু" পদটী "পত্নীষু" পদের বিশেষণ করিয়া অক্ষতযোনি সবর্ণাপত্নী বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। ইহাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না "অক্ষতযোনিষু" বলিতে অনূঢ়া স্ত্রীলোক অর্থাৎ কন্যাকে বুঝাইতেছে। দ্বেষরহিত অভিনব টীকাকার কুল্লুক ও তাহার গুরু মেধাতিথি ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞ টীকাকারেরাও "অক্ষতযোনিষু" পদটী ",পত্নীষুর" বিশেষণ না করিয়া পৃথক পদ ধরিয়াছেন ও কন্যাসুই অর্থ করিয়াছেন—

১। "অক্ষতযোনিষু অনন্যপূর্ব্বাসু কন্যাসু"—বাচস্পতি।

২। "অক্ষতযোনিষু অনন্যপূর্ব্বাসু" সম্ভূতা—নন্দন।

৩। ……সমান বর্ণ জাতাসু অক্ষতযোনিষু পরৈরভুক্তাস্বিত্যর্থ যে সম্ভূতাঃ……মহীধর।

৪। ……যথাশাস্ত্রং গান্ধর্ব্বরাক্ষসাদি বিবাহেন চোঢ়াসু অক্ষতযোনিষু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেভ্যো যে জাতাস্তেতদ্বর্ণা এব অপত্নী সম্ভূতাস্ত্রী মাতৃজাতীয়া এব—দুর্গাদাস।

৫। ……"সবর্ণাসু অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন চ অক্ষতযোনিষু যে সম্ভূতাঃ-ইন্দুশেখর।

৬। ……তথাযাশ্চ ন স্বোঢ়া ন বাপরোঢ়া স্তাস্বক্ষতযোনিষু কন্যাস্বিত্যর্থঃ। বিশ্বনাথ।

৭। ……তথাযাশ্চ ন স্বোঢ়া ন বাপরোঢ়া তাদৃশাস্বক্ষতযোনিষু কন্যাসু যে সম্ভূতাঃ…… নীলাম্বর।

৮। ……"সবর্ণাসু অক্ষতযোনিষু আনুলোম্যেন অক্ষতযোনিষু যে সম্ভূতাঃ…।" ত্রিলোচন।

৯। "সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু জন্মনা সমানাসু, তথা আনুলোম্যেন অনুলোম বিবাহ সংস্কারেন ইত্যর্থ তুল্যাসু সমানাসু পত্নীষু তুল্যাসু অক্ষতযোনিষুচ যে সম্ভূতাঃ…।" হলায়ুধ।

লিখকের উদ্ধৃত হলায়ুধ, ত্রিলোচন ও নীলাম্বরের টীকার সহিত আমাদের সংগৃহিত হলায়ুধ, ত্রিলোচন ও নীলাম্বরের টীকার ঐক্য হইতেছেনা। বৈদ্য প্রতিভার ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ পত্রিকায় ও বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতির আন্দোলনের সময় এইরূপ পরিবর্ত্তিত পাঠের সমাবেশ সাধারণ পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হয়। আমাদের সংগৃহিত টীকার আবশ্যকীয় অংশ উপরে দেওয়া গেল। লিখক তাঁহার চিঠিখানা টীকাগুলি দেখিয়া সংশোধন করিলে সুখী হইব।

মনু অনর্থক অধিক পদের প্রয়োগ করেন নাই। "অক্ষতযোনি" বলিলেই কন্যাকে বুঝায়। ক্ষতযোনি স্ত্রীলোক কখনও পত্নী হইতে পারেনা। পুনভুর ও পত্নীত্ব হয় না "পানি-গ্রহণ সংস্কারঃ কন্যাস্বেব বিধিয়তে।" যে পত্নীর যোনি ক্ষত হয় নাই তাহার সন্তান কিরূপে হইতে পারে? একবার সন্তান হইলে আর যোনি অক্ষত থাকেনা, তাহা হইলে দ্বিতীয় কি তৃতীয় সন্তানের কি বর্ণ নির্ণয় হইবেনা ও তাহারা কি বংশবর্দ্ধন করিবেনা? এই শ্লোকের তুল্যাসু, পত্নীষু ও অক্ষতযোনিষু এই তিনটীই স্বতন্ত্র পদ, কেহই কাহার ও বিশেষণ নহে।

অন্ধের চক্ষু দান বা গুরুশিষ্য সংবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গুরু—বৎস অজিত, তুমি অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়া তৎসম্প্রদায়কে বৈশ্যাচার হইতে বিরত করার জন্য যে সব বচন ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলে তাহাতে আমার আশৈশবকালের বদ্ধমূল ধারণা বহুলাংশে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের বিরুদ্ধে তোমার বলিবার কি আছে? শ্লোক যথা:—

"ভার্য্যাচতস্র বিপ্রস্য দ্বয়ে রাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তে।

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন:—

ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা তন্মধ্যে ব্রাহ্মণপত্নীতে যে পুত্র জন্মে, তিনি ব্রাহ্মণ। আর ক্ষত্রিয়াভার্য্যাতে যে সন্তান জন্মে, সে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন। ক্রমান্বয়ে মাতৃজাতীয় পুত্রগণ পূর্ব্বোক্ত উভয় হীন রূপে প্রসূত হয়।"

এই বচন হইতে প্রতীতি হইতেছে, ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী ও ক্ষত্রিয়াপত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা (পুত্র) জন্মে। বৈশ্যা এবং শূদ্রাপত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা জন্মে না। সুতরাং বৈশ্যা এবং শূদ্রাপত্নীতে জাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ না হইয়া তাহারা তত্তৎ মাতৃজাতীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নী জাত সন্তান বৈশ্য, ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নী জাত সন্তান শূদ্রই হইয়া থাকে।

শিষ্য—গুরুদেব, আপনি দয়া করিয়া যদি মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৪ ও ৪৭ অধ্যায়ের বচনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহা হইলে এই বচন কোথায় হইতে কি কারণে কখন প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজে অবগত হইতে পারিবেন। বিশেষতঃ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মহাভারতে লিখিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে সমুদয় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সন্তান জন্মে তাহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সন্তান হয় তাহারা অম্বষ্ঠ। শূদ্রাপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সন্তান জন্মে তাহারা পারশব। মহাভারতের ৪৪ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে:—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য তু।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ভার্য্যাতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ভার্য্যাতে এবং বৈশ্যের কেবল বৈশ্যা ভার্য্যাতে যে সমুদয় সন্তান জন্মে, তাহারা পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হয়।"

শুকদেব! কেবল তাহা নহে মহর্ষি ব্যাসদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"চতস্র বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ-রতিমিচ্ছতঃ। ৪।৪৭
তত্র জাতেষু পুত্রেষু সর্ব্বাসাং কুরুসত্তম।
আনুপূর্ব্বেণ কস্তেষাং পিত্র্যং দায়াদ্য মর্হতি॥ ৫।৪৭
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যাস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতোধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥ ৭।৪৭
বৈষম্যাদথবা লোভাৎ কামাদ্বাপি পরন্তপ।
ব্রাহ্মণস্য ভবেচ্ছূদ্রা নতু দৃষ্টান্ততঃস্মৃতা॥ ৮।৪৭
শূদ্রাশয়ন-মারোপ্য ব্রহ্মণো যাত্যধোগতিম্।
প্রায়শ্চিত্তীয়তে চাপি বিধি দৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ৯।৪৭

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুবাদ যথা :—

ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যা বিহিত আছে। ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা। এই সকল স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে কে কি পরিমাণে পৈত্রিক ধন অধিকার করিবে, আপনি তাহা শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করুন! "যুধিষ্ঠির স্পষ্ট বলিলেন 'তত্র জাতেষু পুত্রেষু' ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে।" তদুত্তরে মহামতি ভীষ্মদেব বলিতেছেন—"ধর্ম্মরাজ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণীয়া কন্যা বিবাহ করাই ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। তিনি চিত্তবিভ্রম, লোভ বা সম্ভোগ বাসনায় শূদ্রায় পাণিগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রা সম্ভোগ করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; অতএব ঐরূপ স্থলে বিধানানুসারে পাপ শান্তির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্রা সম্ভোগ বিহিত প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"

এই স্থলেও ব্যাসদেব ভীষ্মদেবের মুখে যাহা ব্যক্ত করিলেন, তাহাতেও জানা যায়, শূদ্রার গর্ভে যদি ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে না এই রূপ উক্তি করিলেন না। পঞ্চানন তর্করত্ন বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত মহাভারতের অনুবাদ করিতে যাইয়া স্থল বিশেষে বৈদ্যবিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকিলেও এই স্থলে সোজা অনুবাদ না করিলেও ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণের পুত্র হইবে লিখিয়াছেন। ব্যাসদেব পিতামহ ভীষ্মের মুখে চতুর্ব্বর্ণীয়া স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মিবে ব্যক্ত করিয়া পুনঃ ৪৭ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলিতেছেন :—

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" পঞ্চাননই ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ব্যাসদেব মহাভারতের ৪৭ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে পুনঃ বলিতেছেন :—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃস্যান্নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবাস্যাদ্বৈশ্যানামপি চৈবহি॥"

ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ সংশয় নাই। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে সমুৎপন্ন পুত্র ও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ হয় সংশয় নাই।

গুরুদেব! আপনি বিচার করুন' যে মহর্ষি বেদব্যাস ৪৪ এবং ৪৭ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে সমুচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন' সত্য, ন্যায়, ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ব্যাসদেব, মন্বাদি শাস্ত্র বিরোধী অর্থাৎ যে স্থলে মনু ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের আত্মা জন্মিবে বলিয়াছেন, সেই স্থলে কি বলিতে পারেন? বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের "আত্মা (পুত্র) জন্মে না। ব্যাসদেবের ন্যায় মহামহিমান্বিত মহর্ষি একবার হাঁ একবার না বলিতে পারেন? যে ব্যাসদেব জলদগম্ভীরনাদে ঘোষণা করিলেন "ত্রিষু বর্ণেষু জাতোহি ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ" সেই ব্যাসদেব কি করিয়া বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয় না? তিনিত কলির ব্রাহ্মণ ছিলেন না যে একবার না, একবার হাঁ বলিবেন। তিনি জরিপ সেরেস্তার আমিন ছিলেন না, "কাল কাটা কাটা নহে, লাল কাটা কাটা, পুনঃ লাল কাটা কাটা নহে, কাল কাটা কাটা" বলিবেন? তিনি কলিকালের স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, দ্বিগুণ ত্রিগুণ দণ্ড পাইলে বলিবেন, এইরূপ পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত না করিলেও চলে। তিনি বর্ত্তমানকালের ব্যবহার জীবী ছিলেন না যে, সত্যকে মিথ্যার আবরণে মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিবেন। তখন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের বিকট দৃশ্য দেখান হইত না। স্বামী, পরমহংস, কেহই স্বেচ্ছায় সাজিত না। সকলেই "সত্যমেব পরমং ব্রহ্ম" জ্ঞানে সত্যের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। বর্ত্তমান যুগে যেমন ঘুষের প্রবল বন্যায় দেশ ও সমাজ উজার হইয়া যাইতেছে, তখন তাহা ছিল না। সুতরাং ব্যাসদেব ঘুষের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সত্যের অপলাপ করিবার জন্য স্থল বিশেষে শ্রুতি স্মৃতিবিরুদ্ধ বচন লিখিয়া মহাভারতের কলেবর কলুষিত করিবেন। অধিকদিনের কথা নহে, এইক্ষণও শতাব্দী গত হয় নাই, ৮ জন অশেষ শাস্ত্রবিৎ যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে, কায়স্থ সমাজপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যে "শব্দকল্পদ্রুম' সঙ্কলন করাইয়াছেন, সেই শব্দকল্পদ্রুমের ব্রাহ্মণ শব্দার্থে লিখিত হইয়াছে "ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাসু ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ" ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ। তদবস্থায়, "ভার্য্যাচতস্র বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে" বচন যে জাল, কৃত্রিম, প্রক্ষিপ্ত ইহা অস্বীকার করার উপায় আছে কিনা আপনি বিচার করুন।

গুরু—বৎস অজিৎ। কাশীপ্রবাসী হাওড়াবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি মহাশয় মাসিক বসুমতি পত্রিকায় জাতিতত্ত্ব নামাকরণে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন' তাহাতে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন :—

চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াসু চ।

বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য লক্ষ্যন্তেঽপসদাস্ত্রয়ঃ॥

শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে উৎপন্ন পুত্র চণ্ডাল, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাত্য, শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈদ্য। এই তিন জাতি অপসদ হেতুতে অতি হীন। মহাভারতের এই বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে বৈদ্যগণ শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভসম্ভূত প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। "মাতৃবৎ বর্ণসঙ্করাঃ" বর্ণসঙ্করেরা মাতৃজাতীয় আচারই প্রাপ্ত হয়। এই বচন হেতুতে বৈদ্য সম্প্রদায় মাতৃজাতীয় আচার পক্ষাশৌচ এবং গুপ্তান্ত নামোল্লেখে দৈব পৈত্র কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন, বলিলে কি আপত্তি হইতে পারে?

শিষ্য—গুরুদেব! বিদ্যাবারিধি বোধ হয় সমগ্র মহাভারত মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন নাই। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক "অগোহপিশিষ্ট স্তথমো গুরুদার প্রধর্ষকঃ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। তবে বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ৪৯ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক পরিবর্ত্তিত হইয়া "চাণ্ডালোব্রাত্যবৈদ্যৌ চ ইত্যাদি পাঠ লিখিত হইয়াছে। বসুজার অর্থানুকুল্যে তর্করত্নের পণ্ডা বুদ্ধি বিপথগামিনী হওয়াতে বঙ্গবাসীপ্রেসে মুদ্রিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীর কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, এবং হিন্দুর পরম পবিত্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থের কলেবর কিরূপ ভাবে কলুষিত হইয়াছে তাহার অনুধাবনা করিলে শরীর শিউড়িয়া উঠে। অন্যান্য গ্রন্থরাজীর কথা বাদ দিয়া কেবল উপরিউক্ত বচনটির প্রতি দৃষ্টি করিলে বসুজার অর্থের মোহমদিরায় বৈদ্যবিদ্বেষ তর্করত্নের প্রাণে কিভাবে উথলিয়া উঠিয়াছিল দেখুন।

তিনশতাব্দীকালের লিখিত মহাভারতের যে অনুবাদ স্বর্গীয় ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় করিয়াছেন, যাহা হিতবাদী প্রেসে কাব্যবিশারদের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইয়াছে' যাহা এইক্ষণও গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে সংরক্ষিত আছে, পুনঃ পুনঃ দেখিয়া অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া যে মহাভারত অনূদিত হইয়াছে বলিয়া সিংহমহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার ভাব সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠে নাই' সেই মহাভারতে আছে "শূদ্রগণ ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করে তাহাকে 'চেল' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।" ইহাই হইল কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের উক্তি। তিনশত বৎসরের ঊর্দ্ধকালে লিখিত, যাহা গভর্ণমেণ্ট দপ্তরে রক্ষিত তাহার বচনাবলী বিশ্বাস্য? না তর্করত্নের সম্পাদকতায় বসুজার প্রেসে মুদ্রিত মহাভারত বিশ্বাস্য? গুরুদেব! বিচার করুন।

কেবল তাহা নহে ৫০০ পাঁচশত বৎসরের উর্দ্ধকালের লিখা যাহা বেনারস সংস্কৃতকলেজে সংরক্ষিত, তাহাতে লিখা আছে "চাণ্ডালো ব্রাত্যবর্ণো চ" যাহা পাঁচশত বৎসরের উর্দ্ধের দেব নাগরী অক্ষরে লিখিত মহাভারত তাহা প্রামাণ্য? না সেদিনকার তর্করত্নের সম্পাদকতায় মুদ্রিত মহাভারত প্রামাণ্য? তাহা আপনি বিচার করুন।

গুরু—বৎস অজিত, তোমার গবেষণা অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। শাস্ত্রকারগণ সমুচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, "সর্ব্বত্র জয়মিচ্ছন্তি পুত্রশিষ্যাৎপরাজয়ম" বৎস, বল দেখি এতবড় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যাহাকে গভর্ণমেণ্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছেন, যিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষার্থে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত কি হেতুতে মহাভারতের পাঠ পরিবর্ত্তন করিলেন। যে বৈদ্য সম্প্রদায় শিক্ষায়, দীক্ষায়, গৌরবে বঙ্গদেশে অশেষ সম্মানিত, যে সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বৈদিকধর্ম্ম বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রদত্ত কৌলীন্যের গৌরবে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ গৌরব মণ্ডিত' তাঁহাদের বংশধরগণকে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর সাব্যস্থ করিবার কায়স্থদিগের উদ্দেশ্য কি হইতে পারে?

শিষ্য—গুরুদেব! ইহা সাম্প্রদায়িক বিরোধিতারই ফল। আদম সুমারির গণায় রিজুলি সাহেব প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন—বৈদ্য বড়, না কায়স্থ বড়। রিজুলি সাহেবের প্রশ্নের পর হইতে কায়স্থগণ নিজকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন, যেহেতু বঙ্গীয়—বৈদ্যগণ বৈশ্যাচারী প্রায় পাঁচশত বৎসর হইতে যজন ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যের আভিজাত্য গৌরব বিনষ্ট করার জন্ম যেমন বহু জালবচন প্রসব করিয়াছেন, রিজুলিসাহেবের আদামসুমারির পর হইতে বৈদ্যসম্প্রদায়কে নিগৃহীত করার জন্ম কোন কোন কায়স্থ বঙ্গীয়—সেনরাজগণকে কায়স্থ (ক্ষত্রিয়) প্রতিপাদনের জন্ম বহু জাল তাম্রফলক, জাল প্রস্তরফলক ও জালবচনাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্গীয় বৈদ্যাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় "বল্লালমোহমুদগর" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যদি বঙ্গীয়—সেনরাজগণের বৈদ্যজাতিত্ব প্রতিপাদন না করিতেন' তাহা হইলে বৈদ্যজাতির গৌরব কোথায় যাইয়া পর্য্যবসিত হইত' তাহা বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় তর্করত্ন দ্বারা শাস্ত্রীয়গ্রন্থ রাজীর বঙ্গানুবাদ করাইতে মুল বচনাবলীর বহুস্থলে যে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন ঘটাইয়াছেন. তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

গুরু—বৎস অজিত, কায়স্থগণ নিজের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিকরার জন্ম হয়তঃ বৈদ্যসম্প্রদায়কে বৈশ্য প্রতিপাদন করিয়া নিজেরা ক্ষত্রিয় হওয়ার প্রয়াসী হইয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এমন কি স্বার্থ রহিয়াছে যে, বৈদ্য গৌরব হ্রাস করার জন্ম জালবচনাদির সৃষ্টি করিবেন?

শিষ্য—গুরুদেব ! তাহার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে, মহারাজ বল্লাল যখন "রাঢ়ী" "বারেন্দ্র" শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন রাঢ়ে ৭৫০ জন এবং বরেন্দ্র ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ গণনাতে প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ বল্লাই বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্র দেশে রাখিয়া অবশিষ্ট ২৫০ জন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহা বারেন্দ্র কুলজী গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে; ইহা "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ধৃত বচন। " ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। যথা

"বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্যগ্র জন্মনাং।
রাঢ়ায়ান্ত দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধান্তোধি শতানি চ॥
বারেন্দ্রবাসি বিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ
বরেন্দ্র রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ।
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং॥
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টি ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে।
চত্বারিংশদুৎকলে চ মোড়ঙ্গেঽপি তথাঙ্ককাঃ॥
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

ইহাতে স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়, সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে রক্ষিত হইয়াছিল। অপর ব্রাহ্মণগণ সদাচার বর্জ্জন করায় বল্লালসেন কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন দেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তাহা পণ্ডিত স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যে ঘটক কারিকা সংগৃহীত করিয়াছেন' বারেন্দ্র কুলজীর এই আখ্যায়িকা তাহাতেও সমর্থিত হইয়াছে যথা :—

"বল্লাল যবে করে রাঢ়ী বারেন্দ্র অংশ।
রাঢ়ী বারেন্দ্র পায় এগার শত বংশ॥
রাঢ়ে সাতশ সাড়ে, বারেন্দ্র চারি ঊন্।
বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ।
রাঢ়ী মধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী।
বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী॥
মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা।
সংখ্যামাত্র লিখা আছে কুলজে জানা॥
ভোটে যায় ষষ্টিজন মগধেতে তাই।
উৎকলে পঞ্চাশত রঙ্গে (আসামে) ভক্ত সাই।
মধ্যী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়।
নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥

সম্বন্ধ নির্ণয় বিশেষ কাণ্ড তৃতীয় সংস্করণ ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

গুরুদেব! এই কারিকা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, মহারাজ বল্লাল যেমন বঙ্গদেশের আড়াইশত বারেন্দ্র শ্রেণীর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে অনাচারী বলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দান গ্রহণ দোষে (স্বর্ণ গর্ভ তিল দান) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া বহু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে পতিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে বৈদ্য-রাজত্বের অন্তে, ধর্ম্মহীন জগতে, বিজাতীয় রাজশাসনের যুগে, বারেন্দ্র শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের রাজত্বের সময়ে, বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণচ্যুত করিয়া স্বজাতির নির্ব্বাসন দণ্ডের ও পাতিত্যের প্রতিশোধ নিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, "চাণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যো চ" পাঠ মহাভারতে সন্নিবেশ করিয়া বৈদ্যগণকে চাণ্ডাল-তুল্য অস্পৃশ্য জাতি সাব্যস্ত করার কৌশল জাল পাতিয়াছিলেন। এই জাল ছিন্ন না হইলে হয়তঃ বৈদ্যসম্প্রদায়কে চণ্ডাল তুল্য বলিয়া নিগ্রহ ভোগ করিতে হইত।

গুরু—বৎস অজিত, তুমি মঃ মঃ তর্করত্নের প্রতি কেন অনর্থক দোষারোপ করিতেছ, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বহু গ্রন্থকার বৈদ্য কে অম্বষ্ঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণ বর্ণীয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাকবি অমরসিংহ কর্ত্তৃক যে "অমরকোষ" রচিত হইয়াছে, তাহাতেও লিখা আছে "আচাণ্ডালাৎতু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ" "অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনো" লিখিয়া শূদ্রবর্গে স্থান দিয়াছেন। অমর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। তিনি সংবৎ নামক বর্ষগণনার প্রবর্ত্তক। বর্ত্তমানে সংবৎ ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ হইল ১৯২৯ সুতরাং খৃষ্টাব্দের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নবরত্নই তাঁহার সভা পণ্ডিত ছিলেন। যথা:—

"ধন্বন্তরিক্ষপনকামরসিংহশঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পূরকালিদাসাঃ।
খ্যাতোবরাহমিহিরো নৃপতে সভায়াং
রত্নানিবৈ বররুচির্নববিক্রমস্য॥

অমরকোষ রচিত হইয়াছে প্রায় কিঞ্চিৎন্যূন দুই সহস্র বৎসর। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে অম্বষ্ঠগণ সঙ্কীর্ণ জাতি রূপে সমাজে প্রচলিত ছিল। তাহা অমর উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্য সম্প্রদায় যে অম্বষ্ঠ নহে, তৎসম্বন্ধে তোমার বলিবার কি আছে?

শিষ্য—গুরুদেব! অমরকোষই তাহার প্রমাণ। আপনার সিদ্ধান্ত মতে অমরকোষ রচিত হইয়াছে প্রায় দুই সহস্র বৎসর। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ যে ভিন্ন ছিল, তাহা কবিপ্রবর অমরসিংহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বৈদ্য শব্দার্থে লিখিয়াছেন "রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষক্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" রোগহারি, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য, ও চিকিৎসক। অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য যদি একার্থ বাচক হইত, তাহা হইলে বৈদ্য পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠের, অম্বষ্ঠ পর্য্যায়ে বৈদ্যের নাম উল্লেখিত হইত, এবং একইবর্গে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য শব্দের উল্লেখ থাকিত। শূদ্রবর্গে, অম্বষ্ঠের, মনুষ্যবর্গে বৈদ্যের উল্লেখ কখনও হইত না। ইহা হইতেও প্রতীতি হয়

বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ দুই ভিন্ন সম্প্রদায় ছিলেন। অমরের সময়েও যে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না তাহা রোগহারি, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য, চিকিৎসক শব্দার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে জানা যাইবে। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিলে, চিকিৎসক শব্দার্থে কিম্বা রোগহারি অগদঙ্কার, ভিষক্ শব্দার্থে নিশ্চয়ই অম্বষ্ঠ শব্দ উল্লেখিত হইত। ব্রহ্মবর্গে অমর লিখিয়াছেন :—

"বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধী কো বিদোবুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥
ধীমান্ সুরিঃ কৃতী কৃষ্টির্লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ।
দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী শ্রোত্রীয় চ্ছান্দসো সমৌ॥

ব্রাহ্মণ পর্য্যায়ে দোষজ্ঞঃ শব্দ উল্লেখিত হওয়াতে, স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন। দোষ বলিলে বায়ু পিত্ত কফকে বুঝায়। আয়ুর্ব্বেদ বলেনঃ- "শরীরং-দূষণাদ্দোষা মলিনী করণান্মলা। বায়ু পিত্ত কফ কর্ত্তৃক শরীর দুষিত হয় বলিয়া বায়ুপিত্ত কফের এক নাম দোষ, শরীরকে মলিনীভূত করে বলিয়া বায়ু পিত্ত কফের অপর একনাম মল। দোষজ্ঞ অর্থে লিখিয়াছেন "দোষজ্ঞে বৈদ্যবিদ্বাংসৌ" দোষজ্ঞ অর্থে বিদ্বান ও বৈদ্য কেবল কোষকার অমর বলিয়াছেন তাহা নহে, বৈদিক কোষকার ধনন্তরীয় রাজনিঘণ্টু চিকিৎসক অর্থে বৈদ্য বলিয়াছেন যথা :—

বৈদ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽগদঙ্কারী রোগহারী ভিষদ্বিধঃ।
রোগজ্ঞো জীবনো বিদ্বানায়ুর্ব্বেদী চিকিৎসকঃ॥

কোষকার রাজ নিঘণ্টু চিকিৎসক, অগদঙ্কারী, রোগহারী, রোগজ্ঞ অর্থে বৈদ্যকে অবরোধ করিয়াছেন, আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসক যে একমাত্র বৈদ্যকেই বুঝাইত, অম্বষ্ঠকে বুঝাইত না, রাজনিঘণ্টুই তাহার প্রমাণ। রাজনিঘণ্টুকার বৈদ্যকে কেবল আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসক বলিয়া ক্ষান্ত হন্ নাই। তিনি বৈদিককোষের (রাজনির্ঘণ্টুর) বিংশতি তমোবর্গে লিখিয়াছেন :—

বিপ্রো বৈদ্যক পারগঃশুচিরনূচানঃ কুলীনঃ কৃতী।
ধীরঃকাল কলাবিদাস্তিক মতির্দক্ষঃ সুধীর্ধার্ম্মিকঃ॥
স্বাচারঃ সমদৃগ দয়ালুরখলো যঃ সিদ্ধমন্ত্রক্রমঃ।
শান্তঃ কামম্ অলোলুপঃ কৃতযশা বৈদ্যঃ স বিদ্যোততে॥

* * *

যস্মিন্নোষধয় স্তথা সমুদিতাঃসিধ্যন্তি বীর্য্যাধিকাঃ
বিপ্রোঽসৌ ভিষগুচ্যতে স্বয়মিতি শ্রুত্যাপি সত্যার্পিতম্।

ইহার মূল অর্থ হইল যে ব্রাহ্মণে ঔষধগণ প্রকাশিত হইয়া শক্তির সহিত কার্য্য করে, সেই বিপ্রকে ভিষক্ বলে। প্রাচীন কোষকারগণ আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণকে কেবল বৈদ্য

বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা বিপ্র, ভিষক্ কুলীন, কৃতী, ধীর, দক্ষ: সুধী প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য বাচক শব্দের দ্বারা চিকিৎসাব্যবসী বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রাচীন কোন কোষকারই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে অম্বষ্ঠ বলেন নাই। অম্বষ্ঠের চিকিৎসা-বৃত্তি থাকিলে চিকিৎসকের পর্য্যায় বাচকশব্দে নিশ্চয়ই অম্বষ্ঠ এবং অম্বষ্ঠের পর্য্যায় বাচকশব্দে চিকিৎসক শব্দ উল্লেখিত হইত। "পর্য্যায় কথনং শাস্ত্রে ব্যবহারার্থং" যখন শাস্ত্র চিকিৎসককে অম্বষ্ঠ ব্যবহার করেন নাই, তখন অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির কল্পনা বাতুলতা মাত্র।

গুরু—বৎস অজিত, অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না এই কি বলিতেছ; মহামান্ত মনু ১০ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"সুতানামশ্ব সারথ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকপথঃ॥"

"সূতদিগের অশ্বসারথ্য, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা, বৈদেহদিগের অন্তঃপুর রক্ষা মাগধগণের জল-পথে বাণিজ্য।" ভগবান্ মনুর বাক্য কখনও কেহ অপ্রমাণ্য বলিতে পারেন না। মনু ২য় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"শ্রুতিস্তু বেদো-বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্ব মীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ॥"

বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা যায়, ঐ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কদ্বারা মীমাংসা করিবে না। যেহেতু শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল মনু বলিয়াছেন তাহা নহে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও ১ম অধ্যায়ের ১৫৪ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যগ্ নিত্যমাচার মাচরেৎ॥

শ্রুতি এবং স্মৃতি প্রতিপাদিত আচারই সম্যক্ রূপে নিত্য আচরণ করিবে মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং॥"

"যে মানব বেদোক্ত ও স্মৃতি প্রতিপাদিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহলোকে ধার্ম্মিক রূপে যশ ও পরলোকে স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি ব্যাসদেব ব্যাসসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

শ্রুতি স্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণংহি তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা॥

যে স্থলে শ্রুতি (বেদ) স্মৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র) এবং পুরাণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে স্মৃতিবাক্যই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণীয়। যেস্থলে স্মৃতি এবং পুরাণের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেই স্থলে স্মৃতিবাক্যই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। মহর্ষি বৃহস্পতিবলিয়াছেন:—

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥

বেদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মনুস্মৃতি প্রণীত হওয়াতে, মনুস্মৃতিরই প্রাধান্য। মনুর অর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত নহে। ভগবান্ মনু যখন অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কোষকারগণ চিকিৎসক পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখ না করিলে তাহাতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে না। অম্বষ্ঠের যে চিকিৎসাবৃত্তি ছিল মনুসংহিতাই প্রমাণ। মনুর বিরুদ্ধে বলিবার তোমাদের কি আছে?

শিষ্য—মনুসংহিতার "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" পাদৈকদেশ যে জাল, কৃত্রিম এবং পরবর্ত্তি-কালে যে তাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, মনুসংহিতার আলোচনায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। ভগবান্ মনু অম্বষ্ঠকে কোন স্থলেই অপসদ বা প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহা প্রতিপাদন করিতেছি। (ক্রমশঃ)

ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণ।

ভগবৎ কৃপায় ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। এই বর্ষে ৪টী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও ৪টীসাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। কালিয়ার নিখিল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলন এইবৎসরে আহুত হইয়াছিল এবং উহাতে যোগদান করিবার জন্য ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সকল সভ্যকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

গত চৈত্র পর্য্যন্ত এই সমিতির মোট ১৪৮জন সভ্য ছিলেন; আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে তন্মধ্যে ৪জন সভ্য আমাদিগকে ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের মৃত্যুতে সমিতির সভার অধিবেশনে যথাসময়ে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

সমিতির পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণও এই সমিতির সাধারণ সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কলিকাতা সমিতি নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়া ভবানীপুর সমিতিকে পৃথক্ করায় কলিকাতা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যেরা এখন হইতে এই সমিতির সভ্য বলিয়া গৃহীত হইবেন না। ভবানীপুর সমিতির কয়েকজন সভ্য নূতন নিয়ম প্রণয়নের জন্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতা সমিতি এক্ষণে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে সম্মত হইলেন না।

মহামান্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক আই, সি, এস্, কলিকাতা হাইকোর্টের জজবাহাদুর ১২৫৲ দিয়া আজীবন সভ্য হইয়া সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এই বর্ষে সমিতির মোট আয়	৬৫১ ৷৵১৫
ব্যয়	১১১ ৷৶
মজুত তহবিল	৫৪০৶১৫

বৈদ্য-হিতৈষিণী পত্রিকার গ্রাহক ৯৯জন, তন্মধ্যে ৪জন মারা গিয়াছে। মোট আদায় ৫৫৲ তন্মধ্যে নববর্ষের (১৩৩৬) জন্য ১৲ আদায় হইয়াছে এবং সমস্ত টাকা কলিকাতা সমিতিতে জমা দেওয়া হইয়াছে, গ্রাহকদিগের নিকট—৬৯৲ পাওনা আছে, তন্মধ্যে মৃত ৪জন গ্রাহকের নিকট পাওনা ছিল—৪৲, একজন গ্রাহক চাঁদা দিতে অক্ষমতা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন; তাঁহার নিকট পাওনা ৩৲, একজন গ্রাহক দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট পাওনা ১৲ অতএব মোট ৮৲ বাদ দেওয়া গেল।

সর্ব্বশুদ্ধ বক্রী পাওনা মোট ৬১৲

পৃথক হইয়া যাওয়ায় পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের চাঁদা আদায় করার ভার আর এই সমিতি লইবেন না এবং পূর্ব্বোল্লিখিত বক্রী টাকা আদায় করিবার জন্য কলিকাতা সমিতিকে হিসাব পরীক্ষক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত একপ্রস্ত পাওনা তালিকা অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তাঁহারাই উক্তটাকা আদায় করিবেন। এই সমিতি আর আদায় করিবেন না; ভবানীপুর সমিতির সহিত টাকা আদায়ের আর কোন সংস্রব রহিল না। গতবর্ষ হইতে পত্রিকার হিসাব পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে সমিতির কোন কেরাণী না থাকায়, সমিতিরও পত্রিকার চাঁদা আদায় ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য সম্পাদক দ্বয় অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশশর্ম্মা এড্‌ভোকেট্ মহাশয়দ্বয়ের বাটীতে সাধারণ সভার স্থান দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে এই সমিতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

সমিতির হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা উকিল মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সমিতির যাবতীয় ত্রৈমাসিক হিসাব পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সমিতি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

এইবৎসর কলিকাতা ও ভবানীপুর সমিতির বার্ষিক বিবরণ মুদ্রণের জন্য এই সমিতি ২৫৲ (পঁচিশটাকা) কলিকাতা সমিতিকে দিয়াছেন।

সমিতির সভ্য ও অর্থবৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে সভ্য সম্পাদকদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্পাদকগণ অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি এবং বিভিন্ন শাখাসমিতি যখন যে সাহায্য চাহিয়াছেন, এই সমিতি সাধ্যানুসারে তাহা তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা সমগ্র বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ অন্দোলন অধিকতর সাফল্য করার জন্য বিশেষ রূপে যত্নবান্ হয়েন।

এই বৎসরও সমিতি বহুলোকের উপনয়ন দিয়াছেন এবং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণাচারে হওয়ার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই সমগ্র কার্য্যে মফঃস্বলে আবশ্যক মত ব্রাহ্মণপুরোহিত প্রেরণ করা হইয়াছিল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে সমিতির সম্পাদকগণ

যথাসাধ্য তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। যদি তাঁহাদেব কোন বিষয় কোন প্রকার ত্রুটী হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহারা সভ্যবৃন্দের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছেন।

স্বাক্ষর—শ্রীভুবনমোহন সেনশর্ম্মা
শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেনশর্ম্মা
সম্পাদকদ্বয়।

সাক্ষর—শ্রীমধুসূধন সেনশর্ম্মা,
সভাপতি।

সমিতির ৩য় বর্ষারম্ভ ১লা বৈশাখ (১৩৩৫) হইতে ৩০শে চৈত্র (১৩৩৫) পর্য্যন্ত সভ্য সংখ্যা ও হিসাবপত্র—১। সভ্য সংখ্যা ১৪৮ জন ছিল (তন্মধ্যে ৪জন মৃত) এক্ষনে ১৪৪জন।

২। মোট আয়— ৩৬৯৸৶১৫ ৩। মোট ব্যয়—১১১।৴০

৪। মজুত তহবিল	৫৪০৴১৫
তন্মধ্যে (ক) কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত (১৩॥০ সুদ সমেত) ৫৩২৲	
(খ) ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের নিকট—	৮৴১৫
	৫৪০৴১৫
সভ্যদের নিকট টাকা পাওনা	১৭৬৶০
তন্মধ্যে—সমিতির ১মবর্ষ ১৩৩৩ শাল বাবদ	১৯৲
" ২য় " ১৩৩৪	৪৯৶০
" ৩য় " ১৩৩৫	১০৮৲
তিনবর্ষে সভ্যদের নিকট মোট পাওনা	১৭৬৶

সমিতির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান বৎসরের (১৩৩৫) ৪র্থ ত্রৈমাসিক অন্তপর্য্যন্ত বার্ষিক চাঁদা, প্রবেশিকা, এককালীন দান ইত্যাদি বাবদ আদায় ৬৫১॥৶১৫

"বৈদ্যহিতৈষিণী" পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ও হিসাবপত্র :—

(১। গ্রাহক সংখ্যা ৯৫জন তন্মধ্যে শুদ্ধপত্রিকার গ্রাহক ৬জন (৪জন মৃত গ্রাহক বাদ)

(২) মোট আয় ৫৫৲

(৩) মূলসমিতিতে জমা দেওয়া হয়েছে ৫৫৲

(৪) গ্রাহকদিগের নিকট বক্রী পাওনা

বর্ত্তমানবর্ষ বাবদ	৪৯৲
১৩৩৩ শাল বাবদ	৮৲
১৩৩৪ শাল বাবদ	১২৲
মোট	৬৯৲

১৯নং, ৩০নং, ৪৮নং ও ৫৩নং গ্রাহকগণ মারাগিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদের নিকট প্রাপ্য বাদ দেওয়া গেল ৪৲

গ্রাহক নং ৪৪ চাঁদা দিতে অক্ষম তজ্জন্য তিনি সমিতিতে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহার নিকট প্রাপ্য বাদ দেওয়া গেল ৩৲

গ্রাহক নং ৩৮ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন, বাদ দেওয়া গেল ১৲ মোট বাদ ৮৲

তিন বৎসরে মোট পাওনা ৬১৲ (একষট্টি টাকা)

স্বাক্ষর—শ্রীভুবনমোহন সেনশর্ম্মা
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
সম্পাদকদ্বয়।

স্বাক্ষর—শ্রীমধুসূদন সেনশর্ম্মা
সভাপতি।

"ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী"

গত ১৯ সে জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্ন ৫ঘটিকার সময় ভবানীপুর ১৯নং শাঁখারীপাড়া শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় সমিতির বহুসভ্য উপস্থিত হইয়াছিল। গতবর্ষের বিবরণ এবং হিসাবপত্র পঠিত ও অনুমোদিত হয়। নিম্নলিখিত সভ্যগণ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

১। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা। অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট সেসনজজ ২। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মাবরাট। ৩। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা, ব্যারিষ্টার। ৪। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, ইন্‌জিনিয়ার। ৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা রায়, কবিরঞ্জন, কবিভূষণ। ৬। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা। ৭। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (এডভোকেট্) ৮। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেনশর্ম্মা (উকিল) ৯। রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশশর্ম্মা (অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর ১০। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন গুপ্তশর্ম্মা (অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন) ১১। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত কুমুদমোহন দাশশর্ম্মা (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ) ১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ ১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশশর্ম্মা (এ্যাড্‌ভোকেট্) ১৪। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা দৌবে (এ্যাড্‌ভোকেট্) ১৫। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনশর্ম্মা কাব্যব্যাকরণসাংখ্য-তর্কতীর্থ। ১৬। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্তশর্ম্মা। ১৭। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা সহকারীশিক্ষক ১৮। শ্রীযুক্ত শশীকমল সেনশর্ম্মা (অবসরপ্রাপ্ত নাজির) ১৯। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেনশর্ম্মা ২০। শ্রীযুক্ত কাত্তিকনারায়ণ সেনশর্ম্মা মজুমদার। ২১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা (এ্যাডভোকেট)। নিম্নলিখিত আজীবন সভ্যগণও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য॥

১। শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার)

২। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা (ব্যারিষ্টার)

৩। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা (ম্যানেজার দি এম্পায়ার অফ্ ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওর কোম্পানী)

৪। মহামান্য বিচারপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক (আই, সি, এস) জজ হাইকোর্ট

"যুবক সভ্য সমিতি" গঠন সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যকারকগণ নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি শ্রীযুত মধুসূদন সেনশর্ম্মা, সহকারী সভাপতি ডাঃ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বরাট ও রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু দাশশর্ম্মা অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা ব্যারিষ্টার এবং শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ইঞ্জিনিয়ার। সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা রায় এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা। কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (এডভোকেট) হিসাব পরীক্ষক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা (উকিল)। সর্ব্বশেষে সভাপতি এবং গৃহস্বামী মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়।

জাতীয় সংবাদ।

ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন।

তারিখ ৭ই কার্ত্তিক ১৩৩৫ বৈদ্যাব্দ, ৺বিজয়া দশমী দিবস।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বেথুয়া গ্রামনিবাসী পেন্সনপ্রাপ্ত আবকারি ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা চৌবে মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা এবং তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ সুখেন্দুনাথ সেনশর্ম্মা স্বীয় কুল পুরোহিতের সাহায্যে ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন। বড়ই আনন্দের বিষয়, এই দুই ভ্রাতা উপনয়ন গ্রহণ করিয়া যথারীতি সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন। উপনীত হইয়া সন্ধ্যাবন্দনা না করা পাতিত্যজনক ইহা অনেকে উপেক্ষা করেন। ইহা প্রহসন নহে সকলেরই তাহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ ঢাকা বারের একজন ব্যবহারজীবি। ইঁহাদের পিতামহ স্বর্গীয় তারকনাথ সেনশর্ম্মা মহোদয় এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টার অব স্কুল ছিলেন। স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রায় রামশঙ্কর সেনশর্ম্মা বাহাদুর ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ-পিতামহ ছিলেন। ইঁহারা সোণারং বিশারদেরই এক শাখা সমুদ্ভূত এবং মাণিকগঞ্জ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা আশাকরি শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকতায় মাণিকগঞ্জ-সমাজ হইতে বৈশ্য শূদ্রাচারের প্রহসন অচীরে দূরীভূত হইবে। আচারবান ব্যক্তিগণ অনাচারীর সংশ্রব হইতে দূরে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যথা সাধন পক্ষে অগ্রসর হইতে বিঘ্ন ঘটে।

তারিখ ২রা ফাল্গুন ১৩৩৫। ভরাকৈ গ্রামনিবাসী গণবংশোদ্ভব গবর্ণমেণ্টের পেন্সন প্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন শ্রীযুত কালীমোহন সেনশর্ম্মা মহোদয় তদীয় দৌহিত্র বানারী গ্রাম নিবাসী কায়ুগুপ্ত বংশোদ্ভব স্বর্গীয় নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণকে স্বীয় ঢাকা টিকাটুলী স্থিত বাসভবনে যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে উপনীত করিয়াছেন।

মাণবকগণের নিদ্দিষ্ট দায়াদ অধুনা কলমা গ্রামনিবাসী ঢাকা কালেক্টরীর রেভিনিউ এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় এই কার্য্যে আভ্যোদিক কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়া বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের সহায় হওয়ায় আমরা· বিক্রমপুরসমাজে ব্রাহ্মণাচার প্রচারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে আশাকরি। শ্রীযুত বিপিনবিহারী একজন কুলতত্ত্বজ্ঞ কর্ম্মীপুরুষ বলিয়া পরিচিত। স্বীয় আভিজাত্য মূলে বিক্রমপুর সমাজের বহু চিহ্নিত পরিবারের সহিত সংসৃষ্ট। তাঁহার জাগরণ যে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে সত্বর অনুপ্রাণিত হইবে এবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কুলতত্ত্বের আলোচনায় কুলদেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

তারিখ ১৬ই ফাল্গুন। সোণারং গ্রামনিবাসী রোষবংশোদ্ভব শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাক্তার শ্রীমান্ মনীন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা কার্য্য ব্যাপদেশে বঙ্গের বাহিরে থাকায় এতদিন উপনীত হইতে পারেন নাই। অধুনা দেশে আগত হইয়া যথারীতি স্বীয় কুল পুরোহিতের সাহায্যে উপনীত হইয়াছেন। সোনারংগ্রাম রোষবংশের দ্বারাই গৌরবান্বিত। এই বংশের অগ্রগমন একান্ত আশাপ্রদ।

ব্রাহ্মণাচারে শুভবিবাহ।

পাত্র— মাণিকগঞ্জ বেথুয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি, এল.।

পাত্রী—মাণিকগঞ্জ মণ্ডগ্রাম নিবাসী পশুকটের নীমবংশোদ্ভব মুর্শিদাবাদ নসীপুরের রাজষ্টেটের রাজমহল তহশীলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মলিনাদেবী।

এই শুভবিবাহে উভয়পক্ষের কুলপুরোহিত সেনশর্ম্মা দাশশর্ম্মা পাঠ অশাস্ত্রীয় বলিয়া দেবশর্ম্মা পাঠে শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, সমাজে এখনও উদারচেতা পুরোহিতের অভাব ঘটে নাই, ইহা তাহারই নিদর্শন।

ধলঘাট গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মালতীবালা দেবীর সহিত কেলিসহর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত গগণচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ চারুচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরীর শুভপরিণয় ২২শে বৈশাখ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। উভয়পক্ষের পুরোহিতগণ সাগ্রহে সহযোগিতা করিয়াছেন।

কেলিসহর গ্রামনিবাসী কেদারবংশোদ্ভব ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের খুরতভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরীর সহিত নয়াপাড়া নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয়

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অরুণরেখা দেবীর শুভবিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

১। গত ২৩শে বৈশাখ সোমবার বিক্রমপুর সিমুলিয়ানিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় রোষবংশীয় শ্রীযুক্ত তারাকুমার সেনশর্ম্মা উকিল মহাশয়ের দ্বিতীয়পুত্র শ্রীমান্ শিশিরকুমার সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত ডাক্তার ফরিদপুর খালিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী দেবীর সহিত ময়মনসিংহে শ্যামাচরণ বাবুর বাসাবাটীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। তারাকুমার বাবু পণ প্রভৃতি বাবত কিছুই দাবী করেন নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহেও তিনি কিছু দাবী করেন নাই। তাঁহার সমাজ সংস্কারের দৃষ্টান্ত সকলের অনুকরণীয়।

২। গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার বিক্রমপুর মূলচর নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় মহীপতিগুপ্ত বংশীয় ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের বাঙ্গালাসাহিত্যের অধ্যাপক বহু বাঙ্গালা গ্রন্থের লেখক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর গুপ্তশর্ম্মা এম্ এর শুভবিবাহ যশোহর কালিয়া নিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় শক্রঘ্নবংশীয় স্বর্গীয় হেড্মাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী প্রভাদেবীর সহিত কলিকাতাতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। যোগেন্দ্রবাবু পণ কিংবা অন্য কোনও বাবদ কন্যাপক্ষের নিকট কিছুই দাবী করেন নাই। আমরা আশা করি যে এই প্রবীণ সাহিত্য সেবীর দৃষ্টান্ত সকলে অনুসরণ করিবেন।

বিগত ১৭ই বৈশাখ ঢাকা জিলান্তর্গত সোণারঙ্গ গ্রামনিবাসী শক্তি গোত্রীয় ধর্ম্মাঙ্গদ বংশোদ্ভব শ্রীযুত রাজকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুবালা দেবীর সহিত জপসানিবাসী উচলিবংশোদ্ভব ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত বিপিন বিহারী সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শুভবিবাহ রাজকুমারবাবুর চট্টগ্রামস্থ বাসভবনে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। এই বিবাহে বরকর্ত্তা শ্রীযুত বিপিনবাবু পণ কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দাবী দাওয়া করেন নাই। উভয়পক্ষের পুরোহিত শর্ম্মা পাঠে কোন আপত্তি করেন নাই।

এই শুভবিবাহ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বি, এল পাশ করা পুত্রকে বিনাপণে বিবাহ করাইয়া বিপিনবাবু যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যেভাবে বিক্রমপুরস্থ বৈদ্য সমাজের জাতীয় গৌরব রক্ষার্থ ব্রাহ্মণাচারে শুভবিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিগত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত দক্ষিণ বিক্রমপুর মগুরা গ্রাম নিবাসী শক্তি গোত্রীয় শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সতীশরঞ্জন সেনশর্ম্মার সহিত ঢাকা, টঙ্গিবাড়ী নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উষাদেবীর শুভপরিণয় চট্টগ্রামস্থ বাসাবাটীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শতাধিক যজন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যোগেশবাবুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমরা আশীর্ব্বাদ করি এই শুভবিবাহ মধুময় হউক।

শ্রাদ্ধ।

বিগত ৩১শে বৈশাখ মঙ্গলবার কোলসহর গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কেদারবংশোদ্ভব খ্যাতনামা মুন্সী স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ চৌধুরী মহাশয়ের পতিব্রতা পত্নীর অকালমৃত্যুতে তাঁহারপুত্র শ্রীমান রমনীরঞ্জন চৌধুরী তৎকনিষ্টসহদোরসহ তাহাদের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। গুরু পুরোহিত সকলেই সানন্দে সহযোগিতা করিয়াছেন।

বিগত ২০শে বৈশাখ সোণারং গ্রাম নিবাসী বিশারদবংশোদ্ভব স্বর্গীয় শ্রীকান্ত সেনশর্ম্মার মহোদয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে তদীয়পুত্র শ্রীমান প্রিয়কান্ত সেনশর্ম্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাচারে কালীঘাটস্থানে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১০ই বৈশাখ ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার স্ত্রী পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ২০শে তারিখ নিজগ্রাম থালিয়াতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। কুলপুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন।

তারিখ ৯ইজ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ বৈঙ্গাব্দ স্থান ৩নং অশোকলেন ঢাকা। বিখ্যাত কোঁয়রপুরের নিমদাশবংশোদ্ভব স্বর্গীয় তারানাথ দাশশর্ম্মা ভুঞা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় ব্রজনাথদাশশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র ঢাকার উকীল রজনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের সম্পর্কিত স্বর্গীয় হরনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে তদীয় গ্রামনিবাসী পুরোহিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার স্বনামধন্য শ্রীযুত অনুকুল শাস্ত্রী এইকার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। রজনী বাবুর সহানুভূতি ও উল্লেখযোগ্য।

গত ১২ই ফাল্গুন রবিবার বিক্রমপুর সোণারং নিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় রোষবংশীয় অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুত দেবেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় দিল্লীতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। জ্ঞানবাবুর পত্নীর শ্রাদ্ধও পূর্ব্বে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৪ঠা চৈত্র সোমবার কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ৺ফণিভূষণ সেন শর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সানুজ শ্রীযুত পঞ্চানন রায় মহাশয় কলিকাতা যুগোলকিশোর দাসের লেনস্থিত ভবনে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৬ই বৈশাখ সোমবার বিক্রমপুর সোণারং নিবাসী শক্তিগোত্রিয় হিঙ্গুবংশীয় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺কিরণবালা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২০শে বৈশাখ শুক্রবার বিক্রমপুর সোণারং নিবাসী শক্তিগোত্রীয় সুবিখ্যাত বিশারদ বংশীয় ৺শ্রীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয় একাদশাহে কলিকাতাতে সম্পন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে শ্রীকান্তবাবুর পত্নীর শ্রাদ্ধও একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুর নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় সুবিখ্যাত নিমদাশবংশীয় ৺হরনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সানুজ শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয় ঢাকাতে এবং আশকলেনে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার বিক্রমপুর সোণারং নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় গাইবান্ধার উকিল ৺রমণীমোহন দাশশর্ম্মার শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সানুজ শ্রীযুত হিরণকুমার দাশশর্ম্মা মহাশয় গাইবান্ধাতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২০শে বৈশাখ শুক্রবার ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ তাঁহাদের নিজ বাড়ী ফরিদপুর খালিয়াতে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। কুলপুরোহিতেরা কাজ করাইয়াছেন।

গত ২রা চৈত্র শনিবার খাজনাহী বৈদ্যবেলঘরিয়া নিবাসী বর্ত্তমানে নাটোরে স্থায়ী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত প্রমথনাথ রায় সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺বিজয়লক্ষ্মী দেবীর শ্রাদ্ধ নাটোরে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধকারী কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত সুধীনাথ সেনশর্ম্মা চন্দনধেনু ও ষোড়শাদি দান যথারীতি সম্পন্ন করিয়াছেন।

---

* মোহমুদ্গার সম্বন্ধে দুইটি কথা।

কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন দেবশর্ম্মা শাস্ত্রী এম এ মহাশয় কালীচরণ বাবুর বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবোধিনীর সমালোচনা করিয়া মোহমুদ্গারনামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। ঐ বইখানা লিখিতে গিয়া কালীবাবুকে আক্রমণের ছলে স্থানে স্থানে বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজটীকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন ও বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ করিতে গিয়া অনেকস্থানে সত্যের অপলাপ ও করিয়াছেন। এই বই বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের পাঠ্য কিনা তাহা বঙ্গীয় বৈদ্যগণ চিন্তা করিবেন। ইহাতে দেশপূজ্য গণিত বিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন এম এ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কেও অর্ব্বাচীন ও মাথামুণ্ড লেখক বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আমিই এই বই লিখার উদ্যোক্তা, উৎসাহদাতা ও অন্যান্য সকলপ্রকারে বই লিখিবার ও মুদ্রিত করিবার সাহায্যকারী। আমার সাহায্য ব্যতীত এই বই নিশ্চয়ই মুদ্রিত হইতে পারিত না। তাঁহার লিখিত চিঠিদ্বারাই প্রমাণ করা যাইবে। যে ফর্ম্মাগুলিতে বঙ্গীয় সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা আমার নিকট গোপন করিয়াছিলেন, পাছে আমি জানিতে পারিলে ঐ বিষয়গুলি বই হইতে বাদ দিতে হয়। আমি জানিতে পারিয়া সতর্ক করিতে গেলে আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন ও হিতৈষিণীতে প্রকাশ করিবার ভয় ও দেখান। ঐ পুস্তকের সমালোচনা শীঘ্রই বাহির হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, সহকারী সভাপতি, কাশী বৈদ্যবান্ধব সমিতি।

---

* মোহমুদ্গরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

Baidya-Prativa. REGD. No. C—1224.

৬ষ্ঠ বর্ষ—আষাঢ় ও শ্রাবণ।

১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মংবা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র

বৈদ্য-প্রতিভা।

বলিরহস্য, ব্রহ্মচর্য্য, বাল্যবিবাহ, অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি
বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ঢাকা বৈদ্যসম্মিলনীর
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বহুসুবর্ণপদক প্রাপ্ত—

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম কোহিনুর প্রেস হইতে
শ্রীরেবতীরমণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা।
প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী কার্য্যালয়।
ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

সূচী :—

বিষয়—	লেখকের নাম—	পৃষ্ঠা—
১৫। নিবেদন	সম্পাদক	৪৯
১৬। অম্বষ্ঠ রহস্য	"	৫৩
১৭। ভক্ত (কবিতা)	শ্রীশৈলেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা	৮১
১৮। বাঙ্গালার সেনরাজগণ	শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা	৮২
১৯। ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষার ফল	শ্রীতারকচন্দ্র দত্তশর্ম্মা	৮৮
২০। জাতীয় সংবাদ	——	৮৯

মন্তব্য :—

১। আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যা পত্রিকা কেন ভাদ্রমাসের শেষে প্রকাশিত হইল? বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি কেন ঘটিল? এইরূপ প্রশ্ন হইবে সত্য, কিন্তু পরাধীনতা জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে। নিজের প্রেস না থাকায় এইরূপ বিড়ম্বনা নিয়ত ভোগ করিতেছি। ইহার প্রতিবিধানের জন্য আশীর্ব্বাদ করিবেন।

২। অসময়ে প্রাপ্ত হওয়াতে ঢাকা হইতে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের প্রেরিত অনেকগুলি জাতীয় সংবাদ এবং বিভিন্নস্থান হইতে সহৃদয় মহোদয়গণের প্রেরিত যে সমস্ত প্রবন্ধ পত্রিকাস্থ করিতে পারি নাই, তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

৩। ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গ গ্রামনিবাসী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, মহাশয় জানাইয়াছেন, তিনি আগামী পূজার ছুটীতে তাঁহার নিজ বাড়ীতে এবং কলিকাতা ৫৮ বি আমহার্ষ্টরোডস্থিত বাসায় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণেচ্ছুক বৈদ্য দিগকে অতি সামান্য ব্যয়ে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে তিনি নিজে আচার্য্য গুরুকার্য্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। যে কোনও সমাজের বৈদ্য এইরূপ সাহায্য পাইবেন।

৪। কাশী যোগাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—গত ২৪শে শ্রাবণ শুক্রবার বরিশাল জিলান্তর্গত গৈলানিবাসী ৺ গঙ্গাপ্রসাদ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মার সহিত তাঁহার ভ্রাতাষ্পুত্র স্বর্গীয় ৺ ক্ষীরোদচন্দ্র সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীর শুভ বিবাহ ফরিদপুর থালিয়াগ্রামে তাঁহার নিজ ভবনে ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষের পুরোহিতগণ উপস্থিত থাকিয়া এই শুভ কার্য্য সানন্দে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

উক্ত তারিখে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র থালিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের অন্নপ্রাশন তাঁহার নিজ ভবনে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ	আষাঢ়।	৩য় সংখ্যা।

নিবেদন।

মনেকরিয়াছিলাম, "দর্দ্দুরা যত্রবক্তা রস্তত্র মৌনং হি শোভনম্" নীতির অনুসরণ করিয়া নীরব থাকিব। কিন্তু "দাসগুপ্ত", "সেনগুপ্তের" দল যেভাবে মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন, যেভাবে চালুনীর ধর্ম্ম গ্রহণে বৃদ্ধত্বের গৌরব দাবী করিতেছেন, যেভাবে মক্ষিকা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুস্তিকা লিখিতেছেন, যেভাবে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ, অম্বষ্ঠকে বৈশ্য সাব্যস্থ করার জন্য জেদ্ ধরিয়াছেন, যেভাবে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া বাক্‌জগত ভাবে গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তদবস্থায় নীরব থাকিলে, হয়তঃ কেহ মনে করিবেন "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" আমরাও তাঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়াছি। ইহাতে বৈদ্য সাধারণ তাঁহাদের অপসিদ্ধান্তকে সত্য ও অপ্রতিবাদই মনে করিয়া ভ্রমে নিপতিত হইবার ও যথেষ্ট সম্ভাবনা।

সারোয়াতলী গ্রামের অম্বষ্ঠত্বকামী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাসগুপ্ত মোক্তার "মূর্খস্য লাঠ্যোষধম্" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যেভাবে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা কোন ভদ্র সন্তান করিতে পারে না। তিনি লিখিয়াছেন, আমরা কুল্লুককে 'উল্লুক' মনুকে 'মুনু, রঘুকে জালিয়াৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে মিথ্যুক লিখিয়াছি। ধন্য দাসকে! ধন্য দাসগুপ্তকে!!

ধন্য প্রচারকে! ধন্য ছাত্রবৃত্তিপাশ মোক্তারীকে! তিনি যে অশীতিপর বৃদ্ধবলিয়া বৃদ্ধত্বের গৌরব দাবী করিয়াছেন, তাঁহার জানা উচিত "বিদ্যাবৃদ্ধো হি মান্যতা" বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ" "বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ" মনু বলিয়াছেন

"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বৈ যুবা প্যধীয়ান স্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

মস্তকের কেশপক্ক হইলে বৃদ্ধ হওয়া যায় না। কিন্তু যুবা হইয়াও যদি বিদ্বান্ হন্ দেবতারা তাঁহাকেই বৃদ্ধ বলেন।" গায়ে পড়িয়া যে ভাষায় প্রতিবাদ লিখা হইয়াছে, যেভাবে মেছুনীদের নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে দাসগুপ্ত লিখা স্বার্থক হইয়াছে এবং শূদ্রের ঔরসে বৈশ্য কন্যার গর্ভে প্রতিলোমজ অম্বষ্ঠ বলিয়া আত্মখ্যাপনের অধিকারী হইয়াছে। কেবল 'দাস' লিখিয়া আত্মপরিচয় দিলে মৌলিক শূদ্রজাতি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হওয়া যাইত। দাসের পর গুপ্ত লিখার তত্ত্ব বহুবার অবগত হইয়াও যখন দাসগুপ্ত' লিখিতে লজ্জা বোধ করে নাই, তখন দাসগুপ্তের শাস্ত্রজ্ঞান ও জাতীয়তার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরাই সম্যক লজ্জা বোধ করিতেছি। দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন:--আমরাও একদিন 'সেনগুপ্ত' লিখিয়াছি। ইহা সত্যকথা। দাসগুপ্ত কি জানেন না" অজ্ঞানে করিলে পাপ জ্ঞানেতে হরে, জ্ঞানে করিলে পাপ রৌরবেতে পড়ে।" অজ্ঞানে পশ্চিম-বঙ্গীয় বৈদ্যদের অনুকরণে 'সেনগুপ্ত' লিখিয়া যে পাপ করা হইয়াছিল, তজ্জন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। তাহার কৈফিয়ৎ ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে "বৈদ্যপরিচয়' নামক পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। পাপের উদাহরণে ও অনুকরণে পাপের আশ্রয় গ্রহণ দাসের পক্ষেই শোভা পায়। কুর্য্যাৎ পুনঃ পুনঃ পাপং ন চ গঙ্গা পুনাতি তম্। কোন্ গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় আমরা কুল্লুকে উল্লুক, মনুকে মুনু লিখিয়াছি, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদ করিলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইতাম এবং দাসগুপ্তকেও ধন্যবাদ দিতে পারিতাম। অযথা মিথ্যা প্রচার কি শরতুংগজাতের ন্যায় জাত অম্বষ্ঠের পরিচয়? না শূদ্রার অধররস পানের ফল? "কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে" মিথ্যার মুখোষ পড়িয়া মিথ্যার অভিনয় করিলে ধূর্ত্তরাই আনন্দিত হয়। শাস্ত্রকার বলেন "অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা" মিথ্যা ধূর্ত্তব্যক্তিদেরই পূজিতা। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব বলেন:—তত্র সকৃদনৃতা সম্ভাষণে কৃষ্ণানুস্মরণ প্রায়শ্চিত্তম।" একবার মাত্র মিথ্যা বলিলে কৃষ্ণনাম জপে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। বহু মিথ্যার প্রায়শ্চিত্ত নাই। জীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও কি মিথ্যা ত্যাগ করিবেন না মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণের সময় স্বজাতিদ্রোহের মোক্তারী কি শোভা পায়? বংশ রক্ষা না হওয়াই কি স্বজাতি দ্রোহিতার চেষ্টা? তজ্জন্য কি প্রাণে অনুতাপ আসে না? মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কি পাপের পক্ষে সমাজে মোক্তারী করিতে হইবে? ফৌজদারী আদালতের ব্যবসা ত্যাগ করা হইয়াছে ত বহুকাল। আশীবৎসর পর পুনঃ এ ভাবে মোক্তারী কেন? জাতীয়তার কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেও আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিতাম। যে জাতি "সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ" সেই জাতির বংশধরেরা কখনও মূর্খের ন্যায় যাহা তাহা লিখিতে পারে না।

যদি কেহ কোথায় শাস্ত্রের গবেষণা করিতে যাইয়া রঘুকে 'রাসভ' কুল্লুককে 'উল্লুক' তর্করত্নকে 'জালিয়ত' স্মৃতিরত্নকে 'ধূর্ত্ত' বিদ্যারত্নকে 'মিথ্যুক' লিখিয়া থাকে, তাহা কি অন্যায় হইয়াছে? ইঁহারা যেভাবে হিন্দুসমাজকে নিরয়ের পথে চালিত করিয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছেন যেভাবে মহামান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীর কলেবর কলুষিত করিয়াছেন, যেভাবে জাল জুয়াচুরী করিয়া এক একটা জাতিকে নিগৃহীত করার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার তত্ত্ব যাহারা অবগত হইবে অবশ্য তাহারা ইহাদিগকে ঐ সব কথা বলিতে দ্বিধা বোধ করিবে না। দাসগুপ্তকে, সেনগুপ্তকে ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকদিগকে বহুবার জাতীয়তার বিচারের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। আহূতঃ প্রপলায়ী চ" নীতির অনুসরণ করিয়া "হীনঃপক্ষবিধোমতঃ" ন্যায়েরই পরিচয় দিয়াছেন। মাভৈঃ মাভৈঃ, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর কার্য্যালয়ে বিচারার্থ উপস্থিত হইতে কোন ভয় বা অসুবিধা নাই। মনে রাখিবেন :—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

কোন বৈদ্যব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি সৎকারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অভাব হয় না। 'সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ' এই জ্ঞান বৈদ্যব্রাহ্মণদের রহিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন "মন্নিন্দয়া যদি জনঃ পরিতোষমেতি, মন্যে প্রযত্নসুলভোয়মনুগ্রহো মে" আমার নিন্দা দ্বারা যদি কেহ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, আমি মনে করিব, তিনি আমাকে অযত্ন সুলভ অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমাদিগকে যতই গালি দিন্ না কেন, আমরা "ন হি শশকো-বিষাণম কোহপি কস্মৈ দদাতি" বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিয়াই চলিব। যদি আমাদের আন্দোলনকে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতীয়তার পরিপন্থী মনে করেন, তবে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া শাস্ত্রীয় বিচার করেন না কেন? সেনগুপ্তের, দাসগুপ্তের যে শাস্ত্রজ্ঞান নাই, তাহা আমরা জানি, যাঁহারা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক রূপে কার্য্য করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বহুবার সাদরে আহ্বান করিয়াছি। তাঁহারা "শ্রুত্বাপি ন শ্রদ্ধত্তে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" নীতির অনুসরণ করিয়া পাণ্ডিত্যের প্রহসন করিতেছেন। আগামী শারদীয় পূজার পূর্ব্বে "চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর" বার্ষিক সভার অধিবেশন হইবে, সেই সভায় উপস্থিত হইয়া জাতীয়তার শাস্ত্রীয় বিচার করিতে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি, সভার পূর্ব্বে যথা সময়ে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইবে। স্বাগতম্! স্বাগতম্! স্বাগতম্!!।

রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি বিশাল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পরিগৃহীত না হইলেও বঙ্গদেশে বেদবৎ সমাদৃত। রঘুনন্দন, কুল্লুক, মেধাতিথি, তর্করত্ন, বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিরা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের মূলে কিভাবে কুঠারাঘাত করিয়া সমাজকে দুরপনেয় কালিমায় নিমজ্জিত করিয়াছেন, তাহা প্রতিপাদনের জন্যই "অম্বষ্ঠরহস্য" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে হইল। যদি কোথায় কেহ রঘুকে 'রাসভ' কুল্লুক 'উল্লুক' তর্করত্নকে 'জালিয়ত' স্মৃতিরত্নকে মিথ্যুক, বিদ্যাবাগীশকে,

অবিদ্বান, ধর্ম্মভূষণকে অধার্ম্মিক, দাসগুপ্তকে মূর্খ, সম্বোধন করিয়া থাকে, তাহা যে অন্যায় হয় নাই তাহা অম্বষ্ঠরহস্যে সূচিত হইবে। যজন-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোথায় কাহাকেও যদি মুসলমান, মূর্দ্ধাকরাস, মেথর প্রভৃতির কন্যার গর্ভজাত সন্তানদের বংশধর বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহাও যে অসঙ্গত হয় নাই, এবং যাঁহারা নিজকে অম্বষ্ঠ মনে করিয়া পঞ্চদশাহাশৌচ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা যে মনূক্ত অম্বষ্ঠ নহেন, পক্ষান্তরে খরতুরগ জাতের ন্যায় জাত অম্বষ্ঠদের বংশধর হওয়ার কামনা যে তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাও অম্বষ্ঠ-রহস্যে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের ন্যায় অম্বষ্ঠ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও যে যজন ব্রাহ্মণ সমাজের কুক্ষিগত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে যে দ্বিজশ্রেণীর অম্বষ্ঠ নামক কোন জাতি নাই, কতিপয় কায়স্থ জাতীয় অম্বষ্ঠ যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দৃষ্ট হয়, মান্দ্রাজে যে নাপিতকে অম্বষ্ঠন্ বলে, অম্বষ্ঠরহস্যে তাহাও পরিস্ফুট হইবে। কুল্লূক, মেধাতিথি, রঘুনন্দন, স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিত-মণ্ডলী 'অম্বষ্ঠের' মস্তক চর্ব্বণ করার জন্য কিরূপ হীননীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাকথিত যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্যসম্প্রদায়কে অম্বষ্ঠ বানাইবার জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন ও করিতেছেন এবং কিরূপ স্তোকবাক্যে ধার্ম্মিক সাজাইবার জন্য তাঁহাদের আদ্যশ্রাদ্ধের সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাও অম্বষ্ঠরহস্য পাঠে জানা যাইবে। কখন হইতে কিকারণে বঙ্গীয়-বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠাপবাদে অপদস্থ করার চেষ্টা হইয়াছিল; যজন-ব্রাহ্মণগণের কেহকেহ কিকারণে বৈদ্যসমাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, কিকারণে করণাদি কায়স্থগণ যজন ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, কি কারণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যজন ব্রাহ্মণদিগকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অষ্টবজ্রমিলনে কিরূপে বৈদ্যসম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তৎসমস্তই অম্বষ্ঠরহস্যে ধারবাহিক প্রকাশিত হইবে। বেদ, বেদান্ত, সংহিতা, ইতিহাস যে বৈদ্যকে পূজার্হ ব্রাহ্মণ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যজনব্রাহ্মণাদি সকলেই যে এই অবিশ্বাসের যুগেও বৈদ্যধন্বন্তরি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতিকে পূজা করিতেছেন। তীর্থগুরু রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, কুলীন ব্রাহ্মণ রূপে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যে, ভাঁরতের সর্ব্বত্র বিরাজমান্, ঐতিহাসিকগণ, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ, পরিব্রাজকগণ, যে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে মুনি ঋষির নিম্নে যজন ব্রাহ্মণদের ঊর্দ্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ও অম্বষ্ঠরহস্য পাঠে অবগত হওয়া যাইবে। নিজের প্রেস না থাকায় এবং বৈদ্যপ্রতিভায় স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় ক্রমশঃ তত্তাবৎ বিবৃত হইতে থাকিবে।

সম্পাদক, বৈদ্যপ্রতিভা।

ওঁ নমোনারায়ণায়।

অম্বষ্ঠ রহস্য।

রঘুনন্দন নামপ্রথমোদ্‌ঘাত।

যঃশাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥

শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচার মতে কার্য্য করিলে সেই কার্য্য সফল হয় না। কর্ম্মকর্ত্তাও সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না।

বঙ্গদেশে মহামতি রঘুনন্দনের স্মৃতি, "নব্যস্মৃতি" নামে পরিচিত এবং বেদবৎ সমাদৃত। বঙ্গদেশীয় হিন্দুদের যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্ম নব্যস্মৃতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। রঘুনন্দন চাতুর্ব্বর্ণীয় সমাজ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন, প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। তিনি শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন: (১) প্রতিলোমজাত বর্ণসঙ্করদিগের যে শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, ক্ষত্রিয় যে নাই, এই কথা মনু বলিয়াছেন যথা:— এই সকল ক্ষত্রিয়জাতি ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপ হেতুকে এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে "মহানন্দীর শূদ্রার গর্ভজাত অতিলুব্ধ, মহাপদ্ম, নন্দ ও পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী হইবে। তাহার পর হইতেই শূদ্রজাতীয়গণ ভূপতি হইবে। বিষ্ণুপুরাণের এই বচন হইতে জানা যায়, মহানন্দী পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয়জাতির অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ ক্রিয়ালোপ হেতুকে বৈশ্যদিগের এবং অম্বষ্ঠ প্রভৃতিরও শূদ্রত্ব ঘটিয়াছে, এই কথা কেবল জাতিপ্রসঙ্গ বশতঃ উক্ত হইল।

রঘুনন্দনের বিধান মতে সমগ্র ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়ের যেমন অস্তিত্ব নাই, থাকিলেও তাহারা এইরূপ ক্রিয়ালোপ বশতঃ এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে বৃষলত্ব (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি কোন ভূপতি থাকেন তাঁহারা শূদ্র, তদ্রূপ অম্বষ্ঠ এবং বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্যতীত অপর কোন বর্ণীয় নাই। বর্ত্তমানে যাঁহারা

(১) প্রতিলোম জাতানান্ত শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরণ্‌ শূদ্রবৎ বর্ণসঙ্করা ইতি আদিত্য পুরাণাৎ ব্যবস্থা। ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্ব মাহ মনুঃ— শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদীমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ। অতএব বিষ্ণুপুরাণম্‌ মহানন্দী সুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতি-লুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দাদি পর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ এবঞ্চ ক্রিয়া লোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপি শূদ্রত্বং জাতি প্রসঙ্গাদুক্তম্‌।

ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া ক্ষত্রিয় হইতেছেন, যাঁহারা বৈশ্যত্বের দাবী করিয়া বৈশ্য হইতেছেন যাঁহারা অম্বষ্ঠত্বের দাবীতে অম্বষ্ঠ সাজিতেছেন, আর যাঁহারা তাঁহাদের অভিমতানুযায়ী সংস্কার কার্য্য সমাধা করাইতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি; তাঁহাদের এই সংস্কার কার্য্যে নব্যস্মৃতির স্বার্থকতা কোথায়? রঘুনন্দনের ব্যবস্থা কোথায়? যাঁহারা রঘুনন্দনের বিধানকে অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠ আছে সিদ্ধান্ত করিতেছেন, তাঁহারা প্রথমতঃ রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতিকে অতল জলে নিক্ষেপ করুন! এতকাল যে বঙ্গীয়-ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তথা অম্বষ্ঠদিগকে শূদ্রাচারে দৈবপৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া মহাপাপ করিয়াছেন, তজ্জন্য মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন! নতুবা অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়মাত্রকে শূদ্র সাব্যস্ত করিয়া নব্যস্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করুন! নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ওহে অম্বষ্ঠত্ব প্রয়াসিগণ! তোমরা যে উপনীত হইতেছ তাহা কোন শাস্ত্রমতে? তাহা একবার তোমাদের পৃষ্ঠপোষক নব্যস্মৃতি পাঠীদিগকে জিজ্ঞাসা কর না কেন? তাঁহারা কোন শাস্ত্র মতে তোমাদিগকে উত্তরায়ণে বৈশ্যাচারে উপনীত করিতেছেন? রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে মহর্ষি গর্গের বচন অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন উত্তরায়ণে হইবে, দক্ষিণায়নে বৈশ্যের বিধি যথা:—গর্গঃ—"বিপ্রস্য ক্ষত্রিয়স্যাপি মৌঞ্জীস্যাদুত্তরায়ণে। দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং।" উত্তরায়ণে বৈশ্যের উপনয়নের বিধান থাকিলে মহর্ষি গর্গ কখনও "দক্ষিণে চ বিশাং কার্য্যং" লিখিতেন না। যদি বঙ্গদেশে বৈশ্য তথা বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাকারগণ নিশ্চয়ই দক্ষিণায়নে উপনয়নের দিন গণনা করিতেন। যাঁহারা শূদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৈশ্য বা বৈশ্যচারী হইতে সমুৎসুক, তাঁহারা প্রথমতঃ পঞ্জিকাকারদের শরণাগত হউন্ এবং দক্ষিণায়নে উপনয়নের দিন গণনার ব্যবস্থা করুন! যথা শাস্ত্রমতে উপবীত গ্রহণ করিয়া দ্বিজত্বের অধিকারী হইতে নাপারিলে, দ্বিজত্বের প্রহসন করার স্বার্থকতা কি হইতে পারে? ব্রাত্যের জন্য কালাকালের বিচার নাই সত্য, কিন্তু যাহাদের কালগত হয় নাই, তদ্রূপ বৈশ্যচারীর দল উত্তরায়ণে উপবীত গ্রহণ করিয়া মুই 'অম্বষ্ঠ' ব্যক্ত করিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? মহর্ষি গর্গের বচন অগ্রাহ্য করিবার কি আছে? হয়তঃ রঘুনন্দন বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজের রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার দেখিয়া বঙ্গদেশে বৈশ্য তথা অম্বষ্ঠ নাই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন, হয়তঃ পঞ্জিকাকারগণও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা দৃষ্টে, দক্ষিণায়নে উপনয়নের দিন গণনা করা অনাবশ্যক মনে করিয়া থাকিবেন, রঘুনন্দনের সময়ে যে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাচারী ব্যতীত অপর কোন বর্ণীয় ছিল না, তাহা কে অস্বীকার করিবে? পক্ষাশৌচী কোন অম্বষ্ঠ যে বঙ্গদেশে ছিল না, তাহা রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতিই প্রমাণ। নব্যস্মৃতিপাঠীর দল যদি "শাস্ত্রাণ্যধীত্য ভবন্তি মূর্খাঃ" না হন্ তবে মূর্খ কে? রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, অষ্টাদশ খানি গ্রন্থের কোন স্থলে আছে কি অম্বষ্ঠদের পঞ্চদশাহাশৌচ হইবে? বরং তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের শৌচাশৌচের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও বৃত্তির বিধান করিয়াছেন। ইহার

বিপরীত আচরণ করিয়া বৈশ্যাচারিগণ কি রঘুকে লঘু করেন নাই। এস্থলে নব্যস্মৃতিকার বা নব্যবৈশ্যাচারী কে রাসভ? বলুন্ বৈশ্যাচারকামিগণ? উত্তর নাই যে! আমরা বলি উভয়েই।

এইক্ষণ দেখা যাউক, রঘুনন্দন ভগবান্ মনুর যে বচন অধ্যাহার করিয়া পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠ নাই সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, মনু সেই বচনে কি বলিয়াছেন:—। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে আছে:—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃশকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চিনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ ৪৪

অম্বষ্ঠ বিদ্বেষী কুল্লুক টীকা করিয়াছেন:—"ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তদার্থ দর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈর্ল্লোকে শূদ্রতাং প্রাপ্তাঃ। পৌণ্ড্রাদি দেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়া সন্তঃ ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বপন্নাঃ'

"পণ্ডিতপ্রবর ভরতশিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন:—"বক্ষ্যমাণ শ্লোকোক্ত যে সকল ক্ষত্রিয় ক্রমে ক্রমে উপনয়নাদি সংস্কারহীন প্রযুক্ত যাজন, অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শনাভাবে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।" পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, অপহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ এ সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।"

মনুর মূল শ্লোকে যেমন "ইদানীন্তন" ক্ষত্রিয়ের নাম গন্ধও নাই, তদ্রূপ কুল্লুকের টীকায় ও ভরতশিরোমণির অনুবাদেও নাই। শ্লোকার্থে স্পষ্টই জানা যায়, যে সকল ক্ষত্রিয় রাজ্য লাভার্থে পৌণ্ড্রকাদি দেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল, সে সব ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের অদর্শনে এবং ক্রিয়ালোপ হেতুতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কুল্লুক ও ভরত তাহাই লিখিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের ইমাঃ এই সকল পর শ্লোকের পৌণ্ড্রকাদি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে বুঝাইতেছে। কুল্লুক অম্বষ্ঠ বিদ্বেষী হইয়াও তদনুরূপ টীকা করিয়াছেন। কিন্তু ক্রূরনীতিজ্ঞ রঘুনন্দন পরের অর্থাৎ ৪৪ শ্লোক বাদ দিয়া কেবল উপরের ৪৩ শ্লোকটি মাত্র উদ্ধৃত করিয়া 'ইমাঃ' এই সকল পৃথিবীর 'ইদানীন্তন ক্ষত্রিয়াঃ' লিখিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়কে শূদ্র সাব্যস্থ করার জন্য কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। "ইদানীন্তন" পদ মনুর মূল শ্লোকে বা কুল্লুকের টীকায় নাই, তিনি কোথায় হইতে তাহা লিখিলেন? এবং কিরূপে সমগ্র পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় নাই সিদ্ধান্ত করিলেন? যদি ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় না থাকে, তবে ক্ষত্রিয় রাজা, মহারাজা কোথায় হইতে আসিলেন? যদি ভারত ভূমি ক্ষত্রিয় হীনা হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহা ব্রাহ্মণ হীনাও হইয়াছে, রঘুনন্দন এবং রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্য ও নব্যস্মৃতি পাঠীদিগেরও ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত

হইয়াছে। ব্রাহ্মণ থাকিলে ব্রাহ্মণের অদর্শন হয় কিরূপে? ব্রাহ্মণেরা কি গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া থাকিত? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাচীন কালীয় ক্ষত্রিয় রাজা মহারাজাদের যে সব বংশধর ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিতীর্থ, প্রভৃতিরা যে তাঁহাদের পৌরোহিত্য করাকে অত্যধিক গৌরবের কার্য্য মনে করেন, সে সব ক্ষত্রিয় রাজা মহারাজারা কোথায় হইতে আসিলেন? রঘুনন্দন যে তৎপর বৈশ্যদিগের তথা অম্বষ্ঠদিগের শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে লিখিয়াছেন, তাহাত মনুর বচনে নাই, কুল্লুক মেধাতিথির টীকাও ভাষ্যতে নাই, রঘুনন্দন কোথায় হইতে মনুর নাম করিয়া বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠদেরও শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে জাল দলিল সৃষ্টি করিলেন? শত শত বৈশ্যজাতি যে বিশাল ভারতবর্ষে ছিল ও আছে, মহাত্মা গান্ধি যে বৈশ্যজাতি তাঁহাকে অস্বীকার করিবে? বহু অম্বষ্ঠ যে যজনব্রাহ্মণ সমাজে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পারশব শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায় আত্মগোপন করিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করিবে? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পৃথিবীতে নাই বলিয়া যিনি জাল দলিল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে শুধু জালিয়াত বলিলে কি তাঁহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? না তাহার শিষ্য প্রশিষ্য নব্যস্মৃতি পাঠী ব্রাহ্মণ পাণ্ডতগণ যে এতকাল সেই জাল দলিলের মতানুবর্ত্তী হইয়া বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথাকথিত অম্বষ্ঠদিগকে শূদ্রাচারী করিয়া রাখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মিথ্যুক প্রবঞ্চক বলিলে তাঁহাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়? যদি সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়াদি জাতিরা শূদ্র হন্ তবে বলা যায় "সর্ব্বেব শূদ্রমণ্ডলাঃ" মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন :—

শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোঽধি গচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্যতে পুত্রা অন্নাচ্ছুক্রস্য সম্ভবঃ॥ ১০।৮ অঃ

"শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া সহবাসে যে পুত্রাদি জন্মাইবে, যাহার অন্ন তাহারই ঐ সকল সন্তান জানিবে। যেহেতু অন্ন হইতে শুক্রের উদ্ভব হইয়া থাকে।" অন্ন অর্থে অদনীয় দ্রব্য মাত্রকেই বুঝায়। 'অদ্যতে যত্তদন্নং' যাহা আহার করা যায়, তাহাই অন্ন, ফল, মূল, দুগ্ধ, ঘৃত, শর্করা, তরিতরকারী প্রভৃতি। সেই জন্য চাউলকে আমান্ন বলে। যদি রঘুনন্দনের বিধান মতে পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া শূদ্র সন্তান জন্মাইয়া পৃথিবীকে শূদ্রময়ী করিয়াছেন। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন :—

দক্ষিণার্থং তু যোবিপ্রঃ শূদ্রস্য জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ব্রাহ্মণস্তু ভবেৎ শূদ্রঃ শূদ্রস্তু ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

যে ব্রাহ্মণ দক্ষিণার জন্য শূদ্রের নিমিত্ত হোম করেন, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবেন। আর সেই শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ হইবেন। তবে কি বলিব; বর্ত্তমান যজন ব্রাহ্মণেরাই শূদ্র ও শূদ্রেরাই ব্রাহ্মণ? যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও তথাকথিত অম্বষ্ঠকামীদিগকে শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণদের দৃঢ় ধারণা হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পূজা অর্চ্চনা, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করাইয়া ব্রাহ্মণগণ শূদ্রত্ব লাভের জন্য এত ব্যগ্র হইতেন না। আপস্তম্ব বলেন :—

শূদ্রান্নে নোদরস্থেন যঃ কশ্চিন্ম্রিয়তে দ্বিজঃ।
স ভবেৎ শূকরো গ্রাম্যো মৃতঃশ্বা বাপি জায়তে॥ ১১।৮ অঃ

"শূদ্রান্ন উদরস্থ সত্ত্বে যে ব্রাহ্মণ মরে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকর বা কুক্কুর হয়।"

এমন কয়জন ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা অম্বষ্ঠকামীদিগের পূজা, অর্চনা প্রভৃতি করিয়া অহার্য্য দ্রব্যাদি উদরস্থ করেন নাই? বর্ত্তমানের গ্রাম্য শুকর ও কুক্কুরগুলি কি সেই শূদ্রান্নভোজী মৃত ব্রাহ্মণ? অহো "কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্" ইহা হইতে বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? এই জন্যই কি রঘুনন্দন শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণের অত্যন্তাভাব মনে করিয়া দর্ভময় ব্রাহ্মণের বিধান করিয়াছেন? এই জন্যই কি বঙ্গদেশ পতিত দেশ বলিয়া বিখ্যাত? এই জন্য কি বিভীষণ রাক্ষস কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও কলির যজন ব্রাহ্মণ হইতে অনিচ্ছুক ছিলেন? ধিক্ বঙ্গদেশকে! ধিক্ বঙ্গদেশের যজনব্রাহ্মণগণকে! ততোধিক ধিক্ অম্বষ্ঠত্বকামী বৈশ্যাচারীদিগকে! জাল দলিল মনে করিয়াই ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ মহামান্য পণ্ডিতসমাজ নব্যস্মৃতি গ্রহণ করেন নাই। রঘুনন্দন যে কখনও বঙ্গের বাহিরে বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি তাহা তাঁহার স্মৃতি দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। নব্যস্মৃতিপাঠীদের প্ররোচনায় যাঁহারা অম্বষ্ঠ সাজিবার উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা সেই স্মৃতি পাঠীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন? রঘুনন্দন অম্বষ্ঠকে শূদ্রবর্ণীয় নির্দ্দেশে মাসাশৌচের ব্যবস্থা দিয়া সদ্যোশৌচ প্রকরণে বৈদ্যের অশৌচ সদ্য হইবে সিদ্ধান্ত করিলেন কেন? যাঁহারা বৈদ্যকে, অম্বষ্ঠ, অম্বষ্ঠকে বৈশ্যাচারী সাব্যস্ত করার কামনা করেন, তাঁহারা রঘুনন্দনের এই ব্যবস্থায় কি বলিবেন? যদি বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ অভিন্ন হইত, রঘুনন্দন কখনও এক স্থলে বৈদ্য উল্লেখ করিয়া অপরস্থলে অম্বষ্ঠ উল্লেখ করিতেন না এবং অম্বষ্ঠকে যেমন শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বৈদ্যকেও তদ্রূপ শূদ্র নির্দ্দেশ করিতেন। রঘুনন্দনের সময়েও যে, অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না, তাহা চিকিৎসাবৃত্তি হেতু বৈদ্যের সদ্যোঽশৌচ বিধান দৃষ্টেই প্রতীয়মান হয়। রঘুনন্দন শ্রীহট্টবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বঙ্গের রীতি, নীতি, আচার, ধর্ম্ম সমস্তই পরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের কোন স্থলেই নাই বৈদ্য অম্বষ্ঠ অভিন্ন সম্প্রদায় বা বৈদ্যের শূদ্রত্ব জন্মিয়াছে। রঘুনন্দনের সময়ে যে বৈদ্য অধ্যাপকদের শত শত চতুষ্পাঠী ছিল, স্বাধ্যায় নিরত সম্প্রদায় বলিলে যে বৈদ্যকেই বুঝ ইত, বঙ্গের সাহিত্য, বঙ্গের ইতিহাস, বঙ্গের শিল্প, বঙ্গের ধর্ম্ম, বঙ্গের জাতীয় চরিত্র, প্রভৃতি গৌরবের যাহা কিছু ছিল বা আছে, তৎসমস্তেরই মূলে বৈদ্য সম্প্রদায়ের অনন্য সাধারণ কর্ম্মকুশলতা ও অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হইত তাহা কে না বলিবে? বঙ্গদেশের পুনঃ বৈদিকধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতা যে বৈদ্য, শিক্ষায়, দীক্ষায়, গৌরবে, মহানুভবতায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রাষ্ট্রনীতিতে ও ধর্ম্মাচরণে বৈদ্য যে বঙ্গদেশের অনুকরণীয় ছিলেন, তাহাকি রঘুনন্দন জ্ঞাত ছিলেন না? মহারাজ আদিশূর (লক্ষ্মীনারায়ণ সেন) যে বর প্রদানে শত শত অন্ত্যজ জাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন, মহারাজ বল্লাল যে, ব্রাহ্মণাদির কুলাকুল নির্ণয় করিয়া কৌলীন্য প্রদান

করিয়াছিলেন, অনাচারী বলিয়া যে আড়াইশত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহা কি রঘুনন্দন অবগত ছিলেন না? শতশত যজন ব্রাহ্মণের যে দীক্ষাগুরু বৈদ্য, শ্রীহট্টের বহু যজনব্রাহ্মণকে যে ভাজনঘাটের বৈদ্য গোস্বামীরা দীক্ষা দিয়াছেন, বৈদ্যগণ যে স্মরণাতীত কাল হইতে উপবীতী ছিলেন, বৈদ্যগণ যে আত্মপরিচয়ে দ্বিজ লিখিতেন, মুগ্ধবোধ প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা ভু নাগেন্দ্র, ভু বৃহস্পতি বোপদেব যে নিজ পরিচয়ে দ্বিজ লিখিয়াছেন, তাহাকি রঘুনন্দন পরিজ্ঞাত ছিলেন না? বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে নিজ পরিচয়ে লিখিয়াছেন :—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
মুগ্ধবোধং চ কায়েদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্॥

পণ্ডিত ধনেশ্বরের ছাত্র ভিষক্ বৈদ্য কেশবের পুত্র বেদপদের আশ্রয় বিপ্রবোপদেব এই মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন।

অর্চ্চনা নামক মাসিক পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বোপদেব" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন ব্রাহ্মণেরই বেদবিদ্যা অধিকৃত ও বিপ্র শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। এইরূপে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন 'বোপদেব' বঙ্গীয়-বৈদ্য ছিলেন।

যে রঘুনন্দন বহু শাস্ত্রের গবেষণা করিয়া নব্যস্মৃতি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সে রঘুনন্দন কি বৈদিক রাজনির্ঘণ্টু, যজুর্ব্বেদ, ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াছিলেন না? রাজনির্ঘণ্টু, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদের বহুস্থানে যে বৈদ্যকে বিপ্র বলা হইয়াছে, তাহা কি রঘুনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন না? অম্বষ্ঠত্ব আমাদের জ্ঞাতার্থে এইস্থলে দুইটীমাত্র বচন অধ্যাহার করা হইল। রাজ নির্ঘণ্টুর ২০বর্গে আছে:—

"যস্মিন্নোষধয় স্তথা সমুদিতাঃ সিধ্যন্তি বৈ বাধিকা।
বিপ্রোঽসৌ ভিষগুচ্যতে স্বয়মিতি শ্রুত্যাপি সত্যার্পিতম্।

যে ব্রাহ্মণে ঔষধিগণ প্রকাশিত হইয়া শক্তির সহিত কার্য্য করে, সেই বিপ্রকে ভিষক্ বলা যায়। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় লিখিত হইয়াছে :—

যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীবচাতনঃ।

মহীধর—হে ঔষধীঃ ঔষধয়ঃ যত্র বিপ্রে ভৈষজ্যকর্ত্তরি ব্রাহ্মণে যুয়ং সমগ্মত সংগচ্ছত রোগান্ জেতুং কে ইব রাজানা ইব যথা রাজনঃ সমিতৌ যুদ্ধে শত্রূন্ জেতুং গচ্ছন্তি স ভবদাশ্রিতো বিপ্রঃভিষক্ বৈদ্যউচ্যতে কিদৃশো বিপ্রঃ রক্ষোহা রক্ষাংসি হন্তীতি রক্ষোঘ্নং পুরোডাশং কৃত্বা রক্ষসাং হন্তা রক্ষোপদ্রব নাশকঃ তথা অমীবচাতনঃ অমীবান্ রোগান্ চাতয়ন্তি নাশয়ন্তি ইতি।

সামন্তরাজগণ যেমন সম্রাটের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ জয় করিতে গমন করেন,

হে ওষধিগণ! তোমরা সেই রূপ তোমাদের আশ্রিত যে বিপ্রের নিকট গমন কর, তাঁহাকেই ভিষক্ বা বৈদ্য বলা যায়। সেই ভিষক পুরোডাস যজ্ঞ করিয়া রক্ষো ভয় নিবারণ করেন এবং ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রোগের শান্তি করিয়া থাকেন। শব্দকল্পদ্রুম লিখিয়াছেন:—

বিপ্রঃ ব্রাহ্মণঃ ইত্যমর। বিশেষেণ প্রাতি পারয়তি ষট্কর্ম্মাণি বিপ্রঃ। তাহার লক্ষণে বলা হইয়াছে যথা প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ।

"জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রীয় লক্ষণম্॥

জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, সংস্কার দ্বারা দ্বিজ, বিদ্যা দ্বারা বিপ্র এই ত্রিবিধ লক্ষণই শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের লক্ষণ। রাজনির্ঘণ্টু অন্যত্র বলিয়াছেন, বিপ্রো বৈদ্যক পারগঃ ইত্যাদি, শাস্ত্রকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন "বেদপাঠাত্তবেদ্বিপ্রঃ" বেদপাঠহেতুতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকেই বিপ্র বলা হয়। বৈদ্যেরা যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা "সর্ব্ববেদেষুনিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ" বচন হইতেও প্রতীতি হয়। রঘুনন্দন নবাস্মৃতির বহুস্থানেই ব্রাহ্মণের নামের স্থলে বিপ্রপদ ব্যবহার করিয়াছেন।

রঘুনন্দন বৈদ্যসম্প্রদায়কে দেবতা স্থানীয় ব্রাহ্মণ জানিয়াই সদ্যোঽশৌচের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠদিগের শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বই সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং রঘুনন্দনের সহিত বৈদ্যের কোন বিরোধ নাই। রঘুনন্দন স্পষ্ট বলিয়াছেন, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অপর কোন জাতি নাই। ইহাতেও প্রতীতি হয় রঘুনন্দন বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেবল যে রঘুনন্দন অম্বষ্ঠকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নহে। দুইসহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোষকার অমরও অম্বষ্ঠকে শূদ্রবর্গে স্থান দান করিয়াছেন এবং বৈদ্যকে মনুষ্যবর্গে উল্লেখ করিয়া বৈদ্য, অম্বষ্ঠ যে ভিন্ন সম্প্রদায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অমর লিখিয়াছেন "আচণ্ডালাত্তু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়":—"অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ। 'সংকীর্ণ শব্দে অম্বষ্ঠ করণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত বুঝায়। অম্বষ্ঠ বৈশ্যাস্ত্রী ভিন্ন জাতীয় পুরুষ হইতে উদ্ভব।

ইহা হইতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, অমরের সময়েও অম্বষ্ঠেরা সংকীর্ণ জাতির অন্তর্গত চণ্ডালতুল্য বিজন্মা অর্থাৎ ব্যভিচার জাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইত। বৈদ্য শব্দার্থে অমর লিখিয়াছেন "রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈদ্যৌ চিকিৎসকে" রোগহারিন্, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য চিকিৎসক। চিকিৎসক শব্দের পর্য্যায়ে যেমন বৈদ্য শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তদ্রূপ রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্ শব্দের অর্থেও বৈদ্য রহিয়াছে। চিকিৎসক শব্দ বাচক পর্য্যায়ের কুত্রাপি 'অম্বষ্ঠ' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বৈদ্য, অম্বষ্ঠ অভিন্ন হইলে, নিশ্চয়ই বৈদ্য পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠ, অম্বষ্ঠ পর্য্যায়ে বৈদ্যের নাম উল্লেখ হইত এবং চিকিৎসক বাচক পর্য্যায়ে ও অম্বষ্ঠের নাম থাকিত। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিলে চিকিৎসক, রোগহারিন্ ভিষক্, অগদঙ্কার শব্দের পর্য্যায়ে নিশ্চয়ই বৈদ্য শব্দের স্থানে অম্বষ্ঠ শব্দের সন্নিবেশ হইত। অমরের সময়েও অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় যে শূদ্র ছিলেন,

তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না, ইহা হইতে অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

অমর মহারাজ-বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন, মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। তিনি সংবৎ নামক বর্ষ গণনার প্রবর্ত্তক। বর্ত্তমানে সংবৎ ১৯৮৬। খৃষ্টাব্দ হইল ১৯২৯ সুতরাং খৃষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অমর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্ন ছিলেন। যথাঃ—

"ধন্বন্তরি ক্ষপনকামরসিংহশঙ্কু,
বেতাল ভট্ট-ঘটকর্পূর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহ মিহিরো নৃপতে সভায়াং,
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥

ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায়, অমর কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "অমরকোষ" অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অমরের সময়েও যে অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় শূদ্র ছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? অম্বষ্ঠের যে চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না, বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ যে ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল, তাহা কি সন্দেহ করার অবকাশ আছে? কুল্লুক, রঘুনন্দন যে ইহার বহু পরবর্ত্তীর লোক তাহা কি ইতিহাস সাক্ষ্যদান করে না? এই অম্বষ্ঠ যে মনুক্ত অম্বষ্ঠ নহে ইহারা যে ব্যভিচারজাত সঙ্কীর্ণ অম্বষ্ঠ, তাহা কি অমরের অভিধান হইতে প্রমাণিত হয় না? অমরের সময়েও যে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রখ্যাত ছিলেন, তাহাও প্রকারান্তরে অমর ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মবর্গে পণ্ডিতের পর্য্যায় বাচক শব্দে অমর লিখিয়াছেনঃ—

বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ।
ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥
ধীমান্ সূরিঃ কৃতী কৃষ্টির্লব্ধবর্ণো বিচক্ষণঃ।
দূরদর্শী দীর্ঘদর্শী শ্রোত্রিয় চ্ছান্দসো সমৌ॥

মেধাতিথি বলেন "বৈদ্যোবিদ্বাংসো ভিষজো বা" বৈদ্য, বিদ্বাংস, ভিষক্ একার্থ বাচক শব্দ। দোষ অর্থে আয়ুর্ব্বেদ বলেনঃ—

"শরীরং দূষণাৎ দোষাঃ মলিনী করণাৎ মলাঃ।
ধারণাদ্ধাতবস্তেষু বাতপিত্ত কফক্রমাৎ"

শরীরকে দূষিত করে বলিয়া বায়ুপিত্ত কফের নাম দোষ। দোষজ্ঞ শব্দের অর্থ চিকিৎসক; কবিরাজের অর্থ "কবিষু রাজ কবিরাজঃ" কবি পণ্ডিতের মধ্যে যিনি রাজা তিনি কবিরাজ। অন্যান্য কোষকারেরাও "দোষজ্ঞে বৈদ্য বিদ্বাংসো" অর্থ করিয়া দোষজ্ঞ শব্দ বৈদ্য এবং বিদ্বান্ বলিয়াছেন। ব্রহ্মবর্গে বিদ্বান, দোষজ্ঞ কবি প্রভৃতি পর্য্যায় বাচক শব্দের যোজনা করিয়া বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বৈদ্য শব্দের সহিত যজন ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠশব্দ সংযোগ করিয়া অর্থাৎ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া খ্যাপন করার চেষ্টা করিয়া যে মহা

পাপ করিয়াছেন, তৎপ্রতি অম্বষ্ঠকামীদের দৃষ্টি নাই। অমরের সময়ে অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে বৈদ্যের অম্বষ্ঠাপবাদ ছিল না, দুই ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে যে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ খ্যাপন করিবার ষড়যন্ত্র ঘটিয়াছিল, তাহা "বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি" নামক পুস্তকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অস্থানে পততাং অতীব মহতাং মেতাদৃশী দুর্গতিঃ। অস্থানে পতিত হইয়াছে বলিয়াই আজ বিশ্বপূজ্য দেবতাস্থানীয় জাতির বংশধর বৈদ্য সন্তানেরা নিজকে 'অম্বষ্ঠ' প্রতিপাদন করার জন্য জেদ্ ধরিয়াছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের কোন গ্রন্থের দ্বারা প্রতিপাদন করা যাইবে না, বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ একার্থ বাচক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুক্ত যে সমস্ত অম্বষ্ঠ ছিল, তাহারা বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পারশব ব্রাহ্মণদের ন্যায় যজন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহা সন্দেহ করার অবকাশ নাই। অমরের সময়ে যদি মনুক্ত অম্বষ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে অমর কখনও অম্বষ্ঠকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিতেন না, যেহেতু শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান পারশবকেও অমর শূদ্রবর্গে নির্দ্দেশ করেন নাই। অমর যে স্থলে পারশবকে শূদ্রবর্গে স্থান দেন নাই, সেই স্থলে যথাশাস্ত্র বিবাহিতা দ্বিজকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান অম্বষ্ঠকে কি লিখিতে পারেন" :—

"শূদ্রাশ্চাবরবর্ণাশ্চ বৃষলাশ্চ জঘন্যজাঃ।
আচণ্ডালাত্তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ॥"

"শূদ্র হইতে জঘন্যজ পর্য্যন্ত চারিটি শব্দে শূদ্রকে বুঝায়। সঙ্কীর্ণশব্দে অম্বষ্ঠকরণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত শঙ্কর জাতিকে বুঝায়।" অমরের বিধান মতে অম্বষ্ঠেরা চণ্ডালতুল্য শঙ্করজাতি। ধন্য অম্বষ্ঠকামীদের অম্বষ্ঠ হওয়া! ধন্য চণ্ডালতুল্য জাতির পুরোহিতবর্গকে! ধন্য অম্বষ্ঠদের পৃষ্ঠপোষক নব্যস্মৃতি পাঠক যজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে! জগদ্বন্দ্য সম্প্রদায়কে চণ্ডালতুল্য অস্পৃশ্য জাতি সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের যাজনাদি কার্য্য করিয়া পৃষ্ঠপোষক যজন ব্রাহ্মণের দলও চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? বস্তুতঃ বৈদ্যজাতির বিরুদ্ধে অমর টুঁশব্দও করেন নাই, বরং ব্রহ্মবর্গে পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ এবং বৈদ্য দুই পৃথক্ সম্প্রদায়। সুতরাং অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব বা শূদ্রত্ব ও চণ্ডালত্ব নিয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কি রহিয়াছে? বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব যে স্বতঃসিদ্ধ ছিল, খুলনা জেলাস্থ কপিলমুনির আশ্রমের প্রতি দৃষ্টি করিলেও অবগত হওয়া যায়। স্মরণাতীতকাল হইতে কপিলমুনির কালীমন্দির দণ্ডায়মান আছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই কপিলমুনির কালীমন্দিরে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণগণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে। কায়স্থাদি অপর কোন জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। বর্ত্তমানে কায়স্থাদির সত্যাগ্রহ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণের প্রবেশাধিকার ছিল না। বৈদ্যের প্রবেশাধিকার থাকাতে সুদৃঢ় রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, অধুনাতনকালেও বঙ্গীয়বৈদ্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অমর যেমন বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়কে পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রঘুনন্দন ও পৃথক্ করিয়াছেন। রঘুনন্দন অম্বষ্ঠকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অম্বষ্ঠের সঙ্গে দ্বিজকন্যা

দিগকেই বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিয়া অপর এক কীর্ত্তি বাহির করিয়াছেন, তাহার ও নমুনা দেখুন।

তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন "স্ত্রীশূদ্রঃ ন শ্রুতি গোচরঃ" স্ত্রী এবং শূদ্রেরা বেদোক্ত কর্ম্মের ও বেদাধ্যয়নের অনধিকারী। রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের জননী, ভগিনীও স্ত্রী প্রভৃতিকে শূদ্রা নির্দ্দেশ করিয়া বেদোক্ত কোন কার্য্য করিতে দেন না। শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে জানা যায়, বৈদিক যুগে দ্বিজদের স্ত্রীরা বেদাধ্যয়ন করিতেন কেবল তাহা নহে, তাঁহারা বেদের সূক্তও রচনা করিতেন। তাহার উদাহরণ স্বরূপ গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি বিদুষীদের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা বেদের বহু সূক্ত রচনা করিয়াছেন। কোন প্রাচীন স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না যে দ্বিজ স্ত্রীদের বেদে অধিকার নাই। বরং মনু বলিয়াছেনঃ—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নি পরিক্রিয়া॥
এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ॥ ২য় অ ৬৭শ্লোক।

কল্লুক টীকা করিয়াছেনঃ—"বৈবাহিকবিধিরেব স্ত্রীণাং বৈদিকঃ সংস্কারঃ উপনয়নাখ্যো মন্বাদিভিঃ স্মৃতঃ, পতিসেবৈব গুরুকুলে বাসো বেদাধ্যয়ন রূপঃ, গৃহকৃত্যমেব সায়ংপ্রাতঃ সমিদ্ধোম রূপোঽগ্নি পরিচর্য্যা। বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকদের উপনয়ন নামে বৈদিক সংস্কার। স্বামী সেবাই গুরুকুলে বাস, গৃহকর্ম্মই স্বায়ং প্রাতর্হোম রূপ অগ্নিসেবা।" ইহা হইতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের স্ত্রীরা বিবাহ সংস্কার দ্বারা দ্বিজা হয়। সুতরাং দ্বিজদের ন্যায় তাঁহাদের স্ত্রীদিগেরও বৈদিক কার্য্যাদিতে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। মনু আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥ ১ম অঃ ৩২শ্লোক।

'স্রষ্টা আপন শরীরকে দ্বিভাগ করিয়া এক অংশে পুরুষ অপরাংশে নারী হইলেন। উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল।' মনুর বিধান হইতে প্রতীতি হইতেছে পুরুষ স্ত্রীর অর্দ্ধাংশ, বিবাহ সংস্কারের দ্বারাই উভয়ে মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। বিবাহমন্ত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি, মমচিত্ত মনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচ মেকমনা জুষস্ব প্রজাপতি ষ্ট্বা নিযনক্তু মহ্যম্।

হে মম ব্রতে! তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, তুমি আমার চিত্তের অনুবর্ত্তিনী হও, একমনা হইয়া বাক্য প্রতিপালন কর, প্রজাপতি তোমাকে আমার নিমিত্ত নিযুক্ত করুন।

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধাম্যস্থিভিরস্থীনি মাংসৈ মাংসং ত্বচাত্বচম্।
যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত, মাংস মাংসের সহিত, ত্বক্ ত্বকের সহিত, একাত্মীভূত করিলাম। তোমার হৃদয় আমার হউক্, আমার হৃদয় তোমার হউক্ তুমি আমার সহিত একমনা হইয়া আমার বাক্যের বশবর্ত্তিনী হও।

এই সমুদয় বিবাহ মন্ত্র হইতে কি প্রতীতি হয় না দ্বিজদের স্ত্রীরা দ্বিজা হইতেন? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নী, ক্ষত্রিয়া পত্নী বা বৈশ্যা পত্নীর জন্য বিবাহ মন্ত্র বিভিন্ন করা হয় নাই। ব্রাহ্মণপতি অনুলোমা পত্নীদিগকে বলিতেছেন, তোমার প্রাণ আমার প্রাণের সহিত, অস্থি অস্থির সহিত মাংস মাংসের সহিত, ত্বক্ ত্বকের সহিত একাত্মীভূত করিলাম। যদি ব্রাহ্মণের পরিণীতাপত্নী ব্রাহ্মণের একাত্মীভূত হয়, তবে তাঁহারা অব্রাহ্মণী হয় কিরূপে? ব্রাহ্মণের স্ত্রী, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, বৈশ্যের স্ত্রী শূদ্রা হয় কিরূপে? রঘুনন্দনের কি বিবাহ হইয়াছিল না? না রঘুনন্দন বিবাহ মন্ত্র কখনও পাঠ করিয়াছিলেন না? যে মনুর নাম করিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি দ্বিজস্ত্রীমাত্রকে শূদ্রা সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেই মনুর বচন পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, পুনঃ অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করিতেছি. মনু কোন স্থলেই দ্বিজগণের পত্নীকে শূদ্রা হইবে বা অদ্বিজা হইবে বলেন নাই বরং নবম অধ্যায়ের ২২শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।।

যে রূপ গুণযুক্ত পতির সহিত যথাবিধি (যথাশাস্ত্র পরিণীতা) স্ত্রী সংযুক্তা হয়. সমুদ্র সহযোগে নদীর লবণাম্বু হওয়ার ন্যায় সেই রূপ গুণযুক্তা হয়। অর্থাৎ পতির সহিত পত্নী মিলিত হইয়া একাত্মীভূতা হয়। তৎপর ২৩শে শ্লোকে উদাহরণ দেখাইলেন:—

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা।
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্। ৯ম অঃ ২৩শ্লোক।

বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের পত্নী শারঙ্গী, কনাদ জননী 'উলকী' ও শুকদেবজননী 'শুকী' তাঁহারা সকলেই হীন যোনি জাত হইয়াও ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী হইয়া সকলেরই পূজণীয় হইয়াছিলেন। ইহাতে কি সূচিত হয় না? ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী হীন জাতীয়া হইলেও সে ব্রাহ্মণীই হন। ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ও পূজনীয়া হন্। মনু ব্রাহ্মণের হীনজাতীয়া পত্নীকেও শূদ্রা হইবেন বলেন নাই। উদাহরণ দিয়া ও ক্ষান্ত হইলেন না, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে বলিলেন:—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥"

অম্বষ্ঠ বিদ্বেষী কল্লুক টীকা করিয়াছেন :—'নৈকঃ পুরুষো ভবতি অপি তু ভার্য্যা স্বদেহ মপত্যানীত্যেতৎ পরিমাণ এব পুরুষঃ তথা চ বাজসনেয় ব্রাহ্মণঃ। "অর্দ্ধোহবা এষ আত্মনো যজ্জায়া তস্মাৎ যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বোহি তাবদ্ভবতি অথ যদৈব জায়াং

বিন্দতেহথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি। তথা চৈতদ্বেদবিদো বিপ্রা বদন্তি যো ভর্ত্তা সৈব ভার্য্যা স্মৃতেতি এবঞ্চ তস্যামুৎপাদিতং ভর্ত্তুরেবাপত্যং ভবতীতি যতশ্চ দম্পত্যো রৈকামতঃ। ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন:—"পুরুষ একলা নহে, ভার্য্যা, আপনি ও অপত্য মিলিত হইয়া পুরুষ সংজ্ঞাক্রান্ত হয়েন। পুরুষ একলা অর্দ্ধেক, ভার্য্যাসহ সংপূর্ণ হয়, কারণ যে ভর্ত্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে।" অম্বষ্ঠত্বকামীরা একবার চক্ষু উন্মীলন করিবে কি? মনু কোন স্থলেই ব্রাহ্মণের পত্নীকে অব্রাহ্মণী বলেন নাই, বরং ব্রাহ্মণের শরীরার্দ্ধ বলিয়াছেন। মনুর বচনাবলীর কোন স্থলে নাই, ব্রাহ্মণের স্ত্রী শূদ্রা হইবেন; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্ত্রীরা ও ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা না হইয়া শূদ্রা হইবে। রঘুনন্দনকে যদি কেহ রাসভ বলিয়া থাকে, তাহাকি অন্যায় হইয়াছে? হয়তঃ দাসগুপ্ত সেনগুপ্তেরা শূদ্রার অধর রস পান করিয়া শূদ্র হইয়া থাকিবে, উপনীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের স্ত্রীরা শূদ্রা হইবেন কেন? কেনই বা তাঁহারা দ্বিজপদ বাচ্য হইবেন না? কেনইবা তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মের বা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারিণী হইবেন না, বলিয়া দিতে পারিবেন কি? শ্রুতির কোন স্থলেই নাই, দ্বিজস্ত্রীরা বেদ অধ্যয়ন বা অধ্যাপন করিতে পারিবেন না, বরং বহু শূদ্রেরাও যে বেদ পাঠ করিয়াছেন এবং বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণের কি অভাব হইয়াছে? শূদ্রাপুর্জ্জন্তরা একবার অবলোকন করুন। বেদের কোষীতকী ব্রাহ্মণে লিখা আছে "ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত তে কবষ মৈলুষং সোমদেনয়ন দাস্যাঃ পুত্রঃ কিতবেহব্রাহ্মণঃ কথং নো মধ্যে দীক্ষিষ্টেতি তে ঋষয়োহব্রুবন্ পিতুর্ব্বোহীনং দেবা উপেমং হবয়ামহ্যা ইতি। তথেতি তমুপ হ্বয়ন্তে। তমুপহূয়ে তদপো নপ্তীয় মকুর্ব্বত প্রদেবত্রা ব্রাহ্মণং গাতুরেত্বি॥

ঋষিগণ সরস্বতী তীরে যজ্ঞ করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিলেন এলুষ পুত্র কবষ শূদ্র সে কি প্রকারে আমাদের মধ্যে দেবযজ্ঞে থাকিবে, এই বলিয়া তাহাকে সোমযজ্ঞ হইতে দূর করিয়া দিলেন। সে যখন ঋকছন্দে ব্রহ্মের স্তব করিল, তখন ঋষিরা বলিলেন, আপনারা দেখুন দেবতাগণ ইঁহার হৃদয়স্থ হইয়াছেন, আসুন ইঁহাকে আহ্বান করি। তাহাতে সকলে সমবেত হইয়া আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞীয় জল স্পর্শ করিতে দিলেন ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রহ্মগান করুন বলিয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সেই শূদ্রপুত্র কবষ ঋক্‌বেদের দশমমণ্ডলের ত্রিংশত্তম হইতে চতুস্ত্রিংশত্তম পর্য্যন্ত ঋক্ রচনা করিয়াছেন। এই কবষের পুত্র তুর পরীক্ষিত পুত্র জন্মজয়ের রাজ্যাভিষেকের কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। মমতানাম্নী শূদ্রার গর্ভজাত দীর্ঘতমা নামক ব্রাহ্মণ দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দীর্ঘতমা ঋষির উশিকনাম্নী দাসীতে উৎপাদিত কক্ষীবান্ ঋষি ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ ৮ পঞ্জিকা ২৩ সূক্তের প্রণেতা। ব্রাহ্মণের শূদ্রার গর্ভজাত পুত্রেরা বীজ প্রভাবে সকলই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যেস্থলে শূদ্র বা শূদ্রার সন্তানেরা বেদপাঠন পাঠনে অধিকার ছিল, সেইস্থলে দ্বিজের স্ত্রী ও পুত্রেরা বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় অধিকারী নহে, যিনি অনন্তকালের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সেই

স্মৃতি পাঠ করিয়া দ্বিজের স্ত্রীদিগকে বৈদিক কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদিগকে "রাসভ" বলা কিরূপ দোষের কার্য্য হইয়াছে সুধীসমাজ বিচার করিবেন। যে স্থলে নিজের জন্ম পূততায় সন্দেহ রহিয়াছে, যেস্থলে বিবাহ সংস্কারের প্রতি অবিশ্বাস রহিয়াছে, পত্নীর আভিজাত্যেও জন্মপূততায় বিশ্বাস নাই। তথায় স্ত্রী স্বামীর, পুত্র পিতার বর্ণ না হইতেও পারে। তথায় দ্বিজস্ত্রীরাও শূদ্রা হইতে পারে। কিন্তু যেস্থলে ব্রাহ্মণের তির্য্যক্ জাতীয়াতে অভিগমন জাত সন্তান ব্রাহ্মণ, যেস্থলে শূদ্র পুত্র কবষ ব্রাহ্মণ, যেস্থলে বাল-বিধবার গর্ভজাত সন্তান জাবাল ব্রাহ্মণ, যে স্থলে ধীবর কন্যা সত্যবতীর গর্ভজাত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রাহ্মণ, যে স্থলে হীন জাতীয়ার গর্ভজাত বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ, যে স্থলে অক্ষমালা, শারঙ্গী, উলকী, শুকী, ইহারা সকলে শূদ্রকন্যা হইয়াও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী, তজ্জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ, যে স্থলে ভরার মেয়ের অর্থাৎ মুসলমান কন্যা, মুর্দ্দাফরাস কন্যা, মেথরকন্যা, তন্তুবায়কন্যা ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী, তজ্জাত সন্তানগণ মুখার্জ্জী, চাটার্জ্জী, ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তজ্জাত কন্যায় ব্রাহ্মণী হইয়াছে, সেই স্থলে যথা শাস্ত্র পরিণীতা দ্বিজ কন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের স্ত্রী অব্রাহ্মণী। অহো কি মূর্খতা! কি অধঃপতন! কি অজ্ঞতা! বেদ বেদান্ত ও মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা কখনও প্রতিপাদন করা যাইবে না ব্রাহ্মণের স্ত্রী শূদ্রা, ব্রাহ্মণের সন্তান শূদ্র। রঘুনন্দন নব্যস্মৃতি সঙ্কলন করিয়া কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও অম্বষ্ঠদিগকে শূদ্র সাব্যস্ত করিয়া গুপ্তহত্যা করিয়াছেন এমন নহে। তিনি দ্বিজ স্ত্রীদিগকেও বৈদিক ধর্ম্মে কর্ম্মে অনধিকারিণী সিদ্ধান্ত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। নব্যস্মৃতিপাঠী স্মৃতিতীর্থ স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিপঞ্চানন প্রমুখ তথাকথিত পণ্ডিতগণ জ্ঞানানুশীলনের যুগে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে, শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীর সহজ লভ্য সময়ে, কোথায় তীব্রপ্রতিবাদ করিয়া মাতা, ভগিনী, ও স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণী সাব্যস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন, তাহা না করিয়া শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান বলিয়া আত্মখ্যাপন করিয়া নিজের জননী, ভগিনী, ও স্ত্রী প্রভৃতিকে শূদ্রা করিয়া রাখিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। ধিক্ স্মৃতিপাঠীর পাণ্ডিত্যে! ধিক্ ব্রাহ্মণত্বে! শূদ্রার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে কি লজ্জা বোধ হয় না? নিজে বহু হীন জাতীয়ার ও শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানের বংশধর হইয়া কোন মুখে দ্বিজকন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানের বংশধর অম্বষ্ঠকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ কর? সেই মুখে কিরূপ দ্রব্য উঠাইয়া দেওয়া সঙ্গত তাহা সুধী সমাজ নির্দ্দেশ করিবেন। কোথায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া তুষানল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা জীবন পাত করিবেন, তাহা না করিয়া দ্বিজকন্যা জননী, ভগিনী ও স্ত্রীদিগকে অদ্বিজা নির্ণয় করিতে যাওয়া কি 'রাসভের' কার্য্য নহে? যিনি এইরূপ বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি 'রাসভ' ব্যতীত আর কি হইতে পারেন? হয়তঃ রঘুনন্দন ব্রাহ্মণের হীনজাতীয়া স্ত্রীকে ব্রাহ্মণী নির্দ্দেশ করার জন্য অনিচ্ছুক হইয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণদের কুবিবাহের জন্য তাঁহাদের স্ত্রীরা শূদ্রা হইতে পারে, চাড়াল হইতে পারে, যবনী হইতে পারে, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা

স্ত্রীদিগের অপরাধ কি? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা অম্বষ্ঠেরাত হাড়ি, ডোম, মূর্দ্ধাভিষিক্তদের কন্যা বিবাহ করে নাই। নিজ জাতির দোষ ঢাকিবার জন্য অপর দ্বিজ স্ত্রীদিগকে যাহারা অদ্বিজা করিয়া রাখিতে পারে, তাহারা 'রাসভ' ব্যতীত অপর আর কি হইতে পারে? সুধিগণ বিচার করিবেন।

যাহারা নিজকে অম্বষ্ঠ সাব্যস্থ করার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা রঘুনন্দনের বিধান মতে শূদ্র — শূদ্র হইয়া বৈশ্যাচারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে কি সেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে? না পিতৃ পিতামহের পিণ্ড লোপ হইবে না?

যাহারা নব্য স্মৃতিকে বেদবৎ মানিতে চাহে, যাহারা রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্যদের চরণ আকড়িয়া থাকিতে চাহে, তাহারা নিজকে শূদ্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ধন্য হইতে পারে। ঋষিরা স্পষ্ট বলিয়াছেন "নশূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" শূদ্রকে বিদ্যাদান করিবে না। বৈদ্য যদি শূদ্র হইতেন, তাহা হইলে কখনও তাঁহাদের লিখনী হইতে "কলাপ পরিশিষ্ট" কলাপপঞ্জী ছন্দোমঞ্জরী, সাহিত্যদর্পণ, ভাগ্‌ভটালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসার, মুগ্ধবোধ, রামব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, সুপদ্মব্যাকরণ, ছন্দোমঞ্জরী, মেদিনী, বিশ্বপ্রকাশ, হারাবলী, ক্রিয়াকাণ্ডশেষ, সূক্তিকর্ণামৃত, কাব্যকামধেনু, হিতোপদেশ, অশৌচ সংগ্রহ, ধাতুবোধ, ধাতুপাঠ, পরমহংসপ্রিয়া, শ্রাদ্ধকাণ্ড, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধানুক্রম, শার্ঙ্গধরসংহিতা, গূঢ়ার্থদীপিকা, সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ, হরলীলা, হৃদয়-দীপনির্ঘণ্ট, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ, স্বপ্নতত্ত্ব, গণিতশাস্ত্র, পঞ্চসরা ছন্দশাস্ত্র, গীতগোবিন্দ, ত্রিকাণ্ডশেষ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, প্রভৃতি শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ নির্গত হইত না। বৈদ্যসম্প্রদায়কে সংস্কৃত সাহিত্যের জনক বলা যায়। যে সম্প্রদায়ে মহাকবি কালিদাস, ধন্বন্তরি, বররুচি, শঙ্কু, বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বে পাণ্ডিত্যে বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, যে সম্প্রদায়ে দিগ্বিজয়ী লোকপাল সদৃশ অক্ষয় জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বিশ্ববন্দ্য বৈদ্যজাতিকে রঘুনন্দন কি জানিতেন না?

ঐতিহাসিকগণ রঘুনন্দনকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি তাহাই হয়, বা কথঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তীকালের হয়, তাহা হইলেও তাৎকালিক সমাজের অবস্থা মহামতি রঘুনন্দন নিশ্চয় জানিতেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময়ে বা তৎপরবর্ত্তী সময়ে জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তী যে "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে লিখা আছে।

"গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু। রাজকর নাহি সর্ব্বলোকে চাষ চষু॥
আজ হতে হাট ঘাটে বিরোধ যে করে। রাজকর দণ্ডী হইয়া ত্রিশূলে সে পড়ে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে। ত্রিশূলে চড়াহ তারে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বসে। নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য বাজু প্রতি ঘরে ঘরে। কলসে পতকা উড়ু মন্দির উপরে॥

যজন ব্রাহ্মণের সম্পাদিত পত্রিকা বসুমতীতে ১৩৩০ সালের মাঘ সংখ্যায় উপরি উক্ত কবিতা অধ্যাহার করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

যবনেরা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে নানা রূপে উত্ত্যক্ত করিতে থাকিলে তাঁহাদের জাতি কুল রক্ষা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। ইহার কিছু পূর্ব্বে লিখা আছে।

"পিরল্যা গ্রামেতে বসে যথেক যবন।
উৎসন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

ব্রাহ্মণেরা নবাবের নিকট অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য আবেদন করিলে, নবাব দয়া করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি আদেশ জারি করিলেন, আজ হইতে নবদ্বীপবাসিগণ সুখে বাস করুক্, কোন রাজকরের ভয় নাই। সকল লোকে চাষ করুক্। হাটে বা ঘাটে যে মুসলমান হিন্দুদিগের সহিত অযথা ঝগড়া করিবে, সে রাজকরে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া শূলে প্রাণ হারাইবে। যে মুসলমান্ হিন্দুদের মন্দিরাদি ভাঙ্গিবে বা অশ্বত্থ গাছ কাটিবে, তাহাকে নবদ্বীপের হাটে অর্থাৎ সকলের সম্মুখে শূলে চড়ান হইবে। আজ হইতে নবদ্বীপে যত বৈদ্যব্রাহ্মণ বাস করে সকলে মনের হরষে নানা মহোৎসব করুক। প্রতি ঘরে ঘরে নৃত্যগীত বাদ্য হইতে থাকুক্। মন্দিরের উপরে কলসে পতাকা উড়ুক।"

এই কবিতা যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত। তিনি তখনকার সমাজের বৈদ্যদিগের প্রতিভা ও ব্রাহ্মণ্য দেখিয়াই লিখিয়াছিলেন। সুধীগণ বিচার করুন "বৈদ্যব্রাহ্মণ" কথাটির প্রকৃত অর্থ কি? যদি বৈদ্যব্রাহ্মণকে কর্ম্মধারয় সমাস করা যায়, তাহা হইলে বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণই সূচিত হয়। এই সামান্য জ্ঞানটুকু কি মহামতি রঘুনন্দনের ছিল না। তখনও যে বৈদ্যের উপর অম্বষ্ঠ নামক দৈত্যের প্রভাব সুবিস্তৃত হইয়াছিল না, তাহ কি এই কবিতা হইতে জানা যায় না? বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্র নির্দ্দেশ করা রঘুনন্দনের পক্ষে কি সম্ভব হইয়াছিল? বর্ত্তমানে চৈতন্যাব্দ হইল ৪৪৪।৪৪৫। চৈতন্য-চরিতামৃত রচিত হইয়াছে, ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে, ইহা হইতে জানা যায়, মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্যসম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ রূপে সমাজে প্রখ্যাত ছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলা দশম পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ মুরারিগুপ্ত সম্বন্ধে লিখা হইয়াছে।

"প্রতিগ্রহ নাহি করে না লয় কারো ধন,
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়,
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥"

ইহা হইতে প্রতীতি হইতেছে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ অপ্রতিগ্রাহী ছিলেন। তাঁহারা আত্মবৃত্তি (চিকিৎসাবৃত্তি) করিয়া কুটুম্বদিগকেও ভরণ পোষণ করিতেন। ভগবান মনু বলিয়াছেন ঃ—

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি॥ ৪র্থ অঃ ১৮৬ শ্লোক।

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন "বিদ্যাতপোবৃত্তসম্পন্নতয়া প্রতিগ্রহেঽধিকার্য্যপি তত্র পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তিং ত্যজেৎ। যস্মাৎ প্রতিগ্রহেণাস্য বেদাধ্যয়নাদিনিমিত্তপ্রভাবঃ শীঘ্রমেব বিনশ্যতি।" ভরতশিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন "বিদ্যাদি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বিষয়ে অধিকারী হইলেও তাহাতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি করিবে না। যেহেতু প্রতিগ্রহ দ্বারা অতিসত্বর তাহার ব্রহ্মতেজ নষ্ট হইয়া যায়।

এইস্থলেও কুল্লুক স্বজাতি পোষণ তদর্থ মূলের অন্যথা টীকা করিয়া কিরূপ হীননীতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সুধীসমাজ নির্ণয় করিবেন। মূল শ্লোকের অর্থ হইল। প্রতিগ্রহ সমর্থ ব্যক্তিও প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিবে। যেহেতু প্রতিগ্রহ দ্বারা সত্বর ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়। এইস্থলে পুনঃ পুনঃ শব্দ কোথায় হইতে আসিল? ইহাতে কি বুঝা যায় না ২ ৪ বার প্রতিগ্রহ করিলে ততঃ দোষ হয় না। ধন্য কুল্লুকের পাণ্ডিত্যে! ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ প্রতিগ্রহের অধিকারী ছিলেন কি? ভগবান্ মনু ১০ম অধ্যায়ের ৭৭ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

ত্রয়োধর্ম্মা নিবর্ত্তন্তে ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ং প্রতি।
অধ্যাপনং যাজনঞ্চ তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন "ব্রাহ্মণাপেক্ষয়া ক্ষত্রিয়াধ্যাপন যাজন প্রতিগ্রহাখ্যানি বৃত্ত্যর্থানি ত্রীণি কর্ম্মাণি নিবর্ত্তন্তে। ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন "অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ এই তিনটি কর্ম্ম বৃত্ত্যর্থে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিবৃত্ত হইবে। তৎপর শ্লোকে বলিয়াছেন :—"বৈশ্যং প্রতি তথৈবেতে নিবর্ত্তেরন্নিতিস্থিতিঃ।" বৈশ্যেরাও এই কর্ম্মত্রয়ে নিবৃত্ত থাকিবে। ইহা হইতে কি প্রতীতি হয় না, বৈদ্যগণ অধ্যাপন, যাজন, প্রতিগ্রহ কর্ম্মের অধিকারী হইয়াও প্রতিগ্রহ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাই রঘুনন্দন বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ জানিয়াই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, শূদ্র ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায় নাই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন।

যাহারা আজন্ম জাতিতে বৈদ্য লিখিয়া পরিচয় দিয়া বর্ত্তমানে জেদের বশে বিদ্বেষ্টাদের কল্পিত প্রক্ষিপ্ত বচনাবলী নিয়া অম্বষ্ঠ খ্যাপন করার জন্য পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদিগকে শত ধিক্! তাহাদের আভিজাত্যে, ধার্ম্মিকতায়ও শত ধিক্! তাহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখেনা কেন? মহামতি রঘুনন্দনকে বৈদ্যেরা মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, 'রাসভ' সাব্যস্থ করিতেছেন? না তথাকথিত অম্বষ্ঠগণ রঘুনন্দনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈশ্যাচার গ্রহণে কুল্লুকের লিখার সার্থকতা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া রঘুনন্দনকে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, 'রাসভ' বলিয়া সাব্যস্থ করিতেছেন, তাহা সুধিগণ বিচার করিবেন। অম্বষ্ঠত্ব প্রয়াসীরা কি জানেন না মাদ্রাজ প্রভৃতি দেশে যে [illegible] উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন কায়স্থ এবং শূদ্রেরাও নিজকে অম্বষ্ঠ

বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে। নিজকে জাতে বৈদ্য না লিখিয়া জাতে অম্বষ্ঠ লিখিয়া মান্দ্রাজের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অম্বষ্ঠদের দায়াদ বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেইত সব গোল চুকিয়া যায়। রঘুনন্দনের সঙ্কলিত 'নব্যস্মৃতির আর অধিকতর আলোচনা করিয়া লিখনীকে কলুষিত করিতে চাই না। এইক্ষণ দেখা যাউক যাঁহারা কুল্লুককে 'উল্লুক' উপনামে ভূষিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উপনাম প্রদান করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে।

অম্বষ্ঠরহস্যে কুল্লুক নাম দ্বিতীয়োদ্‌ঘাত।

মহামতি কুল্লুক মনুসংহিতার টীকা করিয়া ভারত বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার কিরূপ আসক্তি ছিল প্রথমতঃ তাহার আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। 'গৌড় ব্রাহ্মণ' "বারেন্দ্র কুলজী" নামে পরিচিত পুস্তকের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

"বারেন্দ্র তু তদা সার্দ্ধত্রিশতান্যগ্র জন্মনাং।
রাঢ়ায়ান্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধান্ত্যোধি শতানি চ॥
বারেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বারেন্দ্র রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টি ভোটে ষষ্টি রভঙ্গকে॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেহপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

মহারাজ বল্লাল যখন "রাঢ়ী" ও বারেন্দ্র, শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন বারেন্দ্রে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ এবং রাঢ়ে ৭৫০ জন ব্রাহ্মণ গণনাতে প্রাপ্ত হন্। মহারাজ বারেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে রাখিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ২৫০ জন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে মগধ দেশে ৫০, ভোটে ৬০, রভঙ্গে (আসামে) ৬০, উৎকলে ৪০, মৌরঙ্গদেশে (চট্টগ্রামে) ৪০ জন বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকে মহারাজ বল্লাল প্রেরণ করেন।

সদাচার পরায়ণ একশত ব্রাহ্মণ বরেন্দ্রদেশে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, অপর ব্রাহ্মণগণ সদাচার বর্জ্জন করায় মহারাজ বল্লাল কর্তৃক ভিন্নদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় যে ঘটক কারিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা এই :—

বল্লাল যবে করে রাঢ়ীবারেন্দ্র অংশ। রাঢ়ীবারেন্দ্র পায় এগার শত বংশ॥
রাঢ়ে সাতশ সাড়ে বারেন্দ্র চারি উন। বারেন্দ্র সাড়ে তিনশ সাড়ে সাতশ রাঢ়ীগণ॥
রাঢ়ী মধ্যে কতক আদানে অগ্রদানী। বারেন্দ্র পাতকী রাজদণ্ডে নির্ব্বাসনী।
মহাপাতকীর নাম নিতে আছে মানা। সংখ্যামাত্র লিখা আছে কুলজ্ঞের জানা॥

ভোটে যায় ষষ্টি জন, মগধেতে তাই। উৎকলে পঞ্চাশত রভঙ্গে (আসামে) তত পাই॥
মঘী মোরঙ্গ দেশে ত্রিশ মাত্র যায়। নির্ব্বাসনের এই রীতি ভাটে কয়॥

সম্বন্ধ নির্ণয় তৃতীয় সংস্করণ বিশেষ কাণ্ড ৬৬৭ পৃঃ।

ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, বরেন্দ্রেদেশের আড়াইশত ব্রাহ্মণ মহারাজ বল্লাল কর্তৃক নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এবং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও দান গ্রহণ দোষে "অগ্রদানী" ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। মহারাজ বল্লাল বৈশ্বানর গোত্রীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ সমাজের আচারগত দোষাদির বিচার করার ক্ষমতা অন্যের হয় না। সামাজিক বিচার সমাজপতি গণেরাই করিয়া থাকেন, এই বিজাতীয় রাজশাসনের যুগে, ধর্ম্ম ও নীতিহীন সময়েও সামাজিক বিচার সমাজপতিরাই করেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আচারনিষ্ঠা অপরিসীম ছিল। তাই কোন কোন ব্রাহ্মণকে 'অগ্রদানী' স্বর্ণগর্ভ তিল দান করাতে সমাজচ্যুত করিয়া অনাচরণীয় করিলেন, কোন কোন ব্রাহ্মণকে কুলচ্যুত কোন কোন ব্রাহ্মণকে কুলীন, আবার কোন কোন ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। এই সমুদয় হেতুতে ব্রাহ্মণ সমাজে বৈদ্য বিদ্বেষ বহ্নি তুষাভ্যান্তরস্থিত অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজা গণেশ যখন বঙ্গের সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, তখনই নির্য্যাতিত ব্রাহ্মণগণ ষড়যন্ত্র করিয়া বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে অম্বষ্ঠ আখ্যা প্রদান করিয়া বৈশ্যাচারী সাব্যস্থ করার জন্য এক আবেদন পত্র পেষ করেন, আবেদন কারীদের অনুরোধে রাজা গণেশ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আদেশ প্রচার করেন যে, অতঃপর বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠনামে বৈশ্যাচারী হইবেন। তৎপর হইতে যে সমস্ত গ্রন্থ সঙ্কলন হইয়াছে এবং টীকা ভাষ্য রচিত হইয়াছে, তৎসমস্তেই অম্বষ্ঠ বিদ্বেষ পরিস্ফুট হইয়াছে। মহারাজ গণেশ আদেশপত্রে বৈদ্যদিগকে পিতৃস্থলাভ্যস্তপোজ্ঞান যুক্তাঃ লিখিয়াছেন, বিশেষতঃ বেদ, বেদান্ত, সংহিতা একবাক্যে বৈদ্যকে পূজার্হ ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই কুল্লুক, মেধাতিথি, রঘুনন্দন প্রভৃতি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গীরণ করিয়াছেন। ইহা হইল অনেক দিনের কথা, এইক্ষণও ১৪১৫ বৎসর গত হয় নাই, পৃথিবীর ইতিহাসের ২য় খণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বারেন্দ্রব্রাহ্মণ লাহিড়ী মহাশয় যেরূপ হীনতা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। বঙ্গদেশের ছত্রিশজাতির রীতি, নীতি, সংজ্ঞা, বৃত্তি প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন, অথচ যাঁহাদের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া কৌলীন্য সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই বঙ্গীয়-সেনরাজগণের ও তাঁহাদের দায়াদ বান্ধবগণের স্থিতি, পরিণতি সম্বন্ধে তিনি নির্ব্বাক। তাঁহার ভারতবর্ষে ভারতের যুগচতুষ্টয়ের আলোচনা থাকিলেও জীব বিশেষের রাম নাম পরিহারের ন্যায় বঙ্গীয়-বৈশ্যজাতির নাম সর্ব্বথা সতর্কতার সহিত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে কি প্রতিপন্ন হয় না? বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বঙ্গীয় বৈশ্যব্রাহ্মণদের জাতীয় বৈশিষ্ঠ্য নষ্ট করিতে কিরূপ ঘৃণিত নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৈশ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে লিখনী

চালনা করার কোন উপকরণ সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব জানিয়াই বৈশ্যকে অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত করার জন্য কিরূপ উল্লুকের কার্য্য করিয়াছিল, বৈদ্যনামধেয় যে সমস্ত ব্যক্তি অম্বষ্ঠ সাজিতে জেদ্ ধরিয়াছেন তাহাদের জন্য কুল্লুকের প্রাণ কিরূপ ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, প্রথমতঃ তাহার আলোচনা হওয়া সমীচীন।

কুল্লুক মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন :—

"অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাং অম্বষ্ঠকরণক্ষত্তৃপ্রভৃতিনাং তেষাং বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্বেন খরতুরগীয় সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ জাত্যান্তরত্বাৎ বর্ণপদেনা গ্রহণাৎ।"

"অনুলোম প্রতিলোমজাত অম্বষ্ঠকরণ ক্ষত্তৃ প্রভৃতির বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্ব হেতু গাধা ঘোড়ার সম্পর্কেজাত খচ্চরের ন্যায় জাত্যান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ধন্য অম্বষ্ঠ ! ধন্য কুল্লুক প্রীতি !! ধন্য বৈশ্যাচার !!! বঙ্গদেশের মাটীর উর্ব্বরা শক্তি প্রভাবে কতকগুলি অম্বষ্ঠ গাধা ঘোড়ার সংযোগে খচ্চর রূপী হইয়া উদ্ভব হইয়া থাকিবে। তাহা না হইলে মহাপণ্ডিত কুল্লুক ব্রাহ্মণের সমন্ত্রক পরিণীতা ক্ষত্রিয়ার অমন্ত্রক পরিণীতা শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণকে খচ্চর সাব্যস্ত না করিয়া মধ্যস্থল হইতে সমন্ত্রক বিবাহিতা বৈশ্যাপত্নীর সন্তান অম্বষ্ঠকে খচ্চর নির্দ্দেশ করিলেন কেন? মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পারশব ও মাহিষ্যের, কি বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্ব নাই? যে স্থলে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নী বিধিবিহিতা নহে, মন্ত্রপূতাও নহে, সেই স্থলে ও ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর সন্তান পারশব গাধা ঘোড়ার সংসর্গ জাতের ন্যায় খচ্চর হইল না কেন? ইহা দেখিয়াও কি অম্বষ্ঠত্ব কামীদের সংজ্ঞা হয় না? যাঁহারা নিজকে অম্বষ্ঠ খ্যাপনের জন্য পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন বৈশ্যাচার প্রতিপালন করিয়া কুল্লুকের উক্তির স্বার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন, তাঁহারা একবার নিবিড়চিত্তে পূর্ব্বপুরুষদের দালিল দস্তাবেজের প্রতি দৃষ্টি করেন না কেন? এই বঙ্গদেশে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক বৈদ্যপুরুষ আছেন। বহুবার আদম সুমারীর গণনা হইয়াছে, গভর্ণমেন্টের দপ্তরে 'অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়' বলিয়া কোন রূপ নাম রেজেষ্টরী হইয়াছে কি? যদি অম্বষ্ঠ নামধেয় কোন জাতি বঙ্গদেশে কুল্লুকের বিধানানুযায়ী উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের নাম গভর্ণমেন্ট দপ্তরে নিশ্চয়ই রেজেষ্টরী হইত। অনুলোমজ, প্রতিলোমজ নানাজাতির নাম যদি সরকারের দপ্তরে থাকিতে পারে, অম্বষ্ঠের নাম সরকারের দপ্তরে নাই কেন? নিজদের মধ্যে যে সব দলিল দস্তাবেজ সম্পাদন হইয়াছে তথায় জাতে অম্বষ্ঠ লিখা হয় নাই কেন? কুল্লুকের শিষ্য প্রশিষ্যদের পদলেহনকারী অম্বষ্ঠদিগের জন্য কুল্লুকের প্রাণ কি ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, খচ্চর নির্দ্দেশ করিয়া তাহা যথাযথ প্রতিপাদনের নিমিত্ত কিরূপ ক্রূরনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহার নমুনা মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকের টীকা পাঠে জানা যাইবে।

কুল্লুক টীকা করিয়াছেন :— "যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাদ্দ্বয়োর্ব্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যাদ্দ্বিজ উৎপদ্যতে। সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে।" ভরত

শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন :— "যে রূপ ব্রাহ্মণের সজাতীয়া স্ত্রীতে এবং ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার মধ্যে ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাতে উৎপাদিত সন্তান দ্বিজ হয়।

ধন্য অম্বষ্ঠ! এইবার অম্বষ্ঠদের আর নৃত্য ধরে না, কুল্লুক একেবারে খচ্চরকে দ্বিজ বানাইয়া দিলেন। আর চাই কি? যখন দ্বিজ হইতে পারিলেন, তখন শূদ্রাচার ত্যাগ করিয়া মাতার পিতৃবর্ণীয় আচার গাধা হইতে কথঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এবং ঘোড়া হইতে কথঞ্চিৎ নিম্নে খচ্চর রূপী দ্বিজ সাজিয়া চতুর্ব্বর্ণ গঠিত সমাজে ষষ্ঠবর্ণীয় দ্বিজ হইয়া তাধিন্ তাধিন্ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে নিজকে ও তজ্জাতীয়কে খচ্চর সাজিবার জন্য ঢক্কা বাজাইতে পুস্তক সঙ্কলন করিবেন বিচিত্র কি? এই সব খচ্চর জাতীয়েরা একবারও শাস্ত্রালোচনা করিয়া দেখিলেন না যে কুল্লুক তাঁহাদের জন্য কতদূর হীনতা ও ক্রুরতা অবলম্বন করিয়া মহামান্য মনুসংহিতার কলেবর কলুষিত করিয়াছেন। ওহে বৈশ্যাচারকামী অম্বষ্ঠ! একবার মনুর মূল শ্লোকটির প্রতি দৃষ্টি করনা কেন?

"যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে। ১০ম ২৮ শ্লোক

ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাদ্বয়োর্ব্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যযোর্গমনে ব্রাহ্মণস্যানুলামাৎ 'আত্মা' জায়তে ইহাই হইল মূল অর্থ। কুল্লুক দেখিলেন মনু বৈশ্যাস্ত্রীতেও ব্রাহ্মণের আত্মা জন্মিবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তিনি যে অম্বষ্ঠকে খচ্চর নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ফাসিয়া যায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তানগণ যেমন ব্রাহ্মণ হন্ তদ্রূপ ব্রাহ্মণের বৈশ্যা স্ত্রীর সন্তানগণও নিখুঁত ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। তাহা হইলে কুল্লুকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং অম্বষ্ঠেরাও খচ্চর রূপে আত্মখ্যাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। তাই তিনি 'আত্মা' অর্থে 'দ্বিজ' করিয়া উভয় দিকের স্বার্থ বজায় রাখিলেন। ধন্য কুল্লুকের পাণ্ডিত্য! ধন্য কুল্লুকের জাতীয় অবমাননায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্রূরনীতি। বস্তুতঃ 'আত্মা' শব্দের অর্থ দ্বিজ নহে।

শ্রুতি বলেন :— "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" আত্মাই পুত্র নামধেয়। ৯ অধ্যায়ের ১৩০ শ্লোক মনু বলেন :— "যথৈবাত্মা তথা পুত্রঃ" যেই আত্মা সেই পুত্র। অন্যত্র শ্রুতি বলেন :— "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" আত্মাই পুত্র রূপে জাত হয়। মহাভারত বলেন :— "এবমেতন্মহারাজ যেন জাতঃ স এব সঃ" হে মহারাজ যে যৎ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তাহাই। ১৯ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে মহর্ষি বিষ্ণু বলেন: "মাতাভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ।" শ্রীধরস্বামী টীকা করিয়াছেন ভস্ত্রাচর্ম্মপুটকং তৎস্থানীয়া মাতা কিন্তু পিতৃনিষেক্তুরের পুত্রঃ। তেন পিত্রাজাতঃ জনিতঃ এব পুত্রস্তদংশভূতে বীর্য্যোপাদানত্বাৎ 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ ইতি বচনাচ্চ। মাতা চর্ম্মাধারমাত্র, পুত্র পিতারই, যে যৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন সে তৎস্বরূপ। ৯ অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে মনু বলেন :— এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ। পুরুষ একক নহে, ভার্য্যা স্বয়ং ও অপত্য মিলিত হইয়া পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মনু আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন :— "পতির্ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য গর্ভোভূত্বেহ জায়তে। কুল্লুক টীকা করিয়াছেন "পতিশুক্র রূপেণ ভার্য্যাং সংপ্রবিশ্য

গর্ভমাপাদ্য তস্যাং ভার্য্যায়াং পুত্ররূপেণ জায়তে। তথা চ শ্রুতিঃ। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি। জায়ায়াস্তদেব জায়াত্বং যতোঽস্যাং পতিঃ পুনর্জ্জায়তে। তথাচ বহ্বৃচব্রাহ্মণং। পতির্জ্জায়াং প্রবিশতি গর্ভোভূত্বেহ মাতরং। তস্যাং পুনর্নবোভূত্বা দশমে মাসি জায়তে। পণ্ডিতপ্রবর ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন, "পতি শুক্র রূপে ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভভাবাপন্নতায় ভার্য্যাতে পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করে।" তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বলেন :—"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং যে স্ত্রী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, সে তদনুরূপ পুত্র প্রসব করে। শব্দ রত্নাবলী বলেন :—"আত্মা পুত্রঃ। অমর বলেন :—আত্মা দেহ।" কোন শাস্ত্রকারই বলেন নাই, আত্মা অর্থে দ্বিজ। বরং বলিয়াছেন :—"সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।" মনু দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬৯ শ্লোকে বলিয়াছেন :—"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি বন্ধনে" ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, উপনয়ন সংস্কার হেতুতে দ্বিতীয় জন্ম হয় অর্থাৎ দ্বিজ পদ বাচ্য হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন :—

"মাতুর্যদগ্রে জায়তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনাৎ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাস্তস্মাৎএতে দ্বিজাঃস্মৃতাঃ। ১ অঃ ৩৯ শ্লোক।

মানব মাতার গর্ভে জন্ম ধারণ করে বলিয়া এক জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন হইতে অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হইতে দ্বিতীয় জন্ম হয়। "দ্বির্জ্জায়তে অর্থে দ্বিজঃ" ১০ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন :— "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজ। মহাভারত বলেন :—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
এতেষু বিহিতোধর্ম্ম ব্রাহ্মণস্য যুধিষ্ঠির॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতি, তাহাদিগের ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্মবিহিত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

"যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপ সংগ্রহঃ।
নতৎ মম মতং যস্মাৎ তত্রায়ং জায়তে স্বয়ম্॥

অনেকেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্র কন্যা বিবাহের বিধি দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমার মত নাই। যেহেতু পতি আপন আপন পত্নীতে স্বয়ংই আত্মজ রূপে জন্মিয়া থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের আত্মা শূদ্রাতে জন্ম পরিগ্রহ আমার মতে সঙ্গত নহে। এই সব বচনাবলী হইতে কি স্পষ্ট রূপে সূচিত হইতেছে না? আত্মা অর্থে পুত্র? মনু ২৮ শ্লোকে অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের আত্মজ রূপে জন্ম হয় বলাতে ব্রাহ্মণত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনুসংহিতার যাবতীয় বচনের প্রতি অনুধাবন করিলে স্পষ্ট রূপে জানা যাইবে, ব্রাহ্মণের যথা শাস্ত্র বিবাহিতা অনুলোমজা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে ব্রাহ্মণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা অনুলোমজা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান যদি খরতুরগ জাতের ন্যায় জাত হয়, তবে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া

পত্নীর গর্ভজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ব্রাহ্মণের অমন্ত্রক্ বিবাহিতা শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পারশব, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত মাহিষ্য, তাহারা খরতুরগ জাতের ন্যায় জাত হয় না কেন? এই সামান্য জ্ঞানটুকু যেসব তথাকথিত অম্বষ্ঠের নাই, তাহারা বস্তুতঃই খচ্চর! তাহাদের জন্মপূততায় যে, তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়।

মনু ১০ম অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীতে জাতসন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াতে জাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাতে জাতসন্তান তিন এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাপত্নীতে জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান মাহিষ্য তিন, এই ছয় সন্তান দ্বিজধর্মী বিধায় উপনয়ন যোগ্য" বলিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তান দ্বিজপদ বাচ্য হয়, পারশবাদি অনার্য্যাতে জাত বলিয়া দ্বিজপদা বাচ্য হইতে পারে নাই। অথ চ সে পারশব ও কুল্লুকের অভিমতে খরতুরগ জাতের ন্যায় জাত নহে। তাহারাও সমাজে মুখ্য ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত কুল্লুকাদি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের যৌনসম্বন্ধ অবাধে চলিয়া আসিতেছে। দেবতা জীবী দেবল সংজ্ঞাপ্রাপ্ত পারশব ব্রাহ্মণের সহিত যজন-ব্রাহ্মণগণ যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ নহেন, বলিতে পারিবেন কি? বৈদ্যব্রাহ্মণেরা যে যজন ব্রাহ্মণদের সহিত যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়াকে পাতিত্যের কারণ মনে করিতেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। তাহা 'চন্দ্রপ্রভা' নামক "বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা" পাঠে জানা যায়। বঙ্গদেশীয় যজনব্রাহ্মণ ত দূরস্থাং, কটকস্থ ব্রাহ্মণদের সহিত যৌনসম্বন্ধ করাকে দুর্দ্দৈব দোষতঃ বলা হইয়াছে। ইহাও যজনব্রাহ্মণদের বৈদ্য বিদ্বেষিতার অন্যতম কারণ বলা যায়। হয়তঃ সেই জন্যই পারশবকে নিজেদের মধ্যে রাখিয়া বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ সাজাইয়া কেবল অম্বষ্ঠ বিদ্বেষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কুল্লুক ১০ম অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকের টীকা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:-- শূদ্রায়াং স্ত্রীয়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ স্মৃত্যুক্তৈঃ পাকযজ্ঞাদিভিগুণৈ রনুষ্ঠীয়মানৈর্যুক্তঃ প্রশস্তোভবতি। ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীতে জাত পারশব স্মৃতিবিহিত পাকযজ্ঞাদিগুণযুক্ত অর্থাৎ বিবিধ রূপ পাক করিতে সমর্থ হইলে সেও প্রশস্ত, তাহার অন্নাদিও গ্রহণীয়। তৎপর শ্লোকে মনু স্পষ্ট বলিতেছেন :—

তাবুভাবপ্য সংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যা জ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ। ১০।৬৮ শ্লোক

শূদ্রমাতৃক, পারশব, উগ্র, করণ, এবং প্রতিলোমজাত সূত মাগধাদি বর্ণসঙ্করগণ উপনয়নাদি সংস্কারার্হ হইবে না। কেবল তাহা নহে তৎপর শ্লোকেও মনু বলেন:—

সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারমর্হতি॥ ১০।৬৯ শ্লোক

কুল্লুক ইহার টীকা করিয়াছেন :— "যথা শোভনবীজং শোভনক্ষেত্রে জাতং সমৃদ্ধং ভবতি এবং দ্বিজাচ্চ দ্বিজাতিস্ত্রিয়াং সবর্ণায়াং আনুলোম্যেন চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যায়ো জাতঃ সবর্ণসংস্কারং ক্ষত্রিয় বৈশ্য সংস্কারঞ্চ সর্ব্বং শ্রৌতং স্মার্ত্তমর্হতি।"

উত্তমবীজ উত্তমক্ষেত্রে রোপিত হইলে যেমন উত্তম শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ আর্য্য হইতে আর্য্যাতে জাত সন্তানগণও উত্তম হইয়া থাকে। এইস্থলে মনু যেমন বৈশ্যাকে উত্তমক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কুল্লুকও তদ্রূপ "ক্ষত্রিয়া বৈশ্যয়োর্জ্জাতঃ সর্ব্বং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ অর্হতি।" বলিয়া ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে তুল্যভাবেই গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তদবস্থায় কেবল অম্বষ্ঠকে যিনি খচ্চরগণ জাতের ন্যায় জাত নির্দ্দেশ করেন তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করা সঙ্গত সুধীসমাজ বিচার করিবেন। মনু আরও স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে ১০ম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক হইতে ৪০ শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, ভূমিজাত যাবতীয় গুল্ম লতাদির উৎপত্তির কারণ ক্ষেত্র, কোন উদ্ভিদ বস্তু ক্ষেত্রের অনুগুণ ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। সকলই বীজানুগুণ ধর্ম্মগ্রাহী হয়। কৃষকেরা এক ক্ষেত্রে নানা স্থানে নানা বীজ রোপণ করে। কিন্তু উৎপন্ন বস্তু কেহই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। সেই সেই বীজের তুল্য রূপই হইয়া থাকে। ব্রীহি, শালি, মুগ, মাষ, লশুন, ইক্ষু, প্রভৃতি শস্য ইহারা বীজের গুণ এবং ধর্ম্ম অবলম্বন করে, কেহ ক্ষেত্রের ধর্ম্মাবলম্বন করে না। ক্ষেত্রে যদি ধান্য রোপিত হয়, উহা কখনও মুদ্গ রূপে জন্মে না। যাহা রোপিত হয় তাহাই জন্মে।

পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এবং উদ্ভিদ প্রভৃতি সকল জাতিরাই পিতৃধর্ম্ম পিতৃগুণ প্রাপ্ত হয়, কেবল অম্বষ্ঠেরাই গাধা ঘোড়ার সংযোগ বশতঃ খচ্চর হইয়া থাকে। খচ্চরেরাও অনেকাংশে ঘোড়ার গুণই গ্রহণ করে, নিখুত গাধা হয় না। যে মনুসংহিতার দোহাই দিয়া অম্বষ্ঠেরা খচ্চর অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর হওয়ার প্রয়াসী হইয়াছেন, সেই মনুসংহিতা ৯ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন "ভর্ত্তুঃ পুত্রং বিজানন্তি" যে ভর্ত্তা তাহারই পুত্র। কোন শাস্ত্রকারই মাতার পুত্র বলেন নাই। যাহারা মাতৃগুণ ও মাতৃ ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়, মনু তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা :—

> সূতো বৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ।
> মাগধঃ ক্ষত্তৃজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ॥
> এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
> মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাসু চ যোনিষু॥ ১০ অঃ ২৬।২৭ শ্লোক

সূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা, আয়োগব এই ছয় জন প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। ইহারা মাতৃজাতীয় আচারের অধিকারী হয়।

যদি অম্বষ্ঠ মাতৃজাতীয় আচার পাওয়া মনুর অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এতে ষট্ না লিখিয়া অম্বষ্ঠ সংযোগ করিয়া এতে সপ্ত লিখিতেন। না লিখায় স্পষ্টই সূচিত হইতেছে অম্বষ্ঠ মাতৃজাতীয় নহে। ইহাতেও যদি অম্বষ্ঠের সংজ্ঞা না হয়, কিসে সংজ্ঞা হইবে জানি না। তৎপূর্ব্বে মনু ১০ম অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

> "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
> স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

"ব্রহ্মণাদি বর্ণের পরস্পরের স্ত্রী গমনে, সগোত্রাদি অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহে উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্কর জাতি হয়।" ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ত্রী গমনে অর্থাৎ যদি স্ববর্ণীয়া বিধবা, বধূ অধবা, স্ত্রীতে জাত সন্তান বর্ণসঙ্কর হয়, তাহারা মাতৃজাতীয়া আচার প্রাপ্ত হয়। স্বগোত্রাতে ও যাহারা শাস্ত্রানুসারে বিবাহের অযোগ্যা স্ত্রীতে যে সন্তান জন্মে তাহারাও বর্ণসঙ্কর হয়। সেই জন্যই দ্বিজের স্বগোত্রা কন্যা বিবাহের অযোগ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, অজ্ঞান অবস্থায় স্বগোত্রা কন্যা বিবাহ করিলে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং সেই বিবাহিতা স্বগোত্রা স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে ভরণ পোষণ করিবে কখনও তাহার সহিত দাম্পত্যপ্রণয় রাখিবে না। আর উপনয়নাদি সংস্কার ত্যাগে বর্ণসঙ্কর জাতি হয়। দাসগুপ্ত, সেনগুপ্ত মহাশয়েরা মনুর উল্লেখিত বর্ণ সঙ্করের মধ্যে কিরূপ বর্ণসঙ্কর, তাহা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিলে প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিতে হইত না। দন্ত সকারান্ত দাসগুপ্ত লিখাতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। বৈশ্যা মাতার পিতৃজাতীয় সংজ্ঞা গুপ্ত নামান্তে সংযোগ করিয়া প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর বলিয়া আত্মখ্যাপন করিলেও পিতৃবর্ণীয় শূদ্রাচার ত্যাগ করেন নাই। তাঁহারা নিজকে অম্বষ্ঠ না বলিয়া "আয়োগব" বলিয়া আত্মপরিচয় দেওয়াই শাস্ত্রসম্মত বিধি বলা যাইতে পারে। সেনগুপ্ত, দাসগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, ধরগুপ্ত ও করগুপ্ত মহাশয়দের মধ্যে যাহারা অনুপবীত অবস্থায় স্বীয় পদবী সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতির পর গুপ্ত সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন, বস্তুতঃ তাঁহারা হয়তঃ স্বকর্ম্ম ত্যাগ রূপ বর্ণসঙ্কর বলিয়া অথবা ব্যভিচার জাত বা স্বগোত্রা কিম্বা অবিবাহের গর্ভজাত বলিয়াও হয়তঃ মাতার পিতৃপুরুষের বৈশ্যসংজ্ঞা নামান্তে সংযোগ করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। আর যাঁহারা নিজকে জাতে বৈদ্য লিখিয়া ব্যভিচার জাত অম্বষ্ঠ সাজিবার জন্য বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের অবিবাহিতা বিধবা বা অধবার সন্তান বলিয়াই বর্ণসঙ্কর হইতেছেন তাহা না বলাই ভাল। মনু ১০ম অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণসঙ্করদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা :—

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।
বৈশ্যান্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাঙ্গনাসুতৌ॥
শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম।
বৈশ্যরাজন্য বিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥"

শূদ্র হইতে বৈশ্যাজাত সন্তানকে আয়োগব, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়া জাতকে ক্ষত্তা, শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান চণ্ডাল হয়। যাহা তাবৎ মনুষ্য হইতে অধম এবং বৈশ্য হইতে ও ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীতে এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণীতে যেসব সন্তান জন্মে তাহারা প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর। ইহারাই মাতৃ জাতীয় আচার প্রাপ্ত হয় কোন শাস্ত্রকারই বলেন নাই, অনুলোম

১০ম শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতে র্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপ সদাঃ স্মৃতাঃ॥"

"কুল্লুক টীকা করিয়াছেন :—ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু, ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যাদিদ্বয়ো স্ত্রিয়োঃ বৈশ্যস্য চ শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুত্রাঃ সবর্ণ পুত্র কার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ।" ভরত শিরোমণি অনুবাদ করিয়াছেন :—ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাও শূদ্রাতে উৎপন্ন এবং বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় সন্তান সবর্ণপুত্রাপেক্ষয়া অপকৃষ্ট হয়েন। মনু কোন স্থলেই বলেন নাই ব্রাহ্মণের বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান অব্রাহ্মণ হইবে। বরং মনু যে শূদ্রার বিবাহ সম্বন্ধে তীব্রপ্রতিবাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্র কন্যা বিবাহ করিলে পতিত হইবেন বলিয়াছেন এবং শূদ্রার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইবে বলিয়াছেন। (১) সেই মনু ১০ম অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে॥
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যা সপ্তমাদ্ যুগাৎ॥

মহামতি নন্দন টীকা করিয়াছেন :—"শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ পারশবঃ শ্রেয়সা প্রজায়তে চেৎ ধর্ম্মেণযুক্তো ভবতি তর্হি অশ্রেয়ান্ অপকৃষ্ট জাতিরপি শ্রেয়সীং উৎকৃষ্টতরাং জাতিম্ আসপ্তমাৎ সন্তানাৎ গচ্ছতি।" ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে উৎপন্ন পুত্র পারশব গুণ বিদ্যা চরিত্রাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তবে তাহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরেরা ঐরূপ শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে সেই অশ্রেয় বা শূদ্র পারশব বংশও সপ্তম পুরুষে মুখ্য ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবে।

কুল্লুককে উল্লুক বলিয়াছে বলিয়া কোন কোন অম্বষ্ঠ অত্যন্ত বিরক্ত। কুল্লুক মনুর এই শ্লোকের টীকায় কিরূপ ক্রূরমতির পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকগণ দেখুন্। তিনি টীকা করিলেন "শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ পারশবাখ্যো বর্ণঃ প্রজায়তে। বর্ত্তমানে অম্বষ্ঠেরা যেমন 'অম্বষ্ঠবর্ণ' বলিয়া বিদ্যা জাহির করিতেছেন কুল্লুকও 'পারশববর্ণ' উল্লেখ করিয়া অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন কি না সুধীসমাজ বিচার করিবেন। ভগবান্ মনু ১০ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই জাতিত্রয় দ্বিজ, অপর এক জাতি শূদ্র পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। এই শ্লোকটির টীকায় কুল্লুক লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণাদয় স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতিসংজ্ঞাস্তু তেষামুপনয়ন বিধানাৎ।

(১) শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতংতস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ৩ অঃ ১৭ শ্লোক

শূদ্রঃ পুনশ্চতুর্থো বর্ণঃ এক জাতিরুপনয়নাভাবাৎ। পঞ্চমঃ পুনর্ব্বর্ণো নাস্তি। কুল্লুক স্পষ্ট রূপে টীকা করিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণত্রয়ের উপনয়ন সংস্কার বিধান হেতুতে তাঁহারা দ্বিজাতি সংজ্ঞা। উপনয়ন অভাব হেতুতে শূদ্র চতুর্থ বর্ণ, পঞ্চম কোন বর্ণ নাই। ৪র্থ শ্লোকে পঞ্চম কোন বর্ণ নাই নির্দ্দেশ করিয়া যে ব্যক্তি ৬৪ শ্লোকে পারশবাখ্য বর্ণ বলিয়া পঞ্চম বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেই ব্যক্তিকে 'উল্লুক' না বলিয়া তৃতীয় অবতার বলা কি সঙ্গত ছিল না? কুল্লুক সেই ৪র্থ শ্লোকে যাহা মনু লিখেন নাই, তিনি বিদ্যা জাহির করার জন্য লিখিয়াছেন "অশ্বতরবৎ মাতা পিতৃজাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ নবর্ণত্বং অয়ঞ্চ জাত্যান্তরোপ দেশঃ শাস্ত্রে সংব্যবহারার্থং। সংকীর্ণ জাতিদিগের অশ্বতর (খচ্চর) বৎ মাতা পিতা জাতি ব্যতিরিক্ত জাত্যন্তর হেতুতে তাঁহাদের কোন বর্ণ নাই। জাত্যন্তর বলা হইয়েছে কেবল শাস্ত্রে ব্যবহারের জন্য। ধন্য কুল্লুক! ধন্য তোমার বিদ্যাবত্তায়! ধন্য তোমার ক্রূরনীতি!! যদি তোমার এই রূপ ব্যাখ্যা না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমানের অম্বষ্ঠদের কি গতি হইত? তাহারাত আর মাতা পিতার বর্ণ ব্যতীত অপর একটা পৃথক 'অম্বষ্ঠবর্ণ' বলিতে পারিত না এবং তাহারা ব্যভিচার জাত বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে সমর্থ হইত না। হালের অম্বষ্ঠেরা মাতৃবর্ণত্ব স্বীকার করিতে চাহে না। কারণ বৈশ্যবর্ণীয় হইলে তাহারা নিজকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, বৈশ্য হইলে কৃষিজীবী, বাণিজ্য জীবী, গোরক্ষকের সন্তান বলিয়া খ্যাপন করিতে হয়। যাহারা নিজকে এই জ্ঞানানুশীলনের যুগেও জিদের বশে বৈশ্যাচার গ্রহণ করার প্রয়াসী তাহাদের পিতা পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধ পুরুষগণের মধ্যে যে কেহই কৃষকের, বণিকের, গোরক্ষকের কার্য্য করিতেন না বা বার্ত্তাকর্ম্মী ছিলেন না তাহা স্বতঃসিদ্ধ! তাঁহারা সকলেই অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যে নিরত ছিলেন, অধ্যাপনাদি কার্য্যের জন্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহামহোপাধ্যায়, তর্কলঙ্কার, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যালঙ্কার, স্মৃতিভূষণ, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবাচস্পতি, প্রভৃতি মহোচ্চ সম্মান সূচক উপাধিতে সম্মানিত ছিলেন। তাহা প্রত্যক্ষ সত্য জানিয়াও এইক্ষণ যাঁহারা নিজকে জাতিতে বা বর্ণে বৈশ্যাচারী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চাহেন এবং খাটী বৈশ্য বলিতেও পরাঙ্মুখ, তাহারা নিজকে বৈশ্য বলিলে অন্ততঃ একটা মৌলিক জাতি বা বর্ণ বলিয়া ও গৌরব করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা খ্যাপন করিলে পিতৃপুরুষদিগকে কৃষক বলিয়া বা গোরক্ষ সাব্যস্ত করা হইবে, তাহাতে সমাজে কথঞ্চিৎ প্রতিপত্তির লাঘব ঘটিবে বিশেষতঃ অনেকের নফর গোলামেরাও কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হইতেছে, সুতরাং নিজকে বৈশ্য বলিলে একদিগে যেমন পিতৃপুরুষদিগের সম্মানের লাঘব করা হয়, অপরদিগে নিজকেও নফর গোলামদিগের পদতলাশ্রয়ী হইতে হয়। তদবস্থায় কুল্লুকের সিদ্ধান্ত মানিয়া যদি অশ্বতরবৎ ভিন্ন জাতীয় হওয়া যায় এবং শাস্ত্রগর্হিত চতুর্থ বর্ণের স্থলে, কুল্লুক যেমন পারশবাখ্য বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়া পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাও বিদ্যার প্রভাবে 'অম্বষ্ঠবর্ণীয়' বলিয়া ষষ্ঠবর্ণের সৃষ্টি করিতে প্রতিবন্ধক কে ঘটাইতে পারেন? ধন্য অম্বষ্ঠের বিদ্যাবত্তায়! ধন্য অম্বষ্ঠের জন্মপূততায়! ধন্য অম্বষ্ঠের

জাতীয়তায় !! মনু বলিয়াছেন 'মাতাভস্ত্রা' মাতা চর্ম্মধার মাত্র। সুতরাং মাতাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া খ্যাপন করিলে তত: দোষ হয় না। ইহাই হইল অম্বষ্ঠদিগের রহস্ত! ইহাই হইল অম্বষ্ঠদিগের আত্মপ্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র। অম্বষ্ঠদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কুল্লুককে পাইয়া যে তোমরা সংকীর্ণ জাতি রূপে যষ্ঠবর্ণীয় (অম্বষ্ঠবর্ণ) হইতেছ, ভগবান্ মনুর মূল শ্লোকের প্রতি তাচ্ছিল্য করিতেছ, মনু যে ১০ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে তোমাদিগকে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুল্লুক যে "কন্যা গ্রহণাদত্র উঢ়ায়ামিত্যধাহার্য্যং বলিয়া "ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং উঢ়ায়ামম্বষ্ঠাখ্যো জায়তে বলিয়াছেন" তাহার স্বার্থকতা রক্ষা করিবে কি রূপে? বিবাহিতা স্ত্রী যে পতির গোত্রভাগিনী হয়, পতির বর্ণে ধর্ম্মে কর্ম্মে পতির অনুরূপা হয়, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, পুনঃ অম্বষ্ঠের সংজ্ঞার্থ অধ্যাহার করিতেছি।

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঽধমযোনিজা"
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাং॥ ৯ম অঃ ২৩ শ্লোক।
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেঽস্মিন্নপকৃষ্টপ্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈ র্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ॥ ৯ম অঃ ২৪ শ্লোক মনু

এইস্থলে কুল্লুকের ক্রূরতা বিকাশের অবকাশ হয় নাই, "টীকা করিয়াছেন "অক্ষমালাখ্যা নিকৃষ্টযোনিজা বশিষ্ঠেন পরিণীতা তত্র চটকা মন্দপালাখ্যেন ঋষিণা সঙ্গতা পূজ্যতাং গতা।" "শূদ্র জাতীয়া কন্যা অক্ষমালা নামে স্ত্রী বশিষ্ঠ সংযুক্তা হইয়া এবং শারঙ্গী নাম্নী স্ত্রী মন্দপাল ঋষিতে সংযুক্তা হইয়া অতিশয় মান্যা হইয়াছিলেন। ইহারা এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও অনেক স্ত্রী অপকৃষ্ট জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও স্বামীর গুণে গুণান্বিতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বামীর সংযোগে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। মনু ২য় অধ্যায়ের ৬৭।৬৮ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"বৈবাহিকো বিধিঃস্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥
এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনামৌপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ॥

বিবাহ সংস্কারই স্ত্রীলোকের উপনয়ন নামে বৈদিক সংস্কার তাহাতে স্বামীর সেবাই গুরুকুলে বাস, গৃহকর্ম্মই সায়ং প্রাতর্হোম রূপ অগ্নিসেবা। হে মহর্ষিগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম ব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপ ও পবিত্রতা জনক উপনয়নের বিধান বলা হইল।

ইহা হইতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, দ্বিজ বালকগণ উপনয়ন সংস্কার হইতে যেমন দ্বিজ পদ বাচ্য হয়, তদ্রূপ দ্বিজ কন্যাগণ ও বিবাহ সংস্কার দ্বারা দ্বিজা পদ বাচ্য হন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্যাকন্যা সকলেই ব্রাহ্মণ পতির সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণী হইয়া যান। মহর্ষি লিখিত বলিয়াছেন :—

"বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুর্গোত্রে পিণ্ডে চ সূতকে ॥
স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
ভর্ত্তৃগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া॥

বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে পর চতুর্থ দিবসে নারী ভর্ত্তার সহিত গোত্রে, পিণ্ডে, ও সূতিকাশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবাহের পর সপ্তপদী হইলেই নারী স্বগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার পিণ্ড ও উদকক্রিয়া ভর্ত্তার গোত্রোক্ত বিধানে করিবে। বৃহস্পতি বলেন:—

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্য ফলে সমা॥

বৈবাহিক মন্ত্রসকল পিতৃগোত্রাপহারক। নারীর পতিগোত্রে পিণ্ড ও উদক ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া শরীরার্দ্ধ এবং পুণ্যাপুণ্য ফলে সমান হইয়া থাকে।

এইস্থলে ব্রাহ্মণ পতি কেবল ব্রাহ্মণ কন্যার বিবাহে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করেন, না বৈশ্যা কন্যার বিবাহেও এইরূপ মন্ত্র পাঠে বৈশ্যাপত্নীকে প্রাণের সহিত, অস্থির সহিত, মাংসের সহিত ত্বকের সহিত, একাত্মীভূতা করিয়া পরস্পরের হৃদয় পরস্পর মধ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া বৈশ্যা পত্নীকেও ব্রাহ্মণী করিয়া নেন্ না? যদি বিবাহ সংস্কার দ্বারা পতি পত্নীর ভেদাভেদ না থাকে, যদি পত্নী গোত্রান্তরিতা হইয়া পতির বর্ণে, ধর্ম্মে, গোত্রে এক হইয়া যায়, তবে বৈশ্যকন্যার বৈশ্যত্ব থাকে কোথায়? যদি বিবাহ সংস্কারে বৈশ্যকন্যার বৈশ্যত্ব না রহিল সে ব্রাহ্মণ পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণীই হইলেন, তবে অম্বষ্ঠের মাতৃকুল কি ব্রাহ্মণ কুল নহে? সে মাতামহের কুল পাইবে কেন? কোন মন্ত্র বলে অম্বষ্ঠেরা মাতামহের কুলাচারী হইতে চায়েন? যেস্থলে ব্রাহ্মণেরা অমন্ত্রক বিবাহিতা শূদ্রাকন্যাও ব্রাহ্মণী হইয়াছে, অক্ষমালা, শারঙ্গী প্রভৃতির উদাহরণ ভগবান মনু দিয়াছেন, যেস্থলে প্রত্যক্ষ সত্য ভরার মেয়ের দৃষ্টান্ত এইক্ষণও সমাজে বিদ্যমান, যেস্থলে হাড়ি, মুচি, মুর্দ্দাফরাস এমন কি যবন কন্যাও ব্রাহ্মণের সহিত পরিণীতা হইয়া ব্রাহ্মণী হইতে পারিয়াছে ও পারিতেছে। যেস্থলে কায়স্থ কন্যা নাপিত কন্যা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিয়া ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ সন্তান জন্মাইয়াছে ও জন্মাইতেছে, যেস্থলে ক্ষত্রিয়া কন্যার সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও ব্রাহ্মণ, অমন্ত্রক বিবাহিতা শূদ্রকন্যার সন্তান পারশব ও ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকেও খরতুরগ জাতের ন্যায় জাত হইতে হয় নাই। সেইরূপ স্থলে সমন্ত্রক যথা শাস্ত্র পরিণীতা, বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত সন্তান অম্বষ্ঠ, বৈশ্য হয় কিরূপে? তৎ পরবর্ত্তী মন্ত্রে আরও স্পষ্ট করিয়া পতি পত্নীকে বলিতেছেন:—

(ক্রমশঃ)

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,

হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।

মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,

বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ } শ্রাবণ। { ৪র্থ সংখ্যা।

ভক্ত।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা।

পাষাণ টুটায়ে

বাহির করিব গভীর রক্ত;

তাই ভেবে আজ

সেজেছি সাধুর পরম ভক্ত।

গৃধিনী লোলুপ হইয়া

যেদিন আসিবে আমার দ্বারে;

মাংস কাটিয়ে

দিয়ে দিব তারে যাবে না কখনও ফিরে।

কঙ্কাল পিষায়ে

বানাব মানবে গভীর প্রেমের শাক্ত;

আর, পুণ্য-প্রেমের শক্তি আনিয়ে

তাদের ভিতর করিব ব্যক্ত।

আমি নারীর ভিতর বহাব
প্রেম-প্রণয়ের অর্ঘ্য ;
আর, যোগীর হাতে দিব তু'লে
আঁধার আলোর খড়্গ।

"বাঙ্গালার সেন রাজগণ"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুত ললিত মোহন দাশশর্ম্মা রায়

সোম বা চন্দ্র বংশীয়গণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং "রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয়" করিয়াছিলেন মাত্র। আমাদের এই উক্তির সমর্থনের জন্য আমরা কতিপয় প্রমাণ অধ্যাহার করিলাম।

১। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন :—

"সৌমোাহি ব্রাহ্মণঃ।" ৭০০ পৃঃ

সোম বা চন্দ্র বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ।

এই সোম বা চন্দ্রবংশের আদি প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন মহারাজ সোম বা চন্দ্র। তিনি মহর্ষি অত্রির পুত্র। বিষ্ণু পুরাণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মণঃ পুত্রোহত্রিঃ, অত্রেঃ সোমঃ, তঞ্চ ভগবান্ অব্জযোনিরশেষৌষধি—দ্বিজ নক্ষত্রাণামধিপত্যেহর্ভ্যষেচয়েৎ। ৪।৬।৫

ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র সোম, তাঁহাকে ভগবান্ কমলযোনি অশেষ ওষধি, দ্বিজ এবং নক্ষত্রাখ্য নরগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত করেন।

তাই কৃষ্ণযজু বলিয়াছেন :— "সোম ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ। সোম ব্রাহ্মণদিগের রাজা ছিলেন। তাই মৎস্যপুরাণও বিশদাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন —

"সোমঃ পিতৃণামধিপঃ কথং শাস্ত্রবিশারদঃ।
তদ্বংশ্যা যে চ রাজানো বভুব কীর্ত্তি বর্দ্ধনা !

অর্থাৎ *পিতৃলোকের (Father land) অধিপতি সোম বা চন্দ্র অতীব শাস্ত্রবিশারদ, তাঁহার বংশীয় রাজগণও অতীব যশস্বী ছিলেন।

এই মহারাজ সোম বা চন্দ্রকেই প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার ষাঠ কন্যার মধ্যে নক্ষত্র নামা ২৭টী কন্যা সম্প্রদান করেন। তাই হরিবংশে বিবৃত রহিয়াছে—"দদৌ স দশধর্ম্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ। শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেয় নক্ষত্রাস্তা দদৌ প্রভুঃ॥ ৫৯-১অ।

---

*এই পিতৃলোক কোন পারলৌকিক স্থান নহে। ইহাই আমাদের পিতৃভূমি (Father land) মঙ্গলিয়। এতদ্ সম্বন্ধে "মানবের আদি জন্ম ভূমি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণযজুতেও দেখিতে পাওয়া যায় :—প্রজাপতেঃ ত্রয়স্ত্রিংশৎ দুহিতরঃ আসন্। তাঃ সোমায় রাজ্ঞে অদদাৎ॥ *কৃষ্ণযজু ১১৩ পৃঃ

এই সোম বা চন্দ্র যে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী রাজা (জাতিতে ক্ষত্রিয় নহেন) ছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটীই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয় :—

যানি এতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোম রুদ্রঃ পর্জ্জন্য যমো মৃত্যুরীশান ইতি। ২৩৫ পৃঃ

* দেবতাদিগের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পর্জ্জন্য, যম ও রুদ্র বংশীয় ঈশান্ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা রাজা ছিলেন।

১০। যাহা হোক, সোম বংশীয়গণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে আমরা যাহা যাহা বলিলাম উহাই পর্য্যাপ্ত। এই ব্রাহ্মণ সোম বা চন্দ্র বংশীয় সেন রাজগণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ছিলেন। ইহা তাম্রফলক ও মহারাজ বল্লাল সেনদেবের "দানসাগর" নামক দানতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থই ইহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়। মহারাজ বল্লাল সেনদেবের উক্ত গ্রন্থে যে ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, সেই শ্লোকগুলি এবং তাম্রফলকের উক্তি গুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া উহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

'ইন্দোর্বিশ্বৈক বন্দ্যাঃ শ্রুতিনিয়মগুরুঃ ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা
সদ্বৃত্ত-স্বচ্ছ—রত্নোজ্জ্বল—পুরুষ—গুণোচ্ছিন্নসন্তানধারা
বন্ধোমুক্তামর শ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ" + দানসাগর
এতাম্বৎ কথমন্যথা রিপু বধুবৈধব্যব্রতঃ ব্রতো

---

* এখানে হরিবংশের সপ্তবিংশতি কন্যার স্থলে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কন্যার কথা বলা হইয়াছে। সংখ্যার পার্থক্য রহিয়াছে বটে উহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এ বিষয়ে হরিবংশের পাঠই সাধীয়সী বলিয়া মনে করি। আমাদের প্রবাদ বাক্য ও বলে যে চন্দ্র "সাতাইশ নক্ষত্রের স্বামী।" যাহা হউক, প্রজাপতি দক্ষ যে মহারাজ সোম বা চন্দ্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ইহা উভয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়।

* "বৈদ্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ" ১০৯ কৈ ব্রাঃ

ব্রাহ্মণো বৈ সর্ব্ব দেবতা ১৮৫ ঐ

ব্রাহ্মণগণই দেবতা। "That Davas are Brahmins for such is the ordinary acceptation of the title" India in Green P* 162. ৺ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিরচিত "দেবতা ও মানুষ একই" শীর্ষক প্রবন্ধ মন্দারমালা ১৩২৩ আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ। ১০ম শ্লোক

বাখরগঞ্জের কেশবসেনী তাম্রশাসন।

জর্নেল অবদি এসিয়াটিক সোসাইটী—৭ম খণ্ড—১অংশ ৮০ পৃঃ

এখানে বল্লালের" দানসাগরের এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনের এই অংশ এবং শেষ অংশ টুকু যাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই সকল উক্তির প্রতি বিদ্বৎ মণ্ডলীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বল্লাল ও কেশবসেন উভয়েই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা "বিশ্ববন্দ্য ইন্দুবংশ" বা "সোমবংশ" সমুদ্ভব অবনীর ভূষণ স্বরূপ সেনবংশে জাত।" "সোম" বা "ইন্দু" অথবা চন্দ্রবংশীয়গণ জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাই উহারা "বিশ্ববন্দ্য" বা 'বিশ্বপূজ্য' বিশেষণের বিষয়ীভূত। ব্রাহ্মণ ব্যতীত জাতি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কেহই বিশ্ববন্দ্য বলিয়া ভারতে পূজিত হয়েন নাই ও হইতে পারেন না।

বল্লাল বলিয়াছেন 'শ্রুতিনিয়মগুরু' অর্থাৎ বৈদিক নিয়মাবলীতে উপদেষ্ঠা গুরু। বৈদিক নিয়মাবলীর গুরু কি সেই "ভূদেব" "ভূসুর" ভারতের ব্রাহ্মণগণ নহেন? ফলকে উক্ত হইয়াছে যে সামন্তসেন "ব্রহ্মবাদী" ছিলেন। ব্রহ্মবাদী কে? মহাভারত বলিতেছেন:—

বুদ্ধিমৎসু নরাশ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ।
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥ (মহাঃ উ পঃ ৫—অ)

কেবল মহাভারত নহেন, ভগবান মনু ও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন:—"কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষুব্রহ্মবাদিনঃ" দ্বিজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই ব্রহ্মবাদী শব্দের বিষয়ীভূত তাহার পর মহারাজ বল্লাল "দানসাগরে" বলিয়াছেন:— "ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা"। তাঁহার পুত্র নৃপতি লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত তাম্রফলকেও লিখিত রহিয়াছে:—

"দোরুষ্মক্ষ পিতারি সঙ্গর রসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতি রতঃ সৌজন্য সীমাহজনি॥

দিনাজপুর, সুন্দরবন এবং মালদহের লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসন। 'ক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা" এবং "রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়" অর্থাৎ যিনি ক্ষত্রিয় বা রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অথবা যিনি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি এই দুই শব্দের বিষয়ীভূত। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সেনরাজগণ "ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম" আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। পরন্তু জাতি ক্ষত্রিয় ছিলেন না। জাতি ক্ষত্রিয় হইলে কেবল মাত্র ক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহার করিতেন। ক্ষত্রিয়গণ কি ক্ষত্রিয়

+ শুনা যায় যে পণ্ডিত ৺ রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দানসাগর গ্রন্থখানি মুদ্রিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে উহার কপি দুষ্প্রাপ্য। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থ মুদ্রণের পূর্ব্বে উহা ভাগশঃ "সাহিত্য সংহিতায়" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলেন। আমরা সেই

ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া পরিচয় দেন? না আমরা ক্ষত্রিয় এই বলিয়া পরিচয় দেন? ভারতীয় চাতুর্ব্বর্ণের নিয়মানুসারে জাতি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্মই কি রাষ্ট্র শরীর রক্ষাকরণ নহে?

১১। তারপর সেনরাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রত্যেক রাজার নামান্তে "দেব' শব্দটী লইয়া যদি আমরা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি তাহা হইলে ও আমাদিগকে প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার করিতে হইবে সেনরাজগণ জাতিতে ব্রাহ্মণই ছিলেন। কেন? যে হেতু ব্রাহ্মণের নামান্তেই "শর্ম্মা" বা "দেব" শব্দ ব্যবহার করা বিধেয়। যম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে:—

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥
বর্ত্তমান ভৃগু উক্ত মনুসংহিতায় দেখিতে পাই:—
"শর্ম্মবৎ ব্রাহ্মণস্যস্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য পৈষ্যসংযুতম্॥ ৩২।২ অঃ।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মার্থ অর্থাৎ শর্ম্মা বা দেব ক্ষত্রিয়ের রক্ষার্থ "বর্ম্মা" বা 'ত্রাতা' প্রভৃতি বৈশ্যের পুষ্টার্থ (ভূতি, দত্ত, বসু) শূদ্রের পৈষ্যার্থ অর্থাৎ নিন্দিত দাস শব্দ ব্যবহার করাই বিধি সঙ্গত। সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক কেবল দেবশব্দ দ্বারাই ইহাদিগের জাতি ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইতেছে। যদি উহারা জাতি ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগের নামান্তে "বর্ম্মা' বা 'দেব বর্ম্মা' প্রভৃতি বল সংসূচক ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাইতাম। তাহা যখন হয় নাই, তখন ব্রাহ্মণবর্ণ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করা যাইতে পারেনা। *

ফলতঃ সেনবংশীয় রাজাগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া তদবংশজাত বল্লালসেনদেবের প্রবর্ত্তিত "কৌলীন্য প্রথা" বাংলার ব্রাহ্মণসমাজ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কৌলীন্য প্রথা বর্ত্তমান থাকিয়া সেন রাজগণের ব্রাহ্মণত্ব বিঘোষিত করিতেছে। যাহা হউক, এই সমস্ত আভ্যন্তরীন্ প্রমাণাবলী বিচার করিয়া আমাদিগকে দুঃখের সহিত বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে মাধাই নগরের তাম্রফলকের "কর্ন্নাটক্ষত্রিয়াণাং" পাট যাহা প্রসন্ন বাবু উদ্ধার করিয়াছিলেন উহা নির্জ্জলা সত্য নহে। উহার প্রকৃত পাঠ হইবে "সব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণাং" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের যাহা বেদাচার্য্য পুজ্যপাদ ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মাধাইনগরের ফলক পুজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রিমহাশয়ের বাটীতে দেখিয়াছি। কিন্তু উহা আইগ্লাসে ও চশমার সাহায্যে দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারি নাই।" অন্যত্র আবার বলিয়াছেন তিনিও (হরপ্রসাদ শাস্ত্রি মহাশয়) বহু চেষ্টা করিয়া উহার সম্যক্ পাঠ উদ্ধারে সমর্থ হয়েন নাই। চেষ্টা করিতেছেন যাহা হয় পরে প্রকাশ করিবেন। সুতরাং যাহার সর্ব্বাংশ ক্ষয়প্রাপ্তি হেতু সুখ পাঠ্য নহে বরং অপাঠ্য সে কামনা সাগর বা কল্পতরু ফলকের

* এতদ্ বিষয় মৎ বিরচিত "উপাধি রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ নব্য-ভারত ভাদ্র ১৩২৮ দ্রষ্টব্য।

কোন কথা লইয়া বিচার করা ঠিক নহে। + + + প্রসন্নবাবু মাধাই নগরের ফলকের এই যে পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, আমরা অনুমান করি উহা প্রকৃত পাঠ নহে। অক্ষর পড়া মণ্ডিত অপাঠ্য অক্ষরের নিকট যে যে বর মাগে, সে সেই বরই পাইতে পারে ও পাইয়া থাকে। যে মেঘখণ্ড তোমার নিকট দুর্গাপ্রতিমা, তাহা অন্যে গির্জার চুড়া ভাবে। অপিচ এই ফলকের শ্লোকাবলীও বোধ হয় বৈদ্যকুলকেশরী উমাপতি ধর কর্ত্তৃক প্রণীত এবং রাজসাহীর প্রস্তর ফলকের 'স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাম জনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ" ইত্যাদি শ্লোক সমূহ ও তৎপ্রণীত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বোধ হয় উমাপতি ধর মাধাইনগরের ফলকেও "সব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়াণাং" লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন। + + এখানে "কর্ণাট" শব্দটা "সব্রহ্ম" কথাটার স্থানাবরোধক মাত্র। প্রকৃত পাঠ সব্রহ্মই ছিল। কর্ণাট ছিল না ও হইবে না॥ বল্লাল মহোমুদ্গর দ্রষ্টব্য। অতএব এখানে "কর্ণাট ক্ষত্রিয়াণাং" পাঠ অশাধীয়সী। নচেৎ সেন রাজগণের অন্যান্য উক্তির সহিত এবং শাস্ত্রবচনের সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ ঘটিবে। আমার মনে হয় যে, এই সকল উক্তির পূর্ব্বাপর বিচার করিয়া জগৎ বিখ্যাত ঐতিহাসিক Prof. Vincent Smith তাঁহার Oxford Ancient History of India (1911 Edition) গ্রন্থে বিশদাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন "The Sen kings were originally Brahmins page 186, সেনরাজগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

অবশ্য এখানে ঘোরতর প্রশ্ন হইবে যে, যদি সেন রাজগণ "সোম বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ তবে কেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন? ইহার যে কোন বিশিষ্ট কারণ নাই তাহাও আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি যে, উহার মূলে তিনটী প্রধান কারণ বিদ্যমান। (১) দাক্ষিণাত্যবাসী প্রাতঃস্মরণীয় শিবদত্তশর্ম্মতনয় আদি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যখন হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন সেই সময়ে অথবা পরবর্ত্তী যুগে দাক্ষিণাত্যের বাহিরে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ রাজগণ বংশ পরম্পরাক্রমে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় নিবন্ধন জাতি ক্ষত্রিয়তে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এবং তদবধি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের স্বদেশের ও স্বশ্রেণীর সোম বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ সেনরাজগণ "রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও পূর্ব্ববৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। যেমন একালের দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অথবা (২) ভারতের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠার বহুকাল পরে যখন জাতিগুলি জন্মগত জাতিতে পরিণত হইতেছিল, সেই যুগে সোম বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কতকগুলি শাখা যাঁহারা রাজন্য ধর্ম্ম আশ্রয় হেতু জাতি ব্রাহ্মণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই জাতি ক্ষত্রিয়তে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। আর যে সকল শাখা রাজন্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াও ব্রাহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন নাই তাঁহারা কোথাও "চন্দ্রশর্ম্মা" (বিকানীর প্রভৃতি স্থানে) কোথাও "সেনবা"

(পঞ্জাবে) "সেনদেব" (বাংলায়) অথবা "সেনশর্ম্মা" বা 'সেনমিশ্র" "সেনচৌবে" (দাক্ষিণাত্য উড়িষ্যা ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে) উপাধিতে ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এবং এখনও আছেন। অথবা (৩) অন্য কোন রূপ সামাজিক কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ সোম বংশীয় রাজন্যবর্গ আজি জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন! কে বলিতে পারে যে, যে সকল সোম বা চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গ পূর্ব্বোক্ত কারণে জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দান করিতেছেন। তাঁহারাই ভবিষ্যৎ যুগে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিবেন না। এই রূপ আত্মবিস্মৃত জাতির কি ভারতে অভাব আছে? ভারতের "আভীর" "আহির" বা "সদ্‌গোপগণ" বা "হিন্দুঘোষীগণ" কি প্রকৃত ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন না? এই বংশেই কি মহাভারতীয় যুগের নন্দগোপ বা নন্দঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ভগবান মনু কি বলেন নাই যে আভীরগণের পিতা ব্রাহ্মণ এবং মাতাও একতর ব্রাহ্মণঅম্বষ্ঠকন্যা হইতে জাত? (মনু ২৫.১০ অ)।*

বাংলার শৌণ্ডিকগণ কি পূর্ব্বে জাতি ক্ষত্রিয় ছিলেন না? পরে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করায় উহাদের জাতিগত উপাধি "সাধুর" অপভ্রংশ "সাহা" বা "সা" কিম্বা 'সৌ' অথবা 'সাহাই' হইয়া গিয়া জাতি বৈশ্যতে পরিচিত হয়েন নাই? এই সকল উপাধিগুলি কি তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দেয় না? ঐরূপ বাংলার কায়স্থ, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলিক ও * নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিগণ কি প্রাচীনকালে দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত ছিলেন না? আত্মবিস্মৃতির ফলেই কি উহারা আজ বঙ্গীয়-হিন্দুসমাজে তথাকথিত শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত নহেন? ইংরেজের কৃপায় ঐ সকল সম্প্রদায় শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া নিজদের শাস্ত্রগুলি পাঠ করিবার অবসর পাইয়াছেন এবং প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান পতনোন্মুখ হিন্দু সমাজের কল্যাণার্থে দ্বিজত্বের দাবী করিতেছেন না? সুতরাং অন্যান্য চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গ জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। একারণ বাংলার সেনরাজগণকে জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া দাগাইতে হইবে ইহা যুক্তির কথা নহে। হয়তঃ অনেকে বলিতে পারেন যে মানিয়া লইলাম, সেন রাজগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ভগবান মনুর "স্বকর্ম্মত্যাগেণ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ" এই বিধি অনুসারে উহাদিগের পাতিত্য ঘটিয়াছিল এবং শাস্ত্র অনুসারে

* বর্ত্তমান মনুসংহিতার (২৫।১০ অ) মিশ্র অনুলোমজগণকে দ্বিজাধিকার দানে বারিত হইতে দেখা যায় বটে কিন্তু ইহা পরবর্ত্তীযুগের অন্তঃপ্রবেশন (interprobation) বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীতে যাঁহাদের জন্ম তাঁহারা ব্রাহ্মণ না হইয়া শূদ্র হইবেন ইহা অন্যশাস্ত্র সম্মত নহে। এতদ্‌সম্বন্ধে মদ্‌ বিরচিত "প্রাচীন ভারতে অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি" (নব্যভারত ফাল্গুন ১৩২৭) এবং "প্রাচীন ভারতে প্রতিলোম বিবাহের উৎপত্তি" (আলোচনা ফাল্গুন ১৩২৯) শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* মদ্‌বিরচিত নমঃশূদ্র সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধ ভারতী ভাদ্র ১৩৩২ দ্রষ্টব্য।

উঁহারা আর্য্যশূদ্র ছিলেন। না—সে আপত্তি "ধোপে" টিকিবে না। কারণ ভগবান্ মনুই এবিষয়ে বিধিদান দিয়া গিয়াছেন :— "সৈন্যাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥" ১২।১০০

অর্থাৎ সৈন্যাপত্য, রাজ্যদণ্ডনেতৃত্ব এবং সর্ব্বলোকাধিপত্য বেদশাস্ত্রবিদের অধিকার আছে।
(ক্রমশঃ।)

ম্যাট্রিকুলেসান পরীক্ষার ফল। ১৯২৯।

শ্রীতারকচন্দ্র দত্ত শর্ম্মা, বি এ, ৭৬নং কালিঘাট রোড।

বর্ত্তমানবর্ষে যে সকল বৈদ্য শর্ম্মান্তক নামে পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাদের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমরা এতদুপলক্ষে ছাত্রবৃন্দ এবং তাঁহাদের অভিভাবকবৃন্দ সকলকেই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা বলিতে বাধ্য যে, সমাজ গঠন মূলক কার্য্যে ইহাদের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প নহে। উক্ত তালিকাতে সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের একটী নামও নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে এখনও বৈদ্যের সমূলে ধ্বংশ উপস্থিত হয় নাই। যদিও নাভিশ্বাসের সূচনা দেখা যাইতেছে ইহাদের কবে চৈতন্য হইবে? জরাজীর্ণ বৃক্ষও ঔষধের গুণে কখন কখন যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হয়। আমরা আশা করিতে পারি রাঢ়ীয় বৈদ্য পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে।

১।	নির্ম্মলেন্দু দাশশর্ম্মা	১ম	বিভাগ (প্রাঃ)	কলিকাতা। নিবাস, বিক্রমপুর।
২।	অমূল্যকুমার সেনশর্ম্মা	২য়	,,	কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।
৩।	গঙ্গাধর সেনশর্ম্মা	,,	,,	,, ,,
৪।	অমরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা	১ম	,,	ধলঘাট, চট্টগ্রাম।
৫।	ভক্তিভূষণ সেনশর্ম্মা	৩য়	,,	বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬।	সুখনাথ দাশশর্ম্মা	১ম	,,	,, ,,
৭।	মনীন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা	,,	,,	আমিরাবাদ, দিনাজপুর।
৮।	নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা (১)	,,	,,	কালিয়া, যশোহর।
৯।	সন্তোষচন্দ্র দাশশর্ম্মা	,,	,,	,, ,,
১০।	জগৎবন্ধু দাশশর্ম্মা	২য়	,,	,, ,,
১১।	নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা (২)	,,	,,	কালিয়া, যশোহর।
১২।	সত্যেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা	,,	,,	দার্জ্জিলিং।
১৩।	যতীন্দ্রপ্রসাদ সেনশর্ম্মা	,,	,,	মাগুরা, যশোহর।
১৪।	ভূপেশলাল সেনশর্ম্মা	১ম	,,	সিটিস্কুল, ময়মনসিংহ।
১৫।	অমরেন্দ্রনাথ দত্তশর্ম্মা	২য়	,,	সিরাজগঞ্জ, পাবনা।
১৬।	অমূল্যগোপাল সেনশর্ম্মা	,,	,,	পটিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭।	চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা	,,	,,	,, ,,

ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা ও দেবশর্ম্মা যেন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। কিন্তু গুপ্তশর্ম্মা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গুপ্তশর্ম্মাদের গুপ্ত থাকিবার হেতু কি? আমরা আন্তরিক ইচ্ছা করিতেছি যে, ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত উপাধিগুলি যেন পরীক্ষার ফলের তালিকাতে সত্বর বাহির হয় :— সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা, ধরশর্ম্মা, করশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, রক্ষিতশর্ম্মা, নাগশর্ম্মা, নন্দীশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা, আদিত্যশর্ম্মা, চন্দ্রশর্ম্মা, সোমশর্ম্মা, দেবশর্ম্মা, ইন্দ্রশর্ম্মা, রাজশর্ম্মা এবং কুণ্ডশর্ম্মা।

জাতীয় সংবাদ

ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন।

১। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কামারখাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় চট্টল প্রবাসী কালেক্টরীর ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার শ্রীযুত জনার্দ্দন হরি সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেব প্রসন্ন সেনশর্ম্মার উপনয়ন ১লা আষাঢ় তারিখে চট্টগ্রামস্থ নিজ বাসা বাড়ীতে ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বড়ই আশা এবং আনন্দের কথা যে, সেরেস্তাদার মহাশয় আচার্য্য গুরু কর্ম্ম নিজেই সম্পন্ন করিয়াছেন। মোটপাড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত বনমালী ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। এইরূপ ভাবে নিজ নিজ পরিবার বর্গের এবং স্বজাতিদের সংস্কার কার্য্য যদি বৈদ্যব্রাহ্মণগণ করিতে দৃঢ়ব্রতী হন্, তাহা হইলে সমাজের গৌরব যেমন একদিকে রক্ষা হইবে, অপর দিকে যজনব্রাহ্মণের অভাব অনুভব করার অবকাশ থাকিবে না। যজন ব্রাহ্মণগণ যখন দেখিবেন বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াজ্ঞ হইয়াছেন, দৈব পৈত্র্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অধিকারী হইয়াছেন, তখন তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণগণের যাবতীয় কার্য্যে সহযোগিতা করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। এই শুভ কার্য্যে কয়েকজন যজনব্রাহ্মণ ও শতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ ভূরি ভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছেন। নিজ সন্তানের এই শুভ উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেরেস্তাদার বাবু যেই সৎসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

২। গত ২রা আষাঢ় সেনহাটী নিবাসী শক্তি গোত্রীয় ১। শ্রীমান্ কালীপদ সেনশর্ম্মা ২। শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ৩। শ্রীমান্ শ্যামাপদ সেনশর্ম্মা ৪। শ্রীমান্ উমাপদ সেনশর্ম্মা ৫। শ্রীমান্ হিরণ কুমার সেনশর্ম্মা ৬। শ্রীমান্ নলিন কুমার সেনশর্ম্মা গণের যথাবিহিতরূপে ব্রাহ্মণাচারে কালীঘাট ৺ গঙ্গাতীরে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। বরিশাল বামনকাঠী নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা (ব্যারিষ্টার) মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৩। গত ২রা আষাঢ় সেনহাটীনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীমান্ সুরজিৎ কুমার সেনশর্ম্মা ও শ্রীমান্ সুধীর কুমার সেনশর্ম্মাদ্বয়ের যথাবিহিত রূপে ৺ কালীঘাটে গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণচারে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। বরিশাল আখরবাড়ীনিবাসী শ্রীযুত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের কাজ করিয়াছেন। ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা (ব্যারিষ্টার) মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

৪। নোয়াখালী জিলার জেইল রোডস্থিত শ্রীযুত বাবু রাজকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন,

ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন :— ১। শ্রীবগলাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা পীং কালীমোহন সেনশর্ম্মা, স্থান নিজবাড়ী শ্রীপুর, ষ্টেঃ রামগঞ্জ জিলা নোয়াখালী, তারিখ ১২ ফাল্গুন ১৩৩৫ শাল। গোত্র শক্তি। ২। শ্রীনীলকণ্ঠ গুপ্তশর্ম্মা ও তস্য পুত্র শ্রীকাশীশ্বর গুপ্তশর্ম্মা। শ্রীহরিহর গুপ্তশর্ম্মা পীং ৺ দীনবন্ধু গুপ্তশর্ম্মা, স্থান সাফলীপাড়া নিজবাড়া, ষ্টেঃ রামগঞ্জ জিলা নোয়াখালী তারিখ ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৫সন। গোত্র কাশ্যপ। ৩। শ্রীভারতচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীচন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা, শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা, শ্রীশচীন্দ্র মোহন দাশশর্ম্মা, শ্রীজীতেন্দ্র মোহন দাশশর্ম্মা, স্থান সাফলীপাড়া, ষ্টেঃ রামগঞ্জ তারিখ ২০শে ফাল্গুন ১৩৩৫ সন! গোত্র ভরদ্বাজ। ৪। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীগগণচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা, শ্রীনগেন্দ্রমোহন গুপ্তশর্ম্মা ও শ্রীশচীন্দ্র মোহন গুপ্তশর্ম্মা, স্থান সাফলীপাড়া নিজবাড়া, ষ্টেঃ রামগঞ্জ তারিখ ৩০শে মাঘ ১৩৩৫ সন। গোত্র কাশ্যপ।

৫। ঢাকা জিলাস্থ শ্রীনগর থানার বেলতলী গ্রামবাসী নোয়াখালী প্রবাসী কবিরাজ শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় বিগত ১৩৩৫ সনে ৯ই ফাল্গুন তারিখে তাঁহার নোয়াখালীস্থ বাসাবাড়ীতে তদীয় অনুজপুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রগণ সহ ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল। ১। শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার সেনশর্ম্মা (কবিরাজ) ২। শ্রীশরৎচন্দ্র সেনশর্ম্মা পীং দুর্গাচরণ সেনশর্ম্মা ৩। শ্রীমদনমোহন সেনশর্ম্মা ৪। শ্রীতড়িত কুমার সেনশর্ম্মা ৫। শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা পীং শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ৬। শ্রীব্যোমকেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা পীং শরৎচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৭। শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা পীং সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ঐ তারিখে ডিব্রুগড় জেলাস্থ লিমুগুরি "চা" বাগানে তাঁহার অগ্রজ ৮। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৯। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা। গোত্র মৌদগল্য ৬। ঢাকা জিলার আড়টসাহী নিবাসী নোয়াখালী প্রবাসী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড অফিসের প্রধান কেরানী শ্রীযুত ললিতমোহন সেনশর্ম্মা পীং ৺ নারায়ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও তদীয় পুত্র ১। শ্রীমনীন্দ্র মোহন সেনশর্ম্মা ২। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা ৩। শ্রীহেমেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা ৪। শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা বিগত ২৪শে আষাঢ় তারিখে যথারীতি ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে নিজ বাসা বাড়ীতে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। গোত্র ধন্বন্তরি।

উপরোক্ত সকল কার্য্যে নোয়াখালী সহরের সুযোগ্য পুরোহিত শ্রীযুত ষষ্ঠীচরণ দেবশর্ম্মা মহাশয় আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

৫। বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ :— পরৈকোড়া গ্রামবাসী বৈশ্বানরগোত্রীয় শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে।

৬। বিগত ২রা আষাঢ় কোয়েপাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় শ্রীযুত সারদাকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনঙ্গমোহন সেনশর্ম্মা ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীযুত সুরেন্দ্র কুমার সেনশর্ম্মার প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে শ্রীযুত খগেন্দ্র

নাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা ও স্বর্গীয় ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের ৫ম পুত্র শ্রীমান্ জীতেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। চক্রশালা গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় মহারাজ বংশের স্বর্গীয় ৺ কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের প্রথম পুত্র শ্রীযুত মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুকর্ম্ম ও তত্রত্য গ্রাম নিবাসী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় শ্রীযুত হিমাংশু বিমল ভট্টাচার্য্য তন্ত্রধারের কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

৭। অত্রত্য আনোয়ারা গ্রামের ধন্বন্তরি গোত্রীয় স্বর্গীয় অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের উপনয়ন সংস্কার কার্য্য বিগত ৩০শে শ্রাবণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে তাঁহাদের সহরস্থ বাসা বাটীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পরৈ-কোড়া নিবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিপঞ্চানন মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন এবং চক্রশালা গ্রামবাসী মহারাজ ভট্টাচার্য্যের বংশধর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। আনোয়ারা গ্রামবাসী শ্রীযুত শশীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রহ্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৮। বিগত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, বিক্রমপুর বেজগাঁনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণ দত্তশর্ম্মা ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তন্ত্রধারের ও শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র চন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণাচারে শুভ-বিবাহ।

গত ১লা আষাঢ় শনিবার বরিশাল গৈলানিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরমা দেবীর সহিত ফরিদপুর গোয়ালন্দি নিবাসী ৺ রাজকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমার সেনশর্ম্মা এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে অক্ষয় বাবুর কলিকাতাস্থ ৩২নং শঙ্কর ঘোষের লেনেস্থ বাড়ীতে সুসম্পন্ন হয়। ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা (ব্যারিষ্টার) মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১৫ই আষাঢ় ঢাকা জিলান্তর্গত সোণারং গ্রামবাসী শক্তি গোত্রীয় শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ, অধ্যাপক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন সেনশর্ম্মার সহিত যশোহর বেন্দানিবাসী কার্ণবংশীয় শ্রীযুত প্রমোদ কমল দাশশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রীতিকণা দেবীর শুভ-বিবাহ বেন্দাতে প্রমোদবাবুর বাড়ীতে যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন

হইয়াছে। তাহাদের কুলপুরোহিত বিক্রমপুর আউটসাহী নিবাসী শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র বন্দো-পাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। আচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি মহাশয় এই বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন, শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন স্বয়ং হোম করিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের একজন প্রধান নেতা। পৌরহিত্য কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা সর্ব্বজন বিদিত।

গত ৫ই শ্রাবণ রবিবার সেনহাটীনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার হরিচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা (বি এস সি, ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার) মহাশয়ের শুভ-পরিণয় ফরিদপুর জেলার (তেঁতুলিয়া) গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা এম, বি, সিভিল সার্জ্জন মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী শেফালিকা দেবীর সহিত কলিকাতা রাণীগঞ্জ মোকামে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে, এ উপলক্ষে হরিচরণবাবু পাত্রীর পিতার নিকট পণ প্রভৃতি বাবদ কিছু দাবী করেন নাই। হরিচরণ বাবুর স্বগ্রামের পুরোহিত শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জিলাস্থ আঙ্গ্যাদি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতার শুভ-বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। নবদম্পতি যেন সুখে দীর্ঘ জীবন কাটাইতে পারেন ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা করি।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার সাতশইকা জামনানিবাসী ও হাজারিবাগ প্রবাসী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর সহিত মুর্শিদাবাদ-জঙ্গুরনিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সেনশর্ম্মা রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায়ের পুত্র শ্রীমান্ বিজয় কুমার রায়ের শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার হুগলী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত উজ্জ্বলচন্দ্র সেন দেবশর্ম্মা মহা-শয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ প্রমোদরঞ্জন সেন দেবশর্ম্মা মহাশয়ের ৭নং ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউসান্ ষ্ট্রীটস্থ ৺ সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কণকলতা দেবীর সহিত শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। উভয় পক্ষের পুরোহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

গত ২৮শে আষাঢ় শুক্রবার কোলিসহর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহা-শয়ের খুড়তুত ভ্রাতা শ্রীমান্ হীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরীর সহিত, শ্রীপুরগ্রামের প্রসিদ্ধ বৈদ্য ব্রাহ্মণ দত্তবংশের ৺ অম্বিকা চরণ দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চপলাবালা দেবীর শুভ-পরিণয় ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্বগ্রামবাসী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাংখ্যব্যাকরণতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখার্জ্জী ভাগবতভূষণ মহাশয়েরা উপস্থিত থাকিয়া শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বহু গণ্য মান্য বৈদ্যব্রাহ্মণ বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর বেজগাঁনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণ দত্তশর্ম্মার সহিত বিক্রমপুর সাওগাঁ নিবাসী বৈদ্যবল্লভ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর শুভ-পরিণয় তাঁহার চট্টগ্রাম লাভলেনস্থিত বাসভবনে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। বরপক্ষে বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং কন্যা পক্ষে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে শ্রাবণ বিক্রমপুর নপাড়ানিবাসী কাশীপ্রবাসী চৌধুরী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান যতীন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মার জ্যেষ্ঠ কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশালতা দেবীর সহিত ফরিদপুর ধুলাদানিবাসী স্বর্গীয় ৺দিগম্বর সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনারায়ণ সেনশর্ম্মা মজুমদারের শুভ-পরিণয় কলিকাতা ১৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থিত বাসা বাড়ীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ রাত্রিতেই বর স্বয়ং হোম (কুশণ্ডিকা) করিয়াছে। দুইজন পুরোহিত উপস্থিত থাকা সত্বেও তাঁহাদের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় আদ্যোপান্ত হোমের মন্ত্র পাঠ করাইয়াছেন।

আলামপুর গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় কবিগুণাকর স্বর্গীয় ৺নবীনচন্দ্র দাশশর্ম্মা এম, এ, ডিপুটীম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা সবরেজিষ্টার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা দেবীর সহিত আনোয়ারা গ্রামের বিখ্যাত ধন্বন্তরিগোত্রীয় স্বর্গীয় অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি, এ, বি টি মহোদয়ের শুভ-বিবাহ কার্য্য ৩০শে শ্রাবণ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে তাঁহাদের কুলপুরোহিত শ্রীপুর গ্রামবাসী শ্রীযুত ষোড়শীমোহন চক্রবর্ত্তী, পরৈকোড়া নিবাসী শ্রীযুত কালীশঙ্কর স্মৃতিপঞ্চানন, আনোয়ারা গ্রামবাসী ও তত্রস্থ উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রবিনোদ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কবিরাজ শ্রীযুত জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট যজনব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণাচারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

এই বিবাহের বিশেষত্ব এই যে আনোয়ারা যজনব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। তথায় প্রায় তিন শতাধিক যজনব্রাহ্মণের বসতি। তন্মধ্যে ৪০।৪৫ ঘর বৈদ্যের বসতি আছে কিনা সন্দেহ। তদবস্থায় এই বিবাহ ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হওয়া বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উকিল শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল, মহাশয়ের উদার হৃদয়ের ও অক্লান্ত অধ্যবসায়েরই ফল বলিতে হইবে। যদিও ইতিপূর্ব্বে তথায় ২।৪টী বৈদ্য পরিবারে ব্রাহ্মণাচারে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই বিবাহ ব্যাপার যে রূপ মহাসমারোহে তথাকার যজনব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যান্য বিবাহ সম্পন্ন হয় নাই, তজ্জন্য আমরা সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আনোয়ারার যজনব্রাহ্মণদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। যোগেশবাবু যে সুদীর্ঘকাল যাবৎ চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ আর্য্যাণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর

সভ্য রূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এইবার তাহা সার্থক হইল। আমরা আশা করিতে পারি প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান এই বিবাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে থাকিবেন এবং যে সব পুরোহিত বৈদ্য যজমানকে বৈশ্য, খচ্চর, বর্ণশঙ্কর ও শূদ্র বর্ণোচিত দেব পৈত্র কর্ম্ম করাইয়া আপ্যায়িত করিতে চাহেন, তাহাদিগকে পৌরোহিত্য কার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবেন।

গত ১১ই বৈশাখ চট্টগ্রাম কেলিশহর নিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় সুবিখ্যাত কেদারবংশীয় শ্রীযুত সুরেন্দ্র বিজয় দাশশর্ম্মা রায় চৌধুরীর শুভ-বিবাহ নদীয়া দাহপুর নিবাসী শক্তিগোত্রীয় গণ বংশীয় শ্রীযুত রজনীকান্ত রায় সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা দেবীর সহিত কলিকাতাতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুর নিবাসী শক্তিগোত্রীয় মাধববংশীয় শ্রীযুত জগবন্ধু রায় সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহ বিক্রমপুর হাসরানি বাসী বর্ত্তমানে বরিশালে স্থায়ী জমিদার ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার চতুর্থ পুত্রের সহিত কোঁয়রপুর কন্যা কর্ত্তার বাড়ীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। বরপক্ষ কোনও বাবদ কিছু দাবী করেন নাই।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুর নিবাসী শক্তিগোত্রীয় মাধববংশীয় চিকন্দির সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র রায় সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার শুভ-বিবাহ দক্ষিণ বিক্রমপুর পালংনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় বলভদ্র বংশীয় শ্রীযুত পরেশনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের সহিত ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা আশা করি মাধবসন্তান সকলেই শ্রীশ বাবু ও জগবন্ধু বাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

গত ১৫ই আষাঢ় শনিবার বিক্রমপুর সোণারঙ্গ নিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় শ্রীযুত শ্যামালাল সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী পারুল বালা দেবীর শুভ-বিবাহ বিক্রমপুর সানিহাটি নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নয়দাশ বংশীয় শ্রীযুত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্র কুমার দাশশর্ম্মার সহিত কুমিল্লাতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

একাদশাহে শ্রাদ্ধ।

ময়মনসিংহ জিলার আজ্যাদি গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ৺ মাতা ঠাকুরাণীর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ গত ২৭শে আষাঢ় তদীয় কিশোরগঞ্জস্থ (ময়মনসিংহ) বাসা বাটিতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণ যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি, চট্টগ্রাম হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর স্মৃতিপঞ্চানন ও শ্রীযুত অপর্ণাচরণ স্মৃতিভূষণ, ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত আদিনাথ বিত্যাবিনোদ শ্রীযুত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত বরদাচরণ ভট্টাচার্য্য, এবং শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পৌরোহিত্য কার্য্যের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, এতদ্ভিন্ন আরও অনেক যজনব্রাহ্মণ ও প্রায় পাঁচ শতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

বিগত ৬ই শ্রাবণ সোমবার শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জ নিবাসী ৺বৈকুণ্ঠনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয় ইহ-ধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছেন। ১৬ই শ্রাবণ কলিকাতা কালীঘাট গঙ্গাতীরে ব্রাহ্মণা-চারে একাদশাহে শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কেলিসহর গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কেদার বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ রমনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী তৎ কনিষ্ঠভ্রাতা সহ তাহাদের মাতৃ শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছে।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত টাঙ্গিবাড়ী গ্রামবাসী চট্টলপ্রবাসী মৌদগল্য-গোত্রীয় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা ঘটক মহাশয়ের মাতৃদেবী গত ৬ই আষাঢ় তারিখে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে নালাপাড়াস্থ বাস ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। চট্ট-গ্রামের এবং বিক্রমপুরের বহু যজন ব্রাহ্মণ এই শ্রাদ্ধ কার্য্যে সহযোগিতা করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বড়ই আশার এবং আনন্দের সংবাদ সতীশ বাবু জাতীয় সম্মান রক্ষার্থে অত্রত্য মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সহকারী হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিদয়াল গুপ্তশর্ম্মা বি, এ, মহাশয়কে বিরাট এবং বগুরা কালেক্টরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ঘটক মহাশয়কে গীতা পাঠের জন্য যথাশাস্ত্র বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পাঠ প্রণালী ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছেন। যজন ব্রাহ্মণগণেরা তাঁহাদের কৃতিত্ব দর্শনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সতীশ বাবুকে এই সৎকার্য্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বিক্রমপুর বিদগাঁনিবাসী মৌদগল্যগোত্রীয় কার্ণদাশবংশীয় ৺জ্ঞানচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর শ্রাদ্ধ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় কলিকাতাতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। জ্ঞানবাবুরা তিনভাই ছিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় মুন্সীগঞ্জের একজন বড় উকিল ছিলেন এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ঢাকা জজকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকিল ছিলেন।

গত ২রা আষাঢ় রবিবার ফরিদপুর কাজুলিয়া নিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় আদিত্য বংশীয় ৺রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়

৺কাশীধামে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। বৈদ্য-প্রতিবোধিনী লেখক অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সম্পর্কে রমেশবাবুর বৈবাহিক হন। এই শ্রাদ্ধ যাহাতে একাদশাহে না হয় তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই প্রফুল্লবাবুকে বিচলিত করিতে পারেন নাই।

গত ১৬ই আষাঢ় রবিবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুর নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ নিমদাশবংশীয় ৺অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নিজ গ্রামে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় পুরোহিত শ্রীযুত লোকনাথ ভট্টাচার্য্য এবং ঢাকা হইতে কবিরাজ শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রেরিত দুইজন বৈদিক পুরোহিত এই কাজ করাইয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার এই গ্রামের নিমদাশবংশীয় ৺হরনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধও একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই সংবাদ বৈদ্যপ্রতিভার পাঠকগণ অবগত আছেন। আশাকরি কোঁয়রপুরের সমগ্র নিমদাশবংশ এই দুই পরিবারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

গত ১৯শে আষাঢ় বুধবার বিক্রমপুর সোণারঙ্গ নিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ মুন্সেফ বাড়ীর ৺অম্বিকাচরণ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় কলিকাতাতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৩০শে আষাঢ় রবিবার ত্রিপুরা চুণ্টানিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডাক্তার সুবিখ্যাত শক্তি-গোত্রীয় ৺বিরাজমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সংযুক্ত শ্রীযুত সুকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় কালীঘাটে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। বৃষোৎসর্গ ও ষোড়শাদি দান যথারীতি করা হইয়াছে। আচার্য্য কবিরাজ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি মহাশয় ও বরিশাল বাহিলারানিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত সুরঞ্জন সেনশর্ম্মা মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

সুসংবাদ।

বিগত ১০ই ভাদ্র বিক্রমপুর বাহেরকগ্রামনিবাসী শক্তিগোত্রীয় শ্রীহট্ট, ইন্দ্রেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুত যতীন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী শৈলবালা দেবী অনবধানতা প্রযুক্ত পূর্ব্বকৃত অব্রাহ্মণাচার জনিত অধর্ম্ম দূরীকরণার্থ উপনীত স্বামীসহ প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণাচারে দেবী নামান্তে ও তদীয় স্বামী প্রণবাদি মন্ত্রে ও শর্ম্মান্ত নামোল্লেখে নিষ্পন্ন করিয়াছেন এবং অতঃপর উভয়ে ব্রাহ্মণাচারের সম্যক্ অনুবর্ত্তন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কল্পে যত্নপরায়ণ হইয়াছেন।

শ্রীহট্ট বাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ব্রাহ্মণাচারে উক্ত কার্য্য সানন্দচিত্তে সম্পন্ন করাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ সদ্ব্রাহ্মণত্বের ও স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা সম্যক্ পালন করিয়াছেন। ভিন্ন দেশীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে এরূপ আত্মজ্ঞাতিবোধে ব্রাহ্মণে চিত কার্য্যে সহায়তা করা, বস্তুতঃই আদর্শ স্বরূপ।

ইতি—বিনীতনিবেদক

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্রমহাশয় লিখিয়াছেন :—বিগত ২৩ আষাঢ় তারিখে বিক্রমপুরের বহুগ্রামে বহুপরিবারে ৮মবর্ষ বয়স্ক ও তদূর্দ্ধবয়স্ক বহুব্যক্তির উপনয়ন ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিলে ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা প্রস্তুত হইতে পারে। বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনীর সাহায্যে ত্রিশজন মাণবক উপনীত হইয়াছে। এবার অনেক গোঁড়া গুপ্তও শর্ম্মা হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের ধোকায় মুগ্ধ, তাঁহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই। শুনিতেছি ধর্ম্মভূষণ মহাশয় বৈদ্যপুস্তিকা তিনবৎসর পর্য্যন্ত বিলি করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তিনি এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা করিয়াছেন। এই ভাবে অর্থ ব্যয় না করিয়া তিনি যদি তদ্দ্বারা দরিদ্র সামাজিকগণকে ব্রাত্যতা পরিহারে সাহায্য করিতেন তবে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইত। তাঁহার মতে এবং আমাদের মতে উপনয়ন সংস্কার একই পদ্ধতিতে হয়, একমাত্র সংজ্ঞার পার্থক্য। ক্রীয়াশীল হইলে চিত্তের দৌর্ব্বল্য তিরোহিত হয় এবং আত্ম স্বরূপ উপলব্ধি হয়। যদি কেহ মনে করেন, ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের ন্যায় ক্রিয়াবান্ পুরুষ সমাজে কয়জন আছে? তবে কেন তিনি আমাদের বিরোধী? উত্তরে বলা যাইতে পারে, তিনি আত্মতত্ত্ব লাভের জন্য ক্রিয়াবান নহেন। সমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়াই তাঁহার সাধনা। তাঁহার সে সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু তিনি ধর্ম্মভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছেন। যাঁহাদের অনুকম্পায় তিনি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, সেই উপাধি বহন করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ একান্তই অসম্ভব তিনি মনে করেন। আমরা এই জন্য ধর্ম্মভূষণকে বৈদ্য বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের ক্রিড়নক রূপেই দেখিতে পাই। সেই যাহা হউক্ ধর্ম্মভূষণ মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিয়া অব্যাহতি চাই :—প্রশ্নটী এই :—

বিগত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দের—(১মবর্ষ ৬ষ্ঠসংখ্যা) নবশক্তি সাপ্তাহিক পত্রিকায় শ্রীযুত অনিলবরণ রায় এম, এ, মহোদয় "বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন আজকাল বৈদ্যদের মধ্যে অনেকে স্বভাবতঃ শাস্ত্রালোচনা করিবার যোগ্য। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাহারা শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষা কৃষি ও ব্যবসার জন্য বেশী যোগ্য। অর্থাৎ বৈদ্যগণ পূর্ব্বে লাঙ্গল চাষ এবং দোকানদারী করিতেন, এখন শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের এই উক্তি কি ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের শাস্ত্রালোচনা ও মীমাংসা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রশংসাস্থলে বলা হইয়াছে? না বৈদ্যজাতির স্বরূপই এই? এসম্বন্ধে ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের মীমাংসা জানিতে উদ্‌গ্রীব রহিলাম। আমরা অনিল বাবুর এই উক্তির ভিত্তি কি জানিবার জন্য নবশক্তি পত্রিকার সম্পাদকের নিকটও একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছি।

Baidya-Prativa. REGD. No. C—1224.

...র্ষ—ভাদ্র ও আশ্বিন।

১৩৩৬ বেঙ্গাব্দ ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।

ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র

বৈদ্য-প্রতিভা।

বলিরহস্য, ব্রহ্মচর্য্য, বাল্যবিবাহ, অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি

বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ঢাকা বৈদ্যসম্মিলনীর

ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বহুস্বর্ণপদক প্রাপ্ত—

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম কোহিনুর প্রেস হইতে

শ্রীরেবতীরমণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

...দুই টাকা। চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী কার্য্যালয়।

প্রতি সংখ্যা চারি আনা। ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

নিখিল বঙ্গীয়-বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সম্মেলন।

চট্টগ্রাম অধিবেশন।

নিবেদন।

মহাত্মন্!

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৩ই পৌষ শনিবার ১৪ই পৌষ রবিবার চট্টগ্রামসহরে "নিখিলবঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনের" অধিবেশন হইবে। আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচিত বিশিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণ (উপনীত বা অনুপনীত) যাঁহাদিগকে আপনি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা যত সত্বর পারেন লিখিয়া পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। যেন তাহাদের নামে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান যাইতে পারে। যথা সময়ে আপনার নামেও নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইবে। আশা করি আপনি জাতীয় মহাসম্মেলনে যোগদান করিয়া জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিবেন। সম্মিলনী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিভিন্ন জিলা হইতে সমাগত প্রতিনিধি মহোদয়গণের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যয় সম্মেলন বহন করিবেন এবং কোনপ্রকার অর্থ সাহায্য তাঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না। প্রত্যেক জিলা হইতে যাহাতে দশজনের অধিক প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারেন আপনি তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে স্বীয় স্বীয় বিছানা ও মশারি সঙ্গে নিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের স্বাস্থ্য ভাল। কোন রূপ সংক্রামক রোগের ভয় নাই। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সভ্যগণ বিমুগ্ধ হইবেন এবং চন্দ্রনাথ, শম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ, সহস্রধারা, বাড়বানল, আদিনাথ, রামকুট, মেধসাশ্রম প্রভৃতি মহাতীর্থ দর্শনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভব করিতে পারিবেন।

স্বাগতম্! স্বাগতম্! স্বাগতম্!

শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়,
(অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।)

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায়,
(অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক)

শ্রীশারদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী।
শ্রীসারদাচরণ সেনশর্ম্মা।
শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা।
শ্রীজনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা।
শ্রীসূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা।
শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার।
শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা।
(সহঃ সভাপতিগণ।)

শ্রীকরুণাময় দাশশর্ম্মা খাস্তগীর।
শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা।
শ্রীচারুচন্দ্রসেনশর্ম্মা।
শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়।
শ্রীযশোদানন্দন দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার।
শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা।
শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা।
শ্রীসচীন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার।
(সহঃ সম্পাদকগণ।)

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ	ভাদ্র।	৫ম সংখ্যা।

শোকোচ্ছ্বাসঃ।

লেখকৌ—দরভঙ্গা রাজকীয় শ্রীযুত রমেশ্বর লতাবিদ্যালয়াধ্যাপকৌ শ্রীসারদাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্নঃ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঝা ব্যাকরণাচার্য্যশ্চ।

অস্তংগতো ভারত-ধর্ম্মভানু
রমেশ্বর শ্রীমিথিলাধিনাথঃ
ব্রহ্মণ্য-নিষ্ঠা-বিমলী-কৃতাত্মা
ধরামরাণাং শরণং দ্বিজেন্দ্রঃ।

অস্তং গতং ভারত-ধর্ম্মভানুং
স্বীয়াসনে স্থাপয়িতুং কিমাহো!
অসৌ সুরেন্দ্রেণ পুরে স্বকীয়
মানায়ি রাজ্যস্থ ধুর্য্য নয়জ্ঞঃ॥

ভারত-ধর্ম্ম-প্রভাকর-দ্বিজেন্দ্র-বংশাবতংসমানোন্নত মহারাজাধিরাজঃ মিথিলা মহীমণ্ডলাখণ্ডল (সার) রমেশ্বর সিংহ মহোদয়স্য স্বর্যানে বিরচিতঃ।

অনেক বিদ্যাধ্যয়নানুরাগো
গ্লানিং বিহায়াপি জিগাংসমানঃ
তন্ত্রাদিকং কিং ? মিথিলাধিনাথঃ
বাচস্পতিং স্বাং নগরী মনৈষীৎ ॥

তদীয় দেহস্য বিনাশ-দুঃখৈঃ
সা ভারতী লোক-ললামভূতা
বিলোল-মাল্যাম্বর-বীত-কান্তি
মুঁঞ্চত্যজস্রং বহু শোকজাস্রম্ ॥

অস্তংগতে ভারত-ধর্ম্ম-ভানৌ
রমেশ্বরে শ্রীবিদুষাং বরেণ্যে
সনাতনং ধর্ম্ম-ধনং জনানাং
গ্লানিং পরাং যাতি বিনাশ্রয়েণ ॥

অস্তংগতে ভারত- ধর্ম্মভানো
বধর্ম্ম-বাত্যা-ক্ষুভিতে ধরাব্ধৌ
প্রবেপমানা বত ! ধর্ম্ম-নৌকা
বিনা সুদক্ষং নৃপ-কর্ণধারম্ ॥

অস্তংগতে ভারত-ধর্ম্মভানৌ
গীর্ব্বাণ-বাণী-বিদুরে নরেন্দ্রে
বিদ্বৎপ্রিয়ে তন্ত্র-বিদাং বরিষ্ঠে
পারাদপারাৎ সুর-ভারতীং কঃ ?

অস্তংগতে ভারত-ধর্ম্মভানৌ
দিগন্ত-বিশ্রান্ত-যশঃ-প্রচারে
শোকাগ্নি-তপ্তা জনতাতিদীনা
মোমুহ্যতে বজ্রহতালতেব ॥

আচার-পূতো মহনীয়-কীর্ত্তি
বিদ্বদ্বরেণ্যো গুণবৎ-সহায়ঃ
উমেশ-ভক্তঃ করুণা-নিধান
মাসীৎ প্রজানাং শরণং নরেন্দ্রঃ ॥

বিচিন্ত্য চিত্তে তপসঃ প্রভাবৈঃ
সোমস্য শম্ভোশ্চরণারবিন্দম্
অনল্প-পুণ্যৈক ফলোপভোগ্যা
মুপেযিবান্ শৈবপুরীং স রাজা॥

অস্তংগতে ভারত-ধর্ম্ম-ভানৌ
স্বাধ্যায়-যুক্তে মিথিলাধিনাথে
ছন্নং জগচ্ছোক-ঘনান্ধকারৈ
হাঁহেতি শব্দং কুরুতে সদৈব॥

শ্রীমদ্রমেশ্বর-নৃপো হুতজাতবেদা
বেদানুরক্ত-হৃদয়োবুধ বন্ধ সখ্যঃ
বেদাদি-শিক্ষণ-বিধৌ বিদধে মহাত্মা
বিদ্যালয়ান্ সুকৃতিনাং প্রমুদে চিরায়॥

স্বচ্ছাম্বু-পদ্ম-রুচিরাণি সরোবরাণি
চঞ্চচ্ছশাঙ্ক-কিরণোজ্জ্বল-মন্দিরাণি
নির্ম্মাপ্য ভূমিপতিনা ভুবি তেন লব্ধম্
পূর্ণেন্দু কুন্দ-ধবলং যশসঃ কদম্বম্॥

সন্তাপ হন্তুঃ শশি-শেখরস্য
কৃপা-কটাক্ষৈর্মিথিলেশসূনুঃ
কামেশ্বরো নাম নবীনভূপঃ
জীয়াৎ সুশীলঃ শরদঃ শতানি॥

গোত্র এবং উপাধি। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা। ৫নং বাল্মিকি ষ্ট্রীট্; পোঃ কালিঘাট। কলিকাতা।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রতিভাতে গোত্র এবং উপাধির একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক গোত্র ও পদবী রহিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেগুলি যথাসম্ভব সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষতঃ যে সমস্ত বংশ সম্বন্ধে গোলের উৎপত্তি হইয়াছে, সে সমস্ত বংশ যদি আপনাদের ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া না নেন্, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশগত প্রাধান্য লোপের আশঙ্কা আছে। আমাদের সমাজ হইতে বহুবৈদ্য সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া সমাজান্তর আশ্রয় করিয়াছে। সেই অঙ্গহানির তীব্র বেদনা নির্ম্মমভাবে

এখন আমাদের সমাজকে ক্লেশ দিতেছে। সুতরাং তাঁহারা যদি এখন সমাজে ফিরিয়া আসেন কিম্বা ভিন্ন সমাজ হইতেও যদি ২।৪ লক্ষ লোক আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করেন, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু বৈদ্যের গোত্র এবং প্রবরের যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা রক্ষা করিতেই হইবে। সুতরাং যে সমস্ত সোম, ইন্দ্র, রক্ষিত, নাগ, নন্দী, প্রভৃতি উপাধিধারী বৈদ্য একটা অলীক সঙ্কোচ এবং ভয়ের ভাব পোষণ করিয়া আপনাদের উপাধি এবং গোত্র লোপ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহাদের লজ্জিত কিম্বা ভীত হওয়ার কোনও কারণ নাই। উপাধি লোপ এবং গোত্র লোপ একপ্রকার আত্মহত্যা। ইহাতে বংশের বিস্তৃতি কিম্বা উন্নতি সাধিত না হইয়া বরং অবনতি এবং ধ্বংশই সাধিত হয়। আমরা মনে করি এই জাতীয় সংস্কারের দিনে বৈদ্যশ্রেণীতে কুলীন অকুলীন বলিয়া কোনও ভেদাভেদ থাকা উচিত নহে। আমাদের কৌলীন্য নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা কার্য্যতঃ বহুশঃ ইহার প্রমাণ পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। বৈদ্যব্রাহ্মণ সকলি এখন একই স্তরে সন্নিবিষ্ট ইহাই আমাদের ধারণা। অধুনা সম্মান ব্যক্তিগত কৃতীত্বের উপরই নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ ইহাই সমীচীন।

সেনবংশ :— সেনবংশের গোত্রের তালিকা ব্যাস, গৌতম, পরাশর, আত্রেয়, শাণ্ডিল্য গোত্রের উল্লেখ করি নাই। কারণ আমরা বহুস্থানে এরূপ প্রমাণ পাইয়াছি যে, উক্তগোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের পদবী লুপ্ত করিয়াছেন এবং আজকাল ও কেহ কেহ পদবী লুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা অনেক অনুনয় বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদের ভ্রম অপনোদনের চেষ্টা করিতেছি। অনেকস্থলে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি। উক্ত বংশগুলি যে এক সময়ে সমাজের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ ছিল, একথা যেন তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন।

ব্যাস গোত্রীয় সেন :— কুলপঞ্জিকা গুলিতে শক্তি, ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, মৌদ্গল্য, আদ্য, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, আঙ্গিরস এই কয় গোত্রীয় সেন দৃষ্ট হয়। ব্যাসগোত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদিও কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক, আঙ্গিরস গোত্রীয় সেন বঙ্গে দেখা যায় না তথাপি কুলপঞ্জিকা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। কৌশিক সেন গয়ালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায়। কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস গোত্র সম্ভবতঃ রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র এবং পাঞ্জাব প্রদেশে আছে। নন্দী প্রভৃতি কতিপয় বৈদ্য পদ্ধতি লুপ্ত করিয়া মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণের ন্যায় বাস করিতেছেন। একথা ভরত স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধতয়োঽপি চ।
কেচিজ্জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষপি॥

ব্যাসগোত্র মাত্র ২১৪ ঘর আছে। এমত অবস্থায় তাঁহাদের সমাজে আত্মরক্ষা করা কিম্বা প্রধান্যরক্ষা করা বড়ই কষ্টকর হইবে। নানা দুর্বিপাকে গোত্র এবং প্রবরের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় ব্যাস কোন পূর্ব্বপুরুষ হইবে। প্রবরটী শুদ্ধ হইলেও হইতে পারে। গোত্র সম্ভবতঃ আঙ্গিরস হইবে। শ্রীহট্টের আদিত্যপুর গ্রামবাসী ব্যাস গোত্রীয় সেনশর্ম্মাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই আমরা এ সমস্ত আলোচনা করিতেছি। তাঁহাদের গোত্র সম্বন্ধে আমাদের মহাসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ব্যাসগোত্র কিম্বা উক্ত প্রবর (ব্যাস আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য) লালমোহন বিদ্যানিধির কিম্বা অন্য কোন প্রবর তালিকায় দেখা যায় না। প্রবরটীকে অঙ্গীরা বংশের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ব্যাসের নাম কোন প্রবরে নাই। সুতরাং প্রবরের সংশোধন করা দরকার। উপাধিটীকে অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ব্যাসকে বীজীপুরুষ এবং প্রবর আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য করিলে বোধ হয় কোন অসঙ্গতি হয় না। উপাধি "রক্ষিত" ও করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পরমেশ্বর রক্ষিত বীজীপুরুষ, ব্যাস রক্ষিত কোন প্রসিদ্ধ পূর্ব্বপুরুষ। গোত্র আঙ্গিরস এবং প্রবর আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য হইবে। আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুলজাকান্ত সেনশর্ম্মাকে নিম্নোক্ত যে কোন উপায়ে আপনাদের গোত্র এবং প্রবর সংশোধিত করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

	নাম	বীজী	পদবী	গোত্র	প্রবর
১।	শ্রীকুলজাকান্ত সেনশর্ম্মা	ব্যাস,	সেন,	আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য
২।	শ্রীকুলজাকান্ত রক্ষিতশর্ম্মা	পরমেশ্বর,	রক্ষিত,	আঙ্গিরস,	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ বিক্রমপুর ও কুমিল্লায় প্রচারে।

প্রচারক — অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে নগর, পালং এবং কোঁয়রপুর প্রসিদ্ধ গ্রাম। ২৩শে বৈশাখ সোমবার রাত্রিতে অধ্যাপক হেম বাবু কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন ২৪শে বৈশাখ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৩টার সময় নগর পৌছেন। এই গ্রামটি উপসি সব্‌পোষ্টাফিস এবং মাদারিপুর মহকুমার অধীন। গ্রামেও সম্প্রতি একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস হইয়াছে। ফরিদপুরের ইতিহাসের লেখক বিক্রমপুরে বৈদ্য-সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ী এই গ্রামে। এখন তিনি বাড়ীতেই থাকেন। এই গ্রামের বৈদ্যগণ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ জপসা গ্রামে বাস করিতেন। জপসা নদী সিকস্তি হওয়াতে তথাকার অধিকাংশ বৈদ্য এখন নগরে বাস করিতেছেন। আনন্দনাথ রায়

মহাশয়ের বহু পূর্ব্ব হইতে আমরা যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় এই বিশ্বাস ছিল। ১৩২৭ বৈদ্যাব্দে বিক্রমপুর বৈদ্য-সম্মিলনীর ষোড়শাধিবেশনে সভাপতি রূপে তিনি একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। এই গ্রামের অনেক বৈদ্য ব্রাহ্মণাচার পালন করিতেছেন। হেমবাবু আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতেই উঠেন এবং রায় মহাশয়ও তাঁহার পরিবারবর্গ হেমবাবুকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সন্ধ্যার সময়ও রাত্রিতে স্থানীয় বহু বৈদ্যের সহিত হেমবাবুর আলাপ হয়। এখানে কোনও সভা আহ্বান করিবার প্রযোজনীয়তা অনুভূত হইল না।

২৫শে বৈশাখ বুধবার সকালে হেমবাবু নগর হইতে কোঁয়রপুর পৌছেন। সেখানে সরকার পাড়ার শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় সাদরে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। গোপাল বাবুর মাতা প্রভৃতিও হেম বাবুকে নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় গ্রহণ করেন। ঐ দিন বৈকালে ঐ গ্রামের সুবিখ্যাত নিমদাশ বংশীয় শ্রীযুত অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা মহাশয়কে একটি পাগল শৃগালে কামড়ায় এবং গ্রামসুদ্ধ সকলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ঐ শৃগালটি আরও কয়েকজনকে দংশন করে। অপূর্ব্ববাবু গোপালবাবুর মামা। তিনি একজন বড় শিকারী ছিলেন এবং স্বহস্তে অনেক জন্তুকে শিকার করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ঐ দংশনেই এহেন ব্যক্তির ৩ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার মৃত্যু ঘটে। ১৬ই আষাঢ় রবিবার তাঁহার পুত্রগণ গ্রামে বসিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ২৬শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার হেমবাবু কোঁয়রপুরে ছিলেন। ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার সকালে হেমবাবু পালং যান এবং শ্রীযুত পরেশ নাথ সেনশর্ম্মা প্রভৃতি বৈদ্যগণের সহিত কিভাবে কার্য্যতঃ গ্রামে ব্রাহ্মণাচার পালন সম্ভব হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। পালংএ কোনও সভা হয় নাই। এই গ্রামটিও মাদারিপুর মহকুমার অধীন।

২৮শে বৈশাখ শনিবার সকালে হেমবাবু পালং হইতে পুনরায় কোঁয়রপুর যান। ঐ দিন বৈকালে গোপালবাবুদের বাহের বাটীতে একটি সভা আহূত হয়। তাহাতে পালং নিবাসী চিকন্দি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুত কেদারেশ্বর সেনশর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোঁয়রপুর ও নিকটবর্ত্তী ডোমসার গ্রামের বৈদ্যগণ তাহাতে উপস্থিত হন। সকলেই ব্রাহ্মণাচার পালন করিতে স্বীকৃত হন। কার্য্যত যে সকল বাধা উপস্থিত হইতে পারে তাহা দুর করিবার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করিবেন ইহাও স্থির হয়। কোঁয়রপুর পরিত্যাগ করিবার অল্পদিন পরই হেমবাবু অবগত হন যে, কোঁয়রপুরের নিমদাশ বংশীয় ৺হরনাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং তিনি নিজেও তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। ঐ গ্রামে পরে আরও অনেক কাজ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। কোঁয়রপুর গ্রামটিও মাদারিপুর মহকুমার অধীন।

২৯শে বৈশাখ রবিবার সকালে কোঁয়রপুর হইতে রওনা হইয়া ঐ দিনই রাত্রিতে অধ্যাপক হেমবাবু কুমিল্লাতে পৌছেন। ষ্টেশনে স্থানীয় বহু বৈদ্য উপস্থিত থাকিয়া হেম বাবুকে

অভ্যর্থনা করেন। পালং নিবাসী শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা কুমিল্লাতে কালেক্টরের সেরেস্তাদার তিনি এবং কুমিল্লা শশিদল নিবাসী শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় বহু পূর্ব্ব হইতে হেম বাবুকে একবার কুমিল্লা যাইতে অনুরোধ করেন। পালং হইতে হেম বাবু জানান যে তিনি রবিবার রাত্রিতে কুমিল্লা পৌঁছিবেন। ৩০শে বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা স্থানীয় বৈদ্যদিগের একটি সভা আহূত হয়। তাহাতে অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভাতে গণ্যমাণ্য বহু বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক হেমবাবু সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন যে এখন যাহারা বাঙ্গালা দেশে 'বৈদ্য' বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা হিন্দু সমাজের চারিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত এবং তাঁহাদের তদনুযায়ী আচার পালন করা কর্ত্তব্য। তিনি আরও বুঝাইয়া দেন যে অবিলম্বে বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যদিগের মধ্যে একরূপ আচার প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে। সভাতে স্থির হইল যে সকলেই ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিবেন। হেমবাবুর কুমিল্লা গমনের সংবাদ বেশী পূর্ব্বে স্থানীয় বৈদ্যগণ না পাওয়াতে, ঐ জিলার সমস্ত বৈদ্যকে সভায় আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই। এই জন্য পরে স্থির হয় যে ১৩ই ও ১৪ই আষাঢ় কুমিল্লাতে কুমিল্লা জিলার সকল বৈদ্যগণকে লইয়া একটি বড় সভা হইবে এবং তাহাতে হেমবাবু ও চট্টগ্রামের কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন প্রভৃতি উপস্থিত থাকিবেন। দুঃখের বিষয় ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার হেম বাবুর একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যার মৃত্যু ঘটে এবং তিনি জানান যে তাঁহার পক্ষে ১৩ই ও ১৪ই আষাঢ় কুমিল্লাতে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত হেমবাবুর কুমিল্লা পরিত্যাগের কিছুদিন পরে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ায় কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের অনেক জায়গা বন্যাতে ভাসিয়া যায়। এই সব কারণে ১৩ই ও ১৪ই আষাঢ় কুমিল্লাতে বন্দোবস্ত মত সভা হইতে পারে নাই। আমরা আশা করি কুমিল্লার বৈদ্যগণ অবিলম্বে ঐরূপ একটি সভা আহ্বান করিতে ভুলিবেন না।

৩১শে বৈশাখ ও ১লা জ্যৈষ্ঠ হেমবাবু স্থানীয় কোন বৈদ্যের সহিত একত্র হইয়া মোক্তার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা, উকিল, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা প্রভৃতির এবং সাগরের জমিদার বাবুদের বাসায় গমন করেন এবং তাঁহাদের সকলকে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

বর্দ্ধমান শ্রীনিখণ্ডনবাসী শ্রীযুত গিরীন্দ্র নারায়ণ মল্লিক মহাশয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক। তাঁহার একটি কন্যা ঐ সময় অসুস্থ ছিল। সভার দিন বাধ্য হইয়া তিনি কন্যাটিকে নিয়া কুমিল্লা ত্যাগ করেন এবং সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই কারণে তিনি কুমিল্লা ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে হেমবাবুর সহিত দেখা করিয়া ত্রুটি স্বীকার করিয়া যান এবং সভার কার্য্যাবলীর সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি জানান।

এই জিলার সদর মহকুমার চৌদ্দগ্রাম থানার অধীন বাতিসা গ্রামে ধন্বন্তরি গোত্রের সুপ্রসিদ্ধ

উচলি থানে বর্ত্তমান আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত কুমিল্লার বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিরাজ শ্রীযুত লোকনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কথা। কবিরাজ মহাশয় সভার দিন কুমিল্লাতে উপস্থিত ছিলেন না। পরে কুমিল্লাতে ফিরিয়াই তিনি হেম বাবুর সহিত দেখা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় হেমবাবু পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। এই বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়া তিনি নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে হেম বাবু কুমিল্লা পরিত্যাগ করেন এবং চাঁদপুর ও রাজাবাড়ী হইয়া ২রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরের সময় তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোণারঙ্গে পৌছেন। কুমিল্লা ষ্টেসনে হেমবাবুকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য উকিল শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা প্রভৃতি অনেক বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। হেমবাবুর যাতয়াত খরচের সাহায্য বাবদ কুমিল্লার বৈদ্যগণ ৮৲ টাকা দিয়াছেন এবং তিনি তাহা ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন

মরণে।

আমায় বলিয়া উপেক্ষিলে যদি
হে মম অন্তরযামী
দাঁড়াবে কোথায় এদীন সন্তান্
এলো যে আঁধার নামি।

জনম অবধি দুখের পাসরা
রয়েছি কত যে সহিয়া
আর'ত পারিনা বহিতে এ ভার
যেতেছে জীবন চলিয়া।

কানন হইতে তুলিয়া কুসুম
ভরিয়া ফুলের ডালি
হৃদয়ে মাখিয়া ভকতি চন্দন
চরণে দিয়েছি ঢালি।

গভীর আঁধারে কুটীরে আমার
নিঝুম নিশীথ রাতে
ডেকেছি তোমায় কত প্রাণভরে
মিলিতে তোমার সাথে।

চকিতে কখন বিজলীর প্রায়
হৃদয় আকাশে আসি
ক্ষনিকের আলো দেখায়ে আবার
আঁধারে গিয়েছ মিসি।

হারায়ে ফেলেছি সে অবধি নাথ্
তোমার মোহন ছবি
সে অবধি নাথ তোমার চরণে
নিশিদিন কত নমি।

আর কি আসিবে হে চীর সুহৃদ
জুরাতে হৃদয় জ্বালা
ব্যথিতের আশ্ পুরাবে কি নিয়ে
ভকতি চন্দনমালা।

রুদ্ধ দুয়ার রাখিব খুলিয়া
বন্ধ করিয়া শ্বাস
অন্ধ আঁখি তারা রাখিব মেলিয়া
চাহি তোমারি আশ।

আর কিছু আশা নাহি এ হৃদয়ে
মিনতি শুধু ও চরণে
দয়া করে আমা দেখা দিও নাথ
বিভীষিকা ময় মরণে।

জনৈক বৃদ্ধ, পিছকটেজ, আরারিয়া।

অম্বষ্ঠ রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ, সংমাতরিশ্বা সংধাতা সমুদ্রেষ্ট্রী দধাতু নৌ।
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাংভব, ননন্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

"হে ললনে! সমুদয় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয় মিশাইয়া এক করুন্, বায়ু, ধাতা ও সরস্বতী আমাদিগকে মিলাইয়া এক করুন্, হে বধূ! তুমি শ্বশুর, শ্বাশুরী, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞী হও।"

ব্রাহ্মণপতি বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ সংস্কারে ব্রাহ্মণীকরার ইচ্ছুক না হইলে অগ্নি এবং বিষ্ণু সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা করিলেন কেন? "সমুদয় দেবগণ ও জলময়ী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয় মিলাইয়া এক করুন্। বায়ু, ধাতা ও সরস্বতী আমাদিগকে মিলাইয়া এক করুন্"। এই যে মিলনের একত্বের প্রার্থনা ইহা কি ব্রাহ্মণপতি বৈশ্যাপত্নীর পিতৃকুলের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও জাতীয়তা লাভ করিয়া বৈশ্য হওয়ার জন্য? না বৈশ্যকন্যাকে নিজকুলের ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জাতীয়তায় ব্রাহ্মণী করার জন্য হইয়াছিল? বিবাহমন্ত্রে, বিবাহসংস্কারে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কখনও বলিতে পারেন্ না ব্রাহ্মণের অনুলোমা যথাশাস্ত্র বিবাহিতা পত্নীরা অব্রাহ্মণী। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা অনুলোমা পত্নীর যদি পিতৃবর্ণত্ব বজায় থাকে, তবে গোত্রান্তরিতা করার উদ্দেশ্য কি? পতির ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জাতিয়তায় একত্ব প্রাপ্ত না হইলে, ব্রাহ্মণপতি, অনুলোমা পত্নীকে কি কখনও বলিতে পারেন? হে বধূ! তুমি আমার জনক, জননী, ভগিনী ও ভ্রাতাদের উপর সম্রাজ্ঞী হও। ব্রাহ্মণের উপর ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার আধিপত্য কি সম্ভব? যে স্থলে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াপত্নী, শূদ্রাপত্নী, অন্ত্যজাপত্নী, যবনীপত্নী ব্রাহ্মণী হইতে পারে, খরতুরগীয়া না হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী থাকে, তজ্জাত সন্তানগণ খচ্চর না হইয়া ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে, তাহারা সমাজে মুখ্যব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারে, আর ব্রাহ্মণের ত্বকে, রক্তে, মাংসে, অস্থি, ও মজ্জায় বিবাহ মন্ত্রদ্বারা একাত্মীভূতা হইয়াও কি ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নী ব্রাহ্মণী হইতে পারে না? কেবল তাহারাই ঘোটক আর গর্দ্দভী হয়? বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবত্ব কি ক্ষত্রিয়াপত্নী, শূদ্রাপত্নী, অন্ত্যজা পত্নী, চাড়ালীপত্নী, যবনী পত্নীতে নাই? তাহারা সকলেই কি ব্রাহ্মণের স্বজাতি? যদি বিবাহসংস্কারের দ্বারা শূদ্রা, অন্ত্যজা, যবনীকন্যারা ব্রাহ্মণের স্বজাতি হইতে পারে, তবে বৈশ্যাস্ত্রীরা হয় না কেন? যত দোষ কি নন্দঘোষ? যত দোষ কি বৈশ্যাতে বর্ত্তে? ব্রাহ্মণের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা কেবল খচ্চর হইবে? একান্তর, ত্র্যন্তর চতুর্থান্তর, পঞ্চমান্তর, ষষ্ঠান্তরে কোন দোষ নাই। কেবল দোষ দ্ব্যন্তরের বেলায়? অহো! কি অধঃপতন! কি মূর্খতা! অহো কি অজ্ঞতা! এই সব কুলাঙ্গারেরা কোন মুখে বিদ্বান্ জাতির বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে চাহে, কোন মুখে জননীকে গর্দ্দভী খ্যাপন করিয়া নিজে খচ্চর হইতে

চাহে? কোন মুখে পঞ্চদশাশৌচ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ঢক্কা বাজাইতে চাহে? যে স্থলে ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নীর, অন্ত্যজপত্নীর মূর্দ্ধাকরাশপত্নীর যবনীপত্নীর গর্ভজাত সন্তানগণের অশৌচ ব্রাহ্মণবৎ দশাহ হয়, যে স্থলে ব্রাহ্মণের দাস দাসীর অশৌচ ব্রাহ্মণ সদৃশ হয়, তৎস্থলে অম্বষ্ঠের অশৌচ খচ্চরবৎ পঞ্চদশাহ হইবে যাহারা বলিতে চাহে, তাহাদের জন্য কি দড়ি কলসি বাজারে মিলে না? যাহাদের মাতৃজাতীয় অশৌচ হইবে, তাহাদের নাম কি ভগবান্ মনু উল্লেখ করেন নাই? হালী অম্বষ্ঠেরা একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, তোমরা বস্তুতঃ গর্দ্দভী জাতীয় কিনা? কুল্লুকের বিধান মতে তোমরা গর্দ্দভী হইতে উৎকৃষ্ট, ঘোটক হইতে নিকৃষ্ট। খচ্চরেরাও ঘোটকের শক্তি, সামর্থ্য বহুলাংশে প্রাপ্ত হয়, গর্দ্দভী হইতে ভিন্ন জাতীয় রূপে আত্ম পরিচয় প্রদান করে, অম্বষ্ঠেরা কি খচ্চর হইতেও অধম? কুল্লুক মনুর কোন স্থলেই অম্বষ্ঠের বৈশ্যাচার হইবে বলেন নাই। এই সামান্য জ্ঞানটুকু যাহাদের নাই, তাহারা গোমূর্খ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই সব গোমূর্খেরা নিজকে জাতে বৈশ্য না লিখিয়া, না বলিয়া কুল্লুকের লিখিত জাতি বলিয়া আত্মপরিচয় দিলে সমস্ত তর্ক বিতর্ক উৎখাত হইয়া যায়। আমরাও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের জন্য লিখনীকে কলঙ্ককালিমা মণ্ডিতা না করিয়া থাকিতে পারি।

ওহে অম্বষ্ঠত্ব প্রয়াসী? তোমরা যাঁহার পাণ্ডিত্যে গৌরব মণ্ডিত, যাঁহার শাস্ত্রালোচনার নিকট নবদ্বীপ, ভাটপাড়ার ও বিক্রমপুরের মহামান্য পণ্ডিত সমাজ নতশীর্ষ। যিনি পাণিনি ব্যাকরণের টীকা করিয়া উত্তরপশ্চিম ভারতের সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন, যিনি চরকাদি বহু গ্রন্থের টীকা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, যাঁহাকে কলিযুগের ঋষি বলা হয়, যাঁহার নিকট তোমাদের জ্ঞান গোষ্পদ তুল্য, সেই মহা মহাধ্যাপক গঙ্গাধর কবিরাজের তিরোধান হইয়াছে এইক্ষণও অর্দ্ধ শতাব্দী গত হয় নাই। তিনিই সর্ব্বপ্রথম কুল্লুক, মেধাতিথি প্রভৃতির পাণ্ডিত্য যে বিপথগামী হইয়াছিল, তাহা মনু সংহিতার টীকা করিতে যাইয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি মনু সংহিতার ৮ম শ্লোকের টীকা করিয়াছেন:"—ব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণোঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা চ ব্রাহ্মণী ভবতি ন ক্ষত্রিয়া নচ বৈশ্যা, নচ শূদ্রায়াঃ দ্বিজত্বং সম্ভবতি সমন্ত্রকসংস্কারাভাবাৎ।"

ব্রাহ্মণের যথাশাস্ত্র বিবাহিতা মন্ত্রপূতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও ব্রাহ্মণী হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা হয় না। সমন্ত্রক বিবাহ হয় না বলিয়া ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীতে দ্বিজত্ব সম্ভব হয় না।

হে বৈশ্যাচার প্রয়াসী অম্বষ্ঠ? অমন্ত্রক বিবাহিতা ব্রাহ্মণের শূদ্রাপত্নী যাহাকে শাস্ত্রকারগণ অদ্বিজা সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেও গর্দ্দভী নহে, তজ্জাত সন্তানগণও খরতুরগ জাত নহে। তাহাতেও বিজাতীয় মৈথুন সম্ভবপর নাই, তাহারা সমাজে মুখ্য ব্রাহ্মণ, তাহাদের সহিত কুল্লুকাদির যৌন সম্বন্ধ হইতে কোন বাধা হয় নাই। কেবল বাধা অম্বষ্ঠের, কেবল অম্বষ্ঠেরই আদি জননী গর্দ্দভী এবং আদিপিতা ঘোটক, আর অম্বষ্ঠ খচ্চর। অহো কি দুর্দ্দৈব! কি

ক্রুরনীতি !! কুল্লুকাদির এই ক্রুরনীতি বুঝিবার সামান্য জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারা পুস্তক, পুস্তিকায় কুল্লুকাদির কদর্থ প্রকাশ করে কোন হেতুতে! তাঁহারা ঋষিকল্প গঙ্গাধর ভুল টীকা করিয়াছেন, প্রতিপাদন না করিয়া অম্বষ্ঠের বৈশ্যত্ব খ্যাপন করার চেষ্টা করা কি সঙ্গত? যদি তোমাদের স্বজাতি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিকল্প গঙ্গাধরের টীকাদ্বারাও তোমাদের খচ্চর হইবার সাধ তিরোহিত না হয়, তবে কায়স্থকুলতিলক ৺রাধাকান্তদেব বাহাদুর যিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া আটজন শাস্ত্রজ্ঞ যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া "শব্দকল্পদ্রুম" সঙ্কলন করাইয়া নরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, যে 'শব্দকল্পদ্রুমের' বয়স এইক্ষণও শতাব্দী গত হয় নাই, সেই শব্দকল্পদ্রুমে ব্রাহ্মণ শব্দার্থে লিখিত হইয়াছে:—

"ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাসু ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ।"

"ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হয়।" ইহাতেও কি অম্বষ্ঠদের সংজ্ঞা হইবে না? যে যাজক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে অম্বষ্ঠদিগকে খচ্চর, চণ্ডাল, শূদ্র, অন্ত্যজ জাতি সাব্যস্ত করার জন্য মহামান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থের কলেবর কলুষিত করিয়াছেন, সেই যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা "শব্দকল্পদ্রুমে" ব্রাহ্মণ শব্দে অম্বষ্ঠকে অনন্ত কালের জন্য ব্রাহ্মণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। যাজক ব্রাহ্মণদের লিখিত কায়স্থ রাজের অনুমোদিত শব্দকল্পদ্রুমের উক্তি কি করিয়া অম্বষ্ঠেরা অবিশ্বাস করিবে? ইহাতেও যেসব অম্বষ্ঠের ভ্রান্তি নিরসন না হয়, তাহারা একবার ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন। ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতে "মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, লিখিত শাস্ত্রকে বুঝায় ইহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।" তাঁহাদের মধ্যে উনিশ জনের কৃতগ্রন্থে অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি ছিল উল্লেখ নাই। যথা:—অত্রি:— ৩৭৮ শ্লোকে।

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।

চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতি সমা যদি॥

পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদ করিয়াছেন, "অজাজীবি, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র পাঠক, এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র (ব্রাহ্মণ) বৃহস্পতি তুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহেন। তিনি ২১৪ শ্লোকেও "প্রত্যাখ্যাতবিষয়ক্রিয়া" অনুবাদ করিয়াছেন "বৃদ্ধ চিকিৎসকাদি। চিকিৎসক অর্থে মহর্ষি অত্রি বৈদ্য এবং ভিষক্ উল্লেখ করিয়াছেন অত্রিসংহিতার কোন স্থলেই চিকিৎসক অর্থে অম্বষ্ঠ নাই। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিলে, মহর্ষি অত্রি কোন না কোন স্থলে চিকিৎসক অর্থে অম্বষ্ঠের উল্লেখ করিতেন। হয়ত কেহ মহর্ষি অত্রির এই বচন পাঠ করিয়া মনে করিবেন, বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ হইলেও অপূজ্য ব্রাহ্মণ। অত্রি যে যজনব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলেন নাই তাহা "পাণিনা পীবতে দ্বিজঃ"

পদ পাঠ করিলে সন্দেহ নিরসন হয়। যাজকব্রাহ্মণগণ দ্বিজ শ্রেণীর, বৈদ্যেরা ত্রিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাহা বেদের ব্যাখায় সবিস্তারে উল্লেখিত হইবে।

তৎপর দেখা যাউক্ মহর্ষি বিষ্ণু কি বলিয়াছেন:— বিষ্ণুসংহিতার এক সপ্ততিতম অধ্যায়ের ৬৬ অংশে "নসংবসেদ্বৈদ্যহীনে।" বৈদ্যহীনে অর্থাৎ চিকিৎসক হীন স্থানে কখনও বাস করিবে না। নীতিকার চাণক্য তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন:—

"ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ।
যত্রদেশে নসংসন্তি তত্র বাসং নকারয়েৎ॥"

ধনী; শ্রোত্রিয়, (বেদজ্ঞ যজন ব্রাহ্মণ) রাজা, নদী এবং বৈদ্য যে দেশে নাই, সেই দেশে বাস করিবে না। এই বৈদ্য শব্দের অর্থে চিকিৎসককেই সূচিত করিয়াছে। মহর্ষি বিষ্ণু ও দ্বাশীতিতম অধ্যায়ে চিকিৎসক ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে হব্য কব্য ভোজন করাইতে নিষেধ করিয়াছেন। এই স্থলেও ব্রাহ্মণ চিকিৎসক বলিতে যজন ব্রাহ্মণ চিকিৎসককে বুঝাইতেছে। যেহেতু প্রথমতঃ লিখিয়াছেন "দৈবেকর্ম্মণি ব্রাহ্মণং নপরীক্ষেত, প্রযত্নাৎ পিত্রে পিতৃকর্ম্মণি পরীক্ষেত। প্রভৃতি লিখিয়া পরে লিখিয়াছেন, নক্ষত্রজীবিনঃ দেবলাকাংশ্চ চিকিৎসকান্ * * * * এতান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ইহাতে বুঝা যায় না? মহর্ষি বিষ্ণুর সময়েও বৈদ্যসম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের চিকিৎসাবৃত্তিতে অধিকার ছিল না।

এইক্ষণ দেখা যাউক্ মহর্ষি হারিত কি বলেন:—হারিত সংহিতায় বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সম্পর্কে কোন উক্তিই দৃষ্ট হয় না। তবে শব্দকল্পদ্রুম, ১৪২৭ পৃষ্ঠায় ও চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি গ্রন্থে হারীতের নাম করিয়া লিখিত হইয়াছে:—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃক্ষত্রবিশাবপি।
অমীপঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই পঞ্চদ্বিজ, তাহাদের গৌরব পূর্ব্ব পূর্ব্বানুক্রমে হয়। এই স্থলে স্বকৌশলে অম্বষ্ঠ স্থলে বৈদ্য শব্দ সন্নিবেশ করিয়া বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠযে অভিন্ন। তাহা প্রতিপাদন করিয়া বৈদ্যেরা যে মূর্দ্ধাভিষিক্তের নিম্ন অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাই সাব্যস্থ করার চেষ্টা হইয়াছিল। হয়তঃ এই বচন হারিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক হয়তঃ এই বচন চন্দ্রপ্রভায় হারীতের নাম করিয়া প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে? হয়তঃ এই সমুদয় কূটনীতির রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া হারিতের বচন জ্ঞানে বৈদ্য অম্বষ্ঠ অভিন্ন মনে করাও বিচিত্র নহে। অথবা কূটনীতিজ্ঞেরা চন্দ্রপ্রভায় তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া

(১) "মন্বত্রি বিষ্ণু হারিতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ॥
পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্ম শাস্ত্র প্রয়োজকাঃ॥

প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা না হইলে চন্দ্রপ্রভায় কেবলমাত্র ১২দ্বাদশ স্থলে অম্বষ্ঠ উল্লেখ হইয়া ১৪০০০ সহস্রাধিক স্থলে বৈদ্য উল্লেখ হইত না। বৈদ্যকুলপঞ্জিকা নাম না হইয়া 'অম্বষ্ঠ কুলপঞ্জিকা'ই নাম হইত। ভরতমল্লিক কখনও লিখিতেন না "বৈদ্যানাম্ কীর্ত্তনাৎ পুণ্যং বিপ্রাণামিব জায়তে" বৈদ্যদিগের বংশকীর্ত্তন করিলে বিপ্রের গুণ কীর্ত্তনের ন্যায় হইবে। তিনি কখনও লিখিতেন না" বৈদ্যজ্ঞা বদতি বৈদ্যকুলস্য ভত্তম" বৈদ্যেরা যদি তৃতীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে কি তিনি কখনও "তদ্বৈদ্যোবর্ণ উত্তমঃ" লিখিতেন বর্ণের মধ্যে বৈদ্যেরা উত্তম ব্রাহ্মণ? তিনিকি লিখিতে পারিতেন 'সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং মাননীয়ঃ শুভপ্রদঃ' সমস্ত বর্ণের মধ্যে বৈদ্যেরা মাননীয় এবং মঙ্গল দাতা? সমস্ত বর্ণ বলিলে কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ অবহিত হয় না? চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাঁহারা উত্তম, যাঁহারা মাননীয়, তাঁহারা কখনও কি তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে পারে? বৈদ্যের এবং অম্বষ্ঠের অভিন্নত্ব জ্ঞান যদি ভরত মল্লিকের থাকিত এবং নিজকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে কখনও তিনি স্বজাতি দিগকে "বর্ণোত্তম" সর্ব্ববর্ণের মাননীয় লিখিতেন না। লিখিলেও যজনব্রাহ্মণগণ তাহার তিব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ অপর কোন সমালোচনা গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইতাম। ইহাতেও কি প্রতীতি হয় না? ভরতমল্লিকের সময়েও বৈদ্যসম্প্রদায় যজনব্রাহ্মণ-দিগেরও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অমর, রঘুনন্দন প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ও বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠকে ভিন্ন সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। অমর যেমন অম্বষ্ঠকে শূদ্রপর্য্যায়ে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রঘুনন্দনও তদ্রূপ অম্বষ্ঠকে শূদ্র নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং কুল্লুক, মেধাতিথি প্রভৃতিরাও অম্বষ্ঠকে খচ্চর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদবস্থায় যাহা মিথ্যা, যাহা হারিত সংহিতায় নাই, তদ্রূপ একটি বচন অধ্যাহার করা কি ভরতের পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে? বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ এক হইলে এবং অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি থাকিলে হারিত তৎকৃত সংহিতায় কি উল্লেখ করিতেন না? ইহা হইতেও অবগত হওয়া যায়, হারিতের সময়েও অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল না। তৎপর দেখা যাউক্ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন:—"যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ৯০—৯৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, ও পারশবের জন্ম বৃত্তান্ত বলিয়া ৯৬ শ্লোকে বলিলেন:— "জাত্যুৎকর্ষে যুগেজ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমে পিবা" তর্করত্নমহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন:— "জাতির উৎকর্ষ অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি হইতে বিপ্রত্বাদি লাভ কোন স্থলে সপ্তম, কোনস্থলে ষষ্ঠ ও পঞ্চম জন্মেই হইতে পারে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অম্বষ্ঠকে বাদ দিয়া মুখ্যব্রাহ্মণত্বে উন্নত হওয়ার জন্য অপর অনুলোম জাতি সম্বন্ধে বলেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণের অনুলোম বিবাহ জাত সন্তান মাত্রেরই কথা বলিয়াছেন। যে স্থলে পারশবও সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম জন্মে মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে, তথায় অম্বষ্ঠেরা না পারিবার হেতু কি হইতে পারে? অম্বষ্ঠত্বকামীরা বলিবেন কি? বর্ত্তমানে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, পারশব নামক কোন

শ্রেণীর ব্রহ্মণ আছে কি? তাঁহারা কি মুখ্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া যায় নাই? মধ্যস্থল হইতে অম্বষ্ঠ যে মুখ্য ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় নাই, তাহা অম্বষ্ঠ বিদ্বেষী ব্যতীত অপর কেহ বলিতে পারিবেন না। অম্বষ্ঠের যে চিকিৎসা বৃত্তি ছিল না তাহা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাই প্রমাণ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ১৫৭ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"মাতৃপিত্রতিথিভ্রাতৃজামিসম্বন্ধিমাতুলৈঃ।
বৃদ্ধবালাতুরাচার্য্যবৈদ্যসংশ্রিতবান্ধবৈঃ॥ ১৫৭
ঋত্বিক্ পুরোহিতাপত্যভার্য্যাদাসসনাভিভিঃ।
বিবাদং বর্জ্জয়িত্বা তু সর্ব্বান্ লোকান্ জয়েদ্‌গৃহী॥ ১৫৮

পঞ্চাননতর্করত্ন অনুবাদ করিয়াছেন:— "জননী জনক, অতিথি, বৈমাত্রেয় ও সহোদর ভ্রাতা, সধবা স্ত্রী, সম্বন্ধী, (অর্থাৎ বৈবাহিক, শ্বশুর শ্যালকাদি) মাতুল, বৃদ্ধ, বালক, আতুর, আচার্য্য, বৈদ্য, আশ্রিত, বান্ধব (পিতৃপক্ষীয় ও মাতৃপক্ষীয়) ঋত্বিক, পুরোহিত, পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, দাস, এবং সনাভি (অর্থাৎ সহোদরাভগ্নী কিম্বা জ্ঞাতিগণ) ইহাদের সহিত গৃহস্থ ব্যক্তি বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে প্রাজাপত্যাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্ত হন্। এইস্থলে যে বৈদ্য চিকিৎসক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, বোধহয় তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না পুনঃ তিনি ১ম অধ্যায়ের ৩৩২।৩৩৩ শ্লোকে বলিতেছেন:—

ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ।
"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্ব্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্‌গাং কাঞ্চনং মহীম্।

তর্করত্ন অনুবাদ করিয়াছেন "ঋত্বিক, পুরোহিত, এবং আচার্য্যগণের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ ও বৈদ্যগণকে দর্শন করিবেন। তাহাদিগকে গো, সুবর্ণ ও ভূমি দান করিবেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অম্বষ্ঠের উৎপত্তির বিষয় বলিয়াছেন। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিলে বা তাঁহার অনুমোদিত হইলে নিশ্চয় তিনি, বৈদ্য উল্লেখ না করিয়া অম্বষ্ঠ উল্লেখ করিতেন এবং অম্বষ্ঠকে গো, সুবর্ণ ভূমিদান করিয়া সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা দিতেন্ এবং অম্বষ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিতেন। বৈদ্য যে অম্বষ্ঠ হইতে ভিন্ন সম্প্রদায় তাহাই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অম্বষ্ঠপ্রয়াসিগণ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই বিধানকে কি করিয়া অগ্রাহ্য করিবেন? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কেবল ঋত্বিক, পুরোহিত, জ্যোতির্ব্বিদ্, বৈদ্য প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন তাহা নহে প্রথম অধ্যায়ের ৩৩৬ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

"চাটুতস্করদুর্বৃত্তমহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।

প্রতারক, তস্কর, দুর্বৃত্ত, দস্যুগণ ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশেষতঃ কায়স্থগণের দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবে। যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং কায়স্থ প্রভৃতি

জাতির বিষয় কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কি অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির উল্লেখ করিতে পারিতেন না? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বিধান হইতেও অবহিত হওয়া যায়, তৎ সময়ে ও অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি ছিল না। তৎপর হইল মহর্ষি উশনা প্রণীত উশনসংহিতা।

এইক্ষণ দেখাযাউক মহর্ষি উশনা বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন:—

"ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে" বলিয়াছেন:—

কারবঃ শিল্পিনো বৈদ্যদাসীদাসাস্তথৈব চ।
রাজানো রাজভৃত্যাশ্চ সদ্যঃ শৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

কারু, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী, দাস, রাজা রাজভৃত্য ইহাদিগের সদ্য শৌচ হইবে। মহর্ষি উশনা, উশন সংহিতার কোন স্থলেই অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি বৈদ্যকেই চিকিৎসাবৃত্তিক নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাঁহার অশৌচ সদ্য হইবে বিধান করিয়াছেন। উশনা কোন স্থলেই অম্বষ্ঠের পঞ্চদশাশৌচ হইবে বলেন নাই। পঞ্চাশবৎসরের পূর্ব্বের রচিত "বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয়" নামক গ্রন্থে উশনসংহিতা "সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে।" সর্ব্ববেদে যিনি অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে যিনি পারদর্শী যিনি চিকিৎসা কুশল, তিনি বৈদ্য এইরূপ বচন দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহা বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত পঞ্চাননের অনুদিত উশনসংহিতায় নাই। এই রূপ বহুবচন যে মহামান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে স্খলিত হইয়াছে তাহা অবিদিত নহে। উশনসংহিতার পর হইল "অঙ্গিরঃ সংহিতা" এইক্ষণ দেখা-যাউক্ মহর্ষি অঙ্গিরা অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন।

অঙ্গিরঃসংহিতা পাঠে জানা যায়, তিনি প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে "রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সপ্ত জাতিকে অন্ত্যজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অঙ্গিরা অম্বষ্ঠের নাম ও উল্লেখ করেন নাই। তিনি ৬৩ শ্লোকে "অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ শ্রোত্রিয় বেদপারগঃ" উল্লেখ করিয়াছেন, বেদপারগ বলিলে যে বৈদ্যকে বুঝায় তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই, যে হেতু কোষকারগণ "বেদান্‌বেত্তি অধীতে বা অর্থে বৈদ্য বলিয়াছেন, সর্ব্ব বেদজ্ঞ বলিলে বৈদ্য ব্যতীত অন্যকে বুঝায় না। অঙ্গিরা অগ্নিহোত্রী, তপস্বী, শ্রোত্রিয় বেদপারগগণকে তুল্য রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। অম্বষ্ঠকে কোন সংহিতাকার মহর্ষিই বেদপারগ শব্দে অভিহিত করেন নাই। অম্বষ্ঠ যে সর্ব্ববেদজ্ঞ ছিলেন, তাহার প্রমাণ কেহই উপস্থিত করিতে পারিবেন না তৎপর হইল "যমসংহিতা" এইক্ষণ দেখা যাউক মহর্ষি যম অম্বষ্ঠ সম্পর্কে কিরূপ প্রতিবিধান করিয়াছেন।

যমসংহিতা পাঠে জানা যায়, তিনি ২৯—৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন:— তাহার অনুবাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় যাহা করিয়াছেন তাহা এই:—

শ্বিত্রী, কুষ্ঠী, কুনখী, শ্যাবদন্ত, চিররোগী, হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, খল, পরদ্বেষী দুর্ভগ, ক্লীব, পাষণ্ডী, বেদনিন্দুক, কুতার্কিক, শূদ্রযাজী, অযাজ্যযাজী, প্রতিগ্রহী লোভী, যাচক, বিষয়লোলুপ,

চিকিৎসাব্যবসায়ী, এবং অসদালাপী ইহাদিগকে অর্থাৎ এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে দানে যত্ন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। এই ব্রাহ্মণ অর্থে দ্বিজ ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, যেহেতু তিনি ৪১ শ্লোকে "দ্বিজ" উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিজব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই বলিয়াছেন মূলত চিকিৎসাব্যবসায়ীকে

বৈদ্য বলা হইয়াছে, যথাঃ "শ্রাবদন্তোহথবৈদ্যশ্চ অসদালাপকস্তথা।" বৈদ্য অর্থেই পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় 'চিকিৎসাব্যবসায়ী' লিখিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যদি কোন দ্বিজব্রাহ্মণ 'বৈদ্যবৃত্তি' অবলম্বন করেন, অর্থাৎ চিকিৎসাব্যবসায়ী হন, তাহাকে শ্রাদ্ধে দানে কথনও নিযুক্ত করিবে না। কিন্তু ত্রিজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে (জাতি বৈদ্যকে) নিযুক্ত করিতে তিনি নিষেধ করেনে নাই। রঘুনন্দনমহাশয় যে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতি ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবচেতি যমঃ" বলিয়া কলিযুগে ব্রাহ্মণ শূদ্র ব্যতীত অপর কোন জাতি নাই লিখিয়াছেন, তাহা যম-সংহিতায় দৃষ্ট হয় না। কোথায় হইতে রঘুনন্দন এইরূপ ডাহা মিথ্যা বচন মহর্ষি যমের নাম করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা যাজক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিয়া দিবেন কি? এইরূপ মিথ্যার প্রভাবে যাজকব্রাহ্মণ নব্যস্মৃতিপাঠীরা কি প্রভাবিত হন নাই? এই মন্ত্র বলেই কি স্মৃতি পাঠীরা বলেন না, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভিন্ন অপর কোন বর্ণ নাই? শব্দকল্পদ্রুমেই বা কি করিয়া এই বচন ১৪২৭ পৃষ্ঠায় তৃতীয় কলামে উল্লেখিত হইল। এইরূপ শত শত মিথ্যার প্রবচন নিয়া কি হিন্দুশাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি পায় নাই? এইস্থলে সেই সব বিষয় আমাদের আলোচ্য নহে। মহর্ষি যম যে কোন স্থলেই অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি ছিল বলেন নাই, বৈদ্যদেরই চিকিৎসা বৃত্তি ছিল তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "তৎপর হইল আপস্তম্বসংহিতা"। এইক্ষণ দেখা যাউক্ মহর্ষি আপস্তম্ব অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন।

আপস্তম্বসংহিতাপাঠে জানা যায়, ২৭ শ্লোকে তিনি ভিষক্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ভিষক্ শব্দ যে বৈদ্যের পর্য্যায় বাচক শব্দ, ভিষক্ বলিলে যে বৈদ্যকেই বুঝায় অম্বষ্ঠকে বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বে বহু স্থলে বলা হইয়াছে। চিকিৎসাবৃত্তি যে বৈদ্যের, অম্বষ্ঠের নহে, তাহা আপস্তম্ব সংহিতা হইতেও জানা যায়। তৎপর হইল "সংবর্ত্তসংহিতা" এইক্ষণ দেখা যাউক্ মহর্ষিসংবর্ত্ত অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বলিয়াছেন।

সংবর্ত্ত সংহিতা চিকিৎসা বা চিকিৎসক সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, তিনি বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। তৎপর হইল কাত্যায়নসংহিতা, মহর্ষি কাত্যায়ন অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

কাত্যায়নসংহিতা হইতে শব্দকল্পদ্রুমের ১৪২৫ পৃষ্ঠায় 'বৈদ্য' শব্দার্থে কাত্যায়নঃ। না বিদ্যানাম্ভ বৈদ্যেন দেয়ং বিদ্যাধনং কচিৎ। সমবিদ্যাধিকানান্ত দেয়ং বৈদ্যেন তদ্ধনম্। যে বচন কাত্যায়নসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পঞ্চানন কর্ত্তৃক অনুদিত কাত্যায়নসংহিতায় নাই। "শব্দকল্পদ্রুম" বৈদ্যের সাহায্যকৃত বা বৈদ্য কর্ত্তৃক লিখিত নহে, যে বৈদ্যেরা বচনটী রচনা করিয়া দিয়াছেন। কায়স্থের অর্থ সাহায্যে এবং যত্নে

ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ত্তৃক সংগৃহীত শব্দকল্পদ্রুমে যখন এই বচন সংগৃহীত হইয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে করিতে হইবে, কাত্যায়নসংহিতা হইতে এই বচনটী খলিত হইয়াছে। ইহা হইতে বৈদ্য বিদ্বেষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন আর কি হইতে পারে? কাত্যায়নসংহিতাতে চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিষয়ক কোন তত্ত্বেরই আলোচনা হয় নাই। তৎপর হইল বৃহস্পতিসংহিতা। বৃহস্পতিসংহিতাতেও চিকিৎসক বা চিকিৎসা বিষয়ক কোন গবেষণা নাই তবে মনুসংহিতার টীকায় কুল্লুক মহাশয় "বৃহস্পতিরপ্যাহ বলিয়া "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যংহি মনোঃ স্মৃতং। মন্বর্থ বিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে" যে বচন অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহা বৃহস্পতি সংহিতায় নাই। এই বচন কি কুল্লুকের কল্পিত, না পঞ্চাননের খলিতী, তাহা সুধীসমাজ নির্ণয় করিবেন। হয়তঃ কুল্লুক মনুসংহিতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই রূপ বচন নিজে বৃহস্পতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন, হয়তঃ মনে করিয়া থাকিবেন মনুসংহিতাকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া যদি খ্যাপন করা যায় তাহা হইলে যে সমস্ত জালবচন প্রাক্ষিপ্ত করিয়া মনুসংহিতার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তাহা মনুর বচন বলিয়া সকলেই অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে। এইরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কুল্লুক বৃহস্পতির নামে বচন প্রণয়ন করিয়া দিয়া থাকিবেন। যদি এই রূপ বচন অন্যান্য প্রদেশের মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়, বঙ্গবাসীপ্রেস হইতে প্রকাশিত মনুসংহিতা হইতে উৎখাত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ইহাও পঞ্চাননের অপর একটি সুকীর্ত্তি। তিনি শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীর অনুবাদ করিতে যাইয়া কিরূপ শাস্ত্রীয়গ্রন্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, কিরূপ বুজরুকী খেলিয়াছেন, কিভাবে বৈদ্যবিদ্বেষিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা "পঞ্চানন নামক তৃতীয় দ্বারে" বিবৃত হইবে। যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা টীকা, টিপ্পনী ভাষ্য ও অনুবাদ করিতে যাইয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীকে যে ভাবে কলুষিত করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে ভবিষ্যপুরাণের "নাস্তি ধর্ম্মঃ কলৌ যুগে" ইহার সত্যতা অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হয়। তৎপর হইল পরাশরসংহিতা, মহর্ষি পরাশর বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক্।

মহর্ষি পরাশর পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

কৃতেতু মানবো ধর্ম্মঃ ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ॥

পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদ করিয়াছেন:—"সত্যযুগে মনুব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম দ্বাপরে শঙ্খ লিখিত ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম।

ইহা হইতে স্পষ্টই সূচিত হইতেছে, এই ঘোর কলিকালে একমাত্র মহর্ষি পরাশরের ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয়। মনুর ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম কলিকালে বলবৎ হইতে পারে না। তিনি অন্যশ্লোকে আরও স্পষ্ট বলিয়াছেন:—

"চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচার ভ্রষ্ট দেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্মুখঃ॥

আচারই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্মপালক, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। হে কালী অম্বষ্ঠত্ব প্রয়াসীগণ! একবার মহর্ষি পরাশরের এই বচনের প্রতি দৃষ্টি করুন। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, আচার ভ্রষ্টব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম নাই। তোমরা যে বৈশ্যাচার গ্রহণ করিতেছ এবং গ্রহণ করার জন্য যাজকব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতারিত হইতে চলিয়াছ, মহর্ষি পরাশর বৈশ্যের আচার সম্বন্ধে বিধান করিয়াছেন :—

"লৌহকর্ম্ম তথারত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্,
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা।" ৬০ শ্লোক ১ম অঃ

লৌহকর্ম্ম, রত্ন, গোপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের কর্ম্ম। শূদ্রেরবৃত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"শূদ্রাণাং দ্বিজশুশ্রূষা পরোধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" শূদ্রদের দ্বিজশুশ্রূষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তৎপর বলিয়াছেন :—"অন্যথা কুরুতে কিঞ্চিৎ তদ্ভবেৎ তস্য নিষ্ফলম্" ইহাছাড়া তাহারা যাহা করিবে, তৎসমস্তই নিষ্ফল হইবে। যে সমস্ত বৈদ্য নামধেয় ব্যক্তিরা বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার পালন করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা পরাশরের এই ব্যবস্থাপিত ধর্ম্মকে কি বলিবেন? বৈশ্যাচারী, শূদ্রাচারী অম্বষ্ঠেরা একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করুন, বস্তুতঃ তাহাদের এই আচারে ধর্ম্মরক্ষা হইতেছে কিনা? ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্ব, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। ধর্ম্মহীন ব্যক্তি পশুর সমান। যদি ধর্ম্মই রক্ষা না হইল, তবে পশুজীবন পালন করিয়া ফল কি? পশুত্বলাভের জন্য জিদ্ বা কেন? মহর্ষি পরাশর জলদ্‌গম্ভীর নাদে অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"তে হি পাপে কৃতে বৈদ্যা হর্ত্তারশ্চৈব পাপ্মনাম্।
ব্যাধিতস্য যথা বৈদ্যা বুদ্ধিমন্তো রুজাপহাঃ" ॥ ৮অঃ ৭শ্লোক।

"পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয় বৈদ্যবিদ্বেষী হইয়াও অনুবাদ করিয়াছেন, "বুদ্ধিমান বৈদ্য যেমন পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, সেইরূপ পাপ যাহাতে দূর হইতে পারে তাহারও উপায় করিয়া দিবেন।" পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়ার উপায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ করিতে পারে কিনা একবার অম্বষ্ঠত্ব প্রয়াসীরা চিন্তা করিবেন কি? মহর্ষি পরাশর স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, বৈদ্যরাই পীড়িতের পীড়া আরোগ্য করেন, অর্থাৎ বৈদ্যই চিকিৎসাবৃত্তিক। অম্বষ্ঠ সম্প্রদায় যদি চিকিৎসাবৃত্তিক হইত, তাহা হইলে মহর্ষি কলিযুগের জন্য যে সংহিতা প্রণয়ন করিলেন, তাহাতে কি তিনি অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখ করিতেন না! মনুসংহিতা যে পরাশর সংহিতার পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে? চিকিৎসাবৃত্তিক হেতুতেই মহর্ষি পরাশর তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বৈদ্যের অশৌচ সদ্য হইবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি থাকিলে তিনি কি অম্বষ্ঠের অশৌচের বিধান করিতেন না? যাহা পরাশর সংহিতায় নাই, তাহা কি করিয়া মনুসংহিতায় স্থান লাভ করিল তাহা সুধীসমাজ চিন্তা করিবেন কি? ব্রাহ্মণ কাহার কাহার অন্ন গ্রহণ করিবেন মহর্ষিপরাশর তাহারও প্রতিবিধান করিয়াছেন যথা :—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।

তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥ ১১অঃ ১৩শ্লোক

ক্ষত্রিয়ই হউক, আর বৈশ্যই হউক, যদি সে ক্রিয়াবান্‌ বা ধর্ম্মকর্ম্মকারী ও বিশুদ্ধাচারী হয়, তবে তাহার গৃহে যজ্ঞাদিতে ও পিতৃশ্রাদ্ধেতে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই ভোজন করিতে পারিবেন। ১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন :—

"আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।

মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শত জপেৎ॥ ১১অঃ ১৯

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥ ১১অঃ ২০

শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।

সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥ ১১অঃ ২১

ক্ষত্রিয়াৎশূদ্রকন্যায়াং সমুৎপন্নস্তু যঃ সুতঃ।

স গোপাল ইতিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্ন সংশয়ঃ॥ ১১অঃ ২২

বৈশ্যকন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।

আর্দ্ধিক স তু বিজ্ঞেয়ো ভোজ্যো বিপ্রৈর্নসংশয়ঃ॥ ১১অঃ ২৩

পঞ্চাননতর্করত্ন মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন :- যদি কোনরূপ বিপদ্‌কালে বিপ্র শূদ্রগৃহে ভোজন করেন, তবে তাহাতে তাহার মনস্তাপ জন্মিলেই শুদ্ধ হইবেন অথবা শতবার গায়ত্রী জপ করিবেন। দাস, গোপাল্‌, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীর কিম্বা যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, শূদ্রের মধ্যে এই কয়জনের অন্ন ভোজন করা যায়। শূদ্র কন্যাতে ব্রাহ্মণঔরসে জাত অথচ ব্রাহ্মণ দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে দাস কহে; কিন্তু অসংস্কৃত থাকিলে তাহাকে নাপিত বলে। যে পুত্র শূদ্রকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাকে গোপাল বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় তাহার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে পারেন। বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মিলে এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আর্দ্ধিক (অর্দ্ধসীর) বলিয়া জানিবে। বিপ্রঃ নিঃসংশয়েই তাহার গৃহে ভোজন করিতে পারেন।

এইক্ষণ জিজ্ঞাসা করি, হে অম্বষ্ঠত্বকামিগণ! তোমরা ত নিজকে ব্রাহ্মণের ঔরসে দ্বিজ-কন্যা যথাশাস্ত্র পরিণীতা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত বলিয়া আত্মখ্যাপন করিতে যাইতেছ। একবার তোমাদের পৃষ্ঠপোষক আদিপিতার বংশধরদিগকে জিজ্ঞাসা করনা কেন? তোমাদের গৃহে তাঁহাদের ভোজন করিতে কোন আপত্তি আছে কিনা? বৈশ্যের গৃহে এমন কি দাস, নাপিত গোপালের ঘরে যখন ব্রাহ্মণদের আহার করার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারেনা তোমাদের ঘরে আহার করিতে আপত্তি হইবে কেন? ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ নাই বৈদ্যব্রাহ্মণের গৃহে যাজক ব্রাহ্মণেরা আহার করেন না। এই পতিত বঙ্গদেশেও কি বৈদ্যদের গৃহে যাজক

ব্রাহ্মণ আহার করিতেন, তাহা কি যজনব্রাহ্মণ রাজা গণেশের আদেশ পত্র হইতে জানা যায় না? যে স্থলে যজন ব্রাহ্মণের সহিত বৈদ্যেরা যৌন সম্বন্ধ করিতেন না, এবং যৌন সম্বন্ধ করাকে দুর্দ্দৈব বলিয়া মনে করিতেন, তথায় যজনব্রাহ্মণ সম্প্রদায় যে আহার করিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ কৃত মনে করিতেন, তাহা কি সন্দেহ করার অবকাশ আছে? এইক্ষণও কি শত শত যজনব্রাহ্মণ বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রসাদ গ্রহণ করেন না? শ্রীখণ্ড ভাজনঘাট প্রভৃতির বৈদ্য গোস্বামীদের যে পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক যজনব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য আছে, তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারে? তদবস্থায় বৈদ্য ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করিয়া বর্ণসঙ্করত্ব, শূদ্রত্ব খচ্চরত্ব হইতে প্রয়াসী হইতেছ কেন? কলিযুগের জন্য যেসংহিতোক্ত ধর্ম্ম ব্যবহিত, সেই সংহিতায় চিকিৎসক অর্থে বৈদ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অম্বষ্ঠ নির্দ্দেশ করেন নাই। হালা অম্বষ্ঠকামীদের পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে যে চিকিৎসাবৃত্তিক ছিলেন, ইহা বোধহয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মহর্ষি পরাশরও বৈদ্যকে দেবতাস্থানীয় ব্রাহ্মণই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানবের পাপ দূরীকরণের ক্ষমতা দেবতাস্থানীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর ব্রাহ্মণের সম্ভব হয় না। পরাশর সংহিতার পর হইল ব্যাসসংহিতা। এইক্ষণ দেখা যাক্ মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত সংহিতায় অম্বষ্ঠের কিরূপ প্রতিবিধান করিয়াছেন।

ব্যাস সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে রহিয়াছে:—

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধ যত্র দৃশ্যতে।
তত্রশ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধেস্মৃতির্ব্বরা॥

যেস্থলে শ্রুতি, স্মৃতি, ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেইস্থলে শ্রুতিকথিত বিধিই বলবান্ এবং যেস্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেইস্থলে স্মৃতিকথিত বিধিই বলবান্।

এইক্ষণ দেখা যাক্ শ্রুতি চিকিৎসককে কোন বর্ণীয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তাহার সংজ্ঞা কি করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯৭ সূক্তে এবং যজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়ী সংহিতা) ১২।৮০ তে লিখা আছে:—

যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃস উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীব চাতনঃ॥

মহীধর ভাষ্য করিয়াছেন "হে ঔষধ্যঃ ঔষধয়ঃ যত্র বিপ্রে ভৈষজ্য কর্ত্তরি ব্রাহ্মণেযূয়ং সমগ্মত সংগচ্ছত রোগং জেতুং কে ইব রাজা ইব যথা রাজানঃ সমিতৌ যুদ্ধে শত্রূন্ জেতুংগচ্ছন্তি; স ভবদাশ্রয়ো বিপ্রঃ ভিষক্ বৈদ্য উচ্যতে কথ্যতে। কীদৃশো বিপ্রঃ রক্ষোহা রক্ষাংসি হন্তীতি রক্ষোঘ্নং পুরোডাশংকৃত্বা রক্ষসাং হন্তা রক্ষোপদ্রব নাশকঃ, তথা অমীবচাতনঃ অমীবান্ রোগান্ চাতয়ন্তি নাশয়ন্তি ইতি।

সামন্ত রাজগণ যেমন সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ জয় করিতে গমন করেন, হে ঔষধগণ তোমরা সেইরূপ তোমাদের আশ্রিত যে বিপ্রের নিকট গমন কর, তাঁহাকেই

ভিষক্‌ বা বৈদ্য বলা যায়। সেই ভিষক্‌ পুরোভাগ যজ্ঞ করিয়া রক্ষোভয় নিবারণ করেন এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ নাশ করিয়া থাকেন। তৎপরও ঋগ্বেদ বলিতেছেন :—

"ঔষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্‌ পারয়ামসি॥

"সায়ন ভাষ্য করিয়াছেন :—" "যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধি সামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্‌।" ওষধিগণ তাহাদের রাজা চন্দ্রকে বলিতেছে, হে রাজন ওষধি সামর্থজ্ঞ যে ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) রুগ্নের চিকিৎসা করেন তিনি যে রোগীর জন্য আমাদিগকে উঠাইতেছেন, তাহাকে আমরা নিরাময় করিব। অথর্ব্ববেদ বলিতেছেন :—

"গুরুবদ্ভাবয়েদ্রোগী বৈদ্যংতস্য নমস্ক্রিয়াম্‌।
মুনয়ো যদি গৃহ্ণন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগীনঃ॥
শরীরে জর্জ্জরীভূতে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্‌॥

রোগী বৈদ্যকে গুরুবৎ ভাবনা করিবে। মুনিগণও যদি বৈদ্যের নমস্কার গ্রহণ করেন অর্থাৎ প্রতি নমস্কার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হয়। শরীর যখন জরাগ্রস্ত হয় প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন ঔষধ গঙ্গাজল স্বরূপ বৈদ্য স্বয়ং নারায়ণ স্বরূপ হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদের কাবৈক শাখায় বৈদ্যের চারণ উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ বৈদ্যকে চারণ (ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা) বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

এই সমুদয় বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে ব্রাহ্মণগণেরই বেদবিদ্যা অধিকৃত ছিল। সেই বেদবিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী হইতেন অর্থাৎ বিদ্যা সমাপ্ত করিতেন তাঁহারাই বৈদ্য উপনাম প্রাপ্ত হইতেন। সুশ্রুতের টীকায় অশেষশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ডল্লনাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

যদ্যপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাগুপনীতা তথাপি আয়ুর্ব্বেদ পঠনারম্ভে পুনরুপনয়নম্‌। ঋগ্‌যজুঃ সামানি অধীত্য অথর্ব্বারম্ভে পুনর্ভবাব তারণম্‌।"

যদ্যপি ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ পূর্ব্বে উপনীত হন, তথাপি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নারম্ভে পুনরুপ নয়ন বিধি। এই উপনয়ন তৃতীয় জন্ম রূপে গণনীয় এবং বিদ্যা সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেয় বলিয়া তদ্দ্বারাও বৈদ্যত্ব স্বীকৃত হয়। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন :—

"বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দংহি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষ মথাপিবা।
ধ্রুব মাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাবৈদ্য দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥"

বিদ্যা সমাপ্তিতে ভিষকের তৃতীয় জন্ম হয়, তখন তিনি বৈদ্য উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাসমাপ্তি ব্যতীত বৈদ্য উপাধি লাভ হয় না। বিদ্যা সমাপ্তি জ্ঞান হেতুক ব্রহ্ম ও ঋষিসত্ত্ব তাহাতে নিশ্চয় রূপে প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্যগণকে ত্রিজ বলা হয়। মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন :— "আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাত্তেভ্যো বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ। আয়ুর্ব্বেদ উপনয়ন হেতু বৈদ্যগণ ত্রিজ বলিয়া কথিত হয়।"

আয়ুর্ব্বেদের কোন স্থলেই দৃষ্ট হইবে না, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি ছিল বা অম্বষ্ঠকে চিকিৎসক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সেই দিনকার সঙ্কলিত শব্দকল্পদ্রুমেও আয়ুর্ব্বেদ অর্থে 'বৈদ্যকশাস্ত্র' লিখিত হইয়াছে। এবং চিকিৎসক অর্থে রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য লিখা হইয়াছে। চিকিৎসা' শব্দে লিখা হইয়াছে :—

"ঔষধং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন চৌষধম্।
বৈদ্যকর্ম্ম সচেৎ কুর্য্যাদ্ বধ মর্হতি রাজতঃ॥

বস্তুতঃ যদি অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি থাকিত, সমাজ অম্বষ্ঠকে চিকিৎসক রূপে গণনা করিত তাহা হইলে সেই দিনকার সংকলিত শব্দকল্পদ্রুম নিশ্চয় চিকিৎসক পর্য্যায়ে অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখিত হইত। তাহা না হইয়া লিখিত হইয়াছে :—

তত্ত্বাধিগত শাস্ত্রার্থো দৃষ্ট কর্ম্মা স্বয়ংকৃতী।
লঘুহস্তঃ শুচিঃ শূরঃ স্বচ্ছোপস্কর ভেষজঃ॥
প্রত্যুৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসায়ী প্রিয়ংবদঃ।
সত্য ধর্ম্মপরোযশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্যতে॥
কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী, স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরি সমা অপি॥
ব্যাধেস্তত্ত্ব পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥
হৃতো রোগী চ রিক্তহস্তো বৈদ্যং ন পশ্যেৎ।

এইরূপ বহু বচন অধ্যাহার করা যাইতে পারে, বেদ, বেদান্ত, সংহিতা প্রভৃতি মহামাণ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থ নিরে চিকিৎসক অর্থে বৈদ্যই উল্লেখ করিয়াছেন, কোন স্থলেও চিকিৎসকের লক্ষণ, গুণ, কর্ম্মের উল্লেখে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই। যেমন ঋক্, যজুঃ, সাম অথর্ব্ব বেদের কোন স্থলেই অম্বষ্ঠের নাম গন্ধও নাই। তদ্রূপ পঞ্চম বেদ (১) আয়ুর্ব্বেদের ও কোনস্থলেও অম্বষ্ঠের নাম গন্ধ নাই। (১) *

হে অম্বষ্ঠত্ব কামিগণ! একবার নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করুন মহর্ষি-ব্যাসদেব, "শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং" বলিয়া যে শ্রুতি, তৎপর স্মৃতি, তৎপর পুরাণের নাম করিয়াছেন, শ্রুতির কোন স্থলেই দেখাইতে পারিবেন না অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি কস্মিন কালে ছিল, পাঁচখানি

বেদের (১) বচন অধ্যাহার করিয়া প্রতিপাদন করা হইল ব্রাহ্মণকেই বৈদ্য, বৈদ্যকেই চিকিৎসা বৃত্তিকই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। গেল শ্রুতি। তৎপর হইল স্মৃতি, অত্রি হইতে পরাশর পর্য্যন্ত স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এবং "কলো পরাশর মতঃ" বলিতে পরাশরের মতই গ্রহণীয় বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির উল্লেখ নাই। এইক্ষণ দেখা যাউক্ মহর্ষি ব্যাসদেব তৎপর কি বলিয়াছেন:—

ব্যাস সংহিতার ৭।৮ শ্লোকে বলিয়াছেন:—

বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসুক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসুবৈশ্যবৎ॥
বিপ্রক্ষত্রিয় বৈশ্যেভ্যস্তুতঃ শূদ্রাসুশূদ্রবৎ॥

বিপ্রের পরিণীতা সবর্ণা অসবর্ণা দ্বিজ কন্যাতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যাতে জাতপুত্রের বিপ্রবৎ (ব্রাহ্মণ সদৃশ) জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। ক্ষত্রিয় পরিণীতা ক্ষত্রিয় কন্যাতে ও বৈশ্যাকন্যাতে জাতপুত্রের জাতকর্ম্ম ক্ষত্রিয়বৎ। বৈশ্য পরিণীতা বৈশ্যাপত্নীতে জাত পুত্রে জাতকার্য্য বৈশ্যবৎ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাতপুত্রের জাতকর্ম্ম শূদ্রবৎ করিবে। যে হেতু দ্বিজগণ শূদ্রকন্যা বিবাহ অমন্ত্রক করিয়া থাকেন। দ্বিজদের সহিত শূদ্রকন্যার বিবাহ অমন্ত্রক হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রাস্ত্রী দ্বিজাপদ বাচ্য হয় না। শূদ্রাই থাকিয়া যায়, তজ্জাত সন্তানগণও সংস্কার যোগ্য হয় না। মহাভারত হইতে শব্দ-কল্পদ্রুমে অধ্যাহার করা হইয়াছে:—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবস্যাদ্ বৈশ্যায়ামপি চৈবাহি॥

ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতপুত্র যে ব্রাহ্মণ তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতপুত্রও তৎসদৃশ ব্রাহ্মণই হয় এবং বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতপুত্রও ব্রাহ্মণীতে জাতপুত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণই হইয়া থাকে।

মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অন্যথা কি ব্যাস সংহিতায় লিখিতে পারেন, আরও স্পষ্ট করিয়া অনুশাসন পর্ব্বের ৪৭ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন "ত্রিষুবর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ। ব্রাহ্মণের ত্রিবর্ণীয়া পত্নীজাত পুত্র ব্রাহ্মণই হয়। এইক্ষণ দেখুন বঙ্গবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা অনুদিত ব্যাস সংহিতায় মুদ্রিত হইয়াছে:—

* (১) ঋগযজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈ বায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ
কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌবিভুঃ।
স্বতন্ত্র সংহিতা তস্মাদ ভাস্করশ্চ চকার স

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ।
জাতকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥

তর্করত্ন অনুবাদ করিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাকে বিপ্রবিন্না কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাত কর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে। ক্ষত্রবিন্নাপত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে ক্ষত্রবিন্না বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে।"

ধন্য তর্করত্ন হে! ধন্য পাণ্ডিত্যে!! ধন্য তোমার কূটনীতিতে!!! এইসব পণ্ডিতেরাই মহাভারতে "চণ্ডালো ব্রাত্যবৈদ্যৌচ" পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, বৈদ্যদিগকে চণ্ডাল বানাইয়া রাখার বন্দোবস্ত করিয়াছে। হে বৈশ্যাচার প্রয়াসী তথাকথিত অম্বষ্ঠ! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের জন্য কিরূপ বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে? "ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ" পাঠের অনুবাদ কি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া পত্নীকে ক্ষত্রবিন্না কহে, তজ্জাত সন্তানের জাতকর্ম্ম বিপ্রবৎ ব্রাহ্মণবৎ হইবে" এইরূপ হয় না? শ্লোকে বিপ্রবিন্না, ক্ষত্রিয়বিন্না উল্লেখ আছে, বৈশ্যবিন্না কেন উল্লেখ হয় নাই? কেনইবা দুইবার "শূদ্রাসু শূদ্রবৎ"। শূদ্রাসু শূদ্র বৎ" পাঠ লিখা হইল। ইহার কি উত্তর দিবে চিন্তা করিয়াছ কি? তোমাদের পৃষ্ঠপোষক তোমাদের অর্থপুষ্টেরা তোমাদিগকে কোথায় চণ্ডাল কোথায় শূদ্র, কোথাইবা বর্ণ সঙ্কর, কোথায় বা খচ্চর আর কোথায় বা বৈশ্য নির্দ্দেশ কি করেনাই? যে পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক উনবিংশ সংহিতার সম্পাদিত এইসব তাঁহার কপ্লকনা একবার চিন্তা কর না কেন? বাংলার বাহিরের উনবিংশসংহিতার পাঠ প্রথমেই অধ্যাহার করিয়াছি। তাহাতে যাহা পাঠ আছে, তৎমতে যে তোমরা ব্রাহ্মণ হইয়া যাও। বৈশ্য হইতে পারে না। তোমাকে আজ বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল, খচ্চর প্রভৃতি সুমধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছে, তাহাতেই তোমরা আনন্দে নৃত্য করিতেছ। একবার ব্রাহ্মণের অমন্ত্রক বিবাহিতা শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের দিকে লক্ষ্য কর না কেন? ব্রাহ্মণের শূদ্রাস্ত্রীর সন্তান সংস্কার যোগ্য নহে বলা হইয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য "শূদ্রাপত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মাজন্মে না বলিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন:—

"হীনজাতি স্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥,

(ক্রমশঃ)

শ্রী তৎসং।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ | আশ্বিন। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আবাহনম্।

কবিরাজ শ্রীকালীপদ দাশশর্ম্মা কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন। খানাকুল পোঃ (হুগলি)

(১)

মাতঃ! সন্ততিযাতনাস্তনিরতে!
সন্তানশান্তিব্রতে!
হৃৎকান্তারবিহারিণং তিরয়িতুং
মোহান্ধকারং নৃনাম্।
আহ্বানং প্রীতিৈঃ স্তুতৈঃ প্রিয়সুতে!
সম্প্রার্থিতা ভক্তিতো
দুর্গে! দুর্গতিহারিণি! ত্রিজগতাং
কৈবল্যলীলাময়ি!

(২)

মাতঃ! পূর্ণশশিপ্রভাবদমলে!
ত্বৎপাদপদ্মদ্বয়ং,
সেবন্তে বিধিচন্দ্রসূর্য্যবরুণা—
নির্ব্বাণলাভাশয়া।
পূজামন্তমন্তব ত্রিনয়নে!
জানীমহে নো বয়ং,
ত্রাহিত্বং করুণাময়ি! স্বকরুণা—
পীযূষদানেন নঃ॥

বোধন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, চট্টগ্রাম।

জয় জয় জয়!
হাসে উষা দিক্ বালা,
শ্যামলা ধরনী আলা,
আনন্দ জেগেছে বিশ্বময়।
জয় জয় জয়!

বাজে বাঁশী সপ্তস্বরা,
মৃদঙ্গ দামামা কাড়া,
কোটি কণ্ঠে আবাহন
আনন্দ বোধন।

মা আসে বরষ পরে,
অতুল আনন্দ ভরে,
আঁধারে ফুঠেছে আলো
হৃদয় শোভন।

ছুঠে কত ভাই বোন,
অন্ধ খঞ্জ দুঃখীজন,
নিরানন্দে আনন্দের
পাইয়া বারতা।

কোথা আর দৈন্য গ্লানি,
শত দুখ নিবে টানি,
অভয়া আনন্দময়ী
তিনি যার মাতা।

ফুলমালা দোলে দ্বারে,
ধ্বজা উড়ে গৃহচুড়ে,
ধনীর অঙ্গন জুড়ি
আছে কত জন।

কেন এ বৈষম্য হেরি,
কেহ সাজ সজ্জা পরি,
কেহ জীর্ণ পরিধেয়
সজল নয়ন।

কেহ ত ডাকেনি কাছে,
আঁখিটি দেয়নি মুছে,
হাতে শূন্য ভিক্ষাপাত্র
পুরিবে কখন।

মা এসেছে আজি তার,
তাই বিশ্ব তোলপাড়,
মা কেমন দেখিবে সে
জুড়াবে নয়ন।

গৃহটি লাগেনি ভালো,
জ্বলেনি মঙ্গল আলো,
কেবল দুখেতে ভরা
শুধু আঁখি জল।

যার ঘরে বাজে বাঁশী,
দাঁড়ায় সেথায় আসি,
আনন্দে মিশায় প্রাণ
ব্যথিত দুর্ব্বল।

চিন্ময়ী মৃন্ময়ী রূপে,
বসন ভূষণ দীপে,
উজ্জ্বল হসিত মুখ
বিচিত্র শোভন।

চৌদিকে বাজিছে বাঁশী,
উঠিতেছে কল হাসি,
ঋষির গায়ত্রী ছন্দে
কোটি আবাহন।

তুই কিগো মা আমার?
খুঁজি তোরে দ্বারে দ্বার,
এত আলো, এত হাসি
আছে তোরে ঘিরে।

তুই যদি মা আমার,
কেন ঘর অন্ধকার?
বুকভরা হাহাকার,
ভাসি আঁখি নীরে?

দেখ মা আঁখিটি তুলি,
হাতে মোর ভিক্ষাঝুলি,
পরনে বসনখানি
ছেঁড়া শত স্থান।

অনাহারে অর্দ্ধাহারে,
ডাকি তোরে বারে বারে,
মা হয়ে চাবিনি ফিরে
এত কি পাষাণ?

ছুটে আয় ছুটে আয়,
কে আছিস মা কোথায়,
অনাথ আতুর জনে
নিতে কোলে তুলে।

নাহি মাতা নাহি কেহ,
কে তারে করিবে স্নেহ,
কে দিবে সান্ত্বনা হায়,
আপনার বলে।

শুধু কি সে রবে চেয়ে,
তোমার দুয়ারে যেয়ে,
তোমার উৎসব শেষে
যাবে ঘরে ফিরে।

কত যে বেদনা নিয়ে,
এসেছে সে হেথা ধেয়ে
হাসিতে হাসিয়া গেছে
কাঁদিবে সে ফিরে।

বিষম বাজিবে প্রাণে,
তোমারি আনন্দ গানে,
নিঠুর মঙ্গল আলো
ভাতিবে নয়নে।

মিছা পূজা জননীর,
ব্যর্থ ধ্বনি আরতির,
শুভ্র কুম্ভ আম্রসার,
রেখেছ তোড়নে।

জননী এসেছে যবে,
কেন নিরানন্দ রবে?
অভাব না রবে আর
হাসি অশ্রুজল।

আনন্দে বোধন যার,
ঝরিছে আনন্দাসার,
ভেদ দ্বন্দ্ব নিরানন্দ
ঘুচুক সকল।

জয় জয় জয়!
হাসে উষা দিক বালা,
শ্যামলা ধরনী আলা,
আনন্দ জেগেছে বিশ্বময়।
জয় জয় জয়!

—:—

বিজয়া—সম্ভাষণ।

প্রণম্য দুর্গাং শিবদাং শিবপ্রিয়াং
শুভায় সর্ব্বে বিজয়োৎসবান্বিতৈঃ।
বিধেয় মাধ্যোঃ পরিরভ্য সাদরং
পরস্পরং প্রেম ময়াভিবাদনম্॥

জগজ্জননী মা দুর্গার ঐশ্বর্য্যময়ী মূর্ত্তির বিসর্জ্জন সম্পন্ন করিয়া গ্রাহক, অনুগ্রাহক, প্রবন্ধলিখক, সম্বাদক, সহায়ক, সাহায্যকারক প্রভৃতি বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে সজলনয়নে বিজয়ার শুভাভিবাদন প্রণিপাত, নমস্কার, আলিঙ্গন, সম্ভাষণ ও শুভাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের অনুগ্রহে, আগ্রহে, অর্থানুকূল্যে ও হিতোপদেশে বৈদ্যপ্রতিভার জীবনীশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও মা দুর্গার কৃপা করুণা দান ব্যতীত অপর কিছুই নহে। বিজয়ার আলীঙ্গনে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, আত্মপ্রাধান্যতা, স্বজাতিদ্রোহিতা, ভুলিয়া যেন আমরা একীকরণের ও একতার সুফল প্রাপ্ত হইয়া সঙ্ঘশক্তিলাভে বিলুপ্তজাতীয় গৌরব পুনঃ উদ্ধারে সক্ষম হই, ইহাই মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। কবি গাহিয়াছেন:—

"অভয়া অভয় পদে লভিয়া আশ্রয়,—
আত্মশক্তি মাতৃভক্তি নির্ভয়ে নিশ্চয়।
নববলে অগ্রসর হউন্ নির্ভয়,—
প্রতিপদে নিরাপদে লভুন বিজয়॥

সুসংবাদ।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম এ মহাশয়ের প্রথম পুত্রের শুভবিবাহ সংবাদ গতসংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার মহাপ্রাণতার বিষয় যাহা লিখার নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা ভুলে লিখা হয় নাই। ঢাকার অন্তর্গত সোণারঙ্গ গ্রামবাসী শক্তিগোত্রীয়সেন বিক্রমপুর সমাজে তাঁহার কৌলিণ্যগর্ব্ব যথেষ্ট। তাঁহারা দুইভ্রাতা, তিনি যেমন প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতের অধ্যাপক, তাঁহার ছোটভ্রাতাও ফেনীকলেজের

সংস্কৃতের অধ্যাপক। নীতিকার বর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, কন্যা রূপ, পিতা বিদ্যা, মাতা ধন, কুটুম্বগণ কুল এবং অপরেরা মিষ্টান্নের কামনা করে। কন্যাপক্ষের কাম্য যাহা তৎসমস্তই এইবরে বিদ্যমান। এইরূপ বর সংগ্রহ বর্ত্তমান সময়ে বহুঅর্থের প্রয়োজন। বহু অর্থব্যয় করিয়াও অনেকে সর্ব্বগুণবিশিষ্ট বরে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে না। হেমবাবু ইচ্ছা করিলে পুত্রের শুভবিবাহে কন্যাপক্ষ হইতে টাকা, গহণা, যৌতুক প্রচুর পরিমাণে আদায় করিতে পারিতেন। সহস্র দ্বিসহস্র টাকা নগদ দিয়া গহণা যৌতুকাদি দাবিমত আদায় করিয়া কন্যা সম্প্রদান করার লোকও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি কপর্দ্দক মাত্র দাবী না করিয়া যেভাবে পুত্রকে বিবাহ করাইয়াছেন, তাহা কি বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সামাজিকগণের অনুকরণীয় নহে? এইরূপ আদর্শ ব্যতীত কখনই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ভগবান গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

সমাজের উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যেইরূপ আচরণ করেন, তদিতর সাধারণ লোকগণও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে কার্য্যকে প্রামাণ্য বলিয়া খ্যাপন করেন, সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। সভাসমিতিতে গলাবাজী করার চেয়ে এরূপ দৃষ্টান্তই সমধিক ফল প্রসূ হয়। অনেকে সভা সমিতিতে প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু হন্ সত্য, কিন্তু কার্য্যকালে নিজ নিজ পথেরই অনুসরণ করেন। হয়তঃ কেহ নগদ টাকা নিবেন না বলেন কিন্তু গহনা ও যৌতুকের যাহা দাবী করেন, তাহাতেই কন্যাকর্ত্তার হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। নগদ টাকার চেয়ে ও দাবীর পরিমাণ অনেক বেশী হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, বর সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তথায় বরকর্ত্তার দাবী দাওয়ার যথেচ্ছাচারিতা হইতে পারে না। কোন ২ স্থলে কুল প্রাপ্তির কামনায় অকুলীন বরের পিতা বিনাপণে পুত্রকে বিবাহ করাইয়া বাহবা নিতেছেন, হয়তঃ কোন স্থলে বর স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বিধায় বরকর্ত্তা সমান ঘর হইতে কন্যা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিনাপণে পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। কোন ২ স্থলে প্রচুর গহনা ও দান সামগ্রী প্রাপ্তির আশায় বিনাপণে পুত্রকে বিবাহ করাইয়া থাকেন, তাহাতে কি সমাজের পণ প্রথার ব্যত্যয় ঘটিতেছে? যদি হেমবাবুর ন্যায় অর্থে, সম্পদে, শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞানে প্রতিজ্ঞায় ও আভিজাত্যে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ না করিয়া পুত্রকে বিবাহ দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহা হইলে কি সমাজের দুরপণেয় কলঙ্ক কন্যাদায় রূপ মহাপাপ উৎখাত হইয়া যায় না? বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার পিতার অশ্রুমোচন কল্পে কি আত্মহত্যা করার চিত্র দৃষ্ট হইবে? আজ যে বঙ্গীয় বৈদ্যদের ঘরে ঘরে কন্যাদায়ের হাহাকার উঠিয়াছে, তাহাকি বন্ধ হইবে না? যদি সমাজপতিগণ সদয় হন, নিজ নিজ কন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পুত্রের শুভবিবাহ বিনা দাবীতে সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশের সমাজের পণপ্রথা রূপ মহাপাপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া

যাইবে। যাঁহাদের অর্থ, সামর্থ্য রহিয়াছে, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই দুঃস্থ বরের পিতাকে সাহায্য করিবেন এবং নিজ জামাতার অন্ন সংস্থানের প্রতিবিধান করিয়া দিবেন। সমাজপতিগণই সমাজযন্ত্রের পরিচালক। তাঁহারা সমাজকে যে দিকে পরিচালিত করিবেন, যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, সমাজ অবনত মস্তকে তাহাই গ্রহণ করিবে। বরকর্ত্তা আদর্শস্থানীয় না হইলে, কন্যা কর্ত্তাদের চেষ্টায় পণপ্রথা নিবারিত না হইলে দায়গ্রস্ত কন্যাকর্ত্তার দ্বারা পণপ্রথা বিদূরিত হইতে পারে না ও কখনও পারিবে না। সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ যেরূপ কুপ্রথা বর্দ্ধিত হইতেছে, সমুচ্চ শিক্ষিত বালকেরা যেভাবে পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রিয় হইয়া উঠিতেছে, বিবাহ সংস্কারে আবদ্ধ না হইয়া ভবঘুরের মত থাকিবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে, যেভাবে পিতামাতাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যেভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী ও গানবাজনাওয়ালী কন্যার প্রাপ্তির জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিতেছে, তদবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতে, গান বাজনা শিক্ষায় শিক্ষিতা করাইতে কয়জন বৈদ্যব্রাহ্মণ পিতা সমর্থ?

হেমবাবু যেমন পুত্রের শুভ-বিবাহে মহাপ্রাণতা প্রদর্শন করিয়া সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, তদ্রূপ শারদীয় পূজার মহাষ্টমী দিনে স্বহস্তে মায়ের পূজা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও হোম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যেরূপ আচারনিষ্ঠার এবং জাতীয়তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

আত্মাবমাননা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা, কবিরত্ন। দারভাঙ্গা।

বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ আত্ম-কলহের ফলে এবং একতার একান্ত অভাবে ব্রাহ্মণ্য-বিচ্যুত হইয়াছেন; এই স্বজাতি-বিরোধ মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতে অদ্যাবধি বৈদ্য-সমাজকে হতপ্রভ ও ক্ষীণশক্তি করিতেছে। ঐক্যের অভাবে দেশ ও জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য; এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া শুনিয়া কয়েকজন বৈদ্য-সন্তান স্বজাতির ললাট-তটে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিতে প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন।

প্রোক্ত বৈদ্য মহোদয়েরা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব-সাধক প্রমাণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অম্বষ্ঠত্ব প্রতিপাদক অসার বচন উদ্ধৃত করিতেছেন; অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং এই বৃত্তিসাম্য হেতু দ্বিজশ্রেষ্ঠ বৈদ্য অম্বষ্ঠ হইতে পারে না, একথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

সিটী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র বাবুর প্রধান প্রমাণ (১) এই যে "চিকিৎসা কেবল

অম্বষ্ঠের বৃত্তি। (২) বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ বংশানুক্রমে চিকিৎসাজীবী "চিকিৎসা যে কেবল অম্বষ্ঠের বৃত্তি" একথা সম্পূর্ণ অলীক।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্রবাবু সুশ্রুতাদিগ্রন্থ একেবারেই দেখেন নাই। সুতরাং দারুণ ভ্রমে পতিত হইয়া রজতকে শুক্তি বলিতেছেন। সত্যেন্দ্রবাবু এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগকে আয়ুর্ব্বেদের প্রধান সংহিতায় সুশ্রুতের শিষ্যোপনয়নীধ্যায় দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। সুশ্রুতে স্পষ্টত লিখিত আছে, ভিষক্ (গুরু) শীল-শৌর্য্য শৌচাচার সমন্বিত ব্রাহ্মণাদি শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দিবেন, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার সর্ব্বপ্রথমাধিকার বৈদ্য-ব্রাহ্মণের। অম্বষ্ঠের নহে। চরক-সুশ্রুতাদি প্রথিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে অম্বষ্ঠের নাম গন্ধও নাই। সত্যেন্দ্র বাবু পূর্ব্বাপর গ্রন্থের আলোচনা করেন নাই। সুতরাং মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

সুশ্রুত বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানামন্যতমমন্বয় বয়ঃ শীল-শৌর্য্য শৌচাচার সমন্বিতং ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ" ইত্যাদি; এইরূপ নিদারুণ ভ্রমে পতিত হইয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মজাতির অবমাননা করিয়া থাকে? সহৃদয় ব্যক্তিগণ নিজের ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন করেন; সত্যেন্দ্রবাবু সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অচিরেই ভ্রান্তসংস্কার পরিবর্জ্জন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কেহ আবার চিরাচরিত "পিত্রাদ্যাচার" পক্ষাশৌচাদি বৈশ্যাচারকেই বৈদ্যের সদাচার বলিয়া মনে করিতেছেন। তিনি একজন গণ্যমান্য বিদিত বৈদ্যসন্তান হইয়াও ব্রাহ্মণাচারের বিরোধী হইয়াছেন।

বৈদ্যেরা সুব্রাহ্মণ, ইতিহাস, শাস্ত্র ও লোকাচার তাহার প্রমাণ করিতেছে। বল্লাল ও লক্ষণ সেনের নিদারুণ কলহের ফলেই হউক্, অথবা রাজা গণেশের আদেশেই হউক্, বৈদ্য সমাজ নিতান্ত বাধ্য হইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন; যখন বৈদ্যেরা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সাধক প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাইয়াছেন, তখন ভাগ্য বিড়ম্বিত বৈদ্যগণ আর গ্লানিকর "পিত্রাদ্যাচার"কে দেহের অলঙ্কারের ন্যায় সযত্নে ও সগৌরবে পালন করিবেন না কেন? যাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও অধর্ম্ম ও অনাচারকে পরিত্যাগ করিতে ভীত বা শঙ্কিত হন, তাঁহারা বিদ্বান হইলেও প্রশংসা ভাজন নহেন।

তাতস্য কূপোহয়মিতি ব্রুবাণাঃ
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।

বৈদ্য মহোদয়গণ! আপনারা এক বিশিষ্ট গৌরবান্বিত উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনারা নিজের স্বরূপ বুঝিয়া প্রবুদ্ধ হউন, আর নীচাচার গ্রহণ করিয়া স্বসমাজকে অবনত করিবেন না। ভাবিপুরুষগণের কল্যাণ কামনায় ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া সুখী হউন।

সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বৈদ্য সমধিক মাননীয়; সুতরাং আপনার জাতি ও সমাজকে অবনত মনে করিবেন না; শাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে বৈদ্যের বরণীয়ত্ব স্বীকার করিতেছেন। চক্ষুষ্মান অনবলোকন করুন, বৈদ্যের সম্মান কত অধিক

অন্নদো জলদশ্চৈব আতুরস্য চিকিৎসকঃ,
ত্রয়স্তে স্বর্গমায়াস্তি, বিনা যজ্ঞেন ভারত।

হে ভারত! অন্নদাতা, জলদাতা, এবং আতুরের চিকিৎসক ইহাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়াই স্বর্গে গমন করেন। এই শ্লোকে ভারত সম্বোধন থাকায় ইহা মহাভারতের বলিয়া মনে হয়। পুনশ্চ :— বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ
দ্রষ্টব্যাঃ প্রাতরেবৈতে নিত্যং শ্রেয়োহভিবৃদ্ধয়ে।

মঙ্গলের বৃদ্ধির জন্য নিত্য প্রাতঃকালেই বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞকে দর্শন করিবে। প্রাতঃস্মরণীয় বৈদ্যব্রাহ্মণদিগকে ও প্রাতে দর্শন করিবে। উক্ত শ্লোকদ্বয় যোগতরঙ্গিণী নামক বৈদ্যকগ্রন্থে রহিয়াছে; উক্ত প্রাচীন গ্রন্থখানি বোম্বে নগরে দাদাজী জাবজীর নির্ণয় সাগর প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈদ্যগণ সুব্রাহ্মণ। অতএব বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচারই ধর্ম্মজনক; সুতরাং উহা সর্ব্বোতভাবে পালনীয়।

অদূরদর্শী ও অনভিজ্ঞদিগের বাক্যে বিমোহিত হইয়া বৈশ্যাচার গ্রহণ করতঃ আত্মাবমাননা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে; অম্বষ্ঠত্ব বৈদ্যের শ্লাঘার বিষয় নহে। যে ব্যক্তি বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া "বৈদ্য অতি হীনজাতি তাহারা ব্রাহ্মণের জুতার ফিতা খুলিবার ও অযোগ্য" লিখিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে, তাহাকে তাহার স্বর্গত পিতৃগণ নিশ্চয়ই আনন্দিতচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন; কারণ এতাদৃশ সুসন্তান অনল্প পুণ্যফলেই জন্মগ্রহণ করতঃ স্বজাতি ও স্ববংশের কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

উন্মাদগ্রস্থ বা ভূতাবিষ্ঠ ব্যক্তি ভিন্ন কোন সুস্থ সাধুলোক এইরূপ নীচজনোচিত বজ্র-কঠোর শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন না; নক্ষত্রজীবী ও বৈদ্য প্রভৃতি বিপ্রগণ সবেদ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই হইল শ্লোকের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাতে সেনবাহাদুর মহাশয় জুতার ফিতার কথা কোথায় পাইলেন? ভগবান এই লেখককে সুমতি প্রদান করুন। যে ব্যক্তি মহতের নিন্দা করে, কেবল সেই পাপী নহে; কিন্তু ঐ নিন্দাবাদ শ্রবণকারীও পাপভাগী হইয়া থাকে। যে পণ্ডিতমান্য ব্যক্তি নিজ জাতি ও বংশের অযথা নিন্দা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারে, সেই মন্দবুদ্ধি কলির বামনের পাদুকা লেহীর অবগতির জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। "নাত্মানমবমন্যেত" আত্মাকেঅবমাননা করিবেন না, আত্মাবমাননা আত্মহত্যার নামান্তর। অলমতি বিস্তারেণ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সে আলো তোমারি।

শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোর, চট্টগ্রাম।

ধর্ম্ম-রাজ্যে আসে ধীরে পুণ্যাত্মার প্রেমময় প্রাণ,
অটল বিশ্বাস নিয়ে অগ্নিমন্ত্র করিয়া আহ্বান।
সাধনার পথে ধায়,
পাপ যদি হায়,
অকপট হ'য়ে,
আমারি অম্লান চেষ্টা ল'য়ে,
তাড়াইতে পারি,
সে আলো তোমারি।

বিশ্বময়-স্বরূপ-চিন্তায়,
কর্ম্ম-প্রেরণায়,
ত্যাগের কারণে,
অহমিকা পরিহরি সংশয় ছেদনে,
জরা-মৃত্যু-দুঃখময় পুনর্জন্ম নাশি,
গুরুর প্রয়াসী,
অবৈধ করম ছাড়ি,
তোমার উদ্দেশে কর্ম্ম, তব লাগি বিসর্জ্জন করি,
তবু যদি আমি,
গুণাতীত ব্রহ্মময়, হে মায়ার স্বামি!
নিত্য-শুদ্ধ-ভকতি-চন্দনে,
তোমারি সন্ধানে,
ম্লান উপচার দিতে হই অধিকারী.
সর্ব্বময়— সে আলো তোমারি।

ভগবানে গাঢ় অনুরাগে,
সর্ব্ব-ত্যাগে,
দাস্য ভাবে পদ-সেবা করি,
ভক্তি-ভাব ধরি,
নাম তব শ্রবণে কীর্ত্তনে,
পূজি স্মরণে অর্চ্চনে,
নিবেদন বন্দনায়,
তবু হায়,
তব সনে,
হ্লাদিনী সংবিদ্ সম্মিলনে,
সঙ্গারোপ-সিদ্ধা-ভক্তি,
আরাধিয়া তব শুদ্ধ-মূর্ত্তি,
(যদি) ভূমানন্দ লভিবারে পারি,
সর্ব্বগুণাধার—সে আলো তোমারি।

সালোক্যাদি ভেদি পঞ্চস্তর,
যাহা লভে নর,
চায়না প্রেমিক ভক্ত,
হ'য়ে দাসানুদাস, সাধক নিত্য মুক্ত,
অভ্যাসের সুদীর্ঘ নিগড় দিয়ে,
রেখে প্রমত্ত, মন বাঁধিয়ে,
কায়-বাক্য, তপস্যা মানস.
মনে করি বশ,
ত্রিতাপ বেদন্,
শান্ত ধীর মনে পলে পলে করি নিরসন,
সকল্ সকাম-কর্ম্ম ত্যজিয়া,
সত্য-ধর্ম্ম পথে, নৈষ্কর্ম্ম্য-সাধনে, মোক্ষেরে খুঁজিয়া,
ভক্তি-উপসনাবারি-সেকে,
নিত্য-অনিত্য বস্তু বোধ বিবেকে
যদি ইহা মুক্তফলে, সে বৈরাগ্য ধরি,
হে পূর্ণ-স্বরূপ প্রভো! সে আলো তোমারি।

শম-আদি ষট্ সম্পত্তি, করি অধিকার,
ধরি নিদি—ধ্যাসন আধার,
"তত্ত্বমসি" বাক্যে সত্য-জ্ঞানের উদয়ে,
অভিন্ন হৃদয়ে,
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে,
অবিদ্যা-রহিতে,
বাসনার ক্ষয়ে মনোনাশে,
আত্মায়—আত্মায় মিশে,
জীবন্মুক্তি মানবের হয় শেষ ধাম,
তা'তে জীব হয় পূর্ণকাম,
যদি জ্ঞানালোকে ঢেলে দাও তুমি, তব কৃপাবারি,
ওগো বাক্যের অতীত,—সে আলো তোমারি।

কর্ম্ম মূল, ভক্তিই পল্লব,
জ্ঞান ফল, হে প্রাণবল্লভ!
ভক্তি-বীজ— উপনিষদের,
অঙ্কুরিত বক্ষপুরে সুধাগর্ভ গীতা-ভারতের,
পরিস্ফুট হয় ভাগবতে,
পুষ্ট ইহা, দর্শন-শাস্ত্রেতে,
অব্যক্ত হইতে জীব ক্রম বিকশিত,
চরমেতে সৎ-চিদানন্দে ভগবানে পরিচিত,
সূত্রে কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান গাঁথা,
বিভিন্ন ভাবিয়া ঘুরে মরি মোরা, পাই শুধু ব্যথা,
সত্য-শিব-সুন্দর মূরতি,
ভক্তি-পুষ্পে হবে সাথী,
সৌন্দর্য্যের পুষ্প-কান্তি,
যাবে দূরে ভ্রান্তি,
যদি দয়ার অমৃত-নিধি, মোরা ধরি,
কোটি নামে কোটিরূপে স্বপ্রকাশ, সে আলো তোমারি।

ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

ভগবৎ কৃপায় ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয়বর্ষ পূর্ণ হইল। গত ১৭ই আষাঢ় সোমবার ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাসায় ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় সমিতির সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় ১৩৩৫সনের কার্যবিবরণ পাঠ করেন। উক্ত কার্য্যবিবরণে এই সমিতি গত বৎসরে যে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিবৃত হয়। সংক্ষেপে উক্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

১। গত বৎসর সমিতির ৩টীসাধারণ অধিবেশন ও কার্যনির্ব্বাহ সভার ৭টী অধিবেশন হয়। প্রত্যেক অধিবেশনে স্থানীয় সভ্যগণ যোগদান করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির উন্নতি করে কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তদ্বিষয় আলোচনা করেন এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় এই সমিতি প্রভূত মঙ্গলকর কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

২। গতবর্ষে এই ফরিদপুর টাউনে ১৪জন এবং এই জেলার অন্তর্গত মাঝারদিয়া গ্রামে ৮জন, গোয়ালন্দী গ্রামে ২জন বৈদ্যব্রাহ্মণ উপবিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মার বিশেষ উদ্যোগে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর নিবাসী ৭জন বৈদ্যব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রায় কার্য্যই সমিতির সহকারী সভাপতি অক্লান্ত কর্ম্মীদ্বয় শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনশর্ম্মা ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা বিশেষ উদ্যোগ, কার্যতৎপরতা ও ত্যাগস্বীকার করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। সমিতির পুরোহিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ সিদ্ধান্তপঞ্চানন মহাশয়ও বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া সমিতির কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

৩। গতবৎসর ফরিদপুর টাউনে ও টাউনের অধিবাসী মেম্বরগণের সংসৃষ্ট অনেকস্থলে ব্রাহ্মণাচারে বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সমিতির সদস্য কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা সাংখ্যরত্ন মহাশয়ের কন্যা, সমিতির সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা ভিষগ্‌রত্ন মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনশর্ম্মার দৌহিত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমার সেনশর্ম্মা M. A. B. L. এবং সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মার দৌহিত্রী, এবং সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যার ও স্থানীয় উকিল বড়কালিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়গণের কন্যার বিবাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিবাহকার্য্যে বর ও কন্যাপক্ষে ভিন্ন

ভিন্ন জেলার অধিবাসী তাহারা প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণাচারে বিবাহ কার্য্য সম্পাদনে পক্ষপাতি এবং ব্রাহ্মণাচারেই ঐসকল বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

৪। গতবর্ষে ফরিদপুর টাউনে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ মধ্যে যে কয়টী শ্রাদ্ধ হইয়াছে তৎসমস্তই একাদশাহে সম্পাদিত হইয়াছে এবং ঐ সকল শ্রাদ্ধ টাউনের সকল বৈদ্যব্রাহ্মণগণই বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক যোগদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) ফরিদপুরের মোক্তার ধুলদীনিবাসী ৺উপেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের শ্রাদ্ধ (২) ফরিদপুর P. W. D বিভাগের কণ্ট্রাক্টার নদীয়া জেলার অন্তর্গত দাদুপুর নিবাসী ৺রসিকপ্রসাদ সেনশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ, (৩) ফরিদপুরের ডাক্তার কাজুলয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ (৪) ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্ম্মচারী বান্দীবহু নিবাসী শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা রায় মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধ। (৫) ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের প্রফেসার বড়কালীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ (৬) ফরিদপুরের সবডিপুটী কালেক্টার (রাজা রাজবল্লভের বংশধর) পালং নিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার মাতামহীর শ্রাদ্ধ, উক্ত শ্রাদ্ধ সুরেন্দ্রবাবুর পিতা খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সেনশর্ম্মা ফরিদপুর টাউনে বসিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। (৭) ফরিদপুরের প্রাচীন ডাক্তার কালীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীধর দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রের শ্রাদ্ধ।

৫। এই সাধারণ সভায় শ্রীযুত সম্পাদক মহাশয় একটী ঘটনার উল্লেখ করেন তাহা এই:—

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বল্লবদী গ্রামের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করায় স্থানীয় কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ ব্রাহ্মণ তাহাদের পুরোহিতগণকে ঐসকল বাড়ীতে ষষ্ঠিপূজা করিতে বাধা দেন। পুরোহিতগণ ষষ্ঠীপূজা করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করায় উক্ত গ্রাম নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত রণদাকুমার সেনশর্ম্মা রায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ঐ গ্রামের সকল বাটীতে ষষ্ঠিপূজা যথাবিধানে সম্পাদন করিয়াছেন।

৬। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ ফরিদপুর জেলা সমিতির কার্য্যপ্রণালী ও কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সভাপতি ও সম্পাদকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং পূর্ব্ব বৎসরের সভাপতি ও সম্পাদকগণ এবং সমস্ত কার্য্যকারগণকেই আগামী বর্ষের জন্য পুনঃ নির্ব্বাচন করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। এবং যাহাতে ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কৃতকার্য্যতা দর্শনে অন্যান্য সমিতি উৎসাহিত হন এজন্য উপস্থিত সভ্যগণ এই কার্য্যবিবরণ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রচার করার জন্য সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করেন

শ্রীউমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা—রায়বাহাদুর

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন

স্থান— সম্মিলনী কার্য্যালয়। চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গি বাজার।

সময়— ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ ১৮ আশ্বিন শুক্রবার।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সভ্যবৃন্দের অনুমোদন অনুসারে অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সভার কার্য্য সুচারুরূপে আরম্ভ হয়।

সভাপতির আদেশ অনুসারে শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কাননগোয় এম, এ, বি, এল্ ও শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়গণ সুললিত সংস্কৃত ভাষায় মঙ্গলাচরণ স্তোত্রপাঠ ও বন্দনা গান করিয়া সকলের হৃদয় আকর্ষন করেন। অতঃপর সম্পাদক গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। চট্টগ্রাম সহরবাসী বৈদ্য প্রতিভার অনেক গ্রাহক পত্রিকার মূল্য আদায় না করার বিষয় এবং কিরূপে উহার খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহা উক্ত রিপোর্টে উল্লেখ করিয়া পত্রিকার আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদর্শণ করা হয়। দারভাঙ্গার লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ২৲ দুই টাকা ব্যতীত পত্রিকার সাহায্য স্বরূপ ৫৲ পাঁচ টাকা এবং কলিকাতা হইতে মহাপ্রাণ উদার হৃদয় শ্রীযুত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা ব্যারিষ্টার মহাশয় বার্ষিক মূল্য ব্যতীত আরও ১০৲ দশ টাকা অতিরিক্ত সাহায্যার্থ প্রদান করিয়া জাতীয় পত্রিকার জীবন রক্ষার সহায় হইয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

তৎপর আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় সভাপতি শ্রীযুত জনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা মহাশয় সহসভাপতি, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা সম্পাদক, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কাননগোয় সহ সম্পাদক, মনোনীত হয় এবং উহারা সহ আরও ১৩জন সভ্য নিয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

নিখিল বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী চট্টগ্রামে আহ্বান করা সম্বন্ধে গত বর্ষের সাধারণ সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল উহা কার্য্যে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় সকলকে প্রবুদ্ধ করেন এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে ও সভ্যবৃন্দের অনুমোদন মতে আগামী বড়দিনের অবকাশের সময় ঐ সম্মিলনের দিন নির্দ্দেশ করা স্থির হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট শ্রীযুত চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় ১০০৲ দান করিতে এবং অনুমান ৪০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং শ্রীযুত

শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ও ১০০৲ দিতে অঙ্গিকার করেন।

প্রচার কার্য্যের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় আলোচনা করেন এবং সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাঁহাকে ও শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়কে প্রচারক মনোনীত করা হয়।

বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাচারে দৈব পৈত্র কার্য্যাদি শিক্ষার উদ্দেশ্যে এই সম্মিলনীর অর্থে ও সাহায্যে একটা চতুষ্পাঠি স্থাপনের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কাননগোয় প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সমর্থনে এইরূপ স্থিরিকৃত হয় যে যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত অর্থের সংস্থান হইলেই একটা চতুষ্পাঠি স্থাপন করা হইবে। উক্ত প্রাস্তবের সমর্থনে শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় প্রকাশ করেন যে তিনি এইরূপ ৩ জন বিদ্যার্থী ভর্ত্তী করাইয়া দিবেন যাহারা মাসিক ৩৲ বেতনে দিতে সম্মত আছে।

শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা রক্ষিত মহাশয় বৈদ্যজাতির একীকরণ ও একতাস্থাপনের উপায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী সকলে ব্রাহ্মণোচিৎ একাচার গ্রহণ করা স্থিরিকৃত হয়।

বৈদ্য প্রতিভার পরিচালন সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়গণ সহসম্পাদক মনোনীত হন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা (মজুমদার) মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এইরূপ স্থির হয় যে সম্মিলনীর ধন ভাণ্ডারের জন্য প্রত্যেক সভ্য প্রতিবৎসর অন্যূন ।• আনা চান্দা দিবেন।

বৈদ্য সম্প্রদায়ের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে ও উহার সংখ্যা হ্রাসের হেতু সম্বন্ধে শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় আলোচনা করেন এবং স্থানীয় দৈনিক জ্যোতিঃ পত্রিকার বার্ষিক সংস্করণে চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতির সংখ্যাসূচক প্রবন্ধে বৈদ্যজাতির নাম উল্লেখ না থাকার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষন করেন।

সম্মিলনীর কর্ম্মচারী শ্রীমান্ কালীকৃপা দাশশর্ম্মা তদ কনিষ্ঠ সহোদর সহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হওয়ায় সম্পাদকের প্রস্তাব অনুসারে তাহাকে ১০৲ অর্থ সাহায্য করা স্থির হয় এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ১৲ এক টাকা হিসাবে ছয় টাকা দান করেন। অবশিষ্ট টাকা সম্মিলনীর ফণ্ড হইতে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতি মন্তব্য প্রকাশ করার পর তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

প্রতিবাদ।

শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা রায়, বিদ্যাবিনোদ। ২৬নং মানিকতলা স্পার, কলিকাতা।

গত শ্রাবণ সন ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার "সম্পাদকীয়" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক "দেবশর্ম্মা" অথবা "শর্ম্মা" পদবী ব্যবহারের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে তিনি লিখিয়াছেন "১৩২০ শালে পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন "মন্দার মালা" পত্রিকা প্রচার করিয়া নিজের উপাধি "দাশশর্ম্মা" লেখেন।" আমরা এই অংশটুকু পাঠ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি নাই। কেন? যেহেতু উহা প্রকৃত ঐতিহ্যবাহী নহে। পূজ্যপাদ বেদাচার্য্য পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ১৩২০ শালে "মন্দার মালা" পত্রিকা প্রকাশ করিবার দুইবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১৮ শালের ভাদ্র মাসে তাঁহার "জাতিতত্ত্ববারিধি" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ এবং পরিসমাপ্তিতে এইরূপ আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন :—

"বিনয়াবতানাং শ্রীউমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মানাম্।"

"বৈদস্য শূদ্রস্য চ জাতিতত্ত্বং উমেশচন্দ্রোনম্নু দাশশর্ম্মা।"

সুতরাং ১৩২০ শালের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩১৮ শাল (বৈদ্যাব্দ) যে তিনি নিজ নামান্তে ব্রাহ্মণার্থ প্রতিপাদক শর্ম্মা শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই নির্জ্জলা সত্য।

জাতীয় সংবাদ।

ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন।

গত ২রা আষাঢ় ঢাকা-বিক্রমপুর, মালপদিয়া অমরাপাড়া নিবাসী শ্রীযুত বীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরদ্বয় (শ্রীযুত জীতেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা ও শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা) সহ উপনীত হইয়াছেন। ঐ সঙ্গে ঐ পাড়ার কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসমোহন দাশশর্ম্মা পুত্রগণ সহ এবং শ্রীযুক্ত কবিরাজ জ্যোতিষচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ও উপনীত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত মুনিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা পৌরহিত্য কার্য্য করিয়াছেন। এইখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা মহাশয় নিজ পাড়াস্থ অন্যান্য গরীব ও অসমর্থ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সন্তানদের উপনয়নের ব্যয়ভার বহন করিয়া জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন।

গত ২রা আষাঢ় ৭৬নং কালীঘাট রোডস্থিত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্তশর্ম্মা (B. A.) মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সত্যজিৎ দত্তশর্ম্মার উপনয়ন ক্রিয়া ব্রাহ্মণাচারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাঁহারা কর্ম্মের ভিতর দিয়া সমাজকে উন্নতির পথে দ্রুত টানিয়া নিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে তারকবাবু অন্যতম। বস্তুতঃ তারকবাবুর মত ধীমান সমাজহিতৈষী নীরবে সমাজের কতটা উপকার করিতেছেন তাহা তার্কিকের বুদ্ধির অতীত। তারকবাবুর বাড়ী খুলনা জিলার মধিরা গ্রামে। তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার পুত্রের উপনয়ন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। পুরোহিত—শ্রীহরপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কবিরত্ন; ১০৯নং কালিঘাট রোড, কলিকাতা। কবিরত্ন মহাশয় মৌদ্গল্য গোত্রীয় চায়ুদাশের অধস্তন সন্তান কার্ত্তিদাশের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিবাস—বিদগ্রাম, বিক্রমপুর।

যে সমস্ত উদারহৃদয় সামাজিক বৈদ্য শ্রেণী হইতে পুরোহিত সংগ্রহ করিতেছেন কিম্বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরোহিতের কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রথমতঃ একটু সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি। যাঁহারা পুরোহিতের কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রথমতঃ একটু ভুল ভ্রান্তি হওয়াই সম্ভব। সময়ে এই সমস্ত ভুল ভ্রান্তি কিছুই থাকিবে না।

আলোয়ারা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত রাজচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় শ্রীশ্রীমহামায়ার অর্চ্চনা তদীয় ভবনে ব্রাহ্মণাচারে শর্ম্মান্ত উচ্চারণে সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি অতিবৃদ্ধ জরাগ্রস্থ হইয়াও তন্ত্রধারের কার্য্য সমাধা করিয়া পরম উৎসাহের সহিত চণ্ডিপাঠ করিয়াছিলেন। তত্রত্য—শ্রীযুত অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাড়ীতেও দেব্যার্চ্চনা ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আশাকরি প্রত্যেক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ নিজ২ পূজা স্বয়ং সমাধা করিয়া জাতীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিবেন।

ব্রাহ্মণাচারে শুভবিবাহ।

তারিখ ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬বৈদ্যাব্দ—স্থান মুলচর।

পাত্র—হাসারা গ্রামনিবাসী জমিদার ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান যতীশরঞ্জন সেনশর্ম্মা—

পাত্রী—মুলচর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী (শক্তি গোত্র)।

উভয় পক্ষের কুলপুরোহিত উপস্থিত থাকিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কন্যা পক্ষে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় কাশীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত

কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নোয়াখালীর বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পালং এর স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত মহারাজের জামাতা ঢাকার উকীল শ্রীমান্ অমূল্যকুমার সেনশর্ম্মা।

তারিখ ২৯শে জ্যেষ্ঠ—স্থান ৭১।২এ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট ভবানিপুর, কলিকাতা।

পাত্র—মূলচর গ্রামনিবাসী স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর গুপ্তশর্ম্মা, এম এ।

পাত্রী—যশোহর কালিয়া গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় ক্ষীরোদকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রভাবাণী দেবী। শ্রীমতী মেট্রিক পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত পাশ করিয়া আই, এ পড়িতেছেন।

তারিখ ১৭ই আষাঢ় ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। স্থান ঢাকা।

পাত্র—বেড়পাড়া গ্রামনিবাসী মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ হেমন্তকুমার দাশশর্ম্মা।

পাত্রী—কোঁয়রপুর গ্রামনিবাসী ধর্ম্মাঙ্গদ বংশোদ্ভব শ্রীযুত গোপালচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহোদয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলেন্দু দেবী।

শুভকার্য্য শ্রীযুত গোপালবাবুর খুল্লতাত ভ্রাতা পুলিশের সব-ইনস্পেক্টার শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ঢাকাস্থিত বাসভবনে প্রফুল্লবাবুর সাহায্যে ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রফুল্লবাবুর বাসার একখণ্ডে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্তকালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের জামাতা শ্রীমান্ অপূর্ব্বচন্দ্র দাশ বাস করেন। শ্রীমান্ অপূর্ব্বের এক ভগ্নীর সহিত গত বৎসর প্রফুল্ল বাবুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান অপূর্ব্বের বাড়ীর কার্য্য ইতিপূর্ব্বে শর্ম্মা যোগে হইতেছিল। তাহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের সুপরিচিত কবিরাজ শ্রীযুত সারদাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এবং জ্যেষ্ঠতাত ঢাকের প্রণেতা শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ দাশশর্ম্মা বর্ত্তমান আন্দোলনের একনিষ্ঠ সাধক। সুতরাং শুভবিবাহ 'শর্ম্মা' যোগে সম্পন্ন হইবে বলিয়া এসম্বন্ধে শুভকার্য্যের পূর্ব্বে কোন আলোচনা হয় নাই। শ্রীমান্ অপূর্ব্ব স্বীয় শ্বশুর রায়বাহাদুরকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ব হইতেই 'গুপ্ত' যোগে কার্য্য করিবে বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। এ জন্য শ্রীমান্ এই শুভ কার্য্যের বিষয় তাহার খুল্লতাত এবং জ্যেষ্ঠতাত উক্ত সারদা ও বৈকুণ্ঠ বাবু হইতে গোপণ রাখে। এমন কি তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করে নাই। তৎপর শুভকার্য্য যেভাবে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত রায়বাহাদুর তাঁহার বৈদ্য পরিশিষ্ট পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের ১০৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "পর দিন শর্ম্মাগণ কন্যার বাড়ীতে (সম্ভবতঃ কন্যার ভ্রাতার বাড়ীতে হইবে) অসঙ্কোচে আহার করিয়াছেন।

পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহারা নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পর দিন আহারের লোভে স্বতঃই উপস্থিত হইয়া অসঙ্কোচে আহার করিয়াছিলেন। আমরা কি তাহাই বুঝিব? না মনে করিব যে বহু অশ্রুবারি সিঞ্চনে যে পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। কালীচরণ বাবু কি তাঁহার জামাতার গুরুজন ত্যাগের দৃষ্টান্ত অনুমোদন করেন? তিনি কি মনে করেন যে পাত্র বিবাহ না করিয়া চলিয়া গেলে বা পাত্রপক্ষ বিবাহান্তে ভোজন না করিলে শোভন হইত? শর্ম্মাগণ বৈদ্য মাত্রকেই ব্রাহ্মণবর্ণীয় জানেন। যদি কেহ অজ্ঞতা প্রযুক্ত বা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা অস্বীকার করেন তাহাতে মনঃকষ্টের কারণ হয়। কিন্তু সেই অজ্ঞ বা জিদ যুক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবার কোন কারণ হয় না। আমরা শত অপমান অত্যাচারকে বরণ করিয়া বিপথগামীকে পথে আনিবার চেষ্টাই করিব। কান্ধার আঘাত পাইয়াও আমরা তাঁহাদের মুখে হরিনাম শুনিতে চাই। কালীচরণবাবু যে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী জালিয়ত ইত্যাদি সুললিত বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন; তজ্জন্য কি আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করিব, না তাঁহার নিকট গললগ্নীকৃতবাস হইয়া বলিব যে আপনি আপনার ধর্ম্মভূষণ উপাধির ঋণ শোধকল্পে যথেষ্ট করিয়াছেন। সকলেই আপনার ওকালতীর দক্ষতা স্বীকার করিতেছে। আর কেন? এখন নিরস্ত হউন। সময় যে নিকটবর্ত্তী। ধর্ম্মভূষণ নামের স্বার্থকতা করুন। জাতীয় উন্নতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কত যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন তাহা কি একবারও স্মরণ করিবার সময় হয় নাই!

প্রফুল্লবাবু স্বীয় বিবাহবাসরে স্বপক্ষীয় জনগণকে অপমানিত হইতে দেখিয়াও নিরপরাধা বৈদ্য বালিকার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যে বিবাহ বাসর ত্যাগ করেন নাই ইহা কি তাঁহার পক্ষে মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে? বর পক্ষীয় জনগণ পরদিন এই শুভবিবাহ গ্রাহ্য করিয়া কি মহত্ত্বেরই পরিচয় দেন নাই? কালীচরণবাবু তাহা প্রণিধান না করিয়া পাত্র পাত্রীর নাম উল্লেখ না করিয়া ঘটনাটী উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার কারণ পাত্রীপক্ষের কর্ত্তা যে তাঁহার নিজ জামাতা। কালীচরণবাবুর টিপ্পনীর উপর টিপ্পনী করিয়াছেন তাঁহার এক ভক্ত বৈবাহিক। তিনি লিখিয়াছেন "যে বিবাহে শ্রীযুত অতুল সেন মহাশয়ের কার্য্য কুশলতা বিশেষ প্রসংশনীয় এই কি সেই বিবাহ?" আমরা এই টিপ্পনীকর্ত্তাকে বর্ত্তমান বিবাহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। নূতন গঠনের সূচনায় বহু ক্রটীই লক্ষিত হয়। যে প্রফুল্লবাবু এক সময় 'গুপ্ত' ছিলেন তিনি আজ শর্ম্মার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। এইরূপ-সকল গুপ্তই যদি ক্রমে ব্যক্ত হন তবে আমরা কৃতার্থ হইব। প্রফুল্লবাবুর নিবাস কোঁয়রপুরগ্রাম। তথায় তাঁহার বংশ ভিন্ন বহুবৈদ্য বংশের বাস। নিম এবং মাধবের বংশ তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ। এই দুই বংশ রাজা রাজবল্লভের অসম্পূর্ণ সংস্কারের বিরুধী ছিলেন। অধুনা তাঁহারা এবং কোঁয়রপুরের বৈদ্য সাধারণ ক্রমে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তথায় একটী পরিবারও বৈশ্যাচারী

গ্রাম। ইহা দেখিয়াও যদি কালীচরণবাবু স্বীয় অধ্যবসায় ত্যাগ না করেন, তবে আর আমাদের বলিবার কি আছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র, পোঃ পুবাইল বাজার। ঢাকা।

গত ২৪শে শ্রাবণ শুক্রবার ফরিদপুর খালিয়ানিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় রামবংশীয় ৺ক্ষীরোদ চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলা দেবীর শুভবিবাহ বরিশাল গৈলানিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় ভবদাশবংশীয় ৺গঙ্গাপ্রসাদ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মার সহিত খালিয়াতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষীরোদবাবু কাশীযোগাশ্রমের কবিরাজ শ্রীযুত ক্ষেত্র ভূষণ সেনশর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেন এবং কবিরাজ মহাশয়ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত যোগেশপ্রসাদ সেনশর্ম্মাহ উদ্যোগী হইয়া এই বিবাহ দেওয়াইয়াছেন।

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও আজীবন সভ্য ফরিদপুর খান্দারপাড়ানিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিন্দুবংশীয় বৈদ্যরত্ন কবিরাজ শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী দেবীর শুভবিবাহ যশোহর জিলার মাগুরা মহকুমার মহম্মদপুর গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নয়দাশ বংশীয় কবিরাজ শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ কুমুদ রঞ্জন দাশশর্ম্মা মজুমদারের সহিত বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের কলিকাতা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। কোটালিপাড়া ডহুয়াতলীনিবাসী শ্রীযুত তারকচন্দ্র বেদজ্ঞ মহাশয় উভয় পক্ষের পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর বানারীনিবাসী কলিকাতা স্মলকজ কোর্টের উকিল ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী আশালতা দেবীর শুভবিবাহ ফরিদপুর ধুলদিনিবাসী শক্তিগোত্রীয় মাধববংশীয় ৺দিগম্বর সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ শৈলেন্দ্রনারায়ণ সেনশর্ম্মা মজুমদারের সহিত যতীন্দ্রবাবুর কলিকাতাস্থ বাসা বাটীতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। যতীন্দ্রবাবুর পিতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়া ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন। বৃদ্ধ অসুস্থ হইলেও তিনি সেস্থানে বর্ত্তমান আন্দোলনের জন্য প্রাণপণে খাটিতেছেন। যতীন্দ্র বাবুর পিতৃব্য শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক। পাত্রের পিতৃব্য ও অভিভাবক ডাক্তার শ্রীযুত বিষ্ণুচরণ সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় ডিব্রুগড়ে সরকারী মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক। বিষ্ণুবাবুর ভ্রাতা ফরিদপুরের মোক্তার ৺উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শ্রাদ্ধ একাদশাহে ফরিদপুরে সম্পন্ন হইয়াছিল। পারজোয়ার শাক্তালিনিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বরপক্ষে এবং হুগলি নিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় শ্রীযুত তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যাপক্ষে পুরোহিত ছিলেন। পুরোহিতদ্বয়ের অনুরোধে অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় সম্প্রদানের পর হইতে যজ্ঞসমাপ্ত পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করাইয়াছেন।

গত ৩০শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার বর্দ্ধমান নিরোলনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত গৌরসুন্দর দাশ শর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র দাশশর্ম্মার শুভবিবাহ বর্দ্ধমান কাঁদাপাড়ানিবাসী ৺দাশরথি সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ছায়াময়ী দেবীর সহিত ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গননাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভাগিনেয় এবং ঐ সমিতির সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুত চারুচন্দ্র দাশশর্ম্মা বিশারদ মহাশয়ের ছোট ভাই।

গত ৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর ভরাকরনিবাসী শক্তিগোত্রীয় গণবিশ্বনাথ কবিরাজের বংশধর শ্রীযুত নলিনীচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমলেন্দু সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ বিক্রমপুর তেলিরবাগনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয়: নয় যদুনন্দন বংশীয় শ্রীযুত জিতেন্দ্রকুমার দাশ শর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী ইলাবতী দেবীর সহিত ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৯শে জ্যেষ্ঠ ময়মনসিংহ জিলার আঙ্গ্যাদি গ্রামনিবাসী শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদরের সহিত বিক্রমপুর পরগনার অধীন বাসিরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী রেণুবালা দেবীর শুভবিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ।

তারিখ ১৫ই আষাঢ় ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ—স্থান কোঁয়রপুর।

নিম্ন বংশোদ্ভব স্বর্গীয় অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাশশর্ম্মা মহাশয় ৭৫ বৎসর বয়সে বিগত ১৫ই আষাঢ় স্বর্গারোহন করেন। তদীয় উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশশর্ম্মা এবং শ্রীযুক্ত হীরালাল দাশশর্ম্মা মহাশয়দ্বয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। পুরোহিত ঢাকা হইতে আনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজ স্বভাবতঃ বৈদ্যগণের উর্দ্ধগমনের বিরোধী। রাজা রাজবল্লভের সংস্কারের পর ও ব্রাহ্মণসমাজ বৈদ্যগণকে উপনীত করিতে বাধা উপস্থিত করিয়াছেন। যেখানে বৈশ্যাচার প্রদানেই বাধা সেখানে ব্রাহ্মণাচারের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণের অভাব স্বতঃই অনুমেয়। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইলে সমস্ত বাধা সহজেই অতিক্রম করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভেদ ব্রাহ্মণসমাজকে পথে আনিবার অন্তরায় হইয়াছে। আমরা আশাকরি বিক্রমপুর সমাজ যেভাবে আত্মচৈতন্য লাভ করিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এই বাধা দূর হইবে। অপূর্ব্ববাবু কালির হিসাবে বৃদ্ধ হইয়া ইহধাম ত্যাগ করিলেও তাঁহার অভাব আমরা অনুভব করি। তিনি একজন বলবান সৎসাহসী পরোপকারী এবং সৎসমাজিক ব্যক্তি ছিলেন। এক সময়ে বিক্রমপুর সমাজে তিনজন ব্যক্তি বিশেষ নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমাজ শৃঙ্খলা রক্ষনে তিনজনই অগ্রণী ছিলেন। এই তিনজনের দুইজন বানারিগ্রামের

বরুণ বংশোদ্ভব গিরীজা শঙ্কর সেন মজুমদার ও কার্ত্তিকপুরগ্রামের ভুঙ্গিমাধব বংশোদ্ভব রজনী কান্ত সেন সরকার মহাশয়দ্বয়কে ইতিপূর্ব্বে হারাইয়াছি। তৃতীয় অপূর্ব্ববাবু ও আমাদের মমতা ত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা অনুভব করি। অপূর্ব্ববাবু একজন সিদ্ধহস্ত শিকারি ছিলেন। তিনি বহু ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন এবং বহু পরিবারের বিপদ্মুক্তির সহায় ছিলেন।

বিগত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার বিক্রমপুর আউটসাহীনিবাসী শক্তিগোত্রীয় চতুর্ভুজ বংশীয় ৺নবকিশোর সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী শ্যামাসুন্দরী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দৌহিত্র শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় ১১ই কার্ত্তিক সোমবার ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিয়া শ্মশানে অন্নপিণ্ড প্রদান করিয়াছেন। চট্টগ্রাম, গুয়াতলানিবাসী শ্রীযুত যদুনাথ দেবশর্ম্মা স্মৃতিতীর্থ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পৌরহিত্য করিয়াছেন। বহু বহু ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। আমরা মৃতাত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

গত ৩১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার কোয়েপাড়া গ্রামনিবাসী ৺ত্রিপুরাচরণ সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের পত্নীর মৃত্যুতে তাঁহারপুত্রগণ ১০ই কার্ত্তিক তারিখে একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২১শে শ্রাবণ মঙ্গলবার বিক্রমপুর ভরাকরনিবাসী শক্তিগোত্রীয় গর্গবিশ্বনাথ কবিরাজের বংশধর ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয়পুত্র শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয় ৺কাশীধামে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২৭শে শ্রাবণ সোমবার যশোহর বেন্দানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নয়নাশবংশীয় ৺শ্যামাচরণ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নীর শ্রাদ্ধ তদীয়পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশশর্ম্মা মহাশয়ের নিজ বাড়ীতে বসিয়া একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৩রা ভাদ্র সোমবার কোটালিপাড়া পিঞ্জুরীনিবাসী ৺কালীপ্রসাদ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ পিঞ্জুরিতে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

ময়মনসিংহ আজ্যাদি গ্রামনিবাসী শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠসহোদর শ্রীমান্ দেবেশচন্দ্র সেনশর্ম্মার পূর্ব্বপত্নী বিয়োগে বিগত ৮ই বৈশাখ ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে পক্বান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। সেনবাড়ীনিবাসী শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরহিত্য কাজ সমাধা করিয়াছেন।

গত ৯ইভাদ্র রবিবার ফরিদপুর থালিয়ানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নিমদাশবংশীয় শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর দাশশর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নীর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ তদীয়পুত্র শ্রীযুত বীরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা কলিকাতাতে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে চন্দনধেনুৎসর্গ ও করা হইয়াছে। শ্রীযুত হেমচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছেন। ১৩৩৫

শালের ৩১শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার গিরিজাবাবুর পত্নীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৩৩৫ শালের ২১শে শ্রাবণ সোমবার ঐ মহিলার মৃত্যু ঘটে। ঐ শ্রাবণমাস মলমাস হওয়ায় সপিণ্ডীকরণের কাজ বর্ত্তমান বর্ষের শ্রাবণমাসে না হইয়া একমাস পরে ভাদ্রমাসে করিতে হইয়াছে। ১৩৩২ সালের ১৮ই কার্ত্তিক বুধবার গিরিজাবাবু তাঁহার ৺পিতৃদেবের সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

গত ৯ই ভাদ্র রবিবার বিক্রমপুর সোণারগানিবাসী শক্তিগোত্রীয়গণ বিশ্বনাথ কবিরাজের বংশধর সোণারঙ্গের পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নীর শ্রাদ্ধ সোণারঙ্গে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে চন্দনধেনু শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। সোণারঙ্গের বৈদ্যদিগের পুরোহিত বিক্রমপুর আউটসাহানিবাসী শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধটি নিয়া এই পর্য্যন্ত এইগ্রামে ১৯উনিশটি শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতেই আমাদের আন্দোলনের সাফল্য সকলে বুঝিতে পারিবেন।

গত ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার বিক্রমপুর ভরাকরনিবাসী বর্ত্তমানে নোয়াখালী প্রবাসীগণ বিশ্বনাথ কবিরাজের বংশধর নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সদস্য শ্রীযুত আনন্দবিহারী সেনশর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নী মনোরমা দেবীর শ্রাদ্ধ নোয়াখালীতে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধে চন্দনধেনূৎসর্গ করা হইয়াছে। মনোরমা দেবী বৈদ্যকুলগৌরব বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা ৺বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের ভগিনী হইতেন। মৃত্যুর দিন তিনি পতিকে কাছে ডাকিয়া তারস্বরে বলিয়াছিলেন, আমার শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিতে হইবে নতুবা আমার পারলৌকিক কার্য্য অশাস্ত্রীয় হইবে। এইরূপ বৈদ্যরমনী বাস্তবিকই আমাদের জাতির গৌরব। বিক্রমপুরবাসী শ্রীযুত ষষ্ঠীচরণ তফাদার মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছেন। শক্তিগোত্রীয়গণ বিশ্বনাথ কবিরাজের বংশধরগণ বিক্রমপুরে ভরাকর, গাউপাড়া, সোণারঙ্গ, কোঁয়রপুর, চুড়াইন প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেছেন। সর্ব্বত্রই তাঁহারা প্রায় সকলে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২২শে ভাদ্র শনিবার খুলনা হোগলডাঙ্গানিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় উচালীবংশীয় শ্রীযুত রমনীমোহন সেনশর্ম্মা ও তাহার ভ্রাতা শ্রীযুত হরিমোহন সেনশর্ম্মা তাঁহাদের ৺মাতৃদেবী শশিমুখী দেবীর শ্রাদ্ধ কালীঘাটে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পৌরহিত্য করিয়াছেন :—

(১) কবিরাজ শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি (৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট কলিকাতা)।

(২) পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন (৩৪৬নং কালীঘাট রোড, পাথুরিয়াপট্টি, কালীঘাট)।

(৩) কবিরাজ শ্রীযুত হেমরঞ্জন সেনশর্ম্মা (সাং বরিশাল মাহিলাড়া, হাংসাং ৬নং বিশ্বাস

(৪) শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেনশর্ম্মা (সাং বরিশাল চারুকাঠি, হাংসাং ৪৮নং স্ট্রীট কলিকাতা ইত্যাদি ।

বৃষোৎসর্গ ও ষোড়শাদি দান যথারীতি করা হইয়াছে। রমনীবাবুর আদি নিবাস যশোহর বেন্দা। পরে ইহাঁরা খুলনাজিলার বাগেরহাট মহকুমার অধীন মধিয়াগ্রামে কিছুদিন ছিলেন। এখন ইহাঁরা বাগেরহাটের অধীনে চোগলডাঙ্গা গ্রামে আছেন।

গত শ্রাবণমাসে দক্ষিণবিক্রমপুর কোঁয়রপুরনিবাসী সরকারপাড়ার শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় শ্রীযুত প্যারীমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত কুমুদমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী দুইটি শিশুসন্তান রাখিয়া টাইফয়েড জ্বরে আসামে প্রাণত্যাগ করিয়া আত্মীয়গণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন। তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য বাড়ীতে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

জিলা ২৪পরগণা, গরিফা নিবাসী, কাটনীপ্রবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের মাতৃদেবী এবং ভাজনঘাট নিবাসী শ্রীযুত প্রমোদকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাভগিনী শ্রীমতী উষাদেবী গত ২১শে আশ্বিন সোমবার জামালপুরে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের আদ্যকৃত্য একাদশাহে ৩১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার কলিকাতায় ৪৬নং কৈলাসবোস ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে।

বৎসরাবধি পুত্রশোকে অভিভূতা বৃদ্ধা নশ্বরদেহ রাখিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। ওঁশান্তি, ওঁশান্তি, ওঁশান্তি।

ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন :—

বিগত ৪ঠাভাদ্র ১৩৩৬ বুধবার জেলা ২৪পরগণান্তর্গত কাঁচরাপাড়া গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরি গোত্রীয় ৺পঞ্চানন (বরাট) সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺ফুলেশ্বরী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সারণ জেলান্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার খ্যাতনামা উকিল রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বেনীমাধব (বরাট) সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সাগ্নিক একাদশাহে বালিগঞ্জ ৭নং পালিত ষ্ট্রীটস্থ নিজভবনে সম্পন্ন করিয়াছেন। সভাধিরোহনে যে সমস্ত স্বশ্রেণীয় ও ভিন্নশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণ সমুপস্থিত হইয়াছিলেন সকলকেই যথারীতি অধিষ্ঠানের মাল্য, পান সুপারী ও যজ্ঞোপবীত দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রাদ্ধকারী, তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভ্য ৺নীলমাধব সেনশর্ম্মার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ প্রবোধকুমার, তৃতীয় ভ্রাতা ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অন্যতর সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সেনশর্ম্মা মহাশয় প্রত্যেকে এক একটী ষোড়শ দান করিয়াছেন এবং ৬টী পৌত্র একটী প্রপৌত্র প্রত্যেকে এক এক প্রস্থ অন্ন জল বস্ত্র দান করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৪টী ষোড়শ ও ৭টী অন্নজল

বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত বারদ্রোণ গ্রামনিবাসী বৈদিক শ্রেণীয় শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যরত্ন মহাশয় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন এবং ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ (রায়) দাশশর্ম্মা কাব্যরত্ন কবিভূষণ মহাশয় গীতা পাঠ করিয়াছিলেন। ভোজনান্তে উভয়কেই তুল্য দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। প্রোক্ত কবিরাজ মহাশয়কে ষোড়শের একপ্রস্থ শয্যা ও একপ্রস্থ অন্নজল বস্ত্র প্রদান করা হইয়াছিল। স্বজাতীয়গণের নিকট বিনীত নিবেদন অতঃপর এইরূপ প্রথার প্রচলন দ্বারা স্বসমাজকে গৌরবান্বিত করিতে সকলে যত্নবান হইবেন। শ্রাদ্ধান্তে প্রায় তিনশত দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ পূর্ব্বক বিদায় দেওয়া হইয়াছিল।

প্রায় দুইশতাধিক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে ভুরিভোজনে তৃপ্ত করা হইয়াছিল।

সমুদ্রগড়ানিবাসী প্রধান স্মার্ত্ত এবং তত্রস্থ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরত্ন মহাশয় ইহাদের কুলগুরু। তিনি পারিবারিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রাদ্ধবাসরে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের ২।৩ দিন পরে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার প্রাপ্য ষোড়শের একপ্রস্থ সম্পূর্ণদান ও মর্য্যাদা গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ৭মাস পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যমভ্রাতা ৺নীলমাধব সেনশর্ম্মা (বরাট) মহাশয়ের ও আদ্যশ্রাদ্ধ যথারীতি ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত রায়সাহেব বেণীমাধব বাবুর মাতৃদেবীর বয়ঃক্রম ৭৮বৎসর হইয়াছিল, অন্তিমকালে তাঁহার কোনরূপ পীড়া ছিলনা এমন কি ১০মিনিট পূর্ব্বেও কোনও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। ধর্ম্মপরায়ণা ভাগ্যবতী নারীর পুত্র কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ও প্রপৌত্রাদির সমষ্টি তাঁহার বয়সের সমতুল্য বা কিঞ্চিদধিক রাখিয়া গিয়াছেন।

সূচী।

	বিষয়—	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
২১।	শোকোচ্ছাস	শ্রীসারদাচরণ সেনশর্ম্মা	৯৭
২২।	গোত্র ও উপাধি	শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা	৯৯
২৩।	দক্ষিণ বিক্রমপুর ও কুমিল্লায় প্রচারে	শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা	১০১
২৪।	মরণে (কবিতা	জনৈক বৃদ্ধ	১০৪
২৫।	অম্বষ্ঠ রহস্য	সম্পাদক	১০৫
২৬।	আবাহনম্ (স্তোত্র)	শ্রীকালীপদ দাশশর্ম্মা	১২১
২৭।	বোধন (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা	১২২
২৮।	বিজয়া সম্ভাষণ	সম্পাদক	১২৪
২৯।	সুসংবাদ	,,	,,
৩০।	আত্মাবমাননা	শ্রীসারদাচরণ সেনশর্ম্মা	১২৬
৩১।	সে আলো তোমারি (কবিতা)	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয়	১২৯
৩২।	ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন	শ্রীউমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা	১৩১
৩৩।	চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশন	শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা	১৩৩
৩৪।	প্রতিবাদ	শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা রায়	১৩৫
৩৫।	জাতীয় সংবাদ	—	১৩৫

"বৈদ্যপ্রতিভার" নিয়মাবলী।

১। জাতির স্বরূপ, জাতির অভাব, অভিযোগ ও জাতীয় আচার এবং কুলধর্ম্ম রক্ষাকল্পে যে সমস্ত প্রবন্ধ গল্প, কবিতা, সংবাদ ও পত্রাদি প্রেরিত হয়, তাহা এই পত্রিকাতে প্রকাশার্থ সাদরে গৃহীত হইবে, কিন্তু প্রবন্ধগুলি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ হওয়া আবশ্যক।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। অমনোনীত প্রবন্ধ ডাকমাশুল পাঠাইলে ফেরৎ দেওয়া হয়।

৪। যথাসময়ে কোনও পত্রিকা গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তগত না হইলে ডাকঘর অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগকে লিখিবেন। সর্ব্বদা চিঠিপত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন।

৫। পত্রিকার সর্ব্বত্র সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা অগ্রিম দেয়, অনুমতি করিলে ভিঃ পিঃ ডাকেও পাঠান হয়। বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

সম্পাদক—"বৈদ্যপ্রতিভা, ফিরিঙ্গিবাজার রোড, চট্টগ্রাম।

Baidya-Prativa. REGD. No. C—1224.

৬ষ্ঠ বর্ষ—কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মংবা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র

বৈদ্য-প্রতিভা।

বলিরহস্য, ব্রহ্মচর্য্য, বাল্যবিবাহ, অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি,
বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ঢাকা বৈদ্যসম্মিলনীর
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বহুস্বর্ণপদক প্রাপ্ত—

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম কোহিনুর প্রেস হইতে
শ্রীরেবতীরমণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা।
প্রতি সংখ্যা চারিআনা।

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী কার্য্যালয়।
ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৩৬।	উদ্বোধনম্ (সঙ্গীতম্)	শ্রীপুলিনবিহারী দাশশর্ম্মা	১৪৫
৩৭।	স্বর্গীয় ৺আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী	শ্রীরমণীমোহন সেনশর্ম্মা	১৫০
৩৮।	ডেলি প্যাসেঞ্জার (কবিতা)	শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা	১৫২
৩৯।	স্বর্গীয় ৺ভুপেন্দ্রকুমার গুপ্তশর্ম্মা		১৫৪
৪০।	বৈদ্য স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণবর্ণ	শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা	১৫৯
৪১।	বাঙ্গালার সেনরাজগণ	শ্রীললিতমোহন দাশশর্ম্মা রায়	১৬১
৪২।	দেবতা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা	১৬৯
৪৩।	বৈদ্য "দেবোপাধি"	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা	১৭১
৪৪।	সূর্য্যোদয় (কবিতা)	শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা	১৭৭
৪৫।	মানব সভ্যতার দারিদ্র্যের দান	শ্রীতারকচন্দ্র দত্তশর্ম্মা	১৭৮
৪৬।	প্রচার ও জাতীয় সংবাদ		১৮০
৪৭।	পূর্ব্বপশ্চিমে আদান প্রদান	শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা	১৮৭
৪৮।	চট্টগ্রাম-নিখিল-বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনে পরিগৃহীত মন্তব্য সমূহ		১৮৯

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ } কার্ত্তিক। { ৭ম সংখ্যা।

উদ্বোধনম্।

(সঙ্গীতম্)

হে দ্বিজগুণধর ! জড়তাং পরিহর কুরু নিজকুলমতকর্ম্মবিতানম্।
তব মহিমানং কথয়তি ভুবনং মরভুবি জন-গণ-চিত্ত-বিনোদম্।
সা তব নিষ্ঠা জগতি গরিষ্ঠা রময়তি ভৃশমিহ বুধজন-চিত্তম্।
শ্রুতি-বিধি-শোভিত-ভাব-নিনাদিত বিবিধ-কৃতীনাং ত্বমপি নিধানম্।
মুহুরপি ঘোষয় দীপ্ত-মণীষামনুভব সুকৃতিং পুণ্যমথণ্ডম্।
রাজতু তবগুণ মধুময়বৃত্তং দীব্যতু সুললিতচরিতমনিন্দ্যম্।
অধিকুরু সরসং জনহিতকরণং বিরচয় নির্ম্মলকীর্ত্তিকলাপম্।
ভারতগৌরব ! রোগভয়ং হর শুভকরপথমনুচর ভুবি নিত্যম্।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-প্রশস্তিঃ॥

জয় বৈদ্যা পূতকৃত্যা গুণিগণসদসি জ্ঞানভাজাং বরেণ্যা
যেষাং শুভ্রা যশোর্চ্চির্বিকিরতি নিতরামুজ্জ্বলাং দীপ্তিমালাম্।
বিভ্রাণা গৌরবাণাং প্রজমতিমধুরাং যে সদা পুণ্যশীলা
জীয়াস্তেবাং প্রকামং সুচরিতমমলং শাশ্বতং মর্ত্ত্যলোকে॥ ১

যেষাং খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা রময়তি ভুবনং পৌর্ণমাস্যাংযথেন্দু
গীয়ন্তে হৃষ্টচিত্তৈর্দিগধিপতিগণৈর্যদ্‌গুণা মুক্তকণ্ঠম্।
যে শ্রেয়াংসো দ্বিজানাং জগতি সুমহতীবৃত্তিনিষ্ঠা চ যেষাম্
রাজন্তাং সর্ব্বলোকপ্রথিতসুমতয়ো বৈদ্যবংশপ্রদীপাঃ ॥ ২

ত্রৈলোক্যানাং হিতায় প্রভবতি নিয়তং বৈদ্যশক্তির্মহোজ্জা
আয়ুঃসম্পদ্‌বিধাত্রী জনসুখজননী বিঘ্নদৈন্যার্ত্তিহন্ত্রী।
তাপক্লান্তিং নরাণাং হরতি ভুবি সদা মূর্ত্তপীযূষতুল্যা
বিশ্বপ্রেমপ্রসূতের্জয়তি সুবিমলা রাজতাং কান্তিরস্যাঃ ॥ ৩

রোগক্লেশান্ নিহত্য ক্ষিতিতলনিবসদ্ দীনদুঃখপ্রশান্ত্যৈ
মার্ত্তণ্ডাদি গ্রহাণাং ত্রিভুবনচরতাং সারভূতেব সাক্ষাৎ।
গীর্ব্বাণাংশপ্রজাতা ক্ষয়-ভয়-মরণাদ্ রক্ষিতুং প্রাণিনো যা
জীয়াদ্ ধাতুঃ প্রসাদাদ্‌বহুকুশলময়ী সা চিরং বৈদ্যশক্তিঃ ॥ ৪

আদৌ দেবাসুরৈর্যৎ কৃতমতিবিপুলং মন্থনং সাগরস্য
তস্মাদুত্থঃ পয়োধেঃ করধৃতকলসঃ সোঽমৃতাচার্য্যনামা।
ভাণ্ডং পূর্ণং সুধাভির্বহতি সুললিতং দৈত্যসংহারহেতুঃ
খ্যাতো ধন্বন্তরির্যঃ সকলবুধগণৈঃ সংস্তুতো বিশ্বমধ্যে ॥ ৫

প্রাপ্তা ধন্বন্তরেস্তে প্রকটিতবিভবে ক্ষেমমার্গাশ্রয়স্য
রম্যং জন্মাস্যবংশে দ্বিজকুলতিলকাঃ কর্ম্মণে ভৌমলোকে।
পুণ্যশ্লোকাঃ শ্রূয়ন্তে বহুসুকৃতিফলং বৈদ্যবংশাবতংসা
হিত্বা দেহংস্তথান্তে ত্রিদিবমধিগতা ভুঞ্জতে দিব্যসৌখ্যম্ ॥ ৬

সৃষ্টি স্থিত্যোঃ সহায়াঃ শ্রিতবহুসুফলাঃ কোবিদাঃ সৌম্যরূপাঃ
নানাসূক্ষ্মার্থদর্শিদ্বিজগণসদসি প্রাপ্তমানৈর্বিশিষ্টাঃ।
বেদাদীনাং যথার্থং শ্রবণ-পঠনতো ব্যক্তমেধাঃসুবিপ্রা
আরোগ্যপ্রাণদিৎসা-প্রচলন-নিরতাঃ কর্ম্মবীরা জয়ন্তু ॥ ৭

যেষাং বংশে বিশালে সুবিদিতমহিমা মুখ্যশাস্ত্রার্থবেত্তা
ভৈষজ্যাশেষশিক্ষাসমধিগতবলো ব্যাধিবিদ্ বৈদ্যসূর্য্যঃ।
নানাসুগ্রন্থকর্ত্তা বিরচনকুশলী স্থাপয়িত্বেহ কীর্ত্তিং
রায়ুর্ব্বিদ্যাসুবিজ্ঞঃ কবিকুলসবিতা স্বর্গতশ্চক্রপাণিঃ ॥ ৮

যদ্বংশে বোপদেবো ভুবনবিদিতধীর্মুগ্ধবোধপ্রণেতা
সম্যগ্ জ্ঞানং লভন্তে তনুমতিমনুজা যস্য সুগ্রন্থপাঠাৎ।
অন্যে বৈদ্যপ্রবীণা জগতি বহুমতাঃ পণ্ডিতৈর্মানভাজঃ
কীর্ত্তিস্তম্ভা ইবৈতে বুধগণমনসি জ্ঞানগর্ভা রমন্তে॥ ৯

রোগাদীনাং নিদানং ললিতরচনয়া গ্রন্থপূর্ণং বিধাতুং
মাঙ্গল্যং মূর্ত্তরূপং নবকৃতমিহ যৎ পুস্তকং রত্নতুল্যম্।
সূতে যস্য প্রচেষ্টা ফলমতিরুচিরং ভেষজাম্বুক্ষিমূলং
দীপ্যেত জ্ঞানহেতু র্বিবিধগুণধরো মাধবো বৈদ্যরাজঃ॥ ১০

খ্যাতঃ প্রাচো গরীয়ান্ কবিবর ভরতো ভারতে লব্ধকীর্ত্তি
র্ভাতি ক্ষিত্যাং সমন্তাৎ কুসুমসুরভিবৎ সৌরভংযদ্গুণানাম্।
নানাকাব্যপ্রণেতা বিকসিতমতিমান্ বেদবিৎ কান্তমূর্ত্তি
র্ভাতু প্রীতিস্বরূপো বিধুরিব বিমলো মল্লিকো মল্লিকাবৎ॥ ১১

সর্ব্বত্র প্রোজ্জ্বলাভা প্রকটিতগরিমা শাস্ত্রবিচ্চিত্তশোভা
রাজেন্দ্রচন্দ্রপ্রভা সা ভরতকৃতিরিয়ং পণ্ডিতৈরাদৃতা যা।
ভট্ট্যর্থান্ মঞ্জরীতান্ ভৃশমুপকুরুতে টীকয়া রম্যয়া বঃ
শংসন্তু শ্রদ্ধয়া তং গুণিগণসমিতৌ সজ্জনা বৈদ্যবিপ্রম্॥ ১২

টীকাকার্য্যে বিরাজেচ্চিরবিগতভিয়ো বৈজয়ন্তী প্রতিষ্ঠা
বিশ্রামং নাভিগচ্ছেৎ সুকৃতিচয়ভবা শ্রৌতকীর্ত্তিশ্চ যস্য।
সোঽয়ং বৈদ্য-দ্বিজেন্দ্রোগুণিষু বিজয়ভাগ্ রক্ষিতো ভাষ্যকারো
দীব্যাদ্ জ্ঞানার্থভূমি র্গুরুরিব বিজয়ো হানয়ে দুষ্কৃতীনাম্॥ ১৩

আসীদ্ ভৈষজ্যরত্নাকরগতমণিষু শ্রেষ্ঠকান্তিং বিতন্বন্
শ্রীমদ্গঙ্গাধরাদিঃ পরহিতনিরতো দ্বারকানাথনামা।
শক্তের্বংশে বিবস্বানিবভুবি বিজয়ো দানশীলো মহাত্মা
পদ্মাকৃষ্টা ররাজে সুললিতভবনে যস্য বৈদ্যাম্বুযস্য॥ ১৪

গঙ্গাদাসো যশস্বী কবিকুলগরিমা বৈদ্যগোপালদাসা-
ল্লব্ধাজন্মপ্রভাবান্ মধুরসুললিতৈ শ্ছন্দসাং ভাবনৈর্যঃ।
আকৃষ্য গ্রন্থসারান্ সুখকরধৃতিতো মঞ্জরীং সঞ্চিনোতি
তেনালঙ্কারিতোঽসৌ ক্ষিতিষু বিজয়তাং সর্ব্বথা বৈদ্যবংশঃ॥ ১৫

শ্যামাদাসঃ প্রবীণঃ সুগুণধরভিষগ্ বাক্পতিজ্ঞানিনিষ্ঠঃ
যেষাং বংশে যশোভাক্ কবিমুকুটমণি ভূষিতো গীরমাভ্যাম্।
খ্যাতো নাথো গণানামিব ধৃতগরিমা সর্ব্বরোগান্তকোঽয়ম্
ভৈষজ্যপ্রাণভূতো জগতি বিজয়তাং বৈদ্যবংশশ্চিরায় ॥ ১৬

আয়ুর্বেদাষ্টকাঙ্গান্বিতবরভবনং স্থাপয়িত্বা মনীষী
ভৈষজ্যস্য প্রভূতং গুণিগণশরণঃ সম্প্রসারং বিধায়।
যোঽন্তং তূর্ণং সমাগাদ্ বুধজনসবিতা যামিনীকান্তনামা
ভূয়াৎ কাব্যাশ্রিতানাং মধুরিপুকৃপয়া শ্রেয়সে তৎসুবংশঃ ॥ ১৭

বৈদ্যৈর্যৈঃ শ্রেষ্ঠধর্ম্মানুমতসুবিধিনা কার্য্যজাতং সমাপ্তং
যেষামাচারনিষ্ঠা দ্বিজকুলপতিভিশ্চাদৃতা শংসিতা চ।
মন্বাদিস্মার্ত্তশাস্ত্রাধ্যয়নকুশলিনো যে শমশ্চাশ্রয়ন্তে
শ্রদ্ধাধর্ম্মাশ্রিতত্বাদপগতকলুষা দীপ্যমানা দ্বিজাস্তে ॥ ১৮

যেষাং শ্রৌতপ্রভাবাৎ প্রতিহতমশিবং ধ্বান্তবদ্ভাস্করেণ
বৈদ্যাগ্রণ্যাং বহূনামগণিতমহিমা মেদিনীং সংবিভর্ত্তি।
যে সন্তঃ পুণ্যসম্পদ্দ্বিজকুলবিলসৎসৌখ্যমাপদ্যমানাঃ
রাজন্তে বিপ্রমুখ্যা ধৃতবহুসুগুণাস্তে জয়ং প্রাপ্নুবন্তু ॥ ১৯

যেনৈতে ব্যাধিতাপা বিরসচমকিতা বীর্য্যতশ্চৌষধানাম্
কালিন্দীসোদরাদে র্দবয়তি সুমহদ্ভীতিমদভ্রকুটিং যঃ।
বিত্রস্তা বার্দ্ধকেঽপি ক্রমগত-বপুষাং যজ্জরা মানবানা
মত্যুচ্চা যস্যসম্পদ্ ভবধবকৃপয়া জীবতাৎ বৈদ্যসূনুঃ ॥ ২০

রামপ্রসাদঃ কবিরঞ্জনাখ্যঃ
শ্যামাপদাম্ভোজমধুব্রতো যঃ।
যদ্বংশভূষা বরণীয়কীর্ত্তি
র্জীয়াৎ স বংশো ভুবি সম্প্রপূজ্যঃ ॥ ২১

চৈতন্যদেবানুগতঃ সুভক্তো
ধন্যো মুরারিঃ কবিকুন্দভৃঙ্গঃ।
গীতাম্বুধৌ রামনিধিঃ সুরত্নোঃ
বৈদ্যেষু জাতাং সততং বরেণ্যৌ ২২

সর্ব্বং খলু ব্রহ্মময়ং বিচার্য্য
প্রচারধর্ম্মে বিদিতো যশস্বী।
বক্তৃ-প্রধানঃ সুকৃতি বিভাতু
স কেশবো বৈদ্যকুলপ্রদীপঃ ॥ ২৩

রাজেন্দ্রতোষং বিরুদং সমেতি
সম্বর্দ্ধিত শ্রীগণনাথ এষঃ।
যস্মিন্ সুবংশে লভতে স জন্ম
তদ্বৈদ্যবংশস্য জয়োঽস্তু নিত্যম্ ॥ ২৪

সহস্রকণ্ঠস্তুতচিত্তরঞ্জনঃ
স্বদেশবন্ধু মহিমান্বিতঃ সদা
বিশিষ্ট-বাগ্মী কুরুতে প্রশংসিতং।
যদ্বৈদ্যবংশং সুচিরং প্রভাতু সঃ ॥ ২৫

ব্যাপ্তপ্রভঃ সুবিদিতঃ কবিরীশ্বরোঽসৌ
গুপ্তঃ কবীন্দ্রসমিতো বহুশংসনীয়ঃ
বংশং পবিত্রকৃতিভিঃ পরিমণ্ডয়েদ্ যো
দীব্যন্তদীয়কুলজাঃ খলু বৈদ্যমুখ্যাঃ ॥ ২৬

অযুক্তং যদুক্তং প্রমাদাদ্বুধৈস্তদ্
দয়াং দর্শয়দ্ভিঃ স্বয়ং শোধনীয়ম্।
ইতি প্রার্থয়েঽহং বিনীতো বিনীতে
বুধানাং বিশেষো দয়া চ ক্ষমা চ ॥

ইতি শিবম্

কলিকাতা ৩৪নং কুণ্ডুলেন-বেলগাছিয়াস্থ-
নিলয়নিবাসি শ্রীমৎপুলিনবিহারীদাশশর্ম্ম
বিরচিতোঽয়ং নিবন্ধঃ ॥

"স্বর্গীয় ৺আনন্দচন্দ্র সেন শর্ম্মা।"

এই পৃথিবীতে কত শত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। কাহার ও নাম জনসমাজে প্রকাশিত কাহারও আবার কালের গর্ভে নিহিত। পণ্ডিত স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেন শর্ম্মা মহাশয় যদিও ৬.৭ বৎসর যাবৎ লোকান্তরিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনী লোক সমাজে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময় বৈদ্য-জাতির একমাত্র মুখপত্র "বৈদ্য প্রতিভা" মাসিক পত্র গত দেড় বৎসর পূর্ব্বে ৺আনন্দচন্দ্র সেন শর্ম্মা "হামছাদী" নাম দিয়া মুলমন্ত্র-সংহিতার মানুষ গোপন কিম্বা এমনই একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যদিও আমরা দৌহিত্র ব্যতীত তাঁহার কোন পুত্র সন্তান নাই তথাপি তাঁহার গুণমুগ্ধ লোকের অভাব নাই। কোন স্থান হইতে কে ঐ প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার লোকান্তরিত হইবার পরও তাঁহার নাম রক্ষার্থ সচেষ্ট তাহা জানি না। তবে তিনি যিনিই হউন আমাদের ধন্যবাদার্হ। ইদানীং তাঁহার জীবনী প্রকাশে বাসনা হওয়ায় সর্ব্বপ্রথম বৈদ্য-ব্রাহ্মণজাতীর শ্রেষ্ঠ মাসিকেই তাহা প্রকাশ করিতে দিলাম। যাহারা মনে করেন যে বৈদ্যগণ হুজুগে পরিয়া কয়েক বৎসর যাবত শূদ্রাচার হইতে মুক্ত হইতে-ছেন, এই জীবনী পাঠে তাহাদের চক্ষের ধুলা কিছু দূর হইতে পারে। জীবনী লিখিবার পূর্ব্বে এই পবিত্র প্রাচীন বংশটীর বিষয় দুই এক কথা লিখিতে ইচ্ছা করিলাম।

ধন্বন্তরী বিনায়ক সেনের পুত্র প্রখ্যাতনামা রবিসেন মহামণ্ডলের অনেক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন তন্মধ্যে শত্রুঘ্ন সেন অন্যতম। শত্রুঘ্ন সেন কার্য্য ব্যাপদেশে সোনারগাঁয় আসিয়া বসবাস করেন কালক্রমে তথায়ই থাকিয়া যান। শত্রুঘ্ন সেনের পুত্র ভগীরথ, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র লোকনাথ, তৎপুত্র কাশীনাথ। এই কাশীনাথ সেনের পাঁচ পুত্র ছিল। রূপরাম, শ্রীনারায়ণ, রাম গোবিন্দ, রামজীবন এবং কনিষ্ট কৃষ্ণজীবন। তাঁহারা পূর্ব্বে দারিদ্রের কবলে পরিয়া নিস্পেষিত হইতেছিল। কৃষ্ণ জীবন সেন, নিজ বুদ্ধি বলে মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে বক্সী গিরী হইতে ক্রমে ক্রমে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহের সেনাপতি পদে উন্নিত হন এবং বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ করিয়া প্রভুত জায়গীর ও রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন।* অতঃপর দেশে আসিয়া গ্রামময় দীঘী পুষ্করিণী, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। নিজে অপর ভ্রাতাদের স্ব স্ব নামে সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। কৃষ্ণ জীবনের অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে এবং তাঁহার স্থাপিত দেবতার মধ্যে নিন পুজার চরকগাছ, পাগলা গাছ নামে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহাপূজা ও মহামেলা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার একখানা বিস্তারিত জীবনী স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

---

* ১। স্বরূপচন্দ্র রায় কৃত সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস এবং যতীন্দ্রমোহন রায় কৃত ঢাকার ইতিহাস দ্রষ্টব্য। ১৩৩৪ সালের ঢাকা জিলা ষ্টুডেন্টস্ কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় ৺ ললিতমোহন সেনের অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

নানা বাধাবিঘ্নে মুদ্রিত করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণজীবন সেনশর্ম্মা মহাশয় অপুত্রক ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হুরশাদিয়া গ্রাম হইতে শক্তিগোত্র দুর্হবংশের রামগোবিন্দ সেনশর্ম্মাকে গৃহ জামাতৃ পদে স্থাপিত করিয়া যান। তাঁহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষ স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মা। কৃষ্ণ জীবন সেনশর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশে বর্ত্তমান সময় আমাদের প্রায় ১০ পুরুষ চলিয়াছে। অপুত্রক আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মার তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে দুইজন স্বর্গীয়। দ্বিতীয়জন আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী। বর্ত্তমান সময় আমরা বহু জ্ঞাতিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হামছাদী গ্রামে বসবাস করিতেছি। সোনারগাঁ মহেশ্বরদীগ্রামে এমন কোন ভদ্র বৈদ্য পরিবার নাই যাহাদের সহিত আমাদের কিছু না কিছু আত্মিয়তা নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৃষ্ণ জীবনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে আমাদের বংশ। শত্রুঘ্ন সেন হইতে ১৫।১৬ পুরুষ চলিয়াছে। এই বংশে আমাদের পিতামহ স্বর্গীয় কবিরাজ কাশীচন্দ্র সেনশর্ম্মা ঢাকা জিলার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসী প্রদত্ত 'বাত রাক্ষসী তৈল' ভারত বিখ্যাত। বর্ত্তমান সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের জ্যেষ্ঠতাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় আজ সোনার গাঁ মহেশ্বরদীগ্রামে ঘরে ঘরে পরিচিত। তাঁহার কটী-দেশ পর্য্যন্ত উপবীত এবং কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা বিরাজিত। তিনি স্বহস্তে শিবপূজা এবং অন্যান্য পূজারাধনা করিয়া থাকেন। তিনি একজন ধার্ম্মিক সদাশয় এবং কালীমায়ের সাধক। অনেক নাস্তিকের মনও তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পরে।

সোনারগাঁ মহেশ্বরদীর অনেক প্রাচীন ব্যক্তিই হয়তঃ স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়কে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি ৯ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত ধারণ করেন। সমাজ যখন কুসংস্কারাচ্ছন্ন তখন তিনি কটীদেশ পর্য্যন্ত উপবীত ঝুলাইয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ঢাকা অশোককেন হইতে প্রকাশিত বৈদ্য সম্মিলন এবং অন্যান্য জাতীয় পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাহার লিখিত দক্ষিণ পাঠন কোথায়? মূলমনুসংহিতায় মনু গোপন বিবাহে কন্যা গোত্রান্তর হয়না। বঙ্গিয় অম্বষ্ঠ সমিতির সেনাপতি কৃষ্ণজীবন প্রভৃতি প্রবন্ধ তৎসময়ে পণ্ডিত মণ্ডলিকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি কখনও নামের শেষে গুপ্ত লিখিতেন না। প্রায় অশিতীবর্ষ জীবিত থাকিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার হস্তলিখিত বহু সংখ্যক মূল্যবান কপি কিট পোকার খাদ্যরূপে পরিণত হইতেছে। তাহার একমাত্র পত্নি ব্যতীত তাহার বাড়ী জনশূন্য এবং সেইসব তত্ত্বাবধান করিবার দ্বিতীয় লোক নাই। অন্ত দেশে তেমন না হইলে সোনার গাঁ মহেশ্বরদীর অধিবাসীগণ সকলেই এই জীবনীর সত্যতা উপলব্ধি করিবেন।

নিবেদক

শ্রীরমণীমোহন সেনশর্ম্মা।

---

* পাণ্ডব বর্জ্জিত প্রতিবাদ মূল্য ॥০ ভারতে সপ্তাম্বর মূল্য ।৶০ আমার নিকট প্রাপ্তব্য। শ্রীরমণী মোহন সেনশর্ম্মা গ্রাম হামছাদী, কবিরাজ বাড়ী, পোঃ বৈদ্যের বাজার, ঢাকা।

ডেলি প্যাসেঞ্জার।

কবিরাজ শ্রীভোলানাথ দাশশর্ম্মা বিদ্যানিধি, কবিরত্ন, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)।

(বাবু) দেখ মোরা করি ডেলি প্যাসেঞ্জারি চাকুরীর টানে পড়িয়া।
(মোদের) কোমরের নিচে কড়া পড়ে গেছে ট্রেণেতে চড়িয়া চড়িয়া॥
(মোরা) 'জার্ণি' করিগো 'মর্ণিং'এ আর 'লাষ্ট্' ট্রেণে ফিরি বাড়ীতে।
(আর) নাকে চোখে মুখে কি যে দুটো ঢুকে দেখি না ক তাড়াতাড়িতে॥
(কোরাস্) চাকুরী তোমার চরণকমলে করিগো সকলে প্রণতি।
(মোরা) তোমারি কৃপাতে পাই ছুটু খেতে অগতির তুমি সুগতি॥ ১

'ডায়েরিয়া' আর 'ডিস্পেপসিয়া' এরা তো মোদের সঙ্গী
(হের) আহারের আহা কিবা পরিণতি চেহারার কিবা ভঙ্গী॥
(মোদের) কপালে যা মিলে সকালে খাবার তারই ফলে থাকি দিন ভোর।
(তবে) বড় বেলা দিনে খাই বটে কিনে পাউরুটি দুটো বড় জোর॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ২

(মোদের) নাওয়া খাওয়া কিছু নয় নিয়মিত জীবনে মোদের সবই সয়।
(মোরা) কলের পুতুল হইয়া চ'লেছি অভ্যাসগুণে কি বা না হয়॥
ভাতে ডালযোগ, জলযোগ তার বদলে,
তরকারী শুধু সিদ্ধ আলুটা রবিবার দিন না হ'লে॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৩

নিরীহ বেচারী আমরা চাকুরী সংসারে সার করিয়া।
সুখের আশাতে দুখের বাসাতে ঢুকে মাথা ঠুকি বসিয়া॥
(মোরা) চাকুরীর তরে করি হাহাকার বিকার তবু ত কাটেনা।
সারাদিন খেটে গায়ে ঘাম ছোটে (তবু) শাকভাতও কারো জোটে না॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৪

ঘটেনা মোদের 'কার্টেন্ লেক্চার' পিক্চার'মত শুয়ে রই।
(আর) পাখীর সঙ্গে জেগে উঠে দুটো পান্তা খেয়েই রওনা হই॥
গৃহিনীর বলা ফরমাস্গুলা না শুনেও বলি "আচ্ছা"।
আনিবার' বেলা সব গোলমাল মোটেই বুঝিনি সাচ্চা॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৫

জাগিলে রাগিণী সহানুভূতির সমান ব্যথীর সাথেতে।
'লং জার্ণিটা খাটো হয় যেন কাটোয়া-হাবড়া পথেতে॥
বাবা চেনে নাক নিজের ছেলেকে ছেলে চেনে নাক বাবাকে।
(শুধু) রাত্রিতে করি বাড়ী যাতায়াত নিদ্রাতে দেখে কে কা'কে।
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৬

চেয়ারে ঠেসিয়া বসিয়া বসিয়া 'প্লেন' হ'য়ে গেছে পৃষ্ঠ।
সেলামের ছলে সাহেবে দেখাই তুমিই মোদের অদৃষ্ট॥
হাজির হইয়া হুজুর বলিলে জুজুর ভয়টা কেটে যায়।
তৈলেরই গুণে কার্যসিদ্ধি নৈলে জগতে টেকা দায়॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৭

অফিসে বসিয়া কলম ঘষিয়া হিসাব লিখিতে পড়িতে।
দশটা পাঁচটা কারো বা নয়টা ঢং ঢং বাজে ঘড়িতে॥
অমনি সাহেবে সেলাম ঠুকিয়া 'মান্থ্লিটা' ঠিক করিয়া।
কভু জুটে ট্রাম কভু ছুটে যাম ষ্টেশনের মুখে ফিরিয়া॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৮

কাগজের সাথে করিয়া যুদ্ধ লেখনী খোঁচার আঘাতে।
জয় কোরে তাতে কালী মাখাইতে কালী পড়ে নিজ বরাতে॥
চাকুরী মুগ্ধ দেখিয়া ক্রুদ্ধ নিদ্রা গিয়াছে ছাড়িয়া।
সতীনে সতীনে কভু নাহি বনে কেমনে থাকিবে মিলিয়া॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ৯

স্বাধীন জীবিকা কত সুখে থাকা অধীন কেমনে বুঝিবে।
তবে সামান্য বেতন জন্য অন্য কে হেন যুঝিবে॥
উটে খায় কাঁটা মুখ যায় কাটা তবু সে ছাড়ে না খাইতে।
দুখেরে ভাবিয়া সুখের দরিয়া চাহে তাহে আহা ভাসিতে॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ১০

কালের মহিমা ছড়ায়ে প'ড়েছে তারই ফলে আজ সকলে হীন।
কুলীনের ছেলে মলিন হ'য়েছে কুৎসিত কাজে হইয়া লীন॥
সন্ধ্যা বিধিতো বন্ধ ক'রেছে সন্ধ্যা বেলাতে বামুনে।
অফিসে কপিষ্ট সেজে লিখে সে যে কাজের ঠেলাতে দ্বিগুণে॥
চাকুরী তোমার ইত্যাদি॥ ১১

(মোদের) ব্যবসাতে কারো বিশ্বাস নাই নিশ্বাস ফেলে আছি ত বেশ।
স্বধর্ম্মটাকে ভাবি অধর্ম্ম ধর্ম্মরহিত ক'রেছি দেশ॥
(মোরা) চাকুরী কারণে যেতে পারি রণে বনে বনে পারি ঢুঁড়িতে।
(আর) চাকুরী সঙ্কটে পড়িলেই ঘটে মরণ গলায় দড়িতে॥
চাকুরী তোমার চরণকমলে করি গো সকলে প্রণতি।
(মোরা) তোমারি কৃপাতে পাই দুটো খেতে অগতির তুমি সুগতি॥ ১২

—:০:—

স্বর্গীয় ৺ভূপেন্দ্রকুমার গুপ্তশর্ম্মা।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নপাড়াগ্রামে, ভূপেন্দ্রকুমার ১২৭০শালের পৌষমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺বৈদ্যনাথ গুপ্তশর্ম্মা; তিনি কবিরাজী করিতেন। তাঁহার তিনপুত্র। জ্যেষ্ঠ অক্ষয়কুমার ছোটনাগপুরের স্বনামখ্যাত কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। তিনি গতবৎসর জানুয়ারীমাসে পরলোক গমন করিয়াছেন। মধ্যম ধর্ম্মপ্রাণ গিরীন্দ্রকুমার হাজারিবাগে গভর্ণমেণ্টের প্লীডার ছিলেন। তিনি আজ দশবৎসর পরলোকগমন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রকুমার কনিষ্ঠ ছিলেন।

বাল্যে ও কৈশোরে ভূপেন্দ্রকুমার অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিলেন, এবং বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। যখন তাঁহার বয়স দশবৎসর, তখন তাঁহার পিতৃব্য "সাধুদীননাথ" মহাশয়ের সহিত হাজারিবাগে যান, এবং তথায় কিছুদিন পাঠাভ্যাস করিতে বাধ্য হন। বাল্যের ও কৈশোরের দুর্দ্দান্ততাই উত্তরকালে তাঁহাকে ক্লেশসহিষ্ণু ও কর্ম্মক্ষম করিয়াছিল।

তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অক্ষয়কুমার সেই সময় হাজারিবাগে কণ্টাক্টারের কার্য্য আরম্ভ করেন। ভূপেন্দ্রকুমার ১৭।১৮বৎসর হইতে, সেই কার্য্যে দাদার সহায়তা করিতে থাকেন। তখন হাজারিবাগ, রাঁচি, পুরুলিয়া, চক্রধরপুর, পালামৌ, গিরিডি প্রভৃতি স্থানে পাহাড় ও বনজঙ্গল কাটিয়া, পথ ও পুল নির্ম্মিত হইতেছিল। তাঁহারা এই সকল কার্য্য করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হওয়ার সময়ে, তাঁহাদের মাতা মধুমতী দেবী পরলোক গমন করেন। তিনি নামে ও কার্য্যে প্রকৃতই "মধুমতী" ছিলেন।

একুশ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দীর্ঘপাড়া গ্রামের অক্ষয়কুমার সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী সুরেন্দ্রবালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার পরেই উহারা তিন ভ্রাতায় মিলিয়া, হাজারিবাগে বাসের জন্য অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

ইহার কিছুদিন পরে হাজারিবাগ জিলার অন্তর্গত কোডার্মা নামক স্থানে কিছুজমি ও কতকগুলি অভ্রের খনি ক্রয় করিয়া, তাঁহারা অভ্রের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়

ভূপেন্দ্রকুমারই বহু বৎসর ধরিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিচালন করেন এবং কোডার্মায় গৃহ, অভ্রের গুদাম, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া, বহুকাল সে স্থলে বাস করেন। সেই স্থানই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোডার্মার নাম স্মরণ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অতিশয় সহৃদয় ছিলেন। কর্ম্মচারীদের অভাব অভিযোগে সর্ব্বদা মনোযোগ করিতেন। অর্থাভাব হইলে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য করিতেন, এবং পীড়িত হইলে নিজব্যয়ে তাঁহাদের চিকিৎসা করাইতেন। কুলী মজুররা মুনিবকে যেরূপ ভয় করিত, ভালবাসিত, তাহার অপেক্ষা তাঁহাকে অনেক বেশী ভয় ও ভালবাসিত। তিনি তাহাদের নিকটে দাঁড়াইয়া কাজ করাইলে, তাহারা বড়ই তৃপ্তিলাভ করিত। প্রয়োজনীয় ঔষধ কিছু কিছু তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই মজুত থাকিত। কুলীমজুরদিগের পীড়া হইলে তাহাদিগকে সেই ঔষধ দিতেন। অতি বিশ্বাসের ফলে, সেই ঔষধেই তাহাদের অসুখ সারিত। তিনি অতিশয় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য অনায়াসেই সকলকে হাসাইতে পারিতেন।

লোকজনকে খাওয়াইতেও তিনি বড় ভাল বাসিতেন। যে কোন লোক বাড়ীতে আসিলে, তাহাকে একটু না খাওয়াইয়া ও তাহার সহিত অনেক রকম কথাবার্ত্তা না কহিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতেন না। বনজঙ্গলে বা বিদেশেও তিনি এতরকম জিনিষ দিয়া অতিথি সৎকার করিতেন যে, লোক তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইত। তিনি ভাল জিনিষ নিজে না খাইয়া, পরের ভোগে লাগিবে বলিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং কার্য্যকালে তাহাই বাহির করিতেন।

তিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন, এবং শেষ বয়স পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী আত্মীয় বন্ধুর সহিত নিয়মিত পত্র ব্যবহার করিতেন। তিনি দেশের ও দশের এত সংবাদ রাখিতেন যে, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের সহিতও কথা কহিতে, তাঁহার পরিচিত বহুলোকের সন্ধান দিতে পারিতেন। সাতশৈকা সমাজের সকল পরিবারেরই সামাজিক সমুদয় সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন। কন্যাদায়গ্রস্ত বহু ব্যক্তি ইঁহার সাহায্যে উপকৃত হইয়াছেন।

তাঁহার বেশভূষায় কোন রূপ আড়ম্বর ছিল না। মোটা জামা কাপড়ই তাঁহার সকল সময়ের পরিচ্ছদ ছিল। সকল জিনিষেরই খুব যত্ন করিতেন। টুকি টাকি কোন জিনিষ নষ্ট করিতেন না। বলিতেন—"যাকে রাখ, সেই রাখে।" এক সময় এগুলি বিশেষ কাজে লাগিবে। প্রৌঢ় বয়সেও তিনি এমন শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন যে, কলিকাতার প্রায় তিনভাগ রাস্তা পদব্রজে যাতায়াত করিতেন। কোনরূপ যান-বাহনে কমই উঠিতেন। কেহ একবার তাঁহার সহিত ভ্রমণ করিলে, পরে আর স্বেচ্ছায় যাইতে সম্মত হইতেন না। এইরূপ পদব্রজে ভ্রমণ আজকালকার দিনে বিরল বলিয়াই মনে হয়।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার ভ্রাতাদের এবং দুইভগ্নী হিরন্ময়ী দেবীর ও নগেন্দ্রবালা দেবীর মৃত্যুর পর, তাঁহার মনের বল অনেকঃ কমিয়া যায়। শেষ কয় বৎসর কলিকাতায় একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া, পরিবারবর্গসহ সেখানে অবস্থান করেন। তিনি তাঁহার পৌত্র পৌত্রীদের সহিত সমবয়স্কের ন্যায় ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন।

তাঁহার অসুখ হইলে অসুখের বিষয় তিনি কাহাকেও জানিতে দিতেন না। অন্তিম রোগের সময়েও দেখিয়াছি, ডাক্তারেরা তাঁহার চিকিৎসার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া গেলেন, কিন্তু যিনি স্বাধীন-ভাবে চিরজীবন কাটাইয়া আসিয়াছিলেন তিনি কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম পালন করিতে পারিবেন কেন? রোগে পঙ্গু হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্বাধীন আত্মা সকল ধরাবাঁধা নিয়ম অতিক্রম করিয়া, স্বাধীনভাবে চিরকালের জন্য শান্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ৪ঠাজুন (১৯২৯) তারিখে, কলিকাতার গৃহে বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে ৬৫বৎসর বয়সে তাঁহার আত্মা মুক্তিলাভ করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি মানস চক্ষে তাঁহাদের গ্রাম্য দেবতা ৺সিদ্ধেশ্বরী মাতাকে এবং তাঁহার জননী ও দাদাদিগকে তাঁহার নিকট আসিতে দেখিয়া, হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। মৃত্যুর বিভীষিকা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার হাসি হাসি মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি অতিসুখে-অতিশান্তিতে নিদ্রা যাইতেছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর দশাহ অশৌচ পালন করিয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত গোবিন্দকুমার ও একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র কন্ট্রাক্টার শ্রীযুক্ত সুরথকুমার হাজারিবাগে একাদশাহে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে বহু দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করা হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের কারবারের সমুদয় কুলী মজুর ও শ্রমিকদিগকে ও ভদ্রলোকদিগের সহিত সমান যত্নপূর্ব্বক খাওয়ান হইয়াছিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ভূপেন্দ্রকুমার বসু শ্রাদ্ধ বাসরে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা নিজে উপস্থিত থাকিয়া, পারলৌকিক যাবতীয় ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহ বৈদ্যব্রাহ্মণ সভার ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাসা

তারিখ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬সন

সভাপতি শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা সবজজ

উক্ত সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

১। শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা, সবজজ
২। „ শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, ডাক্তার
৩। „ বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিভূষণ
৪। „ রামলাল সেনশর্ম্মা
৫। „ সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়
৬। „ কেশবচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়
৭। „ চন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা
৮। „ যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৯। „ উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
১০। „ সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
১১। „ খগেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা
১২। „ রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা
১৩। „ হরলাল সেনশর্ম্মা
১৪। „ প্রভাতচন্দ্র সেনশর্ম্মা
১৫। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা
১৬। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা
১৭। „ অবনীভূষণ সেনশর্ম্মা
১৮। „ রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা

১৯। „ হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা
২০। „ নলিনীকান্ত দাশশর্ম্মা
২১। „ সুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা
২২। „ কামিনী কমল সেনশর্ম্মা
২৩। „ শ্যামাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা
২৪। „ হিরালাল দাশশর্ম্মা রায়
২৫। „ হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা
২৬। „ দিনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা
২৭। „ প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা
২৮। „ যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা
২৯। „ কুলদাচরণ দাশশর্ম্মা Ics.
৩০। „ যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৩১। „ বীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৩২। „ বিজয়চন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়
৩৩। „ গিরীন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায়
৩৪। „ শ্রীমন্তচন্দ্র সেনশর্ম্মা নিয়োগী
৩৫। „ দীনেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৩৬। „ প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৩৭। „ যতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৩৮। „ ক্ষিতিতোষ সেনশর্ম্মা
৩৯। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৪০। „ সারদাচরণ সেনশর্ম্মা নিয়োগী
৪১ „ ললিতমোহন সেনশর্ম্মা
৪২। „ শশাঙ্কভূষণ গুপ্তশর্ম্মা

প্রথম :—প্রস্তাব উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা প্রস্তাব করেন যে, অদ্যকার সভায় শ্রীযুত শচীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন। শ্রীযুত বিপিনবিহারী গুপ্ত শর্ম্মা মহোদয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। উক্ত প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২য় প্রস্তাব :—বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার, অধিবেশন ইত্যাদি আহ্বান এবং সময়োপযোগী আবশ্যকীয় কার্য্য করার জন্য এই সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হউক্ :—

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি :—

১। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা ডাক্তার
২। „ বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিভূষণ
৩। „ কামিনীকমল সেনশর্ম্মা উকিল
৪। „ সুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা উকিল
৫। „ অবনীনাথ সেনশর্ম্মা উকিল
৬। „ গিরিন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা কবিরাজ
৭। „ উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৮। „ যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা উকিল
৯। „ যোগেশচন্দ্রদাশশর্ম্মা উকিল
১০। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা উকিল
১১। „ বিপিনবিহারী সেনশর্ম্মা ম্যানেজার
১২। „ হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায় উকিল
১৩। „ প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা উকিল
১৪। „ রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা কবিরাজ
১৫। „ রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা উকিল

কার্য্য নির্ব্বাহকসমিতি :—

সভাপতি— শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা ডাক্তার, সহকারীসভাপতি (১) বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিভূষণ কবিরাজ (২) শ্রীযুত কামিনীকমল সেনশর্ম্মা উকিল (৩) শ্রীযুতসুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা

সম্পাদক — শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায় উকিলও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা উকিল

হিসাব পরীক্ষক—শ্রীযুত নন্দলাল সেনশর্ম্মা

৪র্থ প্রস্তাব :—সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে সম্পাদকগণ নিজহস্তে এককালীন ৫৲টাকার অধিক তহবিল রাখিতে পারিবেন না এবং তহবিল ৫৲ টাকা হইতে অধিক হইলেই তাহা পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের সভাপতির নামে হিসাবমূলে সুদ দিতে হইবে এবং হিসাব পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পাদকগণ খরচের পৃথক ২ ভাউচার রক্ষা করিবেন।

স্বাক্ষর

শ্রীহরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায়, সম্পাদক। শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা, সভাপতি।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ বার্ষিক ১ম অধিবেষন

স্থান শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাসা,

সময় ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ বৈকাল ৬ঘটিকা

সভাপতি শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা ডাক্তার। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন :—

১। শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা সভাপতি
২। " বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা সঃ সভাপতি
৩ " গিরীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৪। " উপেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৫। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৬। " রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা
৭। " যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৮ " হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায়

১ম প্রস্তাব—শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, মূল সভার নিয়মাবলী দৃষ্টে আমাদের সভার নিয়মাবলী সংশোধন করা আবশ্যক তজ্জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সাবকমিটি নিযুক্ত হউক্ :—

১। শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা
২। " বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা
৩। " গিরীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা
৪। " প্রফুল্লচন্দ্র সেনশর্ম্মা
৫। " হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায়

২য় প্রস্তাব—শ্রীযুত বিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, মূল সভাতে আমাদের বাৎসরিক বিবরণ পাঠান হউক এবং তাহাদিগকে জানান যাউক যে আমাদের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায় উকিল ময়মনসিংহ, মহাশয়ের নিজ সর্ব্বপ্রকার চিঠি পত্র ও পত্রিকাদি আদান প্রদান হইবে এবং এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, সভাপতি শ্রীহরিপ্রসন্নসেনশর্ম্মা রায়, সেক্রেটারী

বৈদ্য-স্বতঃ সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বর্ণ।

ডাক্তার শ্রী যতীন্দ্রচন্দ্র সেন শর্ম্মা। পোঃ ইন্দেশ্বর (শ্রীহট্ট)

"Things Which are equal to Same thing are equal to one another"

(যে যে বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান)

১। (ক) "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাম্ অন্যতমমন্বয় ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ"

—সুশ্রুত সূত্র ২ অঃ;

পুনশ্চ "ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানাম্ উপনয়নম্ কর্ত্তুমর্হতি,

রাজন্যোদ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি"

—সুশ্রুত, সূ, ২ অঃ।

প্রথম সূত্রে বলা হইতেছে ভিষক্ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়ওবৈশ্যকে উপনয়ন দিয়া অধ্যাপনা করিবেন। দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত হইল কেবল ব্রাহ্মণই তিন বর্ণকে উপনয়ন দিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবেন। এখানে ভিষক্ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণকেই বুঝান হইয়াছে এবং এতদ্বারা ইহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ভিষক্ শব্দ কদাপি ক্ষত্রিয়ে বা বৈশ্যে প্রযোজ্য নহে, উহা ব্রাহ্মণেই প্রযোজ্য। অতএব ব্রাহ্মণও ভিষক্ সমবস্তু (ভিষক্ যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি নহে, তাহা সপ্রমাণ হইল)

(খ) "যত্রৌষধঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।

বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীব চাতনঃ॥"

(ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত ও যজুর্ব্বেদ বাজসনেয়ী সংহিতা) ১২।৮০।

এ ক্ষেত্রেও বিপ্রকে ভিষক্ বলা হইয়াছে সুতরাং বিপ্রও ভিষক্ এক বস্তু।

২। "বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতি রুচ্যতে।

অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥

বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্ব মার্ষমথাপি বা।

ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যো দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥"

চরক সং, চিকিৎসিত স্থানম্ ১ম অঃ।

প্রথম সূত্রে বলা হইল বিদ্যাসমাপ্তিতে ভিষক্‌গণের তৃতীয় জন্ম হয় অর্থাৎ দ্বিজ হয়। দ্বিতীয় সূত্রে বিদ্যা সমাপ্তিতে ব্রাহ্ম ও ঋষিসত্ত্ব নিশ্চয় প্রবেশ করে বলিয়া বৈদ্য দ্বিজ হয়। অতএব বৈদ্য ও ভিষক্ সম বস্তু। পূর্ব্বে সুশ্রুত ও শ্রুতি হইতে দেখান হইয়াছে ব্রাহ্মণও ভিষক্ সমবস্তু। অতএব বৈদ্যও ব্রাহ্মণ প্রত্যেকে এক বস্তু ভিষকের সমান। অতএব ভিষক্, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য পরস্পর সমবস্তু। অর্থাৎ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ একই সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ = ভিষক্ }
বৈদ্য = ভিষক্ } একবস্তু।

*ব্রাহ্মণ = বৈদ্য = ভিষক্।

*বৈদ্য = ব্রাহ্মণ।

অতএব বৈদ্য যে স্বতঃসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বর্ণ ইহা সপ্রমাণ হইল। সুতরাং যে যে ব্রাহ্মণ বংশে আয়ুর্ব্বেদ পুরুষানুক্রমে চিরকাল অধীত হইত এবং বিদ্যাসমাপ্তিতে চিকিৎসা করিবার দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া বৈদ্য বা ভিষক্ বলিয়া পরিচিত হইতেন (চরক, চিকিৎসা স্থান, ১ম অঃ) সেই আদি বৈদ্যব্রাহ্মণ ঋষিদিগের বংশধরগণই বর্ত্তমান বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। যথা—"তদ বিদ্য-কুলজম অথবা তদ্ বিদ্যাবৃত্তম্............অধ্যাপ্যম্ আহুঃ" (চরক, বিমান স্থান, ৮ম অঃ)।

উক্ত প্রমাণকে নিম্নোদ্ধৃত বচনাবলী সমর্থন করিতেছে।

যথা—"বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্".........ঋক্।

অত্র মহীধর ভাষ্যম্—"হে ঔষধ্যঃ ঔষধয়ঃ, যত্র বিপ্রে ভৈষজ্য কর্ত্তরি ব্রাহ্মণে যূযং সমগ্মত সংগচ্ছত রোগং জেতুং, কে ইব রাজানইব যথা রাজানঃ সমিতো যুদ্ধে শত্রূন্ জেতুং গচ্ছন্তি স ভবদাশ্রিতো **বিপ্রঃ ভিষক্ বৈদ্য** উচ্যতে কথ্যতে। কীদৃশো বিপ্রঃ রক্ষোহা রক্ষাংসি হন্তীতি রক্ষোঘ্নঃ পুরোডাশং কৃত্বা রক্ষসাং হন্তা রক্ষোপদ্রবনাশকঃ; তথা অমীব চাতনঃ অমীবান্ রোগান্ চাতয়ন্তি নাশয়ন্তি ইতি, ঔষধদানেন রোগনাশকঃ।"

এস্থলে ও "বিপ্রঃ ভিষক্ বৈদ্য উচ্যতে" অর্থাৎ বিপ্র, ভিষক্ ও বৈদ্য একবস্তু।

অত্র সত্যার্পিতং রাজনিঘণ্ট্, ২০বর্গ।

"রাজানো বিজিগীষয়া নিজভুজ প্রকাণ্ড মোজাশ্রয়া চ্ছৌর্য্যাৎ সঙ্গরবাঙ্গ সম্মনি যথা সংবিভ্রতে সংহৃতাঃ।

যস্মিনোষধয়স্তথা সমুদিতাঃ সিধ্যন্তি বীর্য্যাধিকা **বিপ্রঃহসৌ ভিষগুচ্যতে** স্বয়মিতি অর্থ এই যে, যে ব্রাহ্মণে ঔষধিগণ প্রকাশিত হইয়া শক্তির সহিত কার্য্য করে, সেই বিপ্রকে ভিষক্ বলে ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতির সত্য বচন।

বৈদ্যের লক্ষণ বলিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় প্রমাণিক অভিধান রাজনিঘণ্ট্ কি বলিতেছে দেখুন। বৈদ্যব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় হইলে এই লক্ষণ বাক্যে "**বিপ্র**" পদটী থাকিত না।

"**বিপ্রো**" বৈদ্যক-পারগঃ শুচিরনুচানঃ কুলীনঃকৃতী
ধীরঃ কালকলাবিদাস্তিকমতি র্দক্ষঃ সুধী ধার্ম্মিকঃ।
স্বাচারঃ সমদৃগ্ দয়ালু রখলো যঃ সিদ্ধমন্ত্রক্রমঃ
শান্তঃ কামম্ অলোলুপঃ কৃতযশা বৈদ্যঃ স বিদ্যোততে॥"

রাজনিঘণ্ট্, ২০বর্গ।

প্রাচীনতম কালের ঋগ্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও পরবর্ত্তী কালের অভিধানের প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, চিরকাল ব্রাহ্মণকেই ভিষক্ বা বৈদ্য বলিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ভিষক্ ও বৈদ্য পরস্পর এক। শ্রীমদ্বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে ১০০।১৩ শ্লোকে বৈদ্য প্রশংসা স্থলে মন্বাদি স্মৃতিতে চিকিৎসা নিন্দা সূচক বচনগুলির সহিত শ্রুতি বাক্যের ও আয়ুর্ব্বেদ বচনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—

"যদ্বা বৈদ্যান্ চিকিৎসা প্রবীণান্ ব্রাহ্মণা নিত্যর্থঃ। অপূতো হ্যেষোঽমেধ্যো যো ভিষগিতীতি শ্রুত্যাক্তনিন্দাতু শাস্ত্রানভিজ্ঞ প্রবৃত্তপরা। শাস্ত্রাভিজ্ঞস্য ভৈষজ্যং মহতে পুণ্যায়। জীবিকাপরো বা নিষেধ ইতি দিক্।"

অর্থাৎ যে চিকিৎসক শাস্ত্রানভিজ্ঞ অথবা জীবিকার জন্য চিকিৎসা বিক্রয় করে। সেই নিন্দার্হ। শাস্ত্রাভিজ্ঞের চিকিৎসা "মহতে পুণ্যায়"।

এখানে বৈদ্যগণকে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে।

"বাঙ্গালার সেন রাজগণ"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীক্ষিতিমোহন দাশশর্ম্মা রায়।

সেন রাজগণ যে, বংশপরম্পরাক্রমে বেদশাস্ত্রবিৎ ছিলেন তাম্রশাসন ও শাস্ত্রাদির উক্তিই ইহার সাক্ষ্য দান করে। সুতরাং আপত্তিকারীদিগের আপত্তি নিরাকৃত হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতিতে সেনরাজগণকে টানিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। যদি অব্রাহ্মণ হইতেন, তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনদেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনে তাঁহাকে "বিপ্র" * বিশেষণে বিশেষিত হইতে দেখিতাম না।

এইবার আমরা শ্লোকের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং" শব্দটী লইয়া বিচার করিব। অনেকে এই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভজাত "মুর্দ্ধাবষিক্ত" জাতি। অবশ্য শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়স্থ জাত মূর্দ্ধাবষিক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সত্তা যে না দেখা যায় এমন নহে। কিন্তু ব্যবহার জগতে উঁহারা স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। ঐ শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এই বিশাল ব্রাহ্মণ জাতির কুক্ষিতেই স্থান লাভ করিয়াছেন। আমাদের এই উক্তির সমর্থনের জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয়ের "ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাস"

* "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষৌণীভানুর্দ্দি বিপ্রো কেশঃ বিপ্রঃ বা বিনায়মরোৎ কৃষ্ণধরভাস্ত শাসনীকৃতং।" সুন্দর বনের নিকট প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনী তাম্রশাসন।

-পুস্তক এবং "প্রাচীন অসবর্ণ বিবাহের গৌরব" শীর্ষক প্রবন্ধ "বৈদ্য-প্রতিভা" পত্রিকা হইতে প্রাচীন যুগের বিবাহের বিষয় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব :—

ঋচীক + বিশ্বামিত্র ভগিনী সত্যবতী (গাধিরাজ কন্যা) = জমদগ্নি।

জমদগ্নি + প্রসেনজিৎ রাজকন্যা রেণুকা = পরশুরাম।

অগস্ত্য + বিদর্ভ রাজনন্দিনী লোপামুদ্রা = ইধ্মবাহ।

শক্তি + চিত্রমুখ বৈশ্যের কন্যা = পরাশর।

এখানে দেখিতে পাইতেছি যে, জমদগ্নি পরশুরাম ও ইধ্মবাহ জন্মতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং পরাশর জন্মতঃ অম্বষ্ঠ। কিন্তু তাই বলিয়া কোন শাস্ত্রে তাহাদের মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় নাই।

আমরা সকলে জানি যে উহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এক্ষণে গোত্র ধরিয়া দেখা যাক্।

	গোত্র	প্রবর	জন্ম পরিচয়।
১।	জমদগ্নি	জমদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ঠ	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
২।	অগস্ত্য	আগস্ত্য ধার্যাচ্যুত ইধ্মবাহ	,,
৩।	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব জমদগ্ন্য আপ্নুবৎ	,,
৪।	পরাশর	পরাশর শক্তি, বশিষ্ঠ	অম্বষ্ঠ
৫।	কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জমদগ্নি	মূর্দ্ধাভিষিক্ত
৬।	বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্নি	,,
৭।	সাবর্ণ	ঐ	,,
৮।	সোপায়ন	ঐ	,,
৯।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ	অম্বষ্ঠ

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল গোত্র সম্ভূত ব্রাহ্মণগণ কোন দিনই মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা "অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে প্রাচীন সমাজে পরিচিত ছিলেন না। পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন এখনও আছেন। সুতরাং সেনরাজগণ জাতিতে "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" অর্থাৎ "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" ইহা অতীব ভ্রষ্ট পরিকল্পনা। আমরা এই ব্যাহত মতের অনুসরণ করিতে সমর্থ নহি এবং কোন প্রকৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী এই মতের অনুসরণ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করি না। ফলতঃ ফলকের "ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণাং" পদের অর্থ "ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের।"

এতক্ষণে আমরা মাননীয় মৈত্রেয় মহাশয়ের মতের আলোচনা করিয়া সেনরাজগণের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে যাহা বলিলাম উহা শাস্ত্রাধ্যায়ী ও সমাজতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। এখানে আমরা মাননীয় ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতের নিরসনে প্রয়াসবান

হইব। মৈত্রেয় মহাশয় বাংলার সোম বা চন্দ্রবংশীয় সেনরাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া যেরূপ "গোড়ায় গলদ" করিয়াছেন, মিত্র মহাশয়ও ও সেইরূপ "গোড়ায় গলদ" ঘটাইয়াছেন। অধিকন্তু চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণকে গগণবিহারী জড়চন্দ্রের (Moon বা Lunar race) বংশধর বলিয়া দাগাইয়া দিয়া তিনি মহাভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন। শূন্যে অবস্থিত জড়চন্দ্র কি কোন দ্বিহস্ত পদাদি বিশিষ্ট মানুষের বংশ প্রবর্ত্তয়িতা হইতে পারে? *না পারিবেন কোন আক্কেলবান মনুষ্য ইহার প্রমাণ দর্শাইতে? বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের যুগে অথবা এই ঘোর কলিকালে যুক্তি ও বিবেকশীল মনুষ্য কি উহা বিশ্বাস করিতে পারে? মহারাজ চন্দ্র বা সোম কি আমাদের ন্যায় দ্বিহস্ত পদাদি বিশিষ্ট মনুষ্য ছিলেন না? হিন্দুর প্রকৃত শাস্ত্রগুলি কি তাহাই বলিয়া যান নাই? জড়চন্দ্র ও যে পদার্থ আর সোম অথবা চন্দ্রবংশের আদি প্রবর্ত্তয়িতা মহারাজ সোম বা চন্দ্র ও সেই পদার্থ এই অন্ধ বিশ্বাসই মিত্র মহাশয়কে বিপথগামী করিয়াছিল। তাঁহারই বা দোষ দিব কি? যে দেশের পণ্ডিতগণের এখনও বিশ্বাস যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতি গুলি সৃষ্টি কর্ত্তার মুখ, বাহু, উরু এবং পদ বা পুচ্ছ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে * যে দেশের আঠার আনা লোকের বিশ্বাস জহ্নুমুনি তনয়া জাহ্নবীই ১৫০০ মাইল প্রবাহিতা পূত সলিলা গঙ্গা—যে দেশের লোক পৃথিবীর অপেক্ষা ১৪ লক্ষ গুণ বড় মহাজ্যোতিমান্ সূর্য্যকে "কাশ্যপেয়" কশ্যপের পুত্র বলিয়া আরাধনা করে, যে দেশের লোক মানুষ—রাম সেবক হনুমানে তিনশত যোজনব্যাপী লেজ দিয়া উহার কক্ষে মহাজ্যোতিমান জড় সূর্য্যকে পুরিয়া দিয়া সেই হনুমানের প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করে, সেই সকল কুসংস্কারাবদ্ধ যুক্তিহীন, অন্ধ বিশ্বাসী পণ্ডিত দিগের বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়াই মিত্র মহাশয় এইরূপ ঘোরতর প্রমাদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস তাঁহার ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রগুলি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে নিজে পাঠ করিয়া সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহার এরূপ প্রমাদ ঘটিত না।

মাননীয় ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় বিদ্বৎ মণ্ডলীর নিকট অপরিচিত নহেন। যাঁহার সম্বন্ধে সে দিন ও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের (মিরাট) সভাপতির অভিভাষণে দেশনায়ক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও বলিয়াগিয়াছেন "এখানকার যেমন ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল a man of Encyclopaedic learning, তেমনি রাজেন্দ্র লাল মিত্র ছিলেন founder of antiquearian research। আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে বিদ্রূপ করে বলে থাকি যে যতই করুন না কেন, কায়স্থের পদতলে আপনাদের মাথা নোয়াতে হয় অর্থাৎ আপনাদের

*এতদ্ সম্বন্ধে মদ্‌বিরচিত "প্রাচীন আর্য্য সমাজে জাতি বিভাগের উৎপত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ "নব্য ভারত" শ্রাবণ ১৩২৭ দ্রষ্টব্য।

অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের কাছ থেকে।" (উত্তরা মাঘ ১৩৩৪)। সেই রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সম্বন্ধে কেন আমরা বলিলাম যে, তিনি নিজে শাস্ত্রাদি স্বাধীন ভাবে পাঠ করেন নাই। এইরূপ কঠিন উক্তির জন্য আমরা সাহিত্য সমাজের নিকট একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাই আমরা এখানে মাননীয় ৺চন্দ্রশেখর সেন বার, এট্ ল্ মহাশয়ের ভূপ্রদক্ষিণ পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "জাহাজে রয়টার" আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। ইনি হেন্‌শিং ফোর্শের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাষা তত্ত্বের অধ্যাপক। পরিচয়ের পর কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনার দেশের পণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল মিত্র বোধ হয় সংস্কৃত খুব ভাল জানেন না? গবেষণাদি বোধ হয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে করিয়া ইংরেজী ভাষায় নিজে প্রকাশ করেন। তাঁহার লেখা দেখিয়া আমার সন্দেহ হয়। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অপরের মধ্য দিয়া প্রাপ্ত। আপনি এ বিষয়ে কি জানেন? আমিত অবাক্। ফিন্‌লাণ্ডে বসিয়া এ ব্যক্তি মনে এরূপ আলোচনা করিয়া আবার ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এত ব্যাপার সহজ নয়। উত্তর আর কি দিব? বলিলাম হাঁ তাঁহার অধীনে পণ্ডিত অনেক আছেন এবং নিজেও বেতন দিয়াও একজনকে রাখিয়াছেন। গবেষণাদি বিষয়ে তাঁহারা অনেক সাহায্য করেন সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক্ তিনি founder of Autiquearian research হউন আর নাই হউন উহাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন সেই শাস্ত্রী মহাশয় "বুঝা পড়া" করিবেন। ৺রাজেন্দ্র লালের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে চাহি যে, যিনি অপরের বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া "হনুর সহিত ভানুর" সম্বন্ধ ঘটাইয়া "বাংলার সেনরাজগণের" ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেই প্রমাদের "পদতলে মাথা নোয়াতে" আমাদের স্বাধীন ও যুক্তিবাদী আত্মা প্রস্তুত নহে। যে ভিত্তি "বালির বাঁধের" উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই "বালির বাঁধের" উপর কোন্ সাহসে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব? সুতরাং আমরা তাহার মতের আর আলোচনা না করিয়া বিদ্বৎ-কুল-সেবিত ভারতের সুসন্তান মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ করিয়া বাংলার বাহিরের বিদ্বৎ-কুল-বরেষু মাননীয় ডাক্তার ৺রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের উক্তির বিস্তারিত আলোচনা করিব।

মাননীয় দত্ত মহাশয় সেন রাজগণকে বৈশ্য কিম্বা ক্ষত্রিয় বংশীয় বলিতে বদ্ধপরিকর। শাস্ত্র, তাম্রশাসন যখন তাঁহার এই উক্তি সমর্থন করে না; তখন আমরা এই মতের অনুসরণ করিতে রাজী নহি। আমাদের যাহা মত পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে পুনঃ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যথাস্থানে এই বিষয়ে দুই একটি কথা মাত্র আরও বলিব।

মহারাজ বল্লালসেনের দানসাগর এখন যেমন দুষ্প্রাপ্য, তাঁহার অদ্ভুতসাগর পুস্তক ও

সাধারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত।* এই পুস্তক সম্বন্ধে মাননীয় ডাক্তার ৺ভাণ্ডারকর মহাশয় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ সাধারণের অবগতির জন্য বল্লাল মোহমুদ্গার পুস্তক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

Professor Eggling has described a manuscript of the work in his Catalogue of the India office Library, as how ever it is incomplete and the introduetion which gives the date and is important for historical and chronological proposes is wanting I proceed to describe the manuscript in our collection. In the introduction we have the following verses about the king and his Geneology. Some of them are unintelligible owing to the corruption of the list. তৎপর তিনি বলিয়াছেন :—From the extracts given above it appears that the Sena kings of Bengal traced their descent to the lunar race of Kshatriyas, while the popular belief in Bengal is that they belonged to the Baidya caste. The first prince mentioned is Bejaya Sena, he was followed by Ballalasena and after him his son Lakshmana sena ruled over the Country. The work, it is stated was begun in 1090 shaka by Ballal sena and before it was finished he raised his son to the throne and exacted a promise from him to finish it. Then he gave many gifts and went to the City of Gods with his wife. The work was after wards brought to a Completion by the labour of Lakshmana sena.

*প্রায় পচিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশী হইতে অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল। এখন উহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি এই মুদ্রিত গ্রন্থখানি বুলন্দ সহর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বরাট বি, এ, মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছি। তিনি এই গ্রন্থের আরও দুইখানি দুইশত বৎসরের পুরাণ হস্ত লিখিত পুস্তক "আহের" নামক গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি সম্পূর্ণ, অপর খানি অসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হস্ত লিখিত পুঁথিটী ঢাকা উনিভারসিটি হস্তলিখিত পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয়কে পাঠাইয়াছেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে পোষ্ট কার্ডখানি প্রতাপবাবুকে লিখিয়াছিলেন উহার কপিটী নিম্নেউদ্ধৃত করিলাম। এই সংবাদের জন্য মাননীয় প্রতাপবাবুর নিকট আমি আজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

Post card No. 502 Mss. 14. 12. 26.

Dear Mr. Barat, Many thanks for the Mss. of AdbLhutor Dagow which appears to be about 200 years old. I shall get my valuation passed at the next meeting and then shall pass your bill. The price will be sent to yon disest. You will kindly get a reciept from the owner and send it to me......................

Sd. N. K. Bhattasali.

মহামতি ভাণ্ডারকর মহাশয়ের বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, তিনি অদ্ভুতসাগরের ভূমিকার উক্তির উপর নির্ভর করিয়া বাংলার সেনরাজগণকে মনীষী ৺রাজেন্দ্র লালের ন্যায় জড়চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। বাহুল্য বোধে উক্ত ভূমিকার সর্ব্বাংশ উদ্ধৃত না করিয়া কেবল মাত্র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহার মতের গৌরব লাঘবের সচেষ্ট হইব।

চরণৌষধি পল্লবেইরন্তো দিষদোজ্ঞা বিষ মাসতেন্দু বংশ্যা॥"

ভুবঃ কাঞ্চীলীলা চতুরম্ভোধিলহরী পরীজয়া ভর্ত্তাজনি

বিজয়সেন শশিকুলে। **

....

"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন' ভূপতিবিতি শ্লাঘ্যো যদুদ্যোগতঃ,

নিষ্পন্নোঽদ্ভুতসাগরঃ কৃতিরসৌ বল্লাল ভূমি ভুজঃ।"

....

উপরের বচনাবলি হইতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভূমিকাটী লক্ষ্মণসেনের লিখিত। তিনি মহারাজ বল্লালসেন'ও বিজয়সেনের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহারা "ইন্দুবংশ" বা শশিকুলে জাত।

আচ্ছা, এই বংশ পরিচয়ের মধ্যে এমন কি কোন ইঙ্গিত আছে, যাহা দ্বারা সেনরাজগণকে জড়চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় "Lunar race of Kshatriyas" বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারা যায়? কেন? "ইন্দুবংশ" বা "শশিকুলে অজনি" বাক্য দ্বারাই ত ইহা প্রমাণ হইতেছে যে সেন রাজগণ গগণবিহারী জড়চন্দ্রের বংশ সম্ভূত! না তাহা হইতেই পারে না। দ্বিহস্ত পদাদি বিশিষ্ট মানুষের বংশ প্রবর্ত্তয়িতা জড়চন্দ্র বা সূর্য্য হইতে পারে ইহা বিবেক বিজ্ঞান ও যুক্তির ঘোরতর পরিপন্থী। নর এবং নারীর মিলনেই মানবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাই মানব জীব প্রবাহের ভগবৎ প্রদত্ত নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম বিশ্ব নিয়ন্তার সুশৃঙ্খলিত নিয়মের বহির্ভূত পদার্থ। সুতরাং এখানে বিষয় সাহচর্য্য বশত: "ইন্দু" বা শশি শব্দের অর্থ মানুষ অত্রির পুত্র ব্রাহ্মণ বা দেবগণের রাজা সোমবংশে আদি প্রবর্ত্তয়িতা মহারাজ সোম বা চন্দ্রকে বুঝাইতে প্রযুক্ত করিতে হইবে। নচেৎ ইহার কোন সদ্ ও যুক্তিযুক্ত অর্থ হইতে পারে না। ফলত সেই সোম বা চন্দ্র অথবা "ইন্দু" বা "শশি" বংশ জাত বলিয়াই মহারাজ লক্ষ্মণসেনদেব ঐরূপ পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পারদর্শী অশেষ শাস্ত্রবিৎ ভারতের সুসন্তান ৺ডাক্তার ভাণ্ডার কর মহাশয় কেন এইরূপ যুক্তি বিহীন বাক্য বলিয়া গিয়াছেন উহা আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না! মানুষ যতই শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হউন না কেন, কুসংস্কার ও অন্ধ

**কাশীর মুদ্রিত পুস্তকে এবং প্রতাপচন্দ্র বরাট মহাশয়ের প্রাপ্ত প্রাচীন পুঁথির পাঠে কোন প্রভেদ নাই।

বিশ্বাস ত্যাগ করিতে না পারিলে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান পাইতে পারেন না। মনীষী ৺ভাণ্ডার কর মহাশয়ের উক্তিই ইহার জলন্ত প্রমাণ। "আমি সাধ করে কি কাঁদি, ঠাকুর, ঘরে ঢুকলো ইঁদুরের নাদি।" যাহা হউক্ এতক্ষণ আমরা ওজনে ভারী কলক ও ভারী ওজনের উক্তিগুলি যথাসাধ্য পর্য্যালোচনা করিয়া সপ্রমাণ করিলাম যে, বাংলার সেনরাজগণ জাতিতে সোম বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। এক্ষণে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে কম ওজনের জনশ্রুতি অথবা সাধারণ লোকের যুগযুগান্তরব্যাপী এবং অল্প ওজনের তুলট বা ভূর্জ্জি পত্রের লিখিত কুলাচার্য্যগণের উক্তির কোন মূল্য আছে কিনা? জনশ্রুতি এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, বাংলার সেনরাজগণ জাতিতে "বৈদ্য" পক্ষান্তরে শাস্ত্রানুসারে আমরা সপ্রমাণ করিলাম যে, উহারা চন্দ্র বা সোমবংশীয় ব্রাহ্মণগণের অধঃস্তন সন্তান! তবে কি জনশ্রুতি ও কুলাচার্য্যগণের উক্তির কোন মূল্যই নাই; বিনা বাতাসেই কি গাছ নড়িয়াছিল? না, তাহা হইতে পারে না। "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" জনশ্রুতির কোন মূল্য নাই একথা কেহ বলিতে পারে না। যতটা রটে তার কাধাটা ততটা সত্যি বটে" আমাদের এই প্রবাদ বাক্যই ইহার প্রমাণ করিয়া দেয়। যতটা রটে উহার মধ্যে যাহা যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয় তাই বিদ্বৎজনের উপাসিতব্য! আমরা এই নীতিবাক্য অবলম্বন করিয়া জনশ্রুতি ও কুলাচার্য্যগণের ডাক্তারি যথার্থতা নির্ণয়ে অগ্রসর হইলাম।

আমরা বিষ্ণুপুরাণের বচনদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, মহারাজ সোম বা চন্দ্র ব্রহ্মর্ষি অত্রির পুত্র। এই অত্রি মহাশয় "অন্তকালের বৈদ্যবুড়া ছিলেন। তাই মহর্ষি হারিত বলিয়াছেন "অত্রিকৃত যুগে বৈদ্যঃ" (হারিত সংহিতা পরিশিষ্ট অধ্যায়) এই বৈদ্যবুড়ার পুত্র মহারাজ সোম বা চন্দ্র। তিনি নিজেও অতীব শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। ইহা আমরা মৎস্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। তিনি সর্ববিদ্যা বিশারদ ছিলেন বলিয়া "বিদ্যা বিশারদ" ও "বৈদ্য" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের চন্দ্র স্তোত্রে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী বৈদ্যো বিদ্যা বিশারদঃ।" এখানে মহারাজ চন্দ্রের "বৈদ্য ও বিদ্যা বিশারদ" এই দুইটী উপাধির প্রতি বিদ্বৎজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেন তিনি এই যুগল উপাধিতে বিভূষিত হইলেন? আমরা মনে করি যে তিনি হিন্দুর চারিবেদে ও চৌদ্দ শাস্ত্রে * পারদর্শী ছিলেন বলিয়া "বৈদ্যবিশারদ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া তিনি "বৈদ্য" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। চরক সংহিতার চিকিৎসা স্থানের—

* চারিবেদ ঋক্, সাম, যযুঃ এবং অথর্ব্ব বেদ। চৌদ্দশাস্ত্র শিক্ষা, কাব্য, ব্যাকরণ। নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, মীমাংসা, ন্যায়বিস্তর, পুরাণ স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র (বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য)।

"বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্য শব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা"

এই উক্তিই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। কেবল মহর্ষি চরক নহেন, স্বয়ং ঋগ্বেদ ও বলিয়াছেন যে, চিকিৎসাবিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণই "ভিষক্" বা "বৈদ্য" পদ বাচ্য *

মহর্ষি উশনা ও বলিয়াগিয়াছেন :—

সর্ব্ববেদেষু নিপুণঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥"

এই কারণে পারশব অমরসিংহ ও তদীয় কোষের মনুষ্যবর্গে "ভিষক্ বৈদ্য চিকিৎসকে" একই পর্য্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ সোম বা চন্দ্র যে "বৈদ্য" বা ভিষক্ উপাধি বিশিষ্ট রাজা ছিলেন, ঋক্‌বেদের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারাই ইহার বেশ আভাষ পাওয়া যায়।

"ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।
যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসী। ১০ম। ৯৭ ২২ঋক্

অর্থাৎ ওষধিগণ তাঁহাদের রাজা সোম বা চন্দ্রকে বলিতেছে, হে রাজন্ ওষধিসামর্থক যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য রুগ্নের চিকিৎসা করেন, তিনি যে রোগীর জন্য আমাদিগকে উৎপাটিত করিতেছেন তাঁহাকে আমরা রোগমুক্ত করিব। *

---

* "যত্রৌষধি সমগ্মত রাজনঃ সমিতাবিব।
বিপ্র স উচ্যতে ভিষক্ রক্ষোহামীব চাতনঃ॥" ঋক ১০।৯৭।৬

ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিদ্বান ব্রাহ্মণগণই"। ভিষক্ বা বৈদ্য পদবাচ্য ছিলেন। ইহার সায়ণ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

* ওষধিগণ মহারাজ চন্দ্রের সহিত কথা বলিতেছে, অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে ইহা অতীব "আষাড়ে কথা"। কিন্তু আমরা মনে করি ইহা সম্পূর্ণ সত্য ও বিজ্ঞান অনুমোদিত। বর্ত্তমান সময়ে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদেক্তে উদ্ভিদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি যে আছে এই বিষয়টী পুনরুদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন এবং উদ্ভিদের যে ভাষা জ্ঞান আছে ইহাও তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন। হয়ত! এমন একদিন আসিবে যখন উহাদিগের ঐ অব্যক্ত ভাষাগুলি মহারাজা সোম বা চন্দ্রের ন্যায় অব্যর্থ জগদীশচন্দ্র ও বুঝিতে পারিবেন এবং জগৎকে বুঝাইয়া দিয়া বেদবাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবেন। মদ্বিরচিত আয়ুর্ব্বেদের উদ্ভিদতত্ত্ব এবং আচার্য্য জগদীশচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ—

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ | অগ্রহায়ণ। | ৮ম সংখ্যা

দেবতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, চট্টগ্রাম।

দেবতা আমার কান্ত কোমল ভীষণ মৌন অনন্তরূপ,
দেবতা আমার করুণ রুদ্র কখন দীন কখন ভূপ।
ভূধরে সাগরে নীলিমা অসীমে দেবতা মেঘেতে ঝলে,
কখন গর্জ্জে শূন্য বিদারী কখন ভাসায় নয়ন জলে।
ইন্দ্র ধনুকে কীরিট পরি মেঘের বুকেতে ভাসিয়া উঠে,
কখন আবার উল্কা উগারি অনন্তে অনন্তে গর্জ্জি ছুটে।

দেবতা আমার তারকা নেত্র অনন্ত দৃষ্টি ত্রিকাল জ্ঞাতা,
কারণ জলে ভাসিতে ভাসিতে সৃজিলা বিশ্ব লীলায় ধাতা।
অনন্ত জ্যোতিষ্ক অনন্ত মণ্ডল দেবতার ভ্রূভঙ্গে ঘোরে,
জনম মরণ উত্থান পতন দেবতার বাঁধন ডোরে।
দেবতা কখন বাজায় শঙ্খ সমর রঙ্গে অকুতোভয়,
দেবতা কখন প্রকাশে বিশ্বে পাপের বহ্নি করিতে লয়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রচার। তিনি স্বয়ং সকল বেদের প্রণেতা ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক। বৈদ্যশব্দের সংজ্ঞা যথা :—

"সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।
চিকিৎসা কুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥"
আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণঃ।
অধ্যয়নমধ্যাপনঃ চিকিৎসা বৈদ্য লক্ষণম্॥"

এই সংজ্ঞা ব্রহ্মার প্রতি পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য, অতএব তিনি আদি বৈদ্য, সুতরাং মহত্তত্ত্বের ব্রহ্মার বৈদ্যত্ব প্রমানিত হইতেছে। অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের উপাধি বৈদ্য। তাহাদের গুরু প্রজাপতি পিতা বৈদ্য। গুরুর গুরু ব্রহ্মা পিতামহ বৈদ্য॥

২। মহেশ্বর :—ইনি মহাপুরুষ হইতে উদ্ভব হইয়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের দ্বিতীয় অত্রি ঋষির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। "অত্রি কৃত যুগে বৈদ্যঃ।" অত্রির পুত্র পুনর্ব্বসু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। মহেশ্বর অথবা শিবের উপাধি "বৈদ্যনাথ"। আজও শিবতীর্থ "বৈদ্যনাথ" ভারতে বর্ত্তমান। সুতরাং মহেশ্বরের উপাধিও বৈদ্য।

৩। বিষ্ণু—বিষ্ণু স্বয়ংই বৈদ্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রজলীলায় নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণর ব্যাধিমুক্ত ও রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন জন্য তিনি "হরিবৈদ্য"নামে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হরিবৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ ভ্রমন করি ভুবনে।"সাধারণ কথায় বলে একবার অর্থাৎ স্বীকার বাক্য থাকিলে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। অতএব বিষ্ণুর বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে তাঁহার স্বীকার উক্তিই যথেষ্ট। সুতরাং বিষ্ণুর উপাধিও বৈদ্য।

তবে স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে যে হিন্দুর শ্রেষ্ট দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বৈদ্য উপাধি বিশিষ্ট কেবল উপাধি নহে, "বৈদ্য অতি উচ্চতম উপাধি বলিয়াই তাঁহারা আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকৃষ্ট, হেয়, লজ্জাকর হইলে, আদি দেবত্রয় বৈদ্য উপাধি ধারণ করিয়া দেব সমাজ কলঙ্কিত করিতেন না। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং তদীয় সৃষ্ট জীবের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তদীয় পুত্র এবং শিষ্য প্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট দেবরাজ এবং দেবরাজ হইতে ভরদ্বাজ ঋষি আয়ুর্ব্বেদ অভ্যাস করতঃ মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন পুর্ব্বক মুদ্গল, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগস্ত্য, প্রভৃতি ঋষিদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। এই সকল ঋষি বংশই আদি ও শুদ্ধ বৈদ্য। তাই চতুর্ভুজ পাঞ্জকাকার বলিতেছেন :—

"শুদ্ধবংশোদ্ভবৈর বৈদ্যৈঃ কৃতং মাংসঞ্চ মোদকম্।
শুদ্ধ রসায়ণং ভোজ্যং তদন্যৈর্ন কদাচন॥
অতো শূদ্রাদিভির্ব্বর্ণৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছুদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশপ্রভৃতিবন্দিত,
শ্রীবৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ } অগ্রহায়ণ। { ৮ম সংখ্যা।

দেবতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, চট্টগ্রাম।

দেবতা আমার ক্লান্ত কোমল ভীষণ মৌন অনন্তরূপ,
দেবতা আমার করুণ রুদ্র কখন দীন কখন ভূপ।
ভূধর সাগরে নীলিমা অসীমে দেবতা মেঘেতে ঝলে,
কখন গর্জ্জে শূন্য বিদারী কখন ভাসায় নয়ন জলে।
ইন্দ্র ধনুকে কীরিট পরি মেঘের বুকেতে ভাসিয়া উঠে,
কখন আবার উল্কা উগারি অনন্তে অনন্তে গর্জ্জি ছুটে।

দেবতা আমার তারকা নেত্র অনন্ত দৃষ্টি ত্রিকাল জ্ঞাতা,
কারণ জলে ভাসিতে ভাসিতে সৃজিলা বিশ্ব লীলায় ধাতা।
অনন্ত জ্যোতিষ্ক অনন্ত মণ্ডল দেবতার ভ্রূভঙ্গে ঘোরে,
জনম মরণ উত্থান পতন দেবতার বাঁধন ডোরে।
দেবতা কখন বাজায় শঙ্খ সমর রঙ্গে অকুতোভয়,
দেবতা কখন প্রকাশে বিশ্বে পাপের বহ্নি করিতে লয়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রচার। তিনি স্বয়ং সকল বেদের প্রণেতা ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক। বৈদ্যশব্দের সংজ্ঞা যথা :—

"সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।
চিকিৎসা কুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে॥"
আয়ুর্ব্বেদ কৃতাভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণঃ।
অধ্যয়নমধ্যাপনঃ চিকিৎসা বৈদ্য লক্ষণম্॥"

এই সংজ্ঞা ব্রহ্মার প্রতি পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য, অতএব তিনি আদি বৈদ্য, সুতরাং মহত্তত্ত্বের ব্রহ্মার বৈদ্যত্ব প্রমানিত হইতেছে। অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের উপাধি বৈদ্য। তাহাদের গুরু প্রজাপতি পিতা বৈদ্য। গুরুর গুরু ব্রহ্মা পিতামহ বৈদ্য।

২। মহেশ্বর :—ইনি মহাপুরুষ হইতে উদ্ভব হইয়া সপ্তর্ষি মণ্ডলের দ্বিতীয় অত্রি ঋষির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। "অত্রি কৃত যুগে বৈদ্যঃ।" অত্রির পুত্র পুনর্ব্বসু আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য। মহেশ্বর অথবা শিবের উপাধি "বৈদ্যনাথ"। আজও শিবতীর্থ "বৈদ্যনাথ" ভারতে বর্ত্তমান। সুতরাং মহেশ্বরের উপাধিও বৈদ্য।

৩। বিষ্ণু—বিষ্ণু স্বয়ংই বৈদ্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ব্রজলীলায় নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণের ব্যাধিমুক্ত ও রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন জন্য তিনি "হরিবৈদ্য"নামে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"হরিবৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ ভ্রমন করি ভুবনে।"সাধারণ কথায় বলে একবার অর্থাৎ স্বীকার বাক্য থাকিলে অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। অতএব বিষ্ণুর বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে তাঁহার স্বীকার উক্তিই যথেষ্ট। সুতরাং বিষ্ণুর উপাধিও বৈদ্য।

তবে স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে যে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, বৈদ্য উপাধি বিশিষ্ট কেবল উপাধি নহে, বৈদ্য অতি উচ্চতম উপাধি বলিয়াই তাঁহারা আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকৃষ্ট, হেয়, লজ্জাকর হইলে, আদি দেবত্রয় বৈদ্য উপাধি ধারণ করিয়া দেব সমাজ কলঙ্কিত করিতেন না। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং তদীয় সৃষ্ট জীবের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তদীয় পুত্র এবং শিষ্য প্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট দেবরাজ এবং দেবরাজ হইতে ভরদ্বাজ ঋষি আয়ুর্ব্বেদ অভ্যাস করতঃ মর্ত্ত্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুদ্গল, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগস্ত্য, প্রভৃতি ঋষিদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। এই সকল ঋষি বংশই আদি ও শুদ্ধ বৈদ্য। তাই চতুর্ভুজ পাঞ্জকাকার বলিতেছেন :—

"শুদ্ধবংশোদ্ভবৈ বৈদ্যৈঃ কৃতং মাংসঞ্চ মোদকম্।
শুদ্ধ রসায়ণং ভোজ্যং তদন্যৈর্ন কদাচন॥
অতো শূদ্রাদিভির্ব্বৈদ্যৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥

বৈদ্যোন্ন নহি যৎ পক্কমভক্ষং ব্যাধি বর্দ্ধনম্। ;
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান বৈদ্যঃ পাকে নিয়োজয়েৎ॥"

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আয়ুর্ব্বেদ মর্ত্ত্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। ভরদ্বাজের পিতা বৃহস্পতি, তস্য পিতা আদি সৃষ্টির সপ্তর্ষি মণ্ডলের তৃতীয় দেবর্ষি অঙ্গিরা। এই সমস্ত সত্য যুগের ঘটনা। যুগ পরিমান ১৭২৮০০০ বর্ষ। এই সুদীর্ঘকাল কথিত মুদ্গলাদি শুদ্ধ বংশীয় ঋষি কুমারগণ আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণায়ত্ত করতঃ মনুষ্য জীবন অকাল মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল শুদ্ধ বংশোদ্ভব বৈদ্য আজ কলিযুগেও বর্ত্তমান থাকিয়া ব্যাধি জরার হস্ত হইতে মানব জীবন রক্ষা করিতেছেন।

"ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্নদেব সৃষ্টি নাশকঃ॥"

তাহা হইলে "দেবাস্তু সৃষ্টিরক্ষকঃ"। দেবগণ সৃষ্টি রক্ষা করেন। তাহাদের সৃষ্টিরক্ষা স্বীয় স্বীয় মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তিরদ্বারা পরিচালিত, মানব নয়নের অগোচর। তাহারা পরক্ষোভাবে সৃষ্টির মঙ্গল বিধান করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবস্রোত প্রবাহিত রাখেন। বৈদ্য কি করেন?

"শরীরে জর্জ্জরীভূতে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।"

অর্থাৎ ব্যাধি আক্রমণে প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয়, মৃত্যু যখন করাল কবল বিস্তার পূর্ব্বক দেহ হইতে জীবন বিচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হয়, তখন নারায়ণ স্বরূপ বৈদ্য প্রত্যক্ষ ভাবে তদীয় ঔষধ, পথ্য, পাচন রোগগ্রস্থ মানব শরীরে প্রয়োগ করতঃ যমরাজ সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া মানব জীবন রক্ষা করতঃ দেবগণের সৃষ্টি রক্ষার সহায়তা করেন। সুতরাং বৈদ্যে প্রত্যক্ষভাবে আংশিক দেবভাব, দেবাধিকার প্রতীয়মান হইতেছে। যমরাজ সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে জয়ী হওয়া সাধারণ মানব পক্ষে অসাধ্য। বৈদ্যে দেবত্ব আছে বলিয়াই তিনি ধর্ম্মরাজ সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবলম্বন করিতে পারেন এবং বহুক্ষেত্রে জয়লাভ ও করেন। ঋক্ বেদে "সর্ব্বতাত" বিশেষণে বৈদ্য দিবোদাসের উল্লেখ আছে:—

"অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতিঃ শম্বরস্য।
শততমং বৈদ্যং সর্ব্বতাতং দিবোদাস মতিতিগ্মং যদাবম্॥"

দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন "আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের ৯৯টী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং সকলের পিতৃস্বরূপ অতি তেজস্বী বৈদ্য দিবোদাসকে রক্ষা করিয়া তাহার বাসের জন্য শততম নগরদান করিয়াছি"। দেবরাজ যাহাঁকে সর্ব্বতাত বলিলেন এবং যাহাঁকে একটী নগর দান করিলেন, তিনি দেবতা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? আজও ঔষধের জীবন দান করার সময় বৈদ্য দিবোদাসের নামোচ্চারণ হয়। যথা:—

"ধন্বন্তরি দিবদাসো কাশীরাজ তথাশ্বিনৌ।
নকুল সহদেবশ্চ সপ্তৈতে ব্যাধি ঘাতকাঃ॥"

সুতরাং বৈদ্যজাতির সংখ্যা যে বর্ত্তমানে এত কম, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে "বৈদ্য"শব্দ আছে। সায়নভাষ্যে "চিকিৎসক ব্রাহ্মণ" "অর্থে" বৈদ্য"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিতবর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তও তদীয় ঋকবেদানুবাদে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অর্থে "বৈদ্য" শব্দই স্থির করিয়াছেন। অতএব দেবোপাধিক বৈদ্য শব্দটী আদি সৃষ্টি হইতে স্বর্গে বিচরণ করতঃ আয়ুর্ব্বেদ সহ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া ভরদ্বাজ, মুদ্গল, ধন্বন্তরি, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, আত্রেয়, অগস্ত্য ঋষি বংশে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। পরে আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে অন্যান্য অনেক ঋষিবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের বংশধরগণই বর্ত্তমান কলিযুগে বৈদ্যব্রাহ্মণ সুতরাং তাহাদের উপাধি বৈদ্য "দেবোপাধি" ইহা নিঃসন্দেহ। তবে কলিযুগে এমন পবিত্র উপাধি ধারী বৈদ্য প্রতি যে কারণে যেভাবে নানাবিধ অমূলক কলঙ্ক আরোপিত হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত যুগ ও বর্ণ আলোচনায় পরিষ্কারভাবে দেখান যাইতেছে।

সত্যের ব্রাহ্মণগণ দুইধারায় (যাজক ও বৈদ্য) পবিত্রভাবে ত্রেতায় অবতীর্ণ হইলে, যাজক ধারা তাহাদের গুণকর্ম্মের বৈষম্য হেতু চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হয়। বৈদ্যধারা অল্প সংখ্যক, তাহাদের প্রাচিত ঔষধ, ঘৃত, মোদকাদি সর্ব্ববর্ণের সেব্য। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ কর্ত্তৃক ঐ সকল দ্রব্যের পাক হইলে ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য হয়. সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণকে যত্নপুর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের নিজধারাই রাখা হইল। বৈদ্যগণ তাঁহাদের পুণ্যতম বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যতমবৃত্তি অবলম্বন করিলেন না। যাজকগণও জাতিনাশের ভয়ে তাঁহাদিগকে অন্যান্য জাতিতে বিভাগ করিতে সাহসী হইলেন না। হইবেনই বা কিরূপে? তখন বৈদ্য ভিন্ন অন্য চিকিৎসক ভারতে ছিলনা। মানব জীবন তাহাদেরই হস্ত ন্যস্ত ছিল। বৈদ্য নিজগ্রামে—নিকটে না থাকিলে রক্ষা করে কে? বিলাতী ডাক্তারদিগের তখন ভারতে আগমন হয় নাই। ঃ—

ধনীনঃ শ্রোত্রীয় রাজানদী বৈদ্যাস্তু পঞ্চম।
এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥"

ধনী, শ্রোত্রীয়, রাজা নদী কিছু অন্তরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বৈদ্য ডাকে (at call) পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষা হয় না। যাজক ধারা চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া নিম্ন বর্ণের কন্যাগণ বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব শ্রীমান্ অম্বষ্ঠ ভুমিষ্ঠ হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে বজ্রনাদী তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বিশ্ববাসী জানিতে পারিল মূর্ত্তিমান অম্বষ্ঠের মর্ত্তে আবির্ভাব হইয়াছে। অধিক লিখিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করি এই ভেজাল অম্বষ্ঠবাবু ওরফে বৈদ্য, ওরফে বৈশ্য, কোন সময়, কোন তিথি নক্ষত্রে, কি ঋতুতে, শুক্ল কি কৃষ্ণপক্ষে, উত্তর কি দক্ষিণায়নে, ১৭২৮০০০ বৎসর পুর্ব্বে সত্যযুগ প্রভব পবিত্র বৈদ্যব্রাহ্মণ ধারার সংশ্রবে আসিলেন? অনেক অনুসন্ধান করিলাম, বহুগ্রন্থের পত্র উলট পালট করিলাম, কোথাও কোন কর্টিস্থিতা আত্মীয়তা

বৈদ্যেন নহি যৎ পক্কমভক্ষং ব্যাধি বর্দ্ধনম্।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥”

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আয়ুর্বেদ মর্ত্ত্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে। ভরদ্বাজের পিতা বৃহস্পতি, তস্য পিতা আদি সৃষ্টির সপ্তর্ষি মণ্ডলের তৃতীয় দেবর্ষি অঙ্গিরা। এই সমস্ত সত্য যুগের ঘটনা। যুগ পরিমান ১৭২৮০০০ বর্ষ। এই সুদীর্ঘকাল কথিত মুদ্গলাদি শুদ্ধ বংশীয় ঋষি কুমারগণ আয়ুর্বেদ পূর্ণায়ত্ত করতঃ মনুষ্য জীবন অকাল মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল শুদ্ধ বংশোদ্ভব বৈদ্য আজি কলিযুগেও বর্ত্তমান থাকিয়া ব্যাধি জরার হস্ত হইতে মানব জীবন রক্ষা করিতেছেন।

“ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্নদেব সৃষ্টি নাশকঃ॥”

তাহা হইলে “দেবাস্তু সৃষ্টিরক্ষকঃ”। দেবগণ সৃষ্টি রক্ষা করেন। তাহাদের সৃষ্টিরক্ষা স্বীয় স্বীয় মঙ্গলময় ইচ্ছাশক্তিরদ্বারা পরিচালিত, মানব নয়নের অগোচর। তাহারা পরক্ষোভাবে সৃষ্টির মঙ্গল বিধান করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবস্রোত প্রবাহিত রাখেন। বৈদ্য কি করেন?

“শরীরে জর্জ্জরীভূতে প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।”

অর্থাৎ ব্যাধি আক্রমণে প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয়, মৃত্যু যখন করাল কবল বিস্তার পূর্ব্বক দেহ হইতে জীবন বিচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হয়, তখন নারায়ণ স্বরূপ বৈদ্য প্রত্যক্ষ ভাবে তদীয় ঔষধ, পথ্য, পাচন রোগগ্রস্ত মানব শরীরে প্রয়োগ করতঃ যমরাজ সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া মানব জীবন রক্ষা করতঃ দেবগণের সৃষ্টি রক্ষার সহায়তা করেন। সুতরাং বৈদ্যে প্রত্যক্ষভাবে আংশিক দেবভাব, দেবাধিকার প্রতীয়মান হইতেছে। যমরাজ সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে জয়ী হওয়া সাধারণ মানব পক্ষে অসাধ্য। বৈদ্যে দেবত্ব আছে বলিয়াই তিনি ধর্ম্মরাজ সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবলম্বন করিতে পাবেন এবং বহুক্ষেত্রে জয়লাভ ও করেন। ঋক্ বেদে “সর্ব্বতাত” বিশেষণে বৈদ্য দিবোদাসের উল্লেখ আছে:—

“অহং পুরো মন্দসানো ব্যৈরং নবসাকং নবতিঃ শম্বরস্য।
শততমং বৈদ্যং সর্ব্বতাতং দিবোদাস মতিতিগ্বং যদাবম্॥”

দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন “আমি উৎসাহিত হইয়া শম্বরের ৯৯টী নগর ধ্বংস করিয়াছি এবং সকলের পিতৃস্বরূপ অতি তেজস্বী বৈদ্য দিবোদাসকে রক্ষা করিয়া তাহার বাসের জন্য শততম নগরদান করিয়াছি”। দেবরাজ যাঁহাকে সর্ব্বতাত বলিলেন এবং যাঁহাকে একটী নগর দান করিলেন, তিনি দেবতা ভিন্ন আর কি হইতে পারেন? আজও ঔষধের জীবন দান করার সময় বৈদ্য দিবোদাসের নামোচ্চারণ হয়। যথা:—

“ধন্বন্তরি দিবদাসো কাশীরাজ তথাশ্বিনৌ।
নকুল সহদেবশ্চ সপ্তেতে ব্যাধি ঘাতকাঃ॥”

সুতরাং বৈদ্যজাতির সংখ্যা যে বর্ত্তমানে এত কম, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। হিন্দুর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে "বৈদ্য"শব্দ আছে। সায়নভাষ্যে "চিকিৎসক ব্রাহ্মণ" "অর্থে" "বৈদ্য"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পণ্ডিতবর স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তও তদীয় ঋকবেদানুবাদে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অর্থে "বৈদ্য" শব্দই স্থির করিয়াছেন। অতএব দেবোপাধিক বৈদ্য শব্দটী আদি সৃষ্টি হইতে স্বর্গে বিচরণ করতঃ আয়ুর্ব্বেদ সহ মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া ভরদ্বাজ, মুদ্গল, ধন্বন্তরি, অঙ্গিরা, কাশ্যপ, আত্রেয়, অগস্ত্য ঋষি বংশে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। পরে আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে অন্যান্য অনেক ঋষিবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহাদের বংশধরগণই বর্ত্তমান কলিযুগে বৈদ্যব্রাহ্মণ সুতরাং তাহাদের উপাধি বৈদ্য "দেবোপাধি" ইহা নিঃসন্দেহ। তবে কলিযুগে এমন পবিত্র উপাধি ধারী বৈদ্য প্রতি যে কারণে যেভাবে নানাবিধ অমূলক কলঙ্ক আরোপিত হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত যুগ ও বর্ণ আলোচনায় পরিষ্কারভাবে দেখান যাইতেছে।

সত্যের ব্রাহ্মণগণ দুইধারায় (যাজক ও বৈদ্য) পবিত্রভাবে ত্রেতায় অবতীর্ণ হইলে, যাজক ধারা তাহাদের গুণকর্ম্মের বৈষম্য হেতু চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হয়। বৈদ্যধারা অল্প সংখ্যক, তাহাদের প্রাচিত ঔষধ, ঘৃত, মোদকাদি সর্ব্ববর্ণের সেবা। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণ কর্ত্তৃক ঐ সকল দ্রব্যের পাক হইলে ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য হয়, সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের নিজধারাই রাখা হইল। বৈদ্যগণ তাঁহাদের পূণ্যতম বৃত্তি ত্যাগ করিয়া অন্যতমবৃত্তি অবলম্বন করিলেন না। যাজকগণও জাতিনাশের ভয়ে তাঁহাদিগকে অন্যান্য জাতিতে বিভাগ করিতে সাহসী হইলেন না। হইবেনই বা কিরূপে? তখন বৈদ্য ভিন্ন অন্য চিকিৎসক ভারতে ছিলনা। মানব জীবন তাহাদেরই হস্ত ন্যস্ত ছিল। বৈদ্য নিজগ্রামে—নিকটে না থাকিলে রক্ষা করে কে? বিলাতী ডাক্তারদিগের তখন ভারতে আগমন হয় নাই। :—

ধনীনঃ শ্রোত্রীয় রাজানদী বৈদ্যস্তু পঞ্চম।
এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ॥"

ধনী, শ্রোত্রীয়, রাজা নদী কিছু অন্তরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু বৈদ্য ডাকে (at call) পাওয়া না গেলে জীবন রক্ষা হয় না। যাজক ধারা চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া নিম্ন বর্ণের কন্যাগণ বিবাহ করিতে লাগিলেন। এই সময় ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ বৈশ্যাপ্রভব শ্রীমান্ অম্বষ্ঠ ভূমিষ্ঠ হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে বজ্রনাদী তোপধ্বনি হইতে লাগিল। বিশ্ববাসী জানিতে পারিল মূর্ত্তিমান অম্বষ্ঠের মর্ত্তে আবির্ভাব হইয়াছে। অধিক লিখিয়া সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করি এই ভেজাল অম্বষ্ঠবাবু ওরফে বৈদ্য, ওরফে বৈশ্য, কোন সময়, কোন তিথি নক্ষত্রে, কি ঋতুতে, শুক্ল কি কৃষ্ণপক্ষে, উত্তর কি দক্ষিণায়নে, ১৭২৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে সত্যযুগ প্রভব পবিত্র বৈদ্যব্রাহ্মণ ধারার সংশ্রবে আসিলেন? অনেক অনুসন্ধান করিলাম, বহুগ্রন্থের পত্র উলট্ পালট্ করিলাম, কোথাও কোন কুটুম্বিতা, আত্মীয়তা পাইলাম না।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্যোদয়।

রবি উঠ্‌ছে পূব্ গগনে
নীল আকাশের কোণে;
সোণার আলো আস্‌ছে ছুটে,
শ্যামল ধরার পানে।

কাল বরণ পটুখানিকে,
ফেলে বক্ষ পরে,
ছিলেন ধরা সুপ্তি হারা
গভীর ঘুমের ঘোরে।

জগৎ জুরে নূতন আলো
পর্‌লো আখি পরে;
প্রাণ মাতান সুরের ধ্বনি
বাজ্‌ছে হৃদয় তারে।

বাতাস বহে শীতল মন্দ
মধুর বাস নিয়ে;
দিক্ ভাসানো গন্ধে তাহার
কানন গেছে ছেয়ে।

স্নান উষার শিশির জলে
নেয়ে কুসুম রাশি,
সাজ পড়েছে রঙ্গ বেরঙ্গের
হাস্‌ছে অতুল হাসি।

ওই উঠেছে রবিমামা
করিয়ে কত ঘটা,
তালের বনে গাছের শিরে
পড়্‌ছে সোণার ছটা।

আম কাননের পাশ কাটিয়ে
ফুল বাগানের পথে,
ওই এলোরে পূবের আলো
ঘরের আঙ্গিনাতে।

শ্রীযোগেন্দ্র মোহন সেনশর্ম্মা।
৫নং বাল্মীকি ষ্ট্রীট, পোঃ কালিঘাট, কলিকাতা।

মানব সভ্যতায় দারিদ্র্যের দান।

শ্রীতারকচন্দ্র দত্ত শর্ম্মা,
৭৬নং কালিঘাট রোড, কলিকাতা।

১। **যীশু খৃষ্ট** দরিদ্র মেষ পালকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। **মহম্মদ** কোন বণিকের মেষ চড়াইতেন।

৩। **নেপোলিয়ন** কর্সিকা দ্বীপে এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। **চৈতন্য** কোন জমিদার কিম্বা মহারাজ সন্তান ছিলেন না।

৫। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের** বাল্যজীবন অর্দ্ধাহারে কোন দিন বা অনাহারে অতিবাহিত হইত।

৬। **মহর্ষি গঙ্গাধর কবিরাজ** দরিদ্র সন্তানই ছিলেন।

৭। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক **স্যার অলিভর লজ** দরিদ্র কৃষক সন্তান।

৮। আমেরিকার নূতন সভাপতি **মিঃ হুভার** কর্ম্মকার সন্তান।

৯। আমেরিকার নিউইয়ার্ক প্রদেশের গভর্ণর, সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ **আল স্মিথ**, খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

১০। নরওয়ের মনীষী ক্নুট্‌হামসুন্ ছেলেবেলায় ছাগল চড়াইতেন; জুতা সেলাই করিতেন। ট্রামকণ্ডাক্টারি ও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে তিনি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

(৭, ৮, ৯, ১০ সাপ্তাহিক সওগাত হইতে উদ্ধৃত)।

প্রচার সংবাদ।

শ্রীবিধুভূষণ সেনশর্ম্মা। ১১৩নং মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিগত ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার অপরাহ্ণে বিক্রমপুর কলমানিবাসী স্বনামধন্য স্বর্গীয় জমিদার তারাকান্ত দাশশর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অন্যতম প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের উদ্যোগে একটী প্রচার সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ তিনি যথা সময়ে সংবাদ না পাওয়ায় সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা প্রভৃতি কলমার জমিদারগণ, শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ

দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাশশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র দাশশর্ম্মা প্রমুখ কলমা, ভংরাকৈর, বাঁশিরা, গারুড়গাঁ, তেলিরবাগ, যাওগাঁ প্রভৃতি গ্রামস্থ বহু বৈদ্য সন্তান সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক প্রবীন কুলাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সুযোগ্য ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির উদ্দেশ্য ও বৈদ্যগণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানের যে দৈবপিত্র্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে পালনীয় তাহার বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি কতিপয় পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বৈদ্য যজমান পরিত্যাগ ও বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ উল্লেখ করিয়া সকলকে একতাবদ্ধ ভাবে চট্টলবাসী শ্যামাচরণ, মহামহোপাধ্যায় গননাথ, বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রদর্শিত পন্থা অবিলম্বে অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। তৎপরে বহু আলোচনা পূর্ব্বক বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হয়।

ব্রাহ্মণাচারে ৺কালী পূজা।

ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা ব্যারিষ্টার মহাশয় ৺ পূজার ছুটী উপলক্ষে তাঁহার পিতৃদেব ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মোক্তার মহাশয়ের ফরিদপুরস্থ বাসায় আসিয়াছিলেন। যতীন্দ্র বাবুর বাড়ী ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাঝারদিয়া গ্রামে। তাঁহার বাড়ীতে ৺কালীপূজা তাঁহার কুল গুরুদেব করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৎসর কালীপূজা ঐ গুরুদেবের প্রতিবন্ধক থাকায় দরুণ করিতে পারিবেন না বলিয়া গুরুদেব যতীন্দ্রবাবুকে চিঠি দেন। তিনি ঐ চিঠি পাইয়া কালী পূজা নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত পুরোহিত অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায় ব্যস্ত হন। তাঁহার পুত্র উপরোক্ত ব্যারিষ্টার ভুবনবাবু নিজে বাড়ী যাইয়া পূজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় যতীন্দ্র বাবু তাঁহার বাড়ীতে ঐ বিষয় টেলিগ্রাফ করিয়া জানান। তাহাতে যতীন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গ বিশেষ সন্তোষের সহিত সম্মতি প্রকাশ করেন ও ভুবনবাবু সহ বাড়ী যাওয়ার জন্য যতীন্দ্র বাবুকে সংবাদ দেন। তদনুসারে যতীন্দ্র বাবু ও ভুবনবাবু তাঁহাদের ফরিদপুরস্থ আত্মীয়স্বজন সহ কালী পূজার পূর্ব্বদিন বাড়ী যান। পূজার দিন ভুবনবাবু সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রি ১০টার সময় যথা রীতি ষোড়শোপচারে কালীপূজা, দুইটী ছাগ পশু বলিদান ও হোমাদি কার্য্য উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তিনি পূজা আরম্ভ করিলে বাটীস্থ ও গ্রামস্থ স্বজাতীয় ও ভিন্ন জাতীয় অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহার পূজা ও হোমাদি দেখিতে আসিয়া-

ছিলেন এবং সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভুবনবাবু বিদেশী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী অথচ দেশী পুজাদিতে এইরূপ দক্ষ দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ভুবনবাবুর দীর্ঘ জীবন ও উন্নতি আমরা সতত ঈশ্বরের নিকট কামনা করি। উক্ত কার্য্যে কলিকাতা বি-এ-এইচ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র (ভুবনবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) শ্রীযুক্ত কিরণমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রচার সভা।

গত ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাঝারদিয়া গ্রামে ফরিদপুর বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মোক্তার মহাশয়ের বাটীতে এবং তাঁহারই উদ্যোগে মহিলাদের একটী প্রচার সভা গঠিত হয় এবং অনেক বৈদ্য মহিলা ঐ সভায় উপস্থিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় ঐ সভায় বক্তৃতা করতঃ বৈদ্যের উৎপত্তি, বৈদ্যেরা যে মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং সন্ধ্যা বন্দনা সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে অতি সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচার পালন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ প্রদান করেন। মহিলাগণ তাঁহার উপদেশ ও আচার পদ্ধতি জানিতে পারিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তৎপর সকলেই ভুবনবাবুকে ধন্যবাদ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন এবং সভা ভঙ্গ হয়।

সুসংবাদ

কলিকাতার বৈদ্য ছাত্র ও যুবকদের নিয়া একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বৈদ্যদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক উন্নতি করা অসহায় বৈদ্য ছাত্র ও যুবকদের সাহায্য করা এবং জাতিয়তা প্রচার করা। অনেকের বিশ্বাস এই সমিতি বর্ত্তমান "বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির" আন্দোলনের বিরুদ্ধ বাদী তাহাদের অবগতির জন্য আমরা জানাইতেছি যে এই সমিতি তাঁহাদের পরিপন্থী নহে, তবে অমুক স্থানের বৈদ্যরা নীচ ইত্যাদি আত্মঘাতী সমাজ বৈষম্যও মানিবে না। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির আন্দোলনের নেতাগণ হয়তঃ এইসব তরুণদেরই মতানুবর্ত্তী হইতে হইবে। যাহাতে এই সব তরুণেরা উপযুক্ত নেতা হইতে পারে, তাই তাহাদের এই হাতে খড়ি। এই সমিতির উদ্দেশ্য সমস্ত প্রকার বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া সমস্ত বৈদ্যদের এক পতাকামূলে সমবেত করা। আশা করি সমস্ত বৈদ্যগণের আশীর্ব্বাদ ও সাহায্যই আমরা পাইব। আশা করি সমিতিকে কেহ ভুল বুঝিবেন না। এই সমিতির উদ্দেশ্য সফল করিতে অর্থের ও প্রয়োজন। তাই আমরা বৈদ্যব্রাহ্মণগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যদি কাহারও কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তবে তিনি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। ইতি—

শ্রীহরিপদ সেনশর্ম্মা, সভাপতি } শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্ম্মা, সম্পাদক।
৩নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহকারী সভাপতির মৃত্যু আশঙ্কা।

ফরিদপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সহকারী সভাপতি ও ফরিদপুর জজ কোর্টের অবসর প্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেনশর্ম্মা বি, এল্ মহাশয়কে কোন বিজ্ঞ জ্যোতিষী পণ্ডিত কুষ্ঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি গত ২০শে ভাদ্র মারা যাইবেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ৺নবদ্বীপ বাস করিয়া মৃত্যুর দিন তাঁহার গুরু গৃহে গমন করতঃ মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইলে যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইষ্ট মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই দুর্দ্দিন কোন দুর্ঘটনা না হইয়া নির্বিঘ্নে অতীত হইয়া গিয়াছে। কোন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, রেবতীবাবু নবদ্বীপ যাইবার পূর্ব্বে ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ক্রমে তাঁহার ঐ মৃত্যুর দিন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায় গ্রহণ কালে ভুবনবাবু তাঁহাকে বলেন যে তিনি আশা করেন যে রেবতীবাবুর জীবন লীলা ঐ তারিখে কখনই শেষ হইবে না এবং তিনি ফরিদপুর বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির কল্যাণার্থে আরও কিছুদিন কার্য্য করিয়া তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিবেন। রেবতীবাবু পুনরায় ফরিদপুর আসিয়া সুস্থ শরীরে ও নব উৎসাহে ফরিদপুর সমিতির কার্য্য করিতেছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আশা করি রেবতীবাবু সুস্থ শরীর ও দীর্ঘায়ু লাভ করিবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীউমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা (রায় বাহাদুর), সভাপতি।

ফরিদপুর বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি।

জাতীয় সংবাদ।

ফরিদপুর জিলায় পাচ্চর একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ঐ গ্রামের বহু বৈদ্যই ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ স্থানের বাবুর বাড়ীর বড় হিস্যায় গত দুর্গোৎসবে শ্রীযুত বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয় পূজকের এবং শ্রীযুত মতিলাল সেনশর্ম্মা মহাশয় তন্ত্রধারকের কাজ করিয়াছেন। শ্যামা পূজার সময় উঁহারা যথাক্রমে পুরোহিত ও তন্ত্রধারক হইয়াছিলেন। উভয় পূজারই পকান্ন দ্বারা ভোগ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে যদি সকল বৈদ্যব্রাহ্মণ নিজেরা পূজা করিতে আরম্ভ করেন, তবে সমিতির শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

ব্রাহ্মণাচারে শুভ-বিবাহ।

গত ১৯ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর বড়াইলনিবাসী ৺ভুবনমোহন গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমপুত্র শ্রীমান্ কালী নারায়ণ গুপ্তশর্ম্মার শুভবিবাহ। বিক্রমপুর পালংনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন

কুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমাকন্যা শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সহিত ঢাকা প্রসন্নবাবুর বাসভবনে শর্ম্মান্ত নামে সম্পন্ন হইয়াছে। বর পক্ষের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং কন্যা পক্ষে ইদিলপুরনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিয়াছেন। এই কার্য্যে বৈশিষ্ট্য এই যে প্রসন্নবাবু রায়বাহাদুর কালীচরণ বাবুর সান্নিধ্য জ্ঞাতি এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারই মতাবলম্বী ছিলেন।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা, কবিভূষণ।
ময়মনসিংহ বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি।

শ্রাদ্ধ

গত ১১ই ভাদ্র মঙ্গলবার বিক্রমপুর গাড়ুরগাঁনিবাসী শশিভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয় দিনাজপুরে পরলোকে গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সানুজ শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয় ২১শে ভাদ্র শুক্রবারে তাঁহার শ্রাদ্ধ ঢাকাতে একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১২ই আশ্বিন শনিবার নোয়াখালী কাঞ্চনপুরনিবাসী তত্রত্য বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সভ্য কাশ্যপগোত্রীয় ত্রিপুরগুপ্তবংশীয় ৺উদয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুত নলিনীমোহন গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় নিজ বাড়ীতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

গত ১২ই আশ্বিন শনিবার ত্রিপুরা জিলার সদর মহকুমার চৌদ্দগ্রাম থানার অধীন বাতিসা গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় উচালিবংশীয় শ্রীযুত মহিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺হৈমবতী দেবীর শ্রাদ্ধ ৺কাশীধামে একাদশাহে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। মহিম বাবুরা তিন ভাই :—৺কৈলাসচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুত মহিমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এবং শ্রীযুত লোকনাথ সেনশর্ম্মা। কৈলাসবাবুর পুত্র কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এস্ সি ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান্ নীরোদচরণ সেনশর্ম্মা ষোড়শদান করিয়াছেন। মহিমবাবুর নিজের কোন ও পুত্র কন্যা নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সপত্নীক কাশীবাসী হন এবং ৺কাশীধামেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। মহিমবাবু নিজে ছয়দান ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত লোকনাথ সেন শর্ম্মা মহাশয় কুমিল্লাতে একজন বিখ্যাত কবিরাজ। বর্ত্তমানে আন্দোলনের যাঁহারা সংবাদ রাখেন তাঁহারাই তাঁহাকে জানেন। ইনিই নোয়াখালীর পণ্ডিতগণকে দশটি প্রশ্ন করেন। লোকনাথ কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নকুলচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এ পিতার কাছে থাকিয়া কবিরাজী করিতেছেন। নকুলবাবু বৃষোৎসর্গ ও অন্নজল দান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি কুমিল্লা হইতে ৺কাশীধাম গিয়াছিলেন। মহিমবাবুর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে শুদ্ধভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারেন এমন একজন লোকের নিকট হইতে তিনি মন্ত্র শুনিবেন! এই উদ্দেশ্যে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়কে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া ৺কাশীধামে নিয়া

ছিলেন। বৃষোৎসর্গে নিম্নলিখিত পুরোহিতগণ ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়াছিলেন :—

(১) কোটালিপাড়া উনশিয়াতলীনিবাসী যজুর্ব্বেদীয় বৈদিক শ্রীযুত তারকচন্দ্র বেদজ্ঞ (হোতা)

(২) অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা (তন্ত্রধারক)

(৩) বিক্রমপুর সোণারঙ্গনিবাসী শ্রীযুত অপূর্ব্বকুমার সেনশর্ম্মা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠক)

(৪) বরিশাল গৈলানিবাসী শ্রীযুত রামচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সদস্য)

(৫) কুড়িগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিত বরিশাল খলিশানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত শশিকুমার ভট্টাচার্য্য (বিরাটপর্ব্ব পাঠক) এবং (৬) বরিশাল চন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন (ব্রহ্মা)।

গত ২২শে আশ্বিন মঙ্গলবার পাবনা শক্তিপুরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ মধুকরের বংশধর পরাশর গোত্রীয় ৺হরিচরণ করশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্রগণ একাদশাহে নিজ গ্রামে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিজ পুরোহিতই কাজ করাইয়াছেন।

গত ২৭শে আশ্বিন রবিবার বরিশাল সিদ্ধকাঠিনিবাসী শক্তি গোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা তাঁহাদের ৺মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ কলিকাতায় ১০নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ১লা কার্ত্তিক শুক্রবার কলিকাতা কুমারটুলীর ধন্বন্তরিগোত্রীয় সুপ্রসিদ্ধ ৺কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সাত্মজ শ্রীযুত দুর্গাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয় একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের পিতা নীলাম্বর কবিরাজ মহাশয় উত্তর বিক্রমপুরের কুমরপুর গ্রাম হইতে আসিয়া কুমারটুলীতে স্থায়ী হন। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র কবিরাজ শ্রীযুত গিরিজাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় এই কাজটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার আমার জেঠা আপনাদের পরিচিত ৺দীনবন্ধু সেনশর্ম্মা মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্মশানের সমস্ত মন্ত্র আমি পড়াইয়াছি এবং ভাত পাক করিয়া পিণ্ড ও অন্ন দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই কার্ত্তিক একাদশাহে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর সোণারঙ্গনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র সেন শর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার পাবনা বাগবাটীনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় ত্রিপুরগুপ্তবংশীয় জমিদার ৺সতীশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাত্মজ শ্রীযুত কালীপদ গুপ্ত শর্ম্মা রায় মহাশয় সিরাজগঞ্জে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন

গত ৮ই কার্ত্তিক শুক্রবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুরনিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুপ্রভাকরবংশীয় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী বামাসুন্দরী দেবীর শ্রাদ্ধ কলিকাতা ইটালিস্থিত ৪নং পটারিরোডে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় ঐ মহিলার বয়স ৯৪ বৎসর হইয়াছিল। কালীঘাট ৮নং মহামায়া লেনে স্বামী শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। সতীশবাবু গৌহাটির রায় শ্রীযুত কালীচরণ সেন বাহাদুর মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্থাপিত কুলীন।

গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার বিক্রমপুর মধ্যপাড়ানিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় ৺অশ্বিনীকুমার সেন শর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সানুজ শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মহাশয় নিজ বাড়ীতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৯ই কার্ত্তিক শনিবার বিক্রমপুর কলমানিবাসী নিমদাশবংশীয় শ্রীযুত হীরালাল দাশ শর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺সরযুবালা দেবীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। হীরালাল বাবুর পিতা শ্রীযুত শিবশঙ্কর দাশশর্ম্মা মহাশয় শিবসাগর জিলাতে সোণারি টি ষ্টেটে কাজ করেন। হীরালাল বাবুর শ্বশুর বিক্রমপুর ভরাকর নিবাসী শ্রীযুত সনৎকুমার সেনশর্ম্মা। আমরা উক্ত মহিলার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়বর্গের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

গত ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে বিক্রমপুর সোণারঙ্গনিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় ৺দীনবন্ধু সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুত শ্যামলাল সেনশর্ম্মা ও শ্রীযুত কুঞ্জলাল সেনশর্ম্মা নিজ বাড়ীতে একাদশাহে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। বৃষোৎসর্গে নিম্নলিখিত পুরোহিতগণ ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়াছিলেন:—

(১) বিক্রমপুর আউটসাহিনিবাসী কুলপুরোহিত শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (হোতা)

(২) অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা (তন্ত্রধারক)

(৩) কুলপুরোহিত শ্রীযুত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বিরাট পাঠক) এবং (৪) সোণারঙ্গনিবাসী শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠক)।

দীনবন্ধু বাবু চট্টগ্রামের কালেক্টারের দ্বিতীয় একাউন্টেন্ট ছিলেন। ২৫ বৎসরের অধিক কাল পেন্সন ভোগ করিয়া ৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ঘটিকার সময় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ৮৫ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। ইনি অধ্যাপক হেমবাবুর জ্ঞাতি জ্যেঠা হইতেন এবং একই বাড়ীতে বাস করিতেন। শ্মশানঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য অধ্যাপক হেমবাবুর তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত প্রিয়কান্ত সেনশর্ম্মা, রায় শ্রীযুত ললিতমোহন সেনশর্ম্মা বাহাদুর, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা প্রভৃতি মহোদয়গণ কার্য্যের সুসম্পন্নতার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত এই শ্রাদ্ধ নিয়া এই গ্রামে ২১ একুশটি শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইল

ব্রাহ্মণাচারে পিতৃ শ্রাদ্ধ।

গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবার রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় ফরিদপুর জেলান্তর্গত মাঝারদিয়া গ্রামনিবাসী ডাক্তার ৺মথুরামোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মোহিনীমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় তাহার বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও ৫টী নাবালক পুত্র রাখিয়া অকালে কলিকাতা কালীঘাটে ৺গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। গত ৩রা পৌষ বুধবার উক্ত ৺মোহিনীবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা তাহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে গঙ্গাতীরে সম্পন্ন করিয়াছেন। ঐ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বৃষোৎসর্গ ষোড়শ ইত্যাদি হইয়াছিল। বৃষোৎসর্গে ৬টি বরণের মধ্যে ব্রহ্মা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম্ এ, হোতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বেদজ্ঞ কাব্যতীর্থ, তন্ত্রধার ও পুরোহিত—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সদস্য— শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (তাঁহাদের কুলগুরু অনুপস্থিত ছিলেন), বিরাট—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য স্মৃতিভূষণ ভাগবৎরত্ন এবং গীতা—শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কার্য্যান্তে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধব প্রায় ৭০ জন লোক পরিতোষের সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহা সামবেদ অনুসারে এবং দেবশর্ম্মান্ত নামোল্লেখে সম্পন্ন হইয়াছে। যজনব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পঙ্‌ক্তি ভোজন করিয়াছেন এবং ভোজনান্তে সকলেই পান, সুপারি, যজ্ঞোপবীত ও তুল্যভাবে ভোজন দক্ষিণা পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে উক্ত শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্র ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা ব্যারিষ্টার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২রা কার্ত্তিক খুলনা জিলার ভট্টপ্রতাপ নিবাসী ৺হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয় স্বর্গধামে গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ একাদশাহে ১২ই কার্ত্তিক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

জিলা মুর্শিদাবাদ পোঃ লালবাগ হইতে শ্রীযুত্ হারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীযুত বাবু ভবশঙ্কর রায় মহাশয়ের পত্নী

গত ৭ই কার্ত্তিক পরলোক গমন করায় তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রীযুত নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য উক্ত কার্য্যে ব্রতী হইতে অস্বীকার করায় সৈদাবাদ ঘাটবন্দর নিবাসী শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শ্রাদ্ধ কার্য্য একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করাইয়াছেন। এ যাবৎ কাল নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাবতীয় কাজে পৌরোহিত্য করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবার এই শ্রাদ্ধ একাদশাহে করিতে অস্বীকার করায় আমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইব। উক্ত শ্রীযুত চন্দ্রশেখর রায় বাহাদুর মহাশয় গীতাচার্য্য শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বৈবাহিক হন। যাহাতে বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অন্ততঃ ১জন ও পুরোহিতের কাজ শিক্ষা করিতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থা মূল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির করা উচিত। নতুবা যজন ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতে হইবে।

গত ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার শুক্লপক্ষ দশমী তিথিতে বিক্রমপুর বিদগাঁনিবাসী মৌদ্‌গল্য-গোত্রীয় কার্ণদাশবংশীয় ঢাকা জজ্‌কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺ঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের পত্নী ৺ভগবতী দেবীর শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ও শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা কলিকাতা ২৬নং আমহার্ষ্ট রোডে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ৫টি ষোড়শদান এবং ৪টী ছয়দান করা হইয়াছে। বৃষোৎসর্গে নিম্নলিখিত পুরোহিতগণ ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়াছিলেন:—কোটালিপাড়া উনশিয়াতলীনিবাসী কলিকাতা ৬নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে স্থায়ী যজুর্ব্বেদী বৈদিক শ্রীযুত তারকচন্দ্র বেদজ্ঞ (হোতা), উক্ত বেদজ্ঞ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বসন্তকুমার বেদজ্ঞ (তন্ত্রধারক), উক্ত বেদজ্ঞ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পণ্ডিত হেমচন্দ্র কাব্যতীর্থ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠক) বরিশাল কুশাঙ্গনিবাসী কালীঘাট পাথুরিয়াপটি ৩৪৬নং কালীঘাট রোডে স্থায়ী পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন (বিরাটপর্ব্ব পাঠক), কুলপুরোহিত শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার মুখুটি ব্রহ্মচারী (সদস্য) এবং উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র মুখুটি (ব্রহ্মা)। অধ্যাপক হেমবাবু উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বহু আত্মীয় জ্ঞাতি সামাজিক এবং বন্ধুবর্গকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

গত ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার নোয়াখালী মাধবসিংহনিবাসী ৺গঙ্গাচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ নিজ বাড়ীতে একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। মৃত্যুর সময় গঙ্গাচন্দ্র বাবুর ৮০ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

গত ৩০শে কার্ত্তিক শনিবার বিক্রমপুর বাশিরানিবাসী শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার ৺মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ কলিকাতা ৪৯।১। বি রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ২রা অগ্রহায়ণ সোমবার বিক্রমপুর কামারখারানিবাসী নিমদাশবংশীয় বাঁকিপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺গঙ্গাধর দাশশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ৺মতিলাল দাশশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধকারী মৃতের জ্যেষ্ঠপুত্র সানুজ শ্রীমান্ রতনলাল দাশশর্ম্মা

বৃষোৎসর্গ ও ষোড়শাদি দান যথারীতি করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধস্থান বাঁকিপুর গঙ্গাধর বাবুর বাসা। ১৩৩৫ সালের ৭ই মাঘ রবিবার মতিবাবুর পিসী যশোহর ইতিনানিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবী ৺দিগাম্বরী দেবীর শ্রাদ্ধ এবং ঐ শালের ৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার মতিবাবুর পিতার শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছিল। মতিবাবুর অকাল মৃত্যুতে তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। বিনীত—

শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম এ অধ্যাপক। ৫৮বি আমহার্ষ্ট রো, কলিকাতা।

পূর্ব্ব পশ্চিমে আদান প্রদান।

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা। কালিঘাট, কলিকাতা।

আমরা চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনের সফলতায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভিন্ন জিলা হইতে আগত অভ্যাগতের সংখ্যা সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্ট হইতে কোনও বৈদ্য ভ্রাতা সম্মেলনে যোগদান করেন নাই শুনিয়া আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম তাঁহাদের অনেকে এবারে চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া সম্মেলনের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। তাঁহারা এবিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছেন। আশা করি আমাদের একাধিক আমন্ত্রণ ভবিষ্যতে ব্যর্থ হইবে না। বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই এই আন্দোলনের সাড়া পৌঁছিয়াছে। যাহা হউক্ আমরা আমাদের শ্রীহট্টিয় ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বোধ হয় এইটুকু আশা করিতে পারি যে, আগামী আদমসুমারিতে তাঁহারা আপনাদিগকে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিতে প্রচার কার্য্য চালাইবেন।

বর্ত্তমানে বৈদ্যব্রাহ্মণ আন্দোলনের প্রতি যাঁহারা সহানুভূতি সম্পন্ন নয়, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—

১। শূদ্রাচারী বৈদ্য। ২। বৈশ্যাচারী বৈদ্য। ৩। রাজনৈতিক বৈদ্য। ৪। ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য। ৫। ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসম্বন্ধী বৈদ্য। ৬। কায়স্থসম্বন্ধী বৈদ্য। ৭। কায়স্থ। ৮। ক্ষত্রাচারী কায়স্থ। ৯। বৈদ্যেতরশ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১, ২ ও ৩ নম্বর বৈদ্য বিভিন্ন কারণে বিরুদ্ধমতাবলম্বী হইলেও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না এবং তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে নানাকারণে আমাদের সমিতির অন্তর্ভূত হইতে হইবে।

৭, ৮ ও ৯ নম্বর আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বৈদ্যের সংখ্যার লাঘব করিবার বিশেষ শক্তি তাহাদের নাই।

৪, ৫ এবং ৬ নম্বর বৈদ্য হইতে আমাদের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা আছে। কারণ তাহারা কতগুলি বৈদ্যকে বিরুদ্ধ পক্ষে টানিয়া নেওয়ার পথিক স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। আমি যদিও ব্যক্তিগত ভাবে অবৈদ্যকে শুদ্ধি দ্বারা বৈদ্য করার পক্ষপাতী তথাপি সমাজের অনিষ্ট করার উদ্দেশে কেহ সমাজে স্থান লাভ করুক ইহা মোটেই ইচ্ছা করিনা। ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যগণ যদি আন্তরিকতার সহিত আমাদের সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছুক হন আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ত্ত মানিয়া লইতে হইবে।

(ক) ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করা। (খ) কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন বন্ধ করা।

কায়স্থসম্বন্ধী বৈদ্য কিম্বা ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসম্বন্ধী বৈদ্যের সম্বন্ধে ও এসব কথা প্রযোজ্য। এই শ্রেণীর অনেক বৈদ্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। তাঁহারা কায়স্থের প্রতি যতটা সহানুভূতি সম্পন্ন বৈদ্যের প্রতি ততটা নয়। এমন কি আমি শূদ্রাচারী কোন বৈদ্যকে ক্ষত্রাচারী কায়স্থ কুটুম্বের বাড়ীতে দেখিয়াছি। উক্ত বৈদ্য, বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচারের পক্ষপাতী নয়। কায়স্থের ক্ষত্রাচারের কথা তাহাকে প্রশ্ন করিলে বলিলেন, তাহাতে তাহার কোন হাত নাই। এই "শূদ্রাচারী" বৈদ্যপুঙ্গব তাহার "ক্ষত্রাচারী" কায়স্থ কুটুম্ব বাড়ীতে কতটা সম্মান প্রাপ্ত হন তাহা তিনিই বলিতে পারেন। ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার অনেক ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য এবং কায়স্থসম্বন্ধী বৈদ্য জোর গলায় বলিয়া থাকেন যে, কায়স্থ কুটুম্বের বাড়ীতে তাহারা সম্মান পাইয়া থাকেন; কিন্তু সেই দেশের কায়স্থ পুঙ্গব ৺ কালিপ্রসন্ন সিংহ জোর গলায় এবং কাগজে কলমে বৈদ্যের কিরূপ কুৎসা প্রচার করিয়াছেন তাহা ঐতিহাসিক ও সামাজিক মাত্রই অবগত আছেন। বস্তুতঃ ঘোষ, বোস, গুহ, মিত্র ছাড়া কাগজে কলমে অন্য কোন কায়স্থের সম্মান দেখা যায় না এবং ভবিষ্যতে যে থাকিবেনা তাহা নিশ্চয়।

এই সমস্ত কারণে ৪।৫।৬ নম্বর বৈদ্যের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সরল মনে আপনাদিগকে বৈদ্য অথবা কায়স্থ যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। তাহাতে আমাদের আপত্তি করার কোন কারণ কিম্বা শক্তি নাই। আমাদের শুধু এই প্রার্থনা যে, যেসমস্ত বৈদ্য আপনাদিগকে কায়স্থ বলিতে প্রয়াসী তাঁহারা কায়স্থের সঙ্গেই ক্রিয়াকলাপ করিবেন; এবং যাঁহারা কায়স্থের সঙ্গে ক্রিয়া করিতে প্রয়াসী, তাহারা যেন আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচিত না করেন। আমরা ৪।৫।৬ নম্বরের সমগ্র বৈদ্যকে আমাদের আচার ও মত গ্রহণ করিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কায়স্থ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া কিম্বা কায়স্থের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভবিষ্যতে বৈদ্যের সঙ্গে ক্রিয়া করা অসম্ভব হইবে। কারণ ঈদৃশ ব্যাপার পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের মিলনের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। এই প্রকার মিলনে কিরূপ অশান্তি জনক ব্যাপারের সৃষ্টি হয় তাহার একটু নমুনা দিতেছি:—

চট্টগ্রামের সঙ্গে কলিকাতাতে একটী বৈবাহিক ব্যাপারে চট্টগ্রামের পক্ষে কোন কায়স্থ

কুটম্ব সমাজে বসিয়া বৈদ্যের সঙ্গে আহার করিয়াছিল। কায়স্থ কুটুম্বিনী এখানেই মনোবৃত্তিটীকে সংযত করিলে ব্যাপার এতদূর গড়াইত না। আমাদের পাত্র পক্ষ এবং পাত্রী পক্ষের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার থাকিলেও মিলনের দিক্ দেখিয়া আমরা তাহা বলিতে বিরত হইলাম। কিন্তু কায়স্থ কুটুম্বিনীর মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি বৈদ্যের সঙ্গে আহার করিয়া মনে করিবেন দিগ্বিজয় করিয়াছি এবং আপন বৈদ্য বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে সে বিষয় প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের নিকট এই বিষয় নিয়া দুই একটি বিদ্রূপের খোচা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

নিখিল-বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মেলন।

চট্টগ্রাম ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ

অধিবেশনে পরিগৃহীত মন্তব্য সমূহ।

১। এই সম্মেলন ঘোষণা করেন যে, বৈদ্যগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণাচার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা সোণারঙ্গ ঢাকা, অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম। সমর্থক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা, নোয়াখালী। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

২। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দৈব ও পিত্র্য কার্য্যে শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করিবেন এবং আত্ম পরিচয়েও শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের বালকগণকে শর্ম্মা নাম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবেন এবং স্কুলে ও কলেজে শর্ম্মান্ত নাম লিপি করাইবেন। এবং বালিকাগণকে তাহাদের নামান্তে দেবী উপাধি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র বিক্রমপুর ঢাকা, অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার সেনশর্ম্মা বাতিসা ত্রিপুরা, সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা এম, এ, বি এল, নোয়াখালী। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেণ যে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুপরিমাণে সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র ও সদাচার শিক্ষা বিস্তার কল্পে প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে চতুষ্পাঠী স্থাপিত এবং উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা হউক্ এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে যজন ও যাজন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক্। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা নোয়াখালী, অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনশর্ম্মা ত্রিপুরা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা কাব্যতীর্থ শশীদল ত্রিপুরা, শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি কলিকাতা ও কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা কালিয়া, শ্রীযুক্ত রমেশ

চন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার বি, এল, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৪। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, নিরলম্বন দুঃস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবার গুলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের সাহায্যার জন্য কেন্দ্র সমিতি ও বিভিন্ন শাখা সমিতি সমূহ বিশেষ চেষ্টা করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কুমিল্লা, অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা দুর্গাপুর, চট্টগ্রাম। সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা নওাবপুর নোয়াখালী। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে বিভিন্ন স্থান ও সমাজের ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্যগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা বার-এট-ল, ফরিদপুর ও ভবানিপুর, কলিকাতা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা সেনহাটী খুলনা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হারাণবন্ধু সেনশর্ম্মা রায় বরিশাল, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা সোণারঙ্গ ঢাকা, শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনশর্ম্মা বিএ, বিটি, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৬। এই সম্মেলন বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন কন্যাদিগকে আত্ম নির্ভরোপযোগী শিক্ষা দান করেন এবং বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যে পণ গ্রহণ প্রথা পরিত্যাগ করেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা নাজির, ঢাকা। অনুমোদক—শ্রীমনোমোহন দাশশর্ম্মা নোয়াখালী, শ্রীপ্রিয়নাথ সেনশর্ম্মা কবিরাজ, কুমিল্লা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা ফরিদপুর। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৭। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, আগামী আদমশুমারীতে বৈদ্যগণ "বৈদ্যব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা আত্মপরিচয় দিবেন, এবং এইরূপ জাতি পরিচয় গভর্ণমেণ্ট যাহাতে গ্রহণ করেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কলিকাতা কেন্দ্রসমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা, অবসর প্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেনশর্ম্মা, বিক্রমপুর।

৮। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ অধ্যুষিত স্থানে এক একটী বৈদ্য ব্রাহ্মণ শাখা সমিতি স্থাপিত হউক্। প্রস্তাবক—সভাপতি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৯। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ গৃহস্থ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে স্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতিকে সামর্থ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা এম্, এ বি এল্। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১০। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্ভব মতে খদ্দর ব্যবহার করিবেন এবং চরখায় সূতা কাটিয়া নিজ নিজ উপবীত ও বস্ত্রের সংস্থান করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হারাণ বন্ধু সেনশর্ম্মা রায়, বরিশাল। অনুমোদক—শ্রীঅবলামোহন দাশশর্ম্মা নোয়াখালী, শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্ত শর্ম্মা কুমিল্লা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা দুর্গাপুর, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা নোয়াখালী।

১১। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, বৈদ্য-প্রতিভা ও বৈদ্য হিতৈষিণী পত্রিকার উন্নতি ও স্থায়ীত্ব কল্পে প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ সাহায্য করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি এ বিটি, মাদারিপুর। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেনশর্ম্মা বরিশাল।

১২। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন স্থানের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ বংশাবলী ও পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশের জন্য বৈদ্যপ্রতিভা ও বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় প্রেরণ করিবেন এবং এই পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদককে তাহা প্রকাশের জন্য এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাশশর্ম্মা রায়, সেনহাটী খুলনা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী চট্টগ্রাম। সমর্থক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা অবসর প্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা।

১৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, গৃহীত উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণের দ্বারা একটী Sub কমিটী গঠিত করা হউক। উক্ত Sub কমিটী তাহাদের নিজ মত ও সিদ্ধান্ত যাহা হইবে তাহা দুইমাসের মধ্যে সভাপতির নিকট প্রদান করিবেন এবং তৎপর একমাসের মধ্যে তাহা আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বিশিষ্ট সভ্যগণ একত্র হইবেন, সভাপতি বিশিষ্ট সভ্যগণের নামও বিশেষ অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই বিশেষ অধিবেশন সিরাজগঞ্জ হইবে এই কমিটী প্রয়োজন মনে করিলে অপর সদস্য মনোনীত করিয়া নিতে পারিবেন।

সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এম এ অধ্যাপক কলিকাতা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মা এম এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বি এ বি এল (সেনবাড়ী) জমিদার ময়মনসিংহ, শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, চট্টগ্রাম, শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা (কলিকাতা), শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা (কুমিল্লা)। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা সিরাজগঞ্জ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা নোয়াখালী। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত খগেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা।

১৪। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, কলিকাতার কেন্দ্রীয়সমিতি প্রত্যেক জিলায় প্রচার কার্য্যের জন্য প্রচারক প্রেরণ করিবেন। তাহার খরচ কলিকাতার কেন্দ্রীয়সমিতি অর্দ্ধেক ও স্থানীয়সমিতি অপর অর্দ্ধেক বহন করিবেন। প্রস্তাবক সভাপতি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

বৈদ্যব্রাহ্মণ মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন।

পণ প্রথা বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমাজের যে কি অনিষ্ট করিতেছে, তাহা আজ ভাবিবার বিষয়। আর কিছুদিন যদি আমরা এরূপভাবে নীরবে ব'সয়া থাকি তবে আমাদের ব্রাহ্মণ্য আন্দোলন বা অপর কোন আন্দোলনই আমাদের ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সমাজ-হিতৈষী বৈদ্যসুধীবৃন্দের নিকট আমি একটী আবেদন করিতেছি, আশা করি তাঁহাদের নিকট আমার আবেদন উপেক্ষিত হইবে না। বরিশাল জিলার কোন বৃদ্ধবৈদ্য ভদ্রলোক ২টী বিবাহ-যোগ্যা কন্যার বিবাহের চিন্তায় আজ রোগশয্যায় শায়িত। ভদ্রলোক গরিব তাই অর্থ দিয়ে কন্যার বিবাহ দেন এরূপ সঙ্গতি নাই। মেয়ে ২টী সুন্দরী। লেখাপড়া, গৃহশিল্প ও গৃহকর্ম্মে বেশ পারদর্শিনী। বড় মেয়েটী একটু ইংরেজী লেখাপড়াও জানে, বয়স ১৫।১৬ বৎসর। লেখা পড়াতে বেশ আগ্রহান্বিত, স্মৃতিশক্তি ও প্রখর কিন্তু গরীব পিতা অর্থাভাবে লেখা পড়ার অধিক বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ধন্বন্তরি গোত্র। আজ যদি এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক বৈদ্যসমাজের কোন সহানুভূতির অভাবে মেয়ে ২টীকে বিবাহ না দিয়া নানা দুঃশ্চিন্তায় মারা যান, তাহাতে কি চির গৌরবান্বিত বৈদ্যসমাজের গৌরব ম্লান হইবে না? আশা করি "বৈদ্য প্রতিভার" মাননীয় সম্পাদক, পাঠক ও পাঠিকাগণ সকলেই এই মেয়ে দু'টীর সম্বন্ধের জন্য চেষ্টা করিবেন। কোন উদারচেতা অভিভাবক বা যুবক যদি মেয়ে ২টীর একটীকে বিনাপণে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন্ তবে নিম্নঠিকানায় অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিবেন। এরূপ উদারচেতা অভিভাবক বা যুবক বৈদ্যসমাজে বিরল নয়। কাজেই আশা করি উক্ত ভদ্রলোক সাফল্য লাভ করিবেন।

ইতি। শ্রীঅমিয়কুমার দাশশর্ম্মা রায়। ৩৫নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

কন্যাকর্ত্তা কিরূপ বর কামনা করেন? তিনি ব্রাহ্মণাচারী কিনা? ব্রাহ্মণাচারে কন্যা সম্প্রদান করিবেন কিনা? বরের যাতায়াতের ব্যয় এবং কন্যার সাধারণ ব্যবহারোপযোগী গহনা প্রভৃতি দিয়া কন্যা সম্প্রদান করার সক্ষম কিনা? মেয়ের বর্ণ কিরূপ? তাহা জানাইলে বিনাপণে বরের যোগার করা যাইতে পারে। সম্পাদক।

ক্ষমা প্রার্থনা।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বৈদ্যপ্রতিভা' মাঘমাসে প্রকাশিত হইল। নিজের প্রেস না থাকায় প্রতিবৎসরই এইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া আসিতেছি। বর্ণাশুদ্ধির জন্য বহু যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তজ্জন্য এই অকিঞ্চন জাতীয়গৌরব রক্ষার্থে এবং জাতির মুখপত্রিকা 'বৈদ্যপ্রতিভার' জীবন রক্ষার্থ প্রেস করিতে বাধ্য হইতেছি। আগামী ফাল্গুনমাস হইতেই প্রেসের কার্য্য চলিবে। ৩০শে চৈত্রের মধ্যে ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দের 'বৈদ্য-প্রতিভার' মুদ্রণ কার্য্য শেষ করিয়া ১৩৩৭ বৈদ্যাব্দের বৈশাখ মাস হইতে মাসিক রূপে প্রতি মাসে মাসে যাহাতে গ্রাহকগণ বৈদ্যপ্রতিভা পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা হইতেছে। পরাধীন জীবনের দুর্ভোগ যাহা ভুগিতে হয় ভুগিয়াছি। গ্রাহক, প্রবন্ধলিখক ও সংবাদ প্রেরক মহাশয়দিগকে ও যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছি, তন্নিমিত্ত নতশীর্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিগত ১৩।১৪ পৌষ ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ তারিখে চট্টগ্রামে যে নিখিলবঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মেলন সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে, তদোপলক্ষে যে সমস্ত প্রস্তাব সমবেত সভ্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহাই এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। কার্য্যবিবরণী, স্বাগতকারিণী সভার সভা-পতির অভিভাষণ ও চাঁদাদাতাগণের নাম পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। প্রায় ১২টী জেলা হইতে শতাধিক প্রতিনিধি এই সুদূর চট্টলে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং চট্টলবাসী ও প্রবাসী প্রায় সহস্রাধিক সভ্য সভায় যোগদান করিয়া সম্মেলনের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। (পৌষ মাসের সভার প্রস্তাবাবলী অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশ করা রীতি বিরুদ্ধ হইলেও কতিপয় সভ্যের অনুরোধে এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।)

যাঁহাদের সাধনায়, সাহায্যে ও উপদেশে গত নয় বৎসর যাবৎ অর্থাৎ ১৩২৭ বৈদ্যাব্দ হইতে চট্টগ্রামে সর্ব্বপ্রথম 'বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর' কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে তন্মধ্যে ঢাকা জিলান্তর্গত বানরিগ্রামনিবাসী নপাড়া চৌধুরী বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, তিনি রাজকীয় কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ হইতে চট্টগ্রামে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসাতে আমাদের প্রাণে জাত্যাত্মক জ্ঞানের অনুভূতি জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর স্রষ্টা বলা যায়। তাঁহারই অক্লান্ত অধ্যবসায় ও যত্নে চট্টলপ্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সহিত চট্টলস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সম্মিলন সম্ভবপর হয়। এই অভাজন তাঁহারই উৎসাহে ও উপদেশে জাতীয়জীবন গঠন কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়াছি। চট্টগ্রামে নিখিলবঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মেলন যে সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে বহু যৌনসম্বন্ধ অন্যান্য জিলার বৈদ্যব্রাহ্মণদের সহিত চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণদের ঘটিয়াছে তাহা তাঁহারই কৃতকার্য্যের ফল। চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণ মহোদয়গণের আদেশ নতশীরে পালন করিয়া গত নয় বৎসর যাবত্ সমাজের সেবা করিয়া আসিতেছি। যদি কর্ত্তব্য পালনে কোন রূপ ত্রুটি ঘটিয়া থাকে আশাকরি নিজগুণে ক্ষমা করিবেন এবং আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিচলিত হৃদয়ে স্বসমাজের সেবা করিয়া যাইতে পারি।

বিনীত—সম্পাদক।

পি, কে, সেনের ড্রাগস্ এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কসের
কয়েকটী সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ।

পি, কে, সেনের—

চালমুগরা মলম

সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চর্ম্ম রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য—ছোট কৌটা ৷৵০ আনা বড় কৌটা ॥৶০ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

চালমুগরা সাবান

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌরভময়, চর্ম্মরোগ প্রতিষেধক ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধক। প্রতি সাবান ॥০ আনা।

সৌরভ

বর্ত্তমান যুগের ব্যবহারোপযোগী একমাত্র সুবাসিত কেশতৈল। মূল্য ৸৶০ আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

পেইনবাম।

সর্ব্বপ্রকার বেদনা ও বাতব্যাধির প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ। প্রতি শিশি ১৲ মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাইজেষ্টাইন

সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, অম্ল, কলেরা প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

পি, কে, সেনের—

বটীকা মসপ্র

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌ প্রতি কৌটা ৸০ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

শক্তি বটীকা

সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা নাশক, বীর্য্যবর্দ্ধক অদ্বিতীয় ট প্রতি কৌটা ১॥০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের মহৌষধ, সুবাসিত দন্ত মঞ্জ প্রতি শিশি ॥০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

গণোড্রাইন

সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ (গণোরিয়া) রোগের মহৌ মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা মাত্র মাশুল স্বতন্ত্র

সর্ব্বপ্রকার কাশ ও হাপাণী রোগের মহৌষ মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা। মাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—পি, কে, সেন, [illegible] চট্টগ্রাম।

Baidya-Prativa. REGD. No. C—1224.

ষষ্ঠ বর্ষ—পৌষ ও মাঘ।

১৩৩৬ বৈঙ্গাব্দ ৯ম ও ১০ম সংখ্যা।

বিদ্যাসিমাপ্তৌ ব্রাহ্মংবা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র

বৈদ্য-প্রতিভা।

কলিরহস্য, ব্রহ্মচর্য্য, বাল্যবিবাহ, অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ, বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি
বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ঢাকা বৈদ্যসম্মিলনীর
ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, বহুস্বর্ণপদক প্রাপ্ত—

কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম, [illegible] প্রেস হইতে
শ্রীরে গৌরমণ বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা।
প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী কার্য্যালয়,
ফিরিঙ্গিবাজার, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র।

বিষয়—		লেখক—	পৃষ্ঠা—
৪৯।	আবাহন সঙ্গীত	শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায়	১৯৩
৫০।	নিখিলবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ		১৯৪
৫১।	মহাসম্মেলনের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী	শ্রীশশাঙ্কশেখর দাশশর্ম্মা চৌধুরী	২১৪
৫৩।	সম্মেলনোপলক্ষে চট্টলবাসী ও প্রবাসী চাঁদাদাতাগণের নাম		২২২
৫৩।	ব্রাহ্মণ্যশক্তির আবাহন	শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার	২২৫
৫৪।	চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন		২২৮
৫৫।	নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যবিবরণ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা	২৩৭
৫৬।	জাতীয় সংবাদ		২৪০

প্রশ্নোত্তর।

গত কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের বৈদ্যপ্রতিভাতে "বৈদ্য ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন" শীর্ষক পত্রে সম্পাদক মহাশয় যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তরে জানাইতেছি যে :—বরিশাল জিলার ২টী মেয়ের বিবাহ দিতে অগ্রাহ্যবশ উক্ত পিতার কোন পাশ করা বা অপর যে কোন প্রকার ছেলেই হউক আপত্তি নাই। তবে ছেলেটি আধুনিক ও সচ্চরিত্র হওয়া আবশ্যক। মেয়ের পিতা ব্রাহ্মণাচারী এবং ব্রাহ্মণাচারেই মেয়ের বিবাহ দিবেন। তাঁহারা বংশানুক্রমেই উপবীত ধারী। মেয়ে ২টি সুন্দরী। বরের যাতায়াত খরচের যথাসাধ্য অংশ ও মেয়ের সাধারণ গহনা এবং দানসামগ্রী দিতে অবশ্য চেষ্টা করিবেন্ তবে আধুনিক সময়োপযোগি কিছু দিবেন এরূপ অবস্থা নয়। মেয়ের পিতার স্থানের কোন আপত্তি নাই। তাঁহারা ধন্বন্তরি গোত্র, বড় মেয়েটীর ১৫।১৬ বৎসর বয়স। অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় ও বৈদ্য প্রতিভার পাঠক পাঠিকাগণ একটু চেষ্টা করিলে এই কন্যাদায়গ্রস্থ ভদ্রলোকটীকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিতে পারেন। মেয়ে ২টী উভয়েই গৃহকর্ম্মে ও শিল্পকর্ম্মে পারদর্শিনী। ইতি—

শ্রীঅমিয়কুমার দাশশর্ম্মা রায়।
৩৫নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা।

স্থানাভাবে বহু উপনয়ন, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ সংবাদ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতে পারিলাম না, তাহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। আশা করি তজ্জন্য জাতীয় সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রেরক মহোদয়গণ এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। বিনীত—সম্পাদক।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,

হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।

মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,

বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ } পৌষ। { ৯ম সংখ্যা

নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলন।

১৩।১৪ পৌষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ।

চট্টগ্রাম অধিবেশনে—

আবাহন সঙ্গীত।

রায় সাহেব শ্রীসুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায়, চট্টগ্রাম।

বন্দে ভারতী অঙ্গন কাঞ্চন,

বেদ-ব্রহ্ম-গীতি কণ্ঠ সুশোভন।

এস চির সুন্দর বিশ্ব বরেণ্য,

পূত পরশ লভি জননী ধন্য।

এস চির সুহৃদ, প্রেম-গলিত চিত্ত,

এস চির কল্যাণ প্রীতি বিলোচন।

চন্দ্রশেখর পদে মন্দাকিনী ধায়,

নীল জলধি জল গরজি পড়িছে পায় ;
জলে বাড়বানল, নির্ঝর অবিরল,
হের গিরিশেখর চারুনভঅঞ্জন।
এস দুঃখ কাতর পরতর জীবন
চন্দন চর্চ্চিত কুঙ্কুম ভূষণ,
এস, কবি কুজিত কুঞ্জে মনোরম,
কমলাসন প্রিয় সুর নর রঞ্জন।

———:০:———

অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মহাশয়ের

অভিভাষণ।

যদা ধর্ম্মো গ্লানিং ভজতি ভুবনে বেদবিহিত
স্তদাত্মানং সদ্যঃ সৃজতি পুরুষো যঃ করুণয়া।
স দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ কলিকলুষহারী দিশতু নঃ
কৃপানাথো বিষ্ণুঃ সকলকুশলং মঙ্গলময়ঃ।

মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ!

বঙ্গের শেষপ্রান্তে চট্টলাজননীর শ্যামলক্রোড়ে আপনাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার যে অধিকার আজ পাইয়াছি, তাহাতে আমার যোগ্যতা কিছুমাত্র না থাকিলেও নিজকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। ম্লান উপাচারে সর্ব্ব দেবময় অতিথির সেবা করিতে আমাদের ক্ষমতা অপ্রচুর হইলেও মৌনপূজারীর আত্মনিবেদন মনে করিয়া আপনারা আন্তরিকতার সহজচ্ছন্দে অসীম স্নেহে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রীতির অর্ঘ্য ও ভক্তিকুসুমাঞ্জলি গ্রহণ করুন্।

হে বিদ্বজ্জনবরেণ্য ভ্রাতৃগণ! পরহিত ব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ আচারপূত মনস্বী আপনারা স্বভাব সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন রম্যভূমি চট্টলার বনভবনে স্বাগত হউন্। চন্দ্রশেখরপদাম্বু বিধৌত শৈলকীরিটিনী চট্টলাসরিদ্ভুজ-বন্ধন বেষ্টিত শ্যামা। পশ্চিমে নীলাঞ্জন প্রতিম অনন্ত নীলাম্বুরাশি তরঙ্গভঙ্গে নিশিদিন জননীর চরণপ্রান্তে ঝাপিয়া পড়িতেছে। অপর তিন্‌দিক্ শৈল প্রাকারে পরিরক্ষিত জননীর বক্ষে সিন্ধুসঙ্গীত এবং শৈলসঙ্গীতের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। আজ চট্টল-বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমাজের গৌরব মহাকবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্রের জন্মপূত, কবিভাস্কর শশাঙ্কমোহনের, ও কবিগুণাকর নবীনচন্দ্রের সাধনাকুঞ্জ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পর্য্যটক শরৎচন্দ্রের উদয়াচল, চট্টলার স্বভাব সুন্দর পর্ণভবনে আপনাদের অর্চ্চনা করিতেছি। হে সুধী মণীষিবৃন্দ!

আপনারা আমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি এবং কর্তব্য লঙ্ঘনের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। অসীম পথক্লেশ সহ্য করিয়া আপনারা যে উদারতা ও স্বজাতি বাৎসল্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা নত শিরে অসংখ্য ধন্যবাদ সহ আপনাদিগকে অভিবাদন করিতেছি।

প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ আরবীয় ভ্রমণকারী ঈবন্‌বতুতা চীন পরিব্রাজক মাহুন্দ এবং কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তদানীন্তন ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি প্রথিতনামা লর্ডকার্জ্জন ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মণীষিগণ চট্টলভূমির সবুজ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন।

ভূপৃষ্ঠে চট্টলের ভৌগলিক সংস্থাপন বিশ্বপিতার এক অভিনব শিল্প রচনা। ইহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই হউক্ কিম্বা তপশ্চর্য্যার মনোরম স্থান বলিয়াই হউক্ সকল ধর্ম্মমতের উপাসকগণ এখানে আসিয়া স্থানে স্থানে আশ্রম, তপোবন, বিহার এবং মসজিদ্ ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া চট্টলভূমিকে পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার কোথাও শ্যামসুন্দর কাননশ্রেণী, কোথাও বা রমণীয় জলপ্রপাত, কোথাও মৃদু প্রজ্জ্বলিত জ্যোতির্ম্ময়, কোথাও বা স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণী এবং কোথাও বা হোমাগ্নিপূত আশ্রমভূমি।

"যত্রাস্তেশম্ভুনাথঃ সহ সকলসুরৈ র্মুক্তিদশ্চন্দ্রনাথঃ
কুণ্ডে যত্রৈব পুণ্যে জগতি জলগতঃপাবকো বাড়বাখ্যঃ।
যস্মিন্নাচারপূতা ব্যসনবিরহিতা ধার্ম্মিকা সন্তি লোকাঃ
সোঽয়ং রম্য প্রকৃত্যা জয়তু চিরদিনং চট্টলঃপুণ্যদেশঃ।

সাক্ষাদ্বিষ্ণুঃ পরেশ শমন ভয় হরস্তারকো ব্রহ্মরামো
যত্রায়াতো মহাত্মা রঘুকুলতিলকো জানকীলক্ষণাভ্যাং।
যস্মিন্ শান্তঃ পবিত্রো বহু শুভফলদো মেধসশ্চাশ্রমো হি
সোঽয়ং রম্য প্রকৃত্যা জয়তু চিরদিনং চট্টলঃ পুণ্যদেশঃ॥

শীর্ষে নিত্যং নিধায় ত্রিপুরহরমহো আদিনাথমহেশং
মৈনাকো যত্রশৈলো বসতি হিমগিরে রঙ্গজসিন্ধুতীরে।
যস্মিন্ দেবী কুমারী কলিকলুষহা চণ্ডিকা কুণ্ডরূপা
সোঽয়ং রম্য প্রকৃত্যা জয়তু চিরদিনং চট্টলঃ পুণ্যদেশঃ॥

যস্মিন্ চট্টেশ্বরী চ ত্রিভুবন জননী ভৈরব ক্ষেত্রপালঃ
কালাচাঁদ স্তথান্তে দিশি দিশি বহবো দেবতা বিগ্রহাশ্চ।
তিষ্ঠন্তি ত্রাণহেতো নিখিল তনুভৃত্যাং সংকটেভ্যঃ সদৈব
সোঽয়ং রম্য প্রকৃত্যা জয়তু চিরদিনং চট্টলঃ পুণ্যদেশঃ॥

পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীর পবিত্রতীর্থবারি আপনাদের শিরে বর্ষিত হউক্ এবং আপনারা ধন্য হউন্। স্বভাবসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা চট্টগ্রামের নাম ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়াছেন। তন্ত্র, পুরাণাদির যুগে নাম ছিল 'চট্টল' বৌদ্ধযুগে রম্যভূমি, মুসলমান রাজত্বের

সময় ইস্‌লামাবাদ, পর্ত্তুগীজের সময় "পর্টুগ্রাণ্ড" নামে অভিহিত হইত। পর্ত্তুগীজদের নির্ম্মিত প্রাসাদ আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দান করিতেছে।

চট্টলে বৈদ্য-উপনিবেশ :—

চট্টলস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের কুলজী দৃষ্টে জানা যায়, তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপন ৪০০ বৎসরের অধিক নহে। বর্দ্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার নানা স্থানে বর্গীনামক লুণ্ঠনকারীদের উৎপীরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সম্রান্ত লোক ধন জন লইয়া চট্টলে আসিয়া উপবিষ্ট হন। দক্ষিণরাঢ়ের রাজা প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক ধৃত ও পরাজিত হইলে; যশোহর ও চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জিলা হইতেও কেহ কেহ চট্টলে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যরাজত্বের অবসান হইলে মুসলমানগণ বিজিত বৈদ্যব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে অত্যাচার করিতে থাকে। তাহার ফলে অনেক সম্রান্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া চট্টলে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। চট্টলস্থ অধিকাংশ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কুলজীতে "রাঢ়ভঙ্গের" অর্থাৎ হিন্দুসমাজভঙ্গের প্রাচীন ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। এই কারণে চট্টগ্রামে বৈদ্যব্রাহ্মণ, যাজকব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশই রাঢ়ীয় শ্রেণীর দৃষ্ট হয়। সুদীর্ঘকাল যাবৎ মূলসমাজ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে এবং স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াতের পথ সুগম না থাকাতে, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের সহিত আদান প্রদানের অন্তরায় ঘটিয়াছিল, তজ্জন্য চট্টলবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণ এক স্বতন্ত্র সমাজে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন্ এবং তাঁহাদের দায়াদগণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। কালক্রমে চট্টলে উপনিবিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দ্বিজত্ব হারাইয়া শুদ্রাচারী হইয়া পড়িলেও ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা, পূজা, সদাচার, সদনুষ্ঠান, কৌলীণ্য, পাণ্ডিত্য ও সমাজ নেতৃত্বের গৌরবময় অধিকার অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে বৈশ্যাচার :—

১৪১৫ খৃষ্টাব্দে যজনব্রাহ্মণ রাজাগণেশ বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজের বৈদ্যগণের প্রতি বৈশ্যাচার গ্রহণের আদেশ প্রদান করেন্। রাজশাসনের ভয়ে লক্ষ্মণীথাকের বৈদ্যগণ অর্থাৎ যাঁহারা মহারাজ লক্ষ্মণের প্রকোপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাচারী ছিলেন, তাঁহারা ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বৈশ্যাচারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈশ্যাচার ও তদনুরূপ উপনয়ন প্রথা লইয়া রাঢ়ীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণ চট্টগ্রামে আগমন করেন। তখন চট্টল-সমাজের সপৈতক বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান না থাকায় তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপৈতক বৈদ্যসমাজের সহিত যৌন সম্বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা ক্রমশঃ সংসর্গ দোষে উপবীতহীন হইয়া শূদ্রাচারী হইয়া পড়েন। মহারাজ রাজবল্লভের প্রবর্ত্তিত সংস্কারের ফলে

প্রায় ৮০ আশীবৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে চট্টলের কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বৈশ্যাচারে উপবীত গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে চট্টগ্রাম-সমাজের কোনও কোনও বৈদ্যপরিবারে পক্ষাশৌচ প্রথা প্রচলিত হয় এবং সেই সেই পরিবারস্থ বৈদ্যগণ রাঢ়ীয়বৈদ্যসমাজের অনুকরণে নামান্তে "গুপ্ত" পদবী সংযোগে আত্মপরিচয় দিতে ও দৈবপৈত্র্যকার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন যাবৎ এই প্রথা কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

চট্টলে-বৈদ্যসমাজের কীর্ত্তি প্রাধান্য :—

চট্টগ্রামে বৈদ্যউপনিবেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মুসলমান রাজত্বের সময় চট্টল-বৈদ্যসমাজের বহুকৃতবিদ্য লোক শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ দেওয়ান বা প্রধান সচীব পদে অভিষিক্ত হইতেন। চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রথম চারিজন জমিদারের মধ্যে যিনি অগ্রণী ছিলেন, তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ রাজারাম চৌধুরী। মহাত্মা দেওয়ান বৈদ্যনাথ রায়, চট্টগ্রামের একজন বিখ্যাত বৈদ্যব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন। অদ্য আপনারা যেই প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহারই নামে সুপরিচিত "দেওয়ানবাড়ীহিল"। তাঁহার কীর্ত্তি কেবল চট্টগ্রামে নয়, অন্যান্য স্থানেও বিশ্রুত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি পুণ্যধাম বারাণসীতেও "বৈদ্যনাথী বেশ" নামে বিশ্বেশ্বরের আরতি হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের বৈদ্যগণই প্রথমতঃ নবাবী আমলের সৃষ্ট তরফ মহালের মালিক ছিলেন। এখনও অনেক তরফ মহালের সঙ্গে চট্টলের প্রাচীন বৈদ্যগণের নাম সংযুক্ত রহিয়াছে।

সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সকল বিষয়েই চট্টলের বৈদ্যসন্তান অগ্রণী প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। মহাকবি নবীনচন্দ্রের কবিপ্রতিভা, শশাঙ্কমোহনের বঙ্গবাণীসেবা, তিব্বতপরিব্রাজক শরচ্চন্দ্রের সুকৌশল ও সাহসিকতা, কলিকাতার বর্ত্তমান মেয়র প্রথ্যাতনামা যতীন্দ্রমোহনের রাজনীতিচর্চ্চা এবং সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী রজনীরঞ্জনের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যসাধনা ইত্যাদি চট্টগ্রামের বৈদ্যসমাজের অপরিমেয় গৌরব।

চট্টগ্রামে বৈদ্য-ব্রাহ্মণের সংখ্যা :—

গত ১৯২১ ইংরেজীর আদমসুমারীর গণনায় জানা যায়, চট্টগ্রামে বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০৮৩৮ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫০২৬ জন, স্ত্রীলোক ৫৮২২ জন। বরিশাল ও ঢাকা ব্যতীত এত অধিক সংখ্যক বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান অপর কোন জিলায় নাই। তবুও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তুলনায় বৈদ্যসংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলিতে হয়। ইহার কারণ ঢাকা প্রভৃতি জিলায় ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী দেব, দত্ত প্রভৃতিরা বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়াই সমাজে পরিচিত। কিন্তু চট্টল-বৈদ্যসমাজে ঘটনা বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজচ্যুত হইয়া অন্য সম্প্রদায়ের অঙ্গপুষ্টি করিতে চলিয়াছেন। কুলপঞ্জিকায় লিখিত গোত্রপ্রবরানুযায়ী উল্লিখিত উপাধিধারী ব্যক্তিরা চট্টল-বৈদ্যসমাজে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগৃহীত হইলে চট্টগ্রামে বৈদ্যব্রাহ্মণের সংখ্যা পঞ্চদশ

সহস্রেরও অধিক হইত। তাঁহাদের বংশাবলি ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে চিরদিনই বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহারা অন্যান্য বৈদ্যব্রাহ্মণ বংশের সহিত সমাদৃত হইয়া আছেন।

বিক্রমপুরে আত্রেয়গোত্রের দেব, কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, কৌশিক এবং পরাশরগোত্রের দত্ত জামদগ্নগোত্রের ধর, শিমুলিয়া, বেলতলি, মালপদিয়া, বাহেরক, নেত্রাবতী প্রভৃতি গ্রামে এখনও বর্ত্তমান। চিরপ্রসিদ্ধ বিজয়রক্ষিত, শীলরক্ষিত, শান্তরক্ষিত, প্রজ্ঞাপাল, মাধবকর, শ্রীকণ্ঠনন্দী, সন্ধ্যাকরনন্দী, মুকুন্দ দত্ত, চক্রপাণি দত্ত, ব্যাপীধর, শার্ঙ্গধর, গঙ্গাধরকুণ্ড প্রভৃতি প্রথিত যশা মণীষিগণের বংশপরিচয় ত্যাগ করিয়া জানিনা কি মোহের ছলনায় তাঁহাদের দায়াদগণ আজ ভিন্ন সম্প্রদায়ের কুক্ষিতলে আত্মগোপন করিতে চলিয়াছেন। তাঁহাদের ৪০।৫০ বৎসরের পূর্ব্বের দলিল দস্তাবেজে জাতে বৈদ্য লিখা আছে। তাঁহাদের সহিত রাঢ় দেশাগত বৈদ্যগণ সাদরে যৌন সম্বন্ধ না করাতে এবং তাঁহাদের সংখ্যাল্পতা হেতুতে তাঁহারা কায়স্থদের সহিত যৌন সম্বন্ধ করিতে কেহ কেহ বাধ্য হন্। তাঁহাদের সহিত যে সব বৈদ্য যৌন সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাঁহারাই কায়স্থসংসর্গী বলিয়া সমাজে নিন্দনীয় হন্। ফলতঃ চট্টলের শত শত বৈদ্য-পরিবার যে কায়স্থসংসর্গী নহেন তাহা দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে। চট্টগ্রামে বৈদ্য-কায়স্থ-সম্বন্ধাপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। মূলতঃ বৈদ্য ব্যতীত চট্টল বৈদ্যগণ অন্য কোন সম্প্রদায়ের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন্ নাই। এই ভ্রান্ত-ধারণা হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত এই মহতী সভায় সমবেত বৈদ্যব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে অনুরোধ করিতেছি।

চট্টগ্রাম বঙ্গীয়বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রচারে অগ্রণী :—

অবসাদ, দৌর্ব্বল্যের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া সত্যের জ্যোতিঃধারা যেদিন চট্টলের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের পাপকল্মষহীনাচারকে ধুইয়া মুছিয়া সুসংস্কৃত করিয়াছিল, সেইদিন চট্টলবাসী বৈদ্য-সন্তানগণের একটা স্মরণীয় দিন। ১৩২৭ বৈদ্যাব্দের ৪ঠা পৌষ তারিখে, চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যগণের সম্মিলনে সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রাম হইতে সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব ঘোষিত হয়। ১৩২৮ বৈদ্যাব্দে "বৈদ্যপরিচয়ে" "উপনয়নসংস্কার" প্রকাশিত হইয়া বহুপুরুষ পরম্পরা অনুপনীত বৈদ্যগণের যে উপনয়ন হইতে পারে, তাহার একাদশখানি ব্যবস্থা প্রকাশ করা হয় এবং রাজা রাজবল্লভ যে প্রায় দশলক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে ৬০৬জন মহামহাধ্যাপক যাজক-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত করিয়া উপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার একখানি বৈদ্যবন্ধুগণের বিদিতার্থ এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

যে শাস্ত্রসিদ্ধ সংস্কারা জন্মনা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা সুচিরকাল পতিতসাবিত্রীকা ব্রাত্যতামুপাগতাঃ শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় উপনয়নাদিকং কুর্য্যুঃসামাজিকং চাচারঞ্চ গৃহ্নীয়ুস্তর্হিতে তথা শাস্ত্রতঃ কর্ত্তুং পারয়ন্তি নবেতি প্রশ্নে।

সর্ব্বথা কর্ত্তুং পারয়ন্তীত্যুত্তরম্।

১। তথা চাপস্তম্বধর্ম্মসূত্রং-যস্য তু প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতাস্তেষা-মভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যং চরেদথোপনয়নমিতি।

২। অথ প্রপিতামহাদিপদেন প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধপুরুষাঃ সূত্রকৃতা পরিজিঘৃক্ষ্যন্তে অধস্তন পুরুষস্য পূর্ব্বমেবাভিহিতত্বাৎ। অতএব তু ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকৃতামপি মান্যতমেহতিপ্রাচীনে মদনরত্নে "যস্য প্রপিতামহাদেরুপনয়নং নাস্তি ইত্যভিধায় তথার্ব্বাচামপি পুরুষাণামুপনয়নাভাব" ইতি কইত এব প্রপিতামহাদি শব্দস্যোর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্বমভিহিতম্। অতএব - যস্যবেদশ্চ বেদিশ্চ বিচ্ছিদ্যেতে ত্রিপুরুষম্। স বৈদুর্ব্রাহ্মণোনাম যশ্চ বৈ বৃষলিপতিরিত্যত্র ত্রিপুরুষং যাবদ্বিচ্ছিন্নবেদ বেদিকস্যা-সোমপীথিনঃ সোমপানানধিকারাবগমেহপি বিচ্ছিন্ন সোমপীথ সন্ধানার্থ বৈন্দ্র্যাগ্ন্যপশুযাগাত্মক প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায়া নবগতে যদ্যাবদ্বিচ্ছিন্ন সোমপীথি বংশপ্রভবা অপি সোমপানে নিরাবাধমধি কুর্ব্বন্তি।

এবমেব "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্য সংস্কারো নাধ্যয়নঞ্চ তেষাং সংস্কারেপ্সু ব্রাত্যস্তোমনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি বচনা" দিতি কাত্যায়নবচনবোধিত ব্রাত্য-স্তোমাপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তয়োরণ্যতরস্য, যথাযথমনুষ্ঠানেন প্রপিতামহমারভ্যোর্দ্ধ পুরুষাণামুপনয়নাধিকারঃ স্পষ্টং সিধ্যতি।

অস্তিচায়মর্থ আপস্তম্বকাত্যায়নাভ্যামভিহিতঃ শ্রুত্যক্ষরৈরপ্যনুপ্রাণিতঃ। তথাপি তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে "অথৈসশমনীচা মেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাঃ প্রবসেয়ুস্তস্তেনযজেরন্নিতি।

এবঞ্চ শ্রুত্যক্ষরাণু প্রাণিতস্যাপস্তম্ব কাত্যায়নাভ্যামুপবৃংহতস্য মদনরত্নাদি নিবন্ধকারৈঃ সুব্যাখ্যাতস্যৈবংবিধ ব্রাত্যসংস্কারস্য ন কিঞ্চিত্তদধিক মস্তীতি সুধিয়ঃ পরামৃশন্তি।

ব্যবস্থার অনুবাদ।

জন্মাবধি শাস্ত্রানুসারে সংস্কার সম্পন্ন হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বহুকাল পর্য্যন্ত সাবিত্রীহীন হইয়া ব্রাত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে; শাস্ত্র কথিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া যদি উপনয়নাদি এবং সামাজিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহারা সে রূপ শাস্ত্রানুসারে করিতে পারে কিনা, ইহাই হইল প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের উত্তর—সর্ব্বথা তাহা করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতি উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না; তাহারা শ্মশান-সংস্তুত; তাহাদিগের অভ্যাগমন ও তাহাদিগের সহিত ভোজন ও বিবাহ বর্জ্জন করিবে; কিন্তু তাহারা ইচ্ছুক হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর উপনীত হইবে।

প্রপিতামহাদি পদে সূত্রকার কর্ত্তৃক প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঊর্দ্ধপুরুষ গ্রহণেচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। যেহেতু অধস্তন পুরুষগণের উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র-নিবন্ধকারগণের মান্যতম অতিপ্রাচীন মদনরত্নের "যাহার প্রপিতামহাদির উপনয়ন হয় নাই"—এই বলিয়া "তদনুসারে অধস্তন পুরুষগণের ও উপনয়নাভাব" ইহাতে কষ্ট কল্পনায় প্রপিতামহাদি শব্দের ঊর্দ্ধপুরুষ পরিগ্রাহকত্ব অভিহিত হইয়াছে। অতএব যাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বেদ ও বেদী বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এবং যে বৃষলীর ভর্ত্তা সে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত" এই স্থলে বেদ বেদিহীন অসোমপায়ীর সোমপানে অনধিকার অবগতি হইলেও বিচ্ছিন্ন সোমপানের সন্ধানার্থ ঐন্দ্র আগ্ন্য পশু যাগাত্মক প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান অবগত হওয়ায় যাবতীয় বিচ্ছিন্ন সোমপায়ি-বংশোৎপন্ন ব্যক্তিগণও অবাধে সোমপানে অধিকারী হইতে পারে। এই ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত যাহারা পতিতসাবিত্রীক হইয়াছে, তাহাদের অপত্যের সংস্কার বা অধ্যাপন বর্জ্জনীয়। তাহারা অর্থাৎ উক্ত প্রাচীন ব্রাত্যগণ সংস্কারে ইচ্ছুক হইলে ব্রাত্যস্তোম দ্বারা যাগ করিয়া (অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) পরে যথেচ্ছ বেদাধ্যয়ন করিবে এবং ব্যবহার্য্য হইবে। এই বচন হেতু এই কাত্যায়ন-বোধিত ব্রাত্যস্তোম বা আপস্তম্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি যথাযথ অনুষ্ঠান প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন সমস্ত পুরুষগণের উপনয়নাধিকার স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে। কাত্যায়ন এবং আপস্তম্ব কর্ত্তৃক এই অর্থ অভিহিত এবং ইহা বেদাক্ষর দ্বারা অনুপ্রাণিত আছে। তথাপি তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের সপ্তদশাধ্যায়ের চতুর্থখণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, অনন্তর বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হীনবীর্য্যদিগের সম্বন্ধে স্তোম উল্লিখিত হইয়াছে। যাহারা বৃদ্ধতম হইয়া ব্রাত্যতা অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহারাও এই ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সংস্কার গ্রহণ করিবে। এইরূপ বেদাক্ষরে অনুপ্রাণিত, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন কর্ত্তৃক অভিহিত এবং মদনরত্নাদি নিবন্ধকার কর্ত্তৃক সুবিখ্যাত এইরূপ ব্রাত্যসংস্কারের কিছুই বাধক নাই, ইহাই সুধীগণের পরামর্শ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, কাশী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুধাকর দ্বিবেদী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীস্বামী রামাশ্রম শাস্ত্রী, কাশী। শ্রীজগন্নাথ বেদান্তী, কাশী। পণ্ডিত লক্ষ্মণভট্ট, কাশী। শ্রীসীতারাম শাস্ত্রী, দারভঙ্গ-চতুষ্পাঠির অধ্যাপক। পণ্ডিত অনন্তরাম শর্ম্মা, জম্বু। পণ্ডিত শ্রীরাজরাম শাস্ত্রী, কাশী। পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, দ্রাবিড়। পণ্ডিত মহাদেব স্মৃতিতীর্থ, কাশী। পণ্ডিত গঙ্গাসহায় শর্ম্মা, বুন্দি মহারাজের সভাপতি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদান্তবাগীশ, বর্দ্ধমান রাজ চতুষ্পাঠী। পণ্ডিত চন্দ্রনাথ ওঝা, দ্বারভঙ্গ। পণ্ডিত তরু বঙ্গটাচার্য্য, কাঞ্চি। পণ্ডিত জয়-নারায়ণ তর্করত্ন, নবদ্বীপস্থ শ্রীভুবনমোহন বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক প্রভৃতি বহু পণ্ডিত মহোদয়গণের স্বাক্ষর আছে।

পূর্ব্বোক্ত ভারত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র দৃষ্টে জানা যায়; বহুপুরুষ-পতিত সাবিত্রীক দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্ম চর্য্য প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যবস্থার সঙ্গে অনুকল্প প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে

কাশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামহোপাধ্যায় স্বামীরাম মিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার মীমাংসা গ্রন্থে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন।

১৩৩০ বৈদ্যাব্দে "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি" নামক গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ মুখ্য ও দেবতা স্থানীয় পূজার্হ ব্রাহ্মণ। বঙ্গীয় বৈদ্য সেনরাজগণ যে শ্রুতিনিয়মগুরু ছিলেন, বহু যাজকব্রাহ্মণের স্রষ্টা ছিলেন এবং তাঁহাদের কুলাকুল নির্ণয় করিয়া কৌলীন্য প্রদান করিয়াছিলেন, অনাচারী বলিয়া ২৫০ জন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, বৈদ্যব্রাহ্মণগণের তাম্রফলক, প্রস্তরফলক প্রভৃতিতে যে তাঁহাদিগকে সুব্রাহ্মণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রচার করা হয়! ১৩৩১ বৈদ্যাব্দে বৈদ্যপ্রতিভা নাম্নী মাসিকপত্রিকা প্রচার করিয়া বাংলার সুপ্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের গৃহে গৃহে এই সুসংবাদ প্রচারিত হয়। ফলে বিগত নয় বৎসরের মধ্যে চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজে সহস্রাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণাচারে যথাশাস্ত্র উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। ১৩২৭ বৈদ্যাব্দের বহু পরে বাংলার কর্ম্মকেন্দ্র মহানগরী কলিকাতায় "বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির" প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রত্যেক জিলায় শাখাসমিতি গঠিত হইয়া সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলার অধিকাংশ বৈদ্য পরিবার ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করেন। উক্ত সমিতি হইতেও "বৈদ্যহিতৈষিণী" নাম্নী এক জাতীয়-পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। চট্টগ্রামের এই ক্ষীণ আয়োজন, আজ সমগ্র বাংলার বরণীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এক বিরাট জাতিযজ্ঞের সূচনা করিতেছে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্ঘশক্তি ঃ—

ভারতীয় আর্য্যগরিমা নানাকারণে ক্ষীণ হইয়া আসিলেও সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন মন্ত্রে আজ যে দেশব্যাপী জাতীয়যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। দেশের সর্ব্বত্রই গণতন্ত্রের প্রেমমন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। আর, আমরাই কি শুধু মিথ্যা শাস্ত্র-শাসন মিথ্যা জনশ্রুতি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃতপ্রায় থাকিব? মুক্তি সকলের কাম্য হইলেও দুর্ব্বলের পক্ষে দুর্ল্লভ। সঙ্ঘশক্তির বোধনে আমাদিগকে বলীয়ান্ হইতে হইবে। সমস্ত বাংলার বৈদ্য সংখ্যা মাত্র একলক্ষ দশ হাজার। তাহাতে আবার পরস্পরের ভেদনীতির ব্যবধানে নানা সমাজ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনটী ব্রাহ্মণাচারী, কোনটী বৈশ্যাচারী, এবং কোনটী শূদ্রাচারী। তাঁহাদের মধ্যে একত্র পান ভোজন বিবাহ এবং আত্মীয়তা নাই। আমরা এরূপ ছিন্ন ভিন্ন সমাজগুলিকে একত্র করিয়া এক বিরাট বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সঙ্ঘ গঠন করিতে চাই। হে ভারতীয় ঋষির সন্তানগণ! নবজাগ্রত ব্রাহ্মণ্যশক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া ... বৈদ্যজাতির সংঘটনকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; ভেদ, বিবাদ ভুলিয়া আ... হইয়া তাহার অমৃতময় ফল লাভের জন্য সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ ... আপনারা ... আদর্শে অনুপ্রাণিত ... হউন্।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ঃ—

বৈদ্য... গণ যে মুখ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয় একথা আর কাহাকেও নূতন

করিয়া বলিতে হইবে না। তবুও আমাদের মর্য্যাদার হানিকর এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সকল প্রকার প্রাচীন ও অধুনাতন আয়োজনকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত ইহার পুনরুল্লেখ করিতে হইল। আশা করি, আমার এ পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনা করিবেন। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণেতর জাতি নহে। ঋক্‌বেদ, অথর্ব্ববেদ, মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি মহামান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজীতে বৈদ্যের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। যে সব ব্রাহ্মণ বেদত্রয় অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া পুনঃ উপনীত হইয়া অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্য, ত্রিজ, ভিষক্‌-প্রাণাচার্য্য প্রভৃতি মহাগৌরব সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে অধিকারী হইয়াছিলেন। মহর্ষি চরক বলেন :—

বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যা সমাপ্তো ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষ মথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যঃ স্ত্রিজ স্মৃতঃ॥

"বৈদ্য" চিকিৎসাবৃত্তিধারী ব্রাহ্মণের বিদ্যাবত্তা সূচক উপাধি মাত্র। "ভিষক্‌" অর্থেও চিকিৎসক বুঝায়। সুতরাং "বৈদ্য" "ভিষক্‌" "বিপ্র" একার্থবাচক শব্দ। বাংলা ভিন্ন ভারতের কুত্রাপি বৈদ্য ঔপাধিক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণীয় চিকিৎসক নাই। পুরোহিত যেমন সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, সে রূপ যিনি ব্রাহ্মণাদি সকলের রোগশান্তির জন্য পক্বান্ন ও বিবিধ পানীয় দ্রব্য সমবায়ে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ হইতে বাধ্য। ভারতীয় হিন্দু সমাজের একাংশে তিনি ব্রাহ্মণ, অপরাংশে অব্রাহ্মণ ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ ও অসমীচীন।

ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রজ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ বৈদ্যগণ অদ্যাপি "মহামহোপাধ্যায়" সার্ব্বভৌম, শিরোমণি, বাচস্পতি প্রভৃতি পদবী ধারণ করিয়া সমাজের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের গৃহে গৃহে টোল বা চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল ; এইক্ষণও তাঁহার ক্ষীণ-স্মৃতি কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইতেছে এবং তাহাতে বহু যজনব্রাহ্মণ সন্তান বিদ্যাভাস করিয়াছেন ও করিতেছেন। প্রাচীন বঙ্গের প্রায় সংস্কৃত গ্রন্থই বৈদ্যব্রাহ্মণের রচিত, এবং আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার অভিধান, জ্যোতিষ, স্মৃতি সকল বিষয়েই তাঁহারা মূল্যবান গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অধ্যাপনা ও পাণ্ডিত্য গৌরব, ব্রাহ্মণ্য প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় ; অদ্যাপি তাঁহাদের অসংখ্য মন্ত্রশিষ্য ও বহু ব্রাহ্মণ ছাত্র বর্ত্তমান আছেন। এখন তাঁহারা পাঁড়ে "ঠাকুর" মিশ্র উপাধি ব্যবহার করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে লক্ষ্য করিয়া বিপ্র, দ্বিজ, দ্বিজবর, দ্বিজাগ্রণী, অপ্রতিগ্রাহী ইত্যাদি বিশেষণ প্রযুক্ত আছে। এখনও রাঢ়দেশের সকল সমাজে ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও শ্রাদ্ধসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত তুল্যভাবে যজ্ঞোপবীত ও তাম্বুলাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও এই প্রথা অব্যাহত আছে। আবহমান কাল হইতে প্রচলিত এই রীতিটি তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য প্রসিদ্ধির এক জলন্ত প্রমাণ।

প্রাচীনতম বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দানপত্রে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি পাইতেন। তাঁহারা শর্ম্মা পদবী ব্যবহার করিতেন। ইহার পরও যদি শাস্ত্রীয়যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা বৈদ্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্য স্থাপনের প্রয়োজন হয়, তাহা অশেষ শাস্ত্রদর্শী মহামহোপাধ্যায় গণনাথ, বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ, কবিরত্ন শ্যামাচরণের অভিভাষণ এবং অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্কলিত শাস্ত্রীয় গবেষণাপূর্ণ বিবিধ গ্রন্থ পাঠেই সকল সন্দেহের নিরসন হইবে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ গ্রন্থাদি সঙ্কলন করিয়া বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামগতি ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেবশর্ম্মা, শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পৃথিবীর ইতিহাস প্রণেতা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কৃতবিদ্য সাহিত্যরথী পণ্ডিতগণের অভিমতে ভারতের বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

বৈদ্যব্রাহ্মণ বন্ধুগণ! আপনাদের ব্রাহ্মণ্য গৌরব প্রাচীন বঙ্গেও অস্বীকৃত ছিল না। মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত কান্যকুব্জের পঞ্চবেদপণ্ডিত বঙ্গীয়-বৈদ্য-রাজগণকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহাদের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আসিয়া তাঁহারা বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কৌলীন্যদাতা মহারাজ বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক গুণহীন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসন দণ্ডের প্রতিশোধকারী হীনবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যব্রাহ্মণ রাজা ও তাঁহার স্বজাতি প্রতি স্বতই ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধ পরায়ণ ছিলেন। ফলে তখনকার সমাজে এক ভীষণ বিপ্লব সূচনা হইয়াছিল। এই সময়েই বৈদ্যব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে স্মার্ত্ত ষড়যন্ত্র গঠিত হয়। তখনও স্মার্ত্ত মহাশয়েরা বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব অর্থে ব্রাহ্মণ মনে করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের স্মার্ত্তেরা স্বীয় বংশধারার বিরুদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারিয়া কেবল ঈর্ষা বশে তাঁহাদের কল্পিত ও স্থাপিত "অম্বষ্ঠকে" বর্ণসঙ্কর, মাতৃবর্ণ, বর্ণবাহ্য প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সামাজিক হিসাবে খর্ব্ব করিবার হীন চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সেনরাজগণ নিজে ব্রাহ্মণ হইলেও রাজকার্য্যে বিব্রত থাকাতেই স্মৃতিশাস্ত্রের শাসনরজ্জু ক্রমে কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণগণের বংশধরের হাতে আসিয়া পড়ে। ঠিক এই সময়ে পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে বহুবিধ অপ্রাসঙ্গিক ও অমূলক নূতন অধ্যায় যোজিত হইয়াছিল। বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ আখ্যা দিয়া মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্টের বিষদুষ্ট রচনা সকল প্রকাশিত হয়। রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি, রাজা গণেশের পক্ষপাত মূলক শাসন বাক্য প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময়েও মহাভারতের জালবাক্য সন্নিবেশ, সংহিতার গর্হিত ব্যাখ্যা, জাতিতত্ত্বের ষড়যন্ত্র ও বর্ত্তমান যাজনিক ব্রাহ্মণগণের অসংযত গালাগালি একই সুরে গাঁথা। এইরূপ হীন ষড়যন্ত্রের বিপুল আয়োজনে যজনব্রাহ্মণগণ বৈদ্যব্রাহ্মণের গৌরব ও প্রাধান্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাশ্রিত বৈদ্যগণ আজ দেবতার আশীর্ব্বাদে সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন। নির্ব্বাপিতপ্রায় ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া আত্মশক্তিতে প্রবুদ্ধ বৈদ্য-

ব্রাহ্মণগণ বাহিরের শতবাধা ও বিপত্তিকে উপেক্ষা করতঃ রুদ্রতেজে জাগিয়া উঠিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে কেহ যদি কোথাও সন্দেহের অন্ধকারে ও ব্যর্থতার বেদনায় নিরাশ ও অলস হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন, আসুন; মৃত্যুঞ্জয় অগ্নিময় মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য সাধনার কঠোর তপোশ্চর্য্যা আরম্ভ করি এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্কচিহ্ন স্বীয় ললাট পৃষ্ঠ হইতে ধুইয়া মুছিয়া সত্য ও ধর্ম্মের বিজয় তিলক গ্রহণ করি।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঃ—

বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের এই মহাপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বাংলার যজন-ব্রাহ্মণসমাজ তুমুল প্রতিবাদ করিতেছেন। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যে কোন উপায়ে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের এই প্রচার প্রচেষ্টাকে বিঘ্নসঙ্কুল করিতে কৃতসংকল্প হইয়া বাংলার প্রত্যেক স্থানে সভা সমিতি ও পুস্তিকা প্রচার করিতেছেন এবং বৈদ্যসমাজকে পূর্ব্ববৎ শূদ্রাচারী কিম্বা বৈশ্যাচারী রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বড়ই আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, চট্টলের কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদের এই প্রচেষ্টায় বিশেষ সহায় হইয়াছেন। তাঁহারা তজ্জন্য সমগ্র বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। যজনব্রাহ্মণ সমাজের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষ স্বতঃসিদ্ধ, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষোভের কারণ নাই। তাঁহাদের শতসহস্র বাধা, বিঘ্ন ও প্রতিবাদের দ্বারাও আমাদের এই প্রবল প্রচেষ্টার কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য আমাদের স্বজাতীয় কোন কোন মহাপুরুষ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা নিজের রুচিদের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজকে "অম্বষ্ঠ জাতিতে" পরিগণিত করিতে এবং বৈশ্য প্রমাণিত করিতে প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের উপস্থাপিত যুক্তি, তর্ক, প্রসিদ্ধি সমূহ যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ ও সঙ্গতিশূণ্য তাহা "বৈদ্যপ্রতিভা" ও "বৈদ্যহিতৈষিণী" পত্রিকাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সম্প্রতি অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় "মোহমুদ্গর" নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া প্রতিবাদীগণের সমস্ত যুক্তি প্রমাণ তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং বাংলার বৈদ্যসমাজের ব্রাহ্মণ বর্ণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈদ্য সন্তানকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। এইসব প্রতিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে চট্টল বৈদ্যসমাজে ব্রাহ্মণাচার, বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার, এমন কি কোনস্থলে স্বৈরাচার প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদের শক্তি ক্ষয়ের প্রধান কারণ হইয়াছে। আমাদের বড়ই আশা, আপনাদের এই শুভাগমনে চট্টল বৈদ্যসমাজে ব্রাহ্মণ্য শক্তির বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আচারসাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব প্রমাণে গবেষণা ঃ—

বাংলার বৈদ্যসমাজ যে ব্রাহ্মণ বর্ণের একটী শ্রেণী, ইহা প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয়যুক্তি, তর্ক অপেক্ষা ঐতিহাসিক গবেষণাই অধিকতরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ

সমাজের প্রাচীনতম অবস্থা, মধ্যযুগের অবস্থা এবং বর্তমান যুগের পতিত অবস্থার কাহিনী ইতিহাসে ও লোকপ্রসিদ্ধিতে যাহা ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার বিবরণ বারম্বার বৈদ্যমহোদয়গণের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বৈদ্যমণীষিগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকেই বৈদ্যসংজ্ঞা দিতেন। ইঁহারা ভূতদয়ার্থ অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মানব সমাজকে রোগ হইতে রক্ষা করিতেন বলিয়া "ভিষক্" বা প্রাণাচার্য্য পদবীতে পরিচিত হইতেন। আর্য্যজাতীয় কোন 'বৈদ্য' নামক কোন জাতির উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হইতেছে না। "বৈদ্য" ব্রাহ্মণবর্ণান্তর্গত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী, স্বতন্ত্র কোন জাতি নহে। কিন্তু প্রচলিত ভাষা ব্যবহারে 'বৈদ্যজাতি' বলা হইয়া থাকে মাত্র।

বাংলায় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ আবহমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণবর্ণের জন্য নির্দ্ধারিত ষট্‌কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। চতুর্ব্বর্ণের দীক্ষাগুরু ও বেদাধ্যাপক রূপে সম্মানিত হইতেছেন। ব্রাহ্মণোচিত পদ্ধতি ও পাণ্ডিত্যের উপাধি ধারণ করিতেছেন। শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত রহিয়াছেন। এই রূপ যথাবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ঐতিহাসিক ও ব্যবহারিক তথ্য ও লোক প্রসিদ্ধ দ্বারা নিঃসংশয়িতভাবে স্থিরকৃত হইয়াছে যে বাংলার বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বর্ণেরই অন্তর্গত।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের পথে বাংলায় প্রবেশ করিয়া কালক্রমে আধিপত্য স্থাপন করেন এবং সমগ্র বাংলার একছত্র অধিপতি হন। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে অর্থাৎ ১১৩৬ খৃষ্টাব্দ বৈদ্যজাতির সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠত্ব এবং শ্রুতিনিয়ম গুরুত্ব তাঁহার জীবনীতে ও তাম্রফলকে প্রাপ্তির কথাই পরিপুষ্ট হইতেছে। কিন্তু তিনি বৃদ্ধবয়সে এক নীচ জাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করাতে যুবরাজলক্ষ্মণের প্রতিবাদে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে উপবীত ত্যাগ করায় এক দুর্ঘটনা ঘটে ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণ বাংলায় শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। বল্লালের সংসৃষ্ট বৈদ্য ব্রাহ্মণদিগের উপবীত ছিন্ন করাইয়া শূদ্রাচারী করিতে বাধ্য করেন। তাহার ফলে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে উপবীতী লক্ষ্মণীথাক্ এবং উপবীতহীন "বল্লালী থাক্" এই দুই শ্রেণীর বৈদ্য হইয়া পড়েন।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ বাংলা অধিকার করিলে তৎপর তিনশত বৎসর যাবৎ মোগল ও পাঠানদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এমদাবস্থায় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজাগণেশের অভ্যুদয় হয়। তাঁহার রাজ সভাতে কুল্লুকভট্ট উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের যৎপরোনাস্তি সম্মান ছিল। তাঁহাদের ব্যবস্থামতে রাজাগণেশ বাংলার বৈদ্য সমাজকে অম্বষ্ঠজাতি সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের বৈশ্যাচার নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এই সময়ে কল্লুকভট্ট মনুসংহিতার টীকা করিতে যাইয়া অম্বষ্ঠকে "ধরভুরগ সংসর্গী জাত শঙ্করবৃৎ" চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত এক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্যস্মৃতির সঙ্কলন কর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বাংলার হিন্দু সমাজে কেবল দুইটী মাত্র বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও

শূদ্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন। যজনব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সমুদয় জাতিকে তিনি শূদ্র বর্ণে স্থান দেন। তাহাতে বৈদ্যের অম্বষ্ঠ জাতিত্ব ও অম্বষ্ঠের শূদ্রত্ব সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়া পড়ে। রঘুনন্দনের যুক্তিহীনতা ও ভ্রমাত্মক শ্লোক ব্যাখ্যা বৈদ্যপণ্ডিতগণ বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপর হইতে যজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে নানাবিধ জালবচন প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুরাণ উপপুরাণ ইত্যাদিতে মিথ্যা উপাখ্যান সংযোগ করিয়া, সংহিতাদির বাক্যাংশ পরিবর্ত্তন ও পরিহার করিয়া বৈদ্যকে কেহ কেহ বৈশ্যজাতিতে, কেহ শূদ্রজাতিতে পরিণত করার নানাবিধ ষড়যন্ত্র করেন। বৈদ্যমনীষিগণ বহুগবেষণা করিয়া এই সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। এই মহাসম্মেলনের মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে এইসব ঐতিহাসিক তথ্য অপূর্ব্ব গবেষণা ও শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণ আপনারা সবিস্তারে অবগত হইবেন, তজ্জন্য আমরা আপনাদের সময় ও সহিষ্ণুতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছি না।

প্রচারিত ব্রাহ্মণত্বের আদর্শে বৈদ্যসমাজের ভাবী চিত্র :—

বর্ত্তমান "চট্টল-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী" ও কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজকে এই অম্বষ্ঠ অপবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে আগন্তুক বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচারকে দূরীকরণের জন্য প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার বৈদ্যসমাজকে প্রাচীনতম যুগের আত্মপরিচয় দিয়া এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণের ন্যায় তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণবৎ উপনীত হইতে ও সম্যক্ রূপে ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বাংলার বৈদ্যসমাজ যে অম্বষ্ঠ জাতি নহেন এবং অম্বষ্ঠগণও যে ব্রাহ্মণবর্ণীয় তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রচারকগণ সর্ব্বত্র তারস্বরে প্রচার করিতেছেন যে "হে বাংলার বৈদ্যসন্তানগণ আপনারা দেবতা স্থানীয় ব্রাহ্মণসন্তান, ব্রাহ্মণবৎ উপনীত হইয়া সম্যক রূপে ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন করুন! শূদ্রবাচক 'দাস' কিম্বা বৈশ্যবাচক 'গুপ্ত' পদ্ধতি ব্যবহার ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত 'শর্ম্মা' কিম্বা "দেবশর্ম্মা" পদ্ধতি ব্যবহার করুন! ব্রাহ্মণের আচরণীয় দশাহ অশৌচ পালন করুণ! আবশ্যক হইলে দৈব পিত্র্য কার্য্যে যজন, যাজন সম্পাদন করুন! বাংলার উত্তর দক্ষিণ, পুর্ব্ব পশ্চিম অঞ্চলবাসী প্রত্যেক বৈদ্যসন্তান একমাত্র ব্রাহ্মণাচার অবলম্বন করিয়া এক জাতীয় মহাসম্মেলনে সঙ্ঘবদ্ধ হউন্! সমগ্র বাংলায় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ভ্রাতৃত্বের গাঢ় আলিঙ্গনে একতা ও ক্ষমতা লাভ করুণ! বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ এইরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক মহাশক্তিতে পরিণত হইলে সমাজে ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এক মহাগৌরবের আসন লাভ করিতে পারিবেন, আমরা এই সঙ্ঘশক্তির আরাধনার জন্যই এই মহাসম্মেলনের পবিত্রক্ষেত্রে বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রতিনিধিগণকে আবাহন করিতেছি।

প্রতিবাদিগণের আদর্শে বৈদ্যসমাজের ভবিতব্যতা :—

যদি কোন বৈদ্যসন্তান প্রতিবাদিগণের মোহজালে জড়িত হইয়া নিজকে অম্বষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরষে অনুলোমক্রমে বৈধ বিবাহিতা বৈশ্যজা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বলিয়া ধারণা করেন এবং পক্ষান্তরে নিজকে বৈশ্যবর্ণান্তর্গত অর্থাৎ মাতামহের বর্ণপ্রাপ্ত বলিয়া স্থির করেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র বলিবার অধিকার রাখেন না। বিবাহের পর পত্নী পতির বর্ণপ্রাপ্ত হন বলিয়া বৈধ-পুত্রকে মাতৃবর্ণীয় বা মাতামহ বর্ণীয় বলা যাইতে পারে না। পুত্র যাঁহাদ্বারা জাত হয় সেই পিতারই বর্ণ প্রাপ্ত হয়। অবৈধ-ভাবে উৎপন্ন জারজ পুত্রই মাতার বর্ণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মাতার পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈধ-বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কোনও শাস্ত্র বা বিধানমতে মাতামহের বর্ণ পাইতে পারে না। সুতরাং "বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠ" বলিয়া যেই বৈদ্য-সন্তান আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তিনি তাঁহার স্বীয় জারজত্বের ঢক্কা নিজেই বাজাইতেছেন, বলিতে হইবে। বিশেষতঃ তিনি যদি বৈশ্য বর্ণে স্থান পাইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে বেনে সাহু শাঁখারির সমকক্ষ আসনে যাইতে হইবে। এই বিড়ম্বনা ভোগ করা অপেক্ষা ক্রিয়ালোপ হেতুতে রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মানিয়া শূদ্রাচারী থাকা কি শ্রেয়স্কর নহে? বৈশ্যবৎ উপনীত হইলে বৈদ্যসমাজের সংস্কার সাধন না হইয়া বরং তাহাতে কলঙ্কলেপন হইবে বৈদ্যসমাজের ভবিতব্যতা বিভৎস হইয়া পড়িবে। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে চট্টল-বৈদ্যসমাজের প্রায় বিশিষ্ট বংশীয় মহোদয়গণ এই শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের কতিপয় অবশ্য কর্ত্তব্য :—

বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে অনতিবিলম্বে কতিপয় অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইয়াছে। বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও ক্রিয়াকাণ্ড শিক্ষা বিস্তার করার জন্য স্থানে স্থানে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। বৈদ্যব্রাহ্মণগণের শর্ম্মান্ত নামে ও বালিকাগণের দেবী পদবীতে স্কুল কলেজ পরিচয় লিপি করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বিবাহে বরপণ প্রথা রহিত করা একান্ত আবশ্যক। আগামী আদমসুমারীতে বৈদ্যসন্তানগণ "বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতি" লিখাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। বাংলার বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামাজিক আদান প্রদান ও আহার বিহার প্রচলন করা প্রয়োজন। বাংলার বৈদ্যগণের মধ্যে আচারসাম্য প্রচারের জন্য সত্বর প্রচারক নিযুক্ত করা আবশ্যক। এই সব ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনারা যথোচিত আলোচনা করিতে এই সম্মেলনে দয়া করিয়া পদার্পণ করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে বরপণ প্রথা চট্টলের বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজে সংক্রামক ব্যাধি স্বরূপ মধ্যে মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে। চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ অন্যান্য অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়েও পশ্চাদ্পদ থাকেন নাই এবং আপনাদের নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্তানুযায়ী কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত রহিয়াছেন।

বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের সতর্কতা ঃ—

আমরা বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বপুরুষের চির বিস্মৃত ব্রাহ্মণত্বের পুনরুদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হওয়াতে যখন ব্রাহ্মণসমাজ খড়্গহস্ত হইয়াছেন। স্বজাতিদের মধ্যেও অনেক মহাত্মা আমাদিগকে বৈশ্যবর্ণে টানিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের ঘরে বাহিরে শত্রু বেষ্টন করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের অতীব সন্তর্পণে চলিতে হইতেছে। আমাদের প্রতি কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করিতে তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। তাই আমাদের ব্রাহ্মণাচারকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, যেন কোন মতেই ব্রাহ্মণাচার হইতে পদস্খলন না হয়। আমরা ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পাইয়াছি আমাদের জাতীয়জীবন গঠন করিতে হইবে। কেবল পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ সাজিলে হইবে না। ব্রাহ্মণের গুণকর্ম্মের প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য অভ্যাস করিতে ও অনুশীলন করিতে হইবে। এই উপবীত এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞা সূত্র ব্রাহ্মণত্বের রাখীবন্ধন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে। এই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য যতদূর পারা যায়, ইহজীবনে অগ্রসর হইব এবং জন্মজন্মান্তরের সাধনার ফলে কালে এই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিব। এই ব্রাহ্মণত্ব হইতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হইবে। মানুষ হইলেই আমাদের স্বাধীনতা কিম্বা স্বরাজ স্বত্বরই আমাদের করতলগত হইবে। পক্ষান্তরে মনুষ্যত্ব লাভের পূর্ব্বে স্বরাজ প্রাপ্তির চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

এই প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয়-মুক্তির বিরোধী বলিয়া উদীয়মান যুবকগণ অভিযোগ করিতেছেন। শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে একতা ও আচারসাম্যের মধ্যে ও সদাচার প্রবর্তনের জন্য এই আন্দোলন বাংলার বৈদ্যসন্তানগণ ব্রাহ্মণবৎ উপবীত হইলে তাঁহাদের মধ্যে আচার সাম্য স্থাপিত হইবে এবং রাঢ়ীয়, পঞ্চকোটী ও বঙ্গজ শ্রেণীর নানাবিধ সমাজভুক্ত বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে ভোজ্যান্নতা ও যৌন সম্বন্ধ প্রচলিত হইবে। সমগ্র বাংলার বৈদ্যসন্তানগণ ভ্রাতৃত্বের রাখীবন্ধনে একতাবদ্ধ হইবে। বাংলার বৈদ্যসম্প্রদায় নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও প্রতিভা ও জ্ঞানগৌরবে ইহাকে একটী প্রধান শক্তি বলিতে হইবে। এই একটী সম্প্রদায়ের সমবেত জাগরণে রাষ্ট্রীয় মহাশক্তির যথেষ্ট সাহায্য হইবে। বাংলার বৈদ্যসম্প্রদায় ভারতীয় বৈদ্যসম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত হইয়া ভারতের একটী প্রকাণ্ড সঙ্ঘশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এইরূপে ভারতের হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি ও বৌদ্ধও খৃষ্টানাদি যাবতীয় জাতি এবং সম্প্রদায় এক একটী সঙ্ঘবদ্ধ প্রবল শক্তি হইয়া দাঁড়াইলে তখনই রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রশক্তির সহকারী হইতে পারিবে।

উপসংহার।

সমবেত বৈদ্যব্রাহ্মণ বন্ধুগণ! উপসংহারে দুইটী প্রশ্নের কথা আপনাদের নিকট নিবেদন

করিব। যাঁহারা সত্যযুগ হইতে বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্লোকে প্রখ্যাত ছিলেন, যাঁহারা স্বর্লোক হইতে ভূর্লোকে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যে স্বর্লোকস্থ ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্যদেবতাগণের পূজা আজিও সাগ্রহে চলিতেছে। যাঁহারা বেদত্রয় অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি করিয়া পুনঃ উপবীত গ্রহণান্তর ত্রিজ, ভিষক্, প্রাণাচার্য্য, বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাঁহারা পুণ্যতমা চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বপূজ্য হইয়াছিলেন, যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞাত, তাতবৈদ্য বলিয়া দেবতাদিগেরও পূজনীয় ছিলেন, বেদ যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ভিষক্, বৈদ্য শব্দে অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব্ব হইতে পিতৃস্বরূপে অকাল মৃত্যুর করাল কবল হইতে মানবজাতিকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা সপ্তশতী ও বহু যাজকব্রাহ্মণের স্রষ্টা রূপে, মন্ত্রগুরু রূপে, শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ রূপে, চিকিৎসক রূপে সপ্তকর্ম্মা ও চাতুর্বৃত্তিক রূপে এইক্ষণও ভারতের সর্ব্বত্র বিরাজমান্, যাঁহারা বর্ণচতুষ্টয়ের ভাগ্যনিয়ামক ছিলেন, যাঁহাদের প্রদত্ত কৌলীন্য আজিও যজনব্রাহ্মণগণ সগর্ব্বে শীর্ষে ধারণ করিতেছেন, যাঁহারা পৌরোহিত্য কর্ম্মকে আপদ কালীয় বৃত্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ঘটনা বিপর্য্যয়ে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়াও ভূদ্রুম্পতি, ভুনাগেন্দ্র প্রভৃতি মহোচ্চ সম্মান সূচক উপাধিতে গৌরব মণ্ডিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের পাণ্ডিত্যে, কবিত্বে ভারতবর্ষ এইক্ষণ ও গৌরবান্বিত, এই বিজাতীয় শিক্ষাযুগেও যাঁহারা অপরাপর জাতির শীর্ষস্থানীয়, মহারাজাধিরাজ দুর্য্যোধন যাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছেন, মহাভারত যাঁহাদিগকে গম্ভীরনাদে "দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংশঃ" বলিয়াছেন, মহর্ষি সুশ্রুত যাঁহাদিগকে পূজা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দেবতার ন্যায় মন্ত্র, ব্রত, জপ, হোম ও চরুদ্বারা পূজার উপদেশ দিয়াছেন, ভগবান্ মনু যাঁহাদিগকে "ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, বেদঃ বিদ্বাংসঃ হি "দেবাঃ" বলিয়া যে বৈদ্যকে দেবতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে "তাতবৈদ্য" বলিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনৈতিকক্ষেত্রে ঋত্বিক্ রূপে বরণীয়। আপনারা তাঁহাদেরই বংশধর। আপনাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ নানা ঘটনা বিপর্য্যয়ে ঘাত প্রতিঘাতে কুটিলচক্রের ঘূর্ণাবর্ত্তে ও আত্মদ্রোহানলে কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণই আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। আপনাদের দায়াদগণ ভারতের অপরাপর প্রদেশে শ্রেষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ রূপে স্থিত রহিয়াছেন; তাহা জানিয়াও কি আপনারা জাতীয়তা রক্ষা করিবেন না? আপনাদের চারিদিকে যে রূপ জাতীয় জীবন গঠনের সাড়া পড়িয়াছে, যে ভাবে জাতীয় জীবন গঠনের জন্য এক একটা জাতি "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরাণ নিবোধতঃ" বলিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, তদবস্থায় কি আপনারা ভ্রষ্টাচার আকরিয়া থাকিবেন? একবারও কি আপনারা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুধাবন করিবেন না? আপনাদের দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণের ক্রকর্ম্মাক্ষেত্র প্রতি কি আপনাদের দৃষ্টিপাত হইবে না? আপনারা শাস্ত্রাদির গবেষণা করিলে স্পষ্ট জানিতে পারিবেন ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের রচিত গ্রন্থের পুর্ব্বের রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজী আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈদ্যরাজত্বের অন্তে ধর্ম্মহীন বঙ্গে যাজকব্রাহ্মণের প্রভুত্বে যে বৈদ্যসম্প্রদায়

নির্য্যাতীত এবং নিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা অভিসংবাদিত সত্য। আপনাদের অদূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষগণ যাঁহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, যাবতীয় দৈবপৈত্রকার্য্য সম্পন্ন করার অধিকার দান করিয়াছেন, তাঁহাদেরই অধঃস্তন বংশধরগণ আমাদিগকে বৈশ্য, শূদ্র, খচ্চর, চণ্ডাল পর্য্যন্ত সাব্যস্ত করার জন্য যে কুটজাল পাতিয়াছিলেন, সেইজাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের কুটনীতি ধরা পড়িয়াছে। তাহা জানিয়াও কি আপনারা কদাচারী হইয়া থাকিবেন? কদাচার নিয়া থাকিলে আপনাদের স্থান কোথায় হইবে, তাহা কি একবার আপনারা চিন্তা করিবেন না? এইজন্য কি আপনাদের অধঃস্তন বংশধরদিগের নিকট নিন্দনীয় হইবেন না? বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞা নামান্তে সংযোগ না করিয়া দৈবপৈত্র কার্য্য করার ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রকার প্রদান করেন নাই। শাস্ত্রবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, ধর্ম্মবিরুদ্ধ দৈবপৈত্র কার্য্য সম্পন্ন করা কি আপনাদের ন্যায় বিদ্বজ্জনবরেণ্য, মহানুভবগণের পক্ষে শোভনীয়? আপনারা জানেন আর্য্যসমাজ বর্ণ চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত, ব্রাহ্মণ শর্ম্মা, ক্ষত্রিয় বর্ম্মা বৈশ্য গুপ্ত, শূদ্র দাস পদবীতে দৈবপৈত্র কার্য্য করিবে এবং আত্ম পরিচয় দিবে। আপনারা বিদ্বান জাতির বংশধর বলিয়া গৌরব করেন তদবস্থায় আপনাদের দৈব পৈত্রকার্য্য বিধি নির্দ্দিষ্ট না হওয়া কি সঙ্গত? তদবস্থায় আপনারা কোন স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে বর্ণজ্ঞাপক পদবী ত্যাগ করিয়া দৈব পৈত্রকার্য্য করিতেছেন। আপনারা যদি জাতীয়জীবন গঠনের জন্য শাস্ত্র বিধিবিহিত কার্য্যের আদর্শ হন, তবেইত আপনাদের আদর্শে আপনাদের অধঃস্তন বংশধরগণ জাতীয়তা রক্ষা করার জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

সমাজের উচ্চস্তরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচারণ করেন, তদীতর সাধারণ লোকগণও ঠিক সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেই কার্য্যকে প্রামাণ্য কার্য্য বলিয়া খ্যাপন করেন, সকলে তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। আপনারা যদি সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া এই অভিশপ্ত জাতির কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন করিতে অগ্রসর হন্ এবং আপনারা সদাচারী হইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আপনাদের দ্বারস্থ যাজক ব্রাহ্মণগণ আপনাদের দৃঢ়তা এবং জাতীয়তা দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া পড়িবেন। মঙ্গলময় আপনাদের কর্ম্ম কোলাহলের মধ্যে সকলের নয়নান্তরালে আপন বিশ্ববিজয়ী অনুকম্পা প্রকাশে নিশ্চয়ই আপনাদের প্রচেষ্টার সহায় হইবেন। আপনারা সমাজযন্ত্রের পরিচালক। আপনারা সমাজকে কলঙ্ক বিমুক্ত করার চেষ্টা করিলে অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আপনারা কদাচারী থাকিলে পরিণাম ফল কি হইবে তাহা নিশ্চয়ই আপনাদের প্রাণে জাগিতেছে। আপনারা জাগিয়া উঠুন্! জাগ্রত হউন্! আপনারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় শক্তিকে সুদৃঢ় করুণ! করিব করিব বলিয়া সময় ক্ষয় করিবেন না। নীতিকারেরা সমুচ্চস্বরে বলিয়াছেন:—

"আরভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ।
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ॥
বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ।
প্রারব্ধ মুত্তমগুণা নপরিত্যজন্তি॥

বিঘ্ন হইবে ভয়ে কোন শুভকার্য্য যাহারা আরম্ভ করেন না, তাঁহারা নীচ ব্যক্তি। আরব্ধ কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিলে যাঁহারা বিরত হন, তাঁহারা মধ্যম ব্যক্তি। আরব্ধ কার্য্য বিঘ্নদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট হইতে থাকিলেও যাঁহারা ত্যাগ করেন না তাঁহারাই উত্তম ব্যক্তি। নীচ ব্যক্তির নীতি অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় সংস্কার কার্য্যে উদাসীন থাকা কি বিশ্ববন্দ্য জাতির পক্ষে শোভনীয়? সমগ্র ভারতের প্রথিত যশ অধ্যাপক মণ্ডলীর ব্যবস্থাপত্র পাঠেও কি আপনাদের প্রাণে জাতীয়তা রক্ষার ভাব উদ্দীপ্ত হইবেনা? আপনাদের কোন ভয় নাই। মঙ্গলময় আপনাদের কার্য্যে সহায় আছেন। যাজকব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইলেও এখনও অনেক সহৃদয় মহানুভব ব্রাহ্মণপণ্ডিত আছেন, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও ধর্ম্মস্থাপন উদ্দেশ্যে আপনাদের যাবতীয় দৈবপৈত্র কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করাইবেন। জড়তা, মোহ, মাদকতা পরিহার করিয়া আপনারা অনতিবিলম্বে জাতীয়তা রক্ষা করুণ! কদাচার ত্যাগ করুণ! কোনরূপ কুসংস্কারে কিম্বা অযথা ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাতীয় জীবন গঠন করিতে বিলম্ব করিবেন না। পরিশেষে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আবার নিবেদন করিতেছি, মনীষি বৃন্দ! আমাদের সমস্ত ত্রুটি সমস্ত ভ্রান্তি মার্জ্জনা করুণ। জননী চটুল কানন লক্ষ্মীর পর্ণকুটিরদ্বারে বঙ্গের যে সমস্ত স্বর্ণকমল আজ বৈদ্যব্রাহ্মণ্য শক্তির পূজায় আত্মোৎসর্গ করিতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যথোচিত গন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত করি এমন যোগ্যতা আমাদের নাই। আপনারা আত্ম তৃপ্ত, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতঃ অবসর গ্রহণ করিলাম। শ্রীভগবান আমাদের সাধনাকে সাফল্য মণ্ডিত করুণ।

আত্রেয়াদ্যাঃ সগর্গাঃ সকুশিকচরকাঃ পূর্ব্ব পূর্ব্বাঃ সুসিদ্ধাঃ।
আয়ুর্ব্বেদং বিদন্তো বিবিধবিদভুবি খ্যাতি মাপ্রাশ্চবেংনৌ॥
পুণ্যোস্তেষামৃষীণামতিশয় সুরসৈঃ সিচ্যতাং স্নিগ্ধ সৌর্য্যৈঃ।
আশীনীর প্রবাহঃ পরিবদমিতিপ্রার্থনা পূর্ব্বতাংনঃ॥ *

---

* অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি বিশেষের পরামর্শে সভাপতি মহাশয় তাহা সভায় বিতরণ করার জন্য নিষেধ করেন। তজ্জন্য সভাক্ষেত্রে তাহা বিলি করা হয় নাই। সম্মিলনীর সভ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাহা পত্রিকাস্থ করার জন্য অনুরোধ করাতে, এই অকিঞ্চন অভিভাষণের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহা প্রকাশের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় দায়ী নহেন। অভিভাষণের কতিপয় অংশ বাদ দিয়া সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল।+

অধিবেশনে পরিগৃহীত মন্তব্য সমূহ।

১। এই সম্মেলন ঘোষণা করেন যে, বৈদ্যগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণাচার তাঁহাদের অবশ্য পালনীয়। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, সোণারঙ্গ-ঢাকা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম। সমর্থক—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা, কুমিল্লা। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

২। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দৈব ও পিত্র্য কার্য্যে শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করিবেন এবং আত্ম পরিচয়েও শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা তাঁহাদের বালকগণকে শর্ম্মা নাম ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবেন, স্কুলে ও কলেজে শর্ম্মান্ত নাম লিপি করাইবেন এবং বালিকাগণকে তাহাদের নামান্তে দেবী উপাধি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র, বিক্রমপুর-ঢাকা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার সেনশর্ম্মা বাতিসা-ত্রিপুরা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা এম, এ, বি এল, নোয়াখালী। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেণ যে, বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুপরিমাণে সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদি শাস্ত্র ও সদাচার শিক্ষা বিস্তারকল্পে প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে চতুষ্পাটী স্থাপিত এবং উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা হউক্ এবং বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে যজন ও যাজন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক্। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মা, নোয়াখালী। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনশর্ম্মা, ত্রিপুরা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শশীদল-ত্রিপুরা, কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি, কলিকাতা ও কোটালিপাড়া, ফরিদপুর। সমর্থক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, কালিয়া, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার বি. এল, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৪। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, নিরলম্বন দুঃস্থ বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারগুলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের জীবিকা সংস্থানের সাহায্যের জন্য কেন্দ্র সমিতি ও বিভিন্ন শাখা সমিতি সমূহ বিশেষ চেষ্টা করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা, কুমিল্লা,। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা দুর্গাপুর, চট্টগ্রাম। সমর্থক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা, নবাবপুর নোয়াখালী। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৫। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্ন স্থান ও সমাজের ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্যগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা, বার-

---

+সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এম এ মহাশয়ের "অভিভাষণ" যাঁহারা প্রাপ্ত হন্ নাই, তাঁহারা ২৯।২ চাউলপট্টি লেন, ভবানীপুর কলিকাতা ঠিকানায় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাইতে পারিবেন। চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সম্মিলনী কার্য্যালয়ে পাইবেন।
শ্রীকালীকৃপা দাশশর্ম্মা, ক্লার্ক (বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী) চট্টগ্রাম।

এটি-ল, ফরিদপুর ও ভবানিপুর, কলিকাতা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা, সেনহাটী—খুলনা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত হারাণবন্ধু সেনশর্ম্মা রায়, বরিশাল। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনশর্ম্মা, সোণারঙ্গ—ঢাকা। শ্রীযুক্ত রমণীরঞ্জন সেনশর্ম্মা এমএ, বিটি, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৬। এই সম্মেলন বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে অনুরোধ করেন যে তাঁহারা যেন কন্যাদিগকে আত্মনির্ভরোপযোগী শিক্ষা প্রদান করেন এবং বিবাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যে পণ গ্রহণ প্রথা পরিত্যাগ করেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা নাজির, ঢাকা। অনুমোদক—শ্রীমনোমোহন দাশশর্ম্মা, নোয়াখালী, শ্রীপ্রিয়নাথ সেনশর্ম্মা কবিরাজ, কুমিল্লা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, কাঞ্চনপুর—নোয়াখালী। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনশর্ম্মা, ফরিদপুর। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৭। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, আগামী আদমশুমারীতে বৈদ্যগণ "বৈদ্যব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারা আত্মপরিচয় দিবেন এবং এইরূপ জাতি পরিচয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে গ্রহণ করেন তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কলিকাতা কেন্দ্রসমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা, বিক্রমপুর।

৮। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ অধ্যুষিত স্থানে এক একটী বৈদ্যব্রাহ্মণ শাখা সমিতি স্থাপিত হউক্। প্রস্তাবক—সভাপতি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

৯। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ গৃহস্থ বিবাহ শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ্যে স্থানীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতিকে সামর্থ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার, চট্টগ্রাম। সমর্থক—শ্রীহরিশচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম্এ বিএল্, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১০। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্ভবমতে খদ্দর ব্যবহার করিবেন এবং চরকার সূতা কাটিয়া নিজ নিজ উপবীত ও বস্ত্রের সংস্থান করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হারাণবন্ধু সেনশর্ম্মা রায় বরিশাল। অনুমোদক—শ্রীবগলামোহন দাশশর্ম্মা, নোয়াখালী। শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা, কুমিল্লা। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা, দুর্গাপুর। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা, নোয়াখালী।

১১। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, বৈদ্য-প্রতিভা ও বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার উন্নতি ও স্থায়ীত্বকল্পে প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ সাহায্য করিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র সেনশর্ম্মা বিএ বিটি, মাদারিপুর। সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেনশর্ম্মা, বরিশাল।

১২। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, বিভিন্নস্থানের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ বংশাবলী ও পারিবারিক ইতিহাস প্রকাশের জন্য বৈদ্যপ্রতিভা ও বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় প্রেরণ করিবেন এবং এই পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদককে তাহা প্রকাশের জন্য এই সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রজনীনাথ দাশশর্ম্মা রায়, সেনহাটী—খুলনা। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী, চট্টগ্রাম। সমর্থক—শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা, অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা।

১৩। এই সম্মেলন প্রস্তাব করেন যে, গৃহীত উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্যগণের দ্বারা একটী Sub কমিটী গঠিত করা হউক। উক্ত Sub কমিটী তাহাদের নিজ মত ও সিদ্ধান্ত দুইমাসের মধ্যে সভাপতির নিকট প্রদান করিবেন এবং তৎপর একমাসের মধ্যে তাহা আলোচনা করিয়া শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বিশিষ্ট সভ্যগণ একত্র হইবেন, সভাপতি বিশিষ্ট সভ্যগণের নাম ও বিশেষ অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এই বিশেষ অধিবেশন সিরাজগঞ্জ হইবে। এই কমিটী প্রয়োজন মনে করিলে অপর সভ্য মনোনীত করিয়া নিতে পারিবেন। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা, সিরাজগঞ্জ। সমর্থক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা, নোয়াখালী। অনুমোদক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দত্তশর্ম্মা।

সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এম এ অধ্যাপক কলিকাতা, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগণনাথ সেনশর্ম্মা এম এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বিএ বিএল, জমিদার, সেনবাড়ী—ময়মনসিংহ, শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা, চট্টগ্রাম। শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম এ কলিকাতা, শ্রীপুলিনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা কবিরাজ কুমিল্লা।

১৪। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, কলিকাতার কেন্দ্রীয়সমিতি প্রত্যেক জিলায় প্রচার কার্য্যের জন্য প্রচারক প্রেরণ করিবেন। তাহার খরচ কলিকাতার কেন্দ্রীয়সমিতি অর্দ্ধেক ও স্থানীয়সমিতি অপর অর্দ্ধেক বহন করিবেন। প্রস্তাবক সভাপতি। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

১৫। এই সম্মেলন অনুরোধ করেন যে, নোয়াখালী পশ্চিমপ্রান্ত কুটীরনিবাসী স্বর্গীয় ৺বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা বিএল মহাশয়ের প্রণীত 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' যাহাতে বহুলপরিমানে প্রচারিত হয় ও প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ মহানুভবগণ যাহাতে এই জাতীয় ইতিবৃত্ত সম্বলিত পুস্তকটী ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারের পরিবারকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারেন তজ্জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করা হউক এবং যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা বিএল, নোয়াখালী। সমর্থক—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন, চট্টগ্রাম। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত।

মহাসম্মেলনের বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী :—

সেনহাটী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার পরই চট্টগ্রামে নিখিলবঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলন আহ্বান করার জন্য কবিরাজ মহাশয় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৩৩৫ বৈদ্যাব্দে যশোহর—কালিয়া

সম্মেলনে 'চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর' পক্ষ হইতে কতিপয় সভ্য উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কেহই কার্য্যকালে গেলেন না। অসুস্থ শরীর নিয়া কবিরাজ মহাশয় সম্মেলনে যোগদান করিলেন সুতরাং সম্মিলনীর পক্ষ হইতে চট্টগ্রামে সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল না। বিশেষতঃ কালিয়া সম্মেলনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে বরিশাল, সেনহাটী, কালিয়া তিনটী সম্মেলন বঙ্গে হইল অথচ রাঢ়ে একটী ও সম্মেলন হইল না। সুতরাং তৎপরবর্ত্তী ইষ্টারবন্ধে অথবা শারদীয় পূজার বন্ধে মুর্শিদাবাদে সম্মেলন আহ্বান করার চেষ্টা করিবেন বলিয়া কালিয়ার সভাপতি মাননীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় সভাক্ষেত্রে প্রকাশ করেন। শারদীয় পূজার পর পর্য্যন্ত যখন মুর্শিদাবাদ সম্মেলন হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন কবিরাজ মহাশয় সম্মেলন আহ্বান করার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দে সম্মেলন কোনস্থানে না হইলে জাতীয় গৌরব রক্ষা হইবেনা বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। শারদীয় পূজার পর ৫ই কার্ত্তিক তারিখে চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীক্ষেত্রে চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সম্মিলনে এক সাধারণ সভাধিবেশন হয়। সংবৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত সভাপতি সবজজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয় উপস্থিত না থাকায় ডিষ্ট্রিক্ট ইনেস্পেক্টার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের নেতৃত্বে "নিখিলবঙ্গীয়-বৈদ্য ব্রাহ্মণ সম্মেলন' চট্টগ্রামে আহ্বান করা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কবিরাজ মহাশয় সম্মেলন আহ্বান করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সমবেত সভ্যগণকে বুঝাইয়া দেন। অর্থের অনটন হইবে বলিয়া উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল ১২বারশত টাকা হইলে সম্মেলন আহ্বান করা যাইতে পারে। কবিরাজমহাশয় একশত টাকা এবং দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ৫০পঞ্চাশ টাকা দিবেন বলিয়া সভায় ব্যক্ত করেন এবং হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা বিএল মহাশয় নিজে একশত টাকা এবং চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ৪০০ চারিশত টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন্ এবং চট্টলপ্রবাসী বিক্রমপুর কামারপাড়া নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টরীর সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন হরি সেনশর্ম্মা মহাশয় নির্দ্দেশ করেন, প্রত্যেক অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণকে ন্যূনকল্পে ৫৲ পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে পরিগৃহীত হয়। সভাক্ষেত্রেই চট্টলবাসী ও প্রবাসী প্রায় ৪০চল্লিশজন সভ্য অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের জন্য স্বাক্ষর করেন। ১৩।১৪ই পৌষ ইং ২৮শে ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে বরদিনের বন্ধে সম্মেলনের দিন নির্দ্ধারিত হয়। চট্টগ্রামের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় মহাশয়কে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং রায়সাহেব জমিদার শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় উকিল মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হন্। দেওয়ানবাড়ী হিলে সভাপতি মহাশয়ের বাসাবাড়ীতেই সভার স্থান সাব্যস্ত হয়। অভ্যর্থনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়। এই অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চট্টগ্রামের কয়েকটী বৈদ্যপরিবার ব্যতীত চট্টলবাসী

ও প্রবাসী সমগ্র বৈদ্যব্রাহ্মণগণই সানন্দে সোৎসাহে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকেন। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে একত্র হইয়া কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে থাকেন। নিখিলবঙ্গের সর্ব্বত্র মুদ্রিত পত্র ব্যবহার করিয়া প্রাদেশিক কনফারেন্সের নিয়মানুযায়ী সভাপতি নির্ব্বাচনের জন্য ভোট সংগ্রহ করা হয় এবং ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রত্যেক জিলার প্রতিষ্ঠান হইতে মনোনীত দশজন সভাপতির মধ্যে দুইজনের নাম উল্লেখ করিয়া অভিমতপত্র পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ২০শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭ঘটিকার সময় "দেওয়ানবাড়ী হিলে" সমিতির সিদ্ধান্তানুসারে ভোট গণনা করিয়া জানা গেল সেনহাটী গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় অরবিন্দের সন্তান, মালঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক, সুলেখক, বেঙ্গল টেক্‌নিকেল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এম্ এ মহাশয় অধিকসংখ্যক ভোট পাওয়ায় তাঁহাকেই এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হয় এবং তারযোগে তাঁহার সম্মতি আনয়ন করা হয়।

এই সম্মিলনীর নিরূপিত দিনের পর অনেক ভোট অনেকের নামে আসিয়াছিল। কিন্তু নির্দ্ধারিত দিবসে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় আর সেই ভোট সমূহ গ্রহণ করার সুযোগ ঘটে নাই। প্রত্যেক জিলার প্রতিষ্ঠান সমূহে এবং পরিচিত ও খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের নিকট পত্র লিখিয়া প্রতিনিধিগণের নাম সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন জিলার প্রায় সহস্রাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

রাঢ় হইতে সভাপতি নির্ব্বাচিত না হওয়াতে তথাকার নেতৃস্থানীয় মহোদয়গণের নিকট পত্র লিখিয়া সভাস্থ হওয়ার জন্য বিশেষ সম্মানের সহিত অনুরোধ করা হয়। বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়কে, অধ্যাপক হরিপদশাস্ত্রী মহাশয়কে এবং গীতাচার্য্য মহাশয়কে কেবল নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহা নহে, বৈদ্য প্রতিভার সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট নিজনামে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে সভাস্থ হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী ও কবিরাজ হরিপদ শাস্ত্রী মহাশয়েরা বন্ধুভাবে বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং সভাস্থ হওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছিলেন এবং তৎসময়ে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য পুরিধামে যাইবেন জানাইয়াছিলেন। অনিবার্য্য হেতুতে অধ্যাপক হরিপদ বাবু আগ্রা চলিলেন বলিয়া পত্র লিখিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন জিলা হইতে শ্রদ্ধেয় মহানুভবগণ এই মহতী সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করতঃ সম্মেলনের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া আরও অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন।

সভার দিন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের দেওয়ান বাড়ী পাহাড়স্থিত বাস ভবনে সভামণ্ডপ গঠন ও সম্মেলনের উপযোগী অন্যান্য কার্য্যাদি বিপুল উৎসাহে চলিতে লাগিল। নৈসর্গিক চারুদৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়া সকলেরই হৃদয়

এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বালক, বৃদ্ধ, যুবক দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক সমূহে যোগদান করিল এবং প্রায় ৫০ পঞ্চাশ জন বালক দ্বারা স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। তোরণ দ্বারে দুইখানি গেইট্‌ নির্ম্মিত হইল। কবিরাজ মহাশয়ের নিজব্যয়ে ফিরিঙ্গি-বাজারস্থ সম্মিলনী কার্য্যালয় এই উপলক্ষে নানা সাজে সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তোরণ দ্বার পত্র-পুষ্প-ফলমূলে সুশোভিত হইয়াছিল। ১১ই তারিখ প্রাতে "চট্টল" বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় উপস্থিত হন। কবিরাজ মহাশয় এবং মাহুড্‌ কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় ষ্টেসনে যাইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি যোগেশ বাবুর বাসায়নিরি-বিলিতে থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তথায় তাঁহার স্থান করা হয়। ১২ই পৌষ প্রাতের গাড়ীতে বঙ্গের বিভিন্নস্থান হইতে বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রতিনিধি সমাগত হইতে, লাগিলেন। অনেকেই কবিরাজ মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাত্রি ১২টার গাড়ীতে কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইলেন। অতি আনন্দে ও প্রবল উৎসাহে রাত্রি কাটিয়া গেল। ১৩ই পৌষ প্রত্যুষে কলিকাতার ডাক্‌ গাড়ীতে নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা এম এ মহাশয় সস্ত্রীক, বরিশালনিবাসী ও ভবানীপুর সমিতির সভাপতি সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা মহাশয় সস্ত্রীক এবং মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ প্রমুখ বঙ্গের অন্যান্য জিলার প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অসুস্থ হওয়ায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা রায় মহাশয়, সহসভাপতি, সম্পাদক, সহসম্পাদক এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই ষ্টেসনে সমাগত প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থনা করেন। ২৫ পঁচিশখানি মোটর ট্যাকসী এবং ১০খানি ঘোড়ার গাড়ী পূর্ব্বেই রিজার্ভ রাখা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবুর সহধর্ম্মিণী মহাশয়াদ্বয়কে কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্‌ অমূল্যকৃষ্ণ সেনশর্ম্মা এম, এ মোটর ট্যাক্‌সী করিয়া নিজ বাসায় নিয়া যায়। প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি সহ সভাপতি মহাশয়কে বিপুল আনন্দ সহকারে সভামণ্ডপ দেওয়ান বাড়ী পাহাড়ে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের সুরম্য অট্টালিকায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্রতিনিধিবর্গের থাকিবার, খাইবার এবং সম্মুখস্থ বিস্তৃর্ণ প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। স্নান, আহ্নিক ও জল যোগান্তে সমাগত সভ্যদের মধ্যে অনেকেই চট্টলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বপ্রথমেই কবিরাজ মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য সুদৃশ্য বাসভবনে উপস্থিত হন। প্রায় প্রতিনিধি কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করেন।

কবিরাজ মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন সভাপতি মহাশয়ের এবং মধুসূদনবাবুর স্ত্রী তীর্থ পর্য্যটন উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে সমাগতা হইবেন। তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য কবিরাজ মহাশয়ের বিবাহিতা চারিটী কন্যা দৌহিত্রী ও আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধুগণকে ইতিপূর্ব্বেই আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দের বাজার বসাইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত সদস্য তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। বিভিন্ন জিলাবাসী ও চট্টলবাসীতে প্রায় শতাধিক লোককে তিনি নিজব্যয় বাসায় খাওয়ার এবং থাকার বন্দবস্ত করিয়াছিলেন। দেওয়ান বাড়ীতে বিভিন্ন জিলাবাসী শতাধিক প্রতিনিধি ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ একাগ্রতা সহকারে প্রতিনিধিগণের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য প্রাণপণ যত্ন নিয়াছিলেন। প্রায় বেলা ১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমেই শ্রীমান্ দীনবন্ধু দাশশর্ম্মা সুললিত স্বরে একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন, তৎপর শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার কোকিল কণ্ঠে সামবেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার মঙ্গলাচরণ করেন। অতঃপর সভাপতি নির্ব্বাচন ও সুমধুর সঙ্গিতের সঙ্গে নানা পুষ্পমাল্যে সভাপতি মহাশয়কে বরণ করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আদেশ লইয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। কোন কোন আইনজ্ঞ ব্যক্তির কুট পরামর্শে মুদ্রিত অভিভাষণ সভায় বিতরণ করা হইয়াছিল না। তৎপর বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে সৌম্যমূর্ত্তি সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত ও মুদ্রিত অভিভাষণকে যথার্থই পাণ্ডিত্য ও গবেষণামুলক এক অভিনব মৌলিকগ্রন্থ বলিলেও চলে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পুর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সংস্কার সম্বন্ধে এবং অধুনাতন কালোপযোগী সমাজনীতি সকল বিষয়েই তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও সত্যানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দুসমাজের নৈতিক গতিপথে প্রাচীনকাল হইতে যেসব অন্তরায় সৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে আধুনিক পরিবর্ত্তীত অবস্থায় অভিভাষণে তাহার যে সমীচীন সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা মুক্তিকামী জাতির পক্ষে স্মরণীয় ও করণীয়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেনশর্ম্মা, গীতাচার্য্য শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীযুত হরিপদ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী, রায় বাহাদুর শ্রীযুত গণেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় প্রমুখ প্রধান প্রধান মনীষিগণ এই জাতীয় মহাযজ্ঞে যোগদান করিতে না পরিয়া অসুস্থতা ও অক্ষমতার ত্রুটী স্বীকার করিয়া এবং সম্মেলনের সর্ব্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করিয়া যেসব পত্র ও তার পাঠাইয়াছিলেন সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠের পূর্ব্বেই সেগুলি সভাস্থ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ বিশিষ্ট সভ্য ও কর্ম্মীগণের অনিবার্য্য অনুপস্থিতির জন্য সভার যথেষ্ট অঙ্গহানি হইয়াছে বলিতে হয়।

তারপর রাত্রি প্রায় ৭৷৷০টার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। সভাপতির নির্দ্দেশ মতে বিষয় নির্ব্বাচনী সভার স্থান ঠিক হইয়াছিল, কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সুরম্য ভবনে। কবিরাজ মহাশয়ও উপস্থিত সকল সভ্যকে এবং সমাগত প্রতিনিধিগণকে তাঁহার

বাসায় সামান্য জলযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ কবিরাজ মহাশয়কে যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করেন তাহারই পরিচয় পাই— যখন দেখিলাম পৌষের এই কনকনে শীত উপেক্ষা করিয়া প্রায় সকল সভ্যই এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী সভাস্থান হইতে রাত্রেই তাঁহার বাড়ীতে শুভাগমন পূর্ব্বক তাঁহার বিনীত অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীখানি সজ্জা গৌরবে ও শৃঙ্খলার পারিপাট্যে বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোক মালায় বাড়ীর চত্বর ভূমি এমনি মনোজ্ঞ ও প্রিয়দর্শন হইয়াছিল যে উপস্থিত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিলেন। প্রায় ছয় শত লোক চর্ব্বচুষ্য নানাবিধ আহার্য্য ও পানীয় যোগে সান্ধ্য ভোজন শেষ করিলে বিষয় নির্ব্বাচন সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ছোট বড় ১৫টী প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উক্ত বিষয় সমূহের প্রস্তাবক, সমর্থক, অনুমোদক যথারীতি নির্ব্বাচিত হইবার পর রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। বলা বাহুল্য সভামণ্ডপ "দেওয়ান বাড়ী" হইতে প্রতিনিধিগণের আসা যাওয়ার যাবতীয় ব্যয় কবিরাজ মহাশয় নিজেই আদায় করিয়াছিলেন। ১৪ই পৌষ প্রাতঃকালে কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধু প্রবর একনিষ্ঠ কর্ম্মী এবং ব্রাহ্মণ্যমূর্ত্তি কবিরাজ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি কাব্যতীর্থ মহাশয় সস্ত্রীক প্রথমতঃ দেওয়ান বাড়ী ছিলে উপস্থিত হন, তৎপর সহধর্ম্মিনীকে নিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় সমাগত হন। হেমবাবুকে ও তাঁহার স্ত্রীকে দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়ের আনন্দ যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি যেন দেবতাগণের আরাধনায় তন্ময় হইয়াছেন এইরূপ বোধ হইল।

তৎপরদিন প্রাতঃকালে সমাগত প্রতিনিধিগণ পুনঃ নগরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দর্শনের জন্য বাহির হন। চট্টগ্রামের উন্নত শৈল শ্রেণী, মুক্তমেখলা সাগরসৌন্দর্য্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান ও শিখগণের বিভিন্ন ভজনালয় ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে প্রতিনিধিগণ সাড়া সকাল বেলা কাটাইয়া দিলেন। বেলা ১টার সময় পুনঃ সভা আরম্ভ হইবার কথা। সকলেই স্নান, আহ্নিক ও আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে ব্যস্ত হইলেন। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে স্থানীয় অনেক প্রতিনিধি ও সদস্য নিমন্ত্রিত ছিলেন। মধুসূদন বাবু, ব্যারিষ্টার ভুবনবাবু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সভ্যগণকে লইয়া কবিরাজ মহাশয় সভারম্ভের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। পূর্ব্বদিন রাত্রের নির্দ্ধারিত প্রস্তাব সমূহ ক্রমশঃ উপস্থাপিত হইতে লাগিল। ১ম ও ২য় প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হইবার পর ৩য় প্রস্তাবের আলোচনাকালে কিয়ৎকাল বাক্‌যুদ্ধ চলিতেছিল। উক্ত প্রস্তাবের একাংশে "বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মধ্যে যজন ও যাজন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক" এরূপ একটা একাংশ সংশোধন করার জন্য শ্রীযুক্ত রমনীরঞ্জন সেনশর্ম্মা, এম এ, বি, টি মহাশয় মূল প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। তৎপূর্ব্বদিন রাত্রে বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় রমনীবাবু প্রস্তাবটীর সংশোধন প্রস্তাব করেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল "যজনযাজন শিক্ষা বৈদ্য ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্য্য বটে; কিন্তু যতক্ষণ কৌলিক পুরোহিতগণ বৈদ্যগণের

ব্রাহ্মণাচারে অসম্মত না হইবেন ততক্ষণ বৈদ্যব্রাহ্মণগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের এই "বৃত্তি" গ্রহণ করা সমীচীন ও শোভনীয় হইবে না। যজন ব্রাহ্মণগণের সরল সহযোগীতার অভাব হইলেই বৈদ্যব্রাহ্মণগণ নিজের প্রয়োজন বোধে এই স্বত্বাক্ত অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন। বিষয়টীর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। অবস্থা বুঝিয়া সভাপতি মহাশয় তৎপর দিন প্রকাশ্য সভায় ইহার আলোচনার জন্য রমনীবাবুকে সুযোগ দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে পুনঃ এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রমনীবাবু তাহার সংশোধন প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভোট গণনায় তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং মূল প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর একে একে আরও অনেক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ত্রয়োদশ প্রস্তাবটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সিরাজগঞ্জের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত কুলকুণ্ডলিনী প্রসাদ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় প্রস্তাব প্রসঙ্গে একটী কাজের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই সভা সমিতিগুলির মৌলিক ও লিখিত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রায়ই এই "শ্মশান বৈরাগ্যের" মত ক্ষণস্থায়ী হয়। সাময়িক উত্তেজনা ও উৎসাহের উত্তাপে সংকল্প করিয়া সাধনার কঠোরতা ও কষ্টকে ভয় করিলে কোন বিষয়েই সিদ্ধি লাভ হয় না। কুলকুণ্ডলিনীবাবু এই রূপ অপরাধের লজ্জা হইতে বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে আত্মরক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রস্তাব করেন যাহাতে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহার জন্য কয়েকজন অভিজ্ঞ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সহযোগে একটী সাব কমিটী গঠণ করা প্রয়োজন। তাঁহার এই প্রস্তাব সকলের মতে গৃহীত হয় এবং বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্যকে লইয়া একটী সাব কমিটী গঠিত হয়। আমরা আশা করি কমিটীর সভ্যগণ কাল বিলম্ব না করিয়া প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

অন্যান্য প্রস্তাব সম্বন্ধে তেমন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কোন আলোচনা হয় নাই। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মোটের উপর ১৫টী প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। তৎপর ধন্যবাদ দেওয়ায় পালা আরম্ভ হয়। কবিরাজ মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয়কে, সমাগত বিদেশী প্রতিনিধি মহোদয়গণকে ও মফঃস্বল হইতে উপস্থিত সদস্যগণকে সভার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভে সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে ও স্বাগতকারিণী সভার সভাপতি, সম্পাদক, সদস্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় বিভিন্ন জিলাবাসীর প্রতিনিধিগণের পক্ষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর সাহানা সুরে বিদায় সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনার মধ্যেই রাত্রি প্রায় ৮টার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়। প্রতিনিধিগণের কেহ কেহ সে রাত্রেই কলিকাতা মেলে যাত্রা করেন। সভাপতি মহাশয়, বরিশালনিবাসী কাশীপ্রবাসী সাধকপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয় সেনহাটী বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশশর্ম্মা প্রমুখ মহানুভবগণ সেই রাত্রিতে প্রায় ১১টায় সময় কবিরাজ মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হন। তাঁহাদের

আগমনে একদিকে যেমন কবিরাজ মহাশয় নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছিলেন, অপরদিকে তাঁহাদের জন্য যথাযথরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া তিনি বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি করজোরে কাতরকণ্ঠে তাঁহাদিগকে তৎপর দুই এক দিন তাঁহার আবাস ভূমিতে বিশ্রাম করার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন কিন্তু সভাপতি মহাশয় মঙ্গলবার ফরিদপুর জিলার রাজবাড়ীর সভার যোগদান করিতে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে কবিরাজ মহাশয় নিরস্ত হন।

কেহ কেহ তৎপর দিন প্রাতের গাড়ীতেই চট্টলের পুণ্যভূমি ত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাবু ও তাঁহার পত্নী, সস্ত্রীক স্বয়ং সভাপতি এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ পর দিন প্রাতঃকালেই পুণ্যতীর্থ চন্দ্রনাথ দর্শন ইচ্ছায় সীতাকুণ্ড চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি সস্ত্রীক ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেনশর্ম্মা তাহার ক্লার্ক এবং ফরিদপুরের প্রতিনিধি কিরণবাবু ও তাঁহার জনৈক বন্ধু প্রমুখ কতিপয় প্রতিনিধি সেইদিন কবিরাজ মহাশয়ের বাসভবনে থাকিয়া যান। তাঁহারা ১৬ই পৌষ রাত্রির গাড়ীতে কলিকাতা মেলে রওনা হইয়া যান। প্রায় ছয় দিন যাবৎ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যে উৎসব চলিয়াছিল, যে ভাবে আনন্দের স্রোত বহিতেছিল, এবং তাঁহারা স্বকীয় মাতৃত্বের স্বভাবকোমল মধুর স্নেহ প্রকাশে বাসাস্থ সকলের প্রতি যেরূপ সদয় ও সরল ব্যবহার করিয়াছেন তাহা জীবনে ভুলিবার নহে।

চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রাগুক্ত সম্মেলন এক নূতন অধ্যায় যোজনা করিবে। চট্টগ্রামের বৈদ্য সমাজ নানা কারণে রাঢ় বারেন্দ্র বা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের সহিত বিভিন্ন ও অজ্ঞাত অবস্থায় বহুদিন কাটাইয়াছে। পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ বলিয়া চট্টল বৈদ্যসমাজের বৈদ্যগণের সহিত অপর সমাজের অসঙ্কোচ যৌন সম্বন্ধ হইয়া উঠে নাই। আজ মাত্র ৯ বৎসরের চেষ্টায় সেই চট্টল সমাজের আহ্বানে শ্রীখণ্ড, সাতশৈকা, বিক্রমপুর, কালিয়া, সেনহাটী প্রভৃতি আভিজাত্যশীল বৈদ্যসমাজের বিশিষ্ট নেতাগণ মৈত্রী ও সাম্যের সমন্বয় ক্ষেত্র গঠন করিয়া চট্টল ভূমিকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন ইহা বস্তুতঃই বৈদ্যসম্প্রদায়ের ইতিহাস জীবনে এক অভিনব ঘটনা। বিধাতার কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যে জানিনা বিক্রমপুরের সমাজপতি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়ের উৎসাহে ও উপদেশ পাইয়া চট্টলের কৃতী সন্তান মহামহোপাধ্যায় কল্প পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় ১৩২৭ বৈদ্যাব্দে বৈদ্যগণের মুখ্য ব্রাহ্মণ্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়া আজ নয় বৎসর পরে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহারই অদম্য উৎসাহ, শ্রম, অর্থব্যয় এবং অকাট্য শাস্ত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গের বৈদ্যসমাজ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং এহেন পুণ্য প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু সম্মেলন ক্ষেত্রে সম্মিলনীর প্রধান উদ্বোক্তা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র মহাশয়কে স্বতন্ত্রভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার অবকাশ না পাওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

ডাঃ শ্রীশশাঙ্কশেখর দাশশর্ম্মা চৌধুরী।
ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম।

নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনোপলক্ষে চট্টলবাসী ও প্রবাসী।

চাঁদা দাতাগণের নাম।

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত রমাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲, সুরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ১৲, যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১৲, অপূর্ব্বলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদদার ১৲, সারদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ১৲, সুখেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲।

শ্রীযুত ত্রিপুরাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত ধীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲, রবীন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, মহেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৫৲ যতীন্দ্রগোপাল সেনশর্ম্মা ২৲, হিমাংশুবিমল দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, ত্রিপুরাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২০৲, অম্বিকাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲, সুধাংশু বিমল দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲ সুশান্তকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲।

শ্রীযুত চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত যতীন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা রায় ৫৲, নীরদবরণ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, শ্রীনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, নকুলেশ্বর দাশশর্ম্মা ৫৲, সিদ্ধেশ্বর দাশশর্ম্মা ২৲, বঙ্গেশ্বর দাশশর্ম্মা ২৲, ধীরেন্দ্রবিনোদ সেনশর্ম্মা রায় ২৲, চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১০০৲।

শ্রীযুত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত নগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ৫৲, জানকীনাথ দাশশর্ম্মা ১৲, কামিনীকুমার দাশশর্ম্মা ২৲, নলিনীকান্ত দাশশর্ম্মা ২৲, বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা ৫৲, অনিলকুমার দাশশর্ম্মা ৫৲, সত্যরঞ্জন সেনশর্ম্মা ২৲, মাধবচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲, জ্ঞানদা রঞ্জন দত্তশর্ম্মা ৫৲, ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ৫৲, নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা ১৲, শিশিরকুমার দাশশর্ম্মা ৫৲, ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ৫৲, কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা ৫৲, অন্নদাচরণ দত্তশর্ম্মা ৩০৲, যোগেন্দুবিকাশ দাশশর্ম্মা রায় ৫৲, যোগেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ২৲, সুখেন্দু বিকাশ সেনশর্ম্মা রায় ৫৲, সতীশচন্দ্র সেন শর্ম্মা ১০৲, চন্দ্রশেখর সেনশর্ম্মা ১০৲, কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা ৫৲, সুখেন্দু বিকাশ দাশশর্ম্মা রায় ৫৲, সত্যেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ১৲, অতুলচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১৲। কমলকুমার সেনশর্ম্মা রায় ৫৲।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত শর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ১৲, রাজকুমার সেনশর্ম্মা ৫৲, পুলিনবিহারী দত্ত শর্ম্মা ৫৲, ক্ষিতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲, অতুলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা ২৲ রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ৫৲, উমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৲, অবিনাশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, বীরেশ্বর দাশশর্ম্মা ২৲ হরলাল সেনশর্ম্মা ২৲, যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ২৲, হেমচন্দ্র দাশশর্ম্মা ১৲ নৃপেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ১৲,

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত শর্ম্মা ২৲, সত্যরঞ্জন দাশশর্ম্মা ১৲, যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা ৫৲, সুধাবিন্দু সেনশর্ম্মা ২৲, অখিলচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ২৲, শ্রীপ্রসন্নকুমার দাশশর্ম্মা ২৲, মনোরঞ্জন সেনশর্ম্মা ১৲, অনন্তকুমার সেনশর্ম্মা রায় ১৲, নগেন্দ্রভূষণ সেনশর্ম্মা ২৲, অম্বিকাচরণ সেনশর্ম্মা ১৲ হরিদয়াল গুপ্ত শর্ম্মা ২৲ পরেশনাথ সেনশর্ম্মা ১৲, শৈলেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ২৲, অমৃতলাল সেনশর্ম্মা ২৲।

শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲, রাজকুমার সেনশর্ম্মা ৫৲, প্যারীমোহন সেনশর্ম্মা ২৲, নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা, চৌধুরী ২৲, বরদাচরণ সেনশর্ম্মা ২৲, নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲, বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৲, বিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲।

শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এড্‌ভোকেট মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲, সুধীরচন্দ্র দত্ত শর্ম্মা ২৲, বিনয়ভূষণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, অধরলাল সেনশর্ম্মা ২৲, যোগেশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা ৫৲, নিবারণচন্দ্র দত্তশর্ম্মা ২৲, আনন্দকিশোর গুপ্তশর্ম্মা ২৲, সতীচরণ সেনশর্ম্মা ২৲, মহেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা ৫৲, ধীরেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ২৲, যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৲, ব্রজহরি দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, বরদাচরণ সেনশর্ম্মা ২৲, শ্যামাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, অন্নদাচরণ সেনশর্ম্মা ২৲, কালীকুমার সেনশর্ম্মা ২৲, রমণীমোহন সেনশর্ম্মা ২৲, সতীশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা ২৲, ঈশ্বরচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৲, সত্যেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ২৲, নবদ্বীপচন্দ্র দত্তশর্ম্মা ২৲, নীরদরঞ্জন দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲, রামমোহন দাশশর্ম্মা ২৲, বিজনবিহারী গুপ্তশর্ম্মা ২৲, রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲।

শ্রীযুত হরিপ্রসন্ন দেবশর্ম্মা বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত—শ্রীযুত সত্যরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, বিপিনচন্দ্র দেবশর্ম্মা বিশ্বাস ২৲, বিজয়লাল দেবশর্ম্মা বিশ্বাস ১৲।

শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মজুমদার ২৲, যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, তারকচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲, ললিতমোহন দাশশর্ম্মা খাস্তগির ২৲, প্রতাপচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১৲, গৌরচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১৲, ধীরেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা ৫৲, শশিকুমার সেনশর্ম্মা ১৲, নলিনীবিহারী দাশশর্ম্মা ২৲, হৃদয়রঞ্জন দাশশর্ম্মা ২৲, মধুসূদন দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ১৲, মহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মজুমদার ২৲, রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার ৫৲, নিরঞ্জন সেনশর্ম্মা ৫৲। মহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা মজুমদার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ার ৫৲

শ্রীযুত তারাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা দস্তিদার ৫৲, জীতেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ২৲, দীনেশচন্দ্র দত্তশর্ম্মা ২৲, বিনোদবিহারী দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, দক্ষিণারঞ্জন দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲, মনীন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲, হরিপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ॥০, কালীকুমার দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ১৲, যোগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী ১৲, নলিনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী ১৲, ত্রিপুরাচরণ দেবশর্ম্মা বিশ্বাস ॥০, ক্ষিরোদচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, গণেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲।

শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ৫৲, চন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা দস্তিদার ৫৲, মহেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, শশাঙ্কমোহন দাশশর্ম্মা ২৲, প্রিয়রঞ্জন দাশশর্ম্মা ২৲, কিরণচন্দ্র সেনশর্ম্মা ৫৲, রোহিনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲, সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ২৲, ফণীভূষণ দাশশর্ম্মা ২৲।

শ্রীযুত বীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, মনমোহন দেবশর্ম্মা ২৲।

শ্রীযুত কুমুদবন্ধু দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত কালীকিঙ্কর সেনশর্ম্মা ২৲, বরদা কুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী ১৲।

শ্রীযুত বরদাকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ২৲, সুরেন্দ্র লাল সেনশর্ম্মা ২৲, মধুসূদন দত্তশর্ম্মা ২৲, বেনীমাধব দাশশর্ম্মা ২৲, হৃদয়মোহন দাশশর্ম্মা ২৲, বরদাকান্ত সেনশর্ম্মা ২৲, যতীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা ২৲।

শ্রীযুত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন দাশশর্ম্মা ২৲, বঙ্কবিহারী সেনশর্ম্মা ২৲, মনীন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲, মনোরঞ্জন দাশশর্ম্মা কানুনগোয় ২৲ অনুকূলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ৫৲, কিরণচন্দ্র দাশশর্ম্মা দস্তিদার ২৲, অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা ৫৲, বিহারী সেনশর্ম্মা ১৲, বেনীমাধব সেনশর্ম্মা ৫৲, সুরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, শশিকুমার সেনশর্ম্মা ২৲, শৈলেশ্বর দাশশর্ম্মা ২৲, নিবারণচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲, প্রমোদরঞ্জন সেনশর্ম্মা ২৲, নগেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ২৲, মনীন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার ৫৲, অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা চৌধুরী ৫৲।

শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাশশর্ম্মা বিশ্বাস মোক্তার মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশ শর্ম্মা ১৲, উপেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা রায় ১৲, হরলাল দাশশর্ম্মা বিশ্বাস ২৲।

শ্রীযুত দুর্গাকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত—শ্রীযুত উমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা ২৲, মহেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মা ২৲, প্রসন্নকুমার দাশশর্ম্মা ২৲, মনমোহন দাশশর্ম্মা ২৲, বিপিনবিহারী সেনশর্ম্মা ২৲, চিন্ময় সেনশর্ম্মা ২৲, ভক্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা চৌধুরী ২৲।

(ক্রমশঃ)

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ	মাঘ।	১০ম সংখ্যা

ওঁ নমো নারায়ণায়।

নিখিল-বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলন।

চট্টল অধিবেশনে।

ব্রাহ্মণ্যশক্তির আবাহন।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার বি এল, চট্টগ্রাম।

"দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা, নিঃশেষ দেবগণ শক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকা মখিল দেব মহর্ষি পূজ্যাং, ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥"
সেই দেবী আমাদের আরব্ধকার্য্যকে মঙ্গলময় করুন!!

হে বিদ্বদ্বরেণ্য নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রতিনিধিবর্গ!

স্বর্গরাজ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবেন্দ্রাগ্নি বায়ুবরুণাদি দেবগণের তেজোরাশির একত্র সমবায়ে এক প্রচণ্ড তেজঃপুঞ্জ হইতে যেইরূপ ভগবতী দুর্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, সেই রূপ নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজে আচারসাম্যের ও শান্তিপ্রদানের জন্য সমগ্র বাংলার বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণের সঙ্ঘবদ্ধ ব্রাহ্মণ্যশক্তি এক দিব্যমূর্ত্তি ধারন করিয়া আপনাদের মধ্যদিয়া এই মহাসম্মেলন-ক্ষেত্রে আবির্ভূতা হইয়াছেন। দরিদ্র চট্টলবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণসমাজের পক্ষে এই মহিয়সী ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে

যথাযোগ্য উপাচার সম্ভারে অর্চ্চনা করা সম্ভবপর নহে। তথাপি আমরা চট্টলমাতার বৈদ্যসন্তানগণ গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি দীনভাবে যথাসম্ভব উপচারে পূজা করিতে এই ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে আবাহন করিতেছি :—স্বাগতম্ স্বাগতম্ স্বাগতমস্তু।

এই ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে পূজা করিবার জন্য সমাগত কতিপয় পূজারীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

যাঁহার বীজিপুরুষ "রাঢ়ভঙ্গে" চট্টলে আসিয়া বসতি করিলে, যাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেওয়ান বৈদ্যনাথ ও দেওয়ান গৌরীশঙ্কর চট্টলের সর্ব্বাগ্রণী প্রাচীন জমিদারস্বরূপ সম্মানিত ছিলেন, যাঁহার পূর্ব্বতন বংশধর থাজঞ্চি ৺উমাচরণ রায় বৃদ্ধবয়সে উপনীত হইয়া চট্টলবৈদ্যসমাজে সর্ব্বাগ্রে শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি পুত্রগণসহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া "বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর "গৌরব রক্ষা করিয়াছেন, সেই ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা রায় মহাশয় তাঁহার "দেওয়ান বাড়ীর" প্রাঙ্গনে রত্নাসনের অভাবে সামান্য তৃণাসন পাতিয়া দিয়াছেন।

যাঁহার আদিপুরুষ "রাঢ়ভঙ্গে" সেনহাটীগ্রাম হইতে চট্টলে আসিয়া স্বীয় বর্ণ গোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে উপবীত দর্শনে তদানীন্তন জনৈক বৈদ্যজমিদার যাঁহাকে কন্যাদান করিয়াছিলেন, যিনি বৃদ্ধবয়সে পুত্রগণসহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়াছেন, সেই ধন্বন্তরিগোত্রীয় স্কুল ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন সেনশর্ম্মা মহাশয় আপনাদের ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে স্বাগতম্ বলিয়া সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।

যাঁহার আদিপুরুষ "কবিডিণ্ডিম" উপাধিধারী রমাবল্লভসেন যশোহরের কালিয়াগ্রাম হইতে বঙ্গের নবাবের সভাপণ্ডিত স্বরূপ চট্টলে আসিয়াছিলেন, যে পূর্ব্ববর্ত্তীক্রমে উপনীত থাকিয়া ব্রাহ্মণাচার প্রচারব্রতে প্রাণপণে বৈদ্যসমাজের সেবা করিতেছে, এই সেই সমাজসেবক ধন্বন্তরি গোত্রীয় শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার বি এল, ভক্তিসহকারে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যশক্তির শ্রীপাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করিতেছে।

যাঁহার বংশের আদিপুরুষ দক্ষিণরাঢ়ীয় বনবিষ্ণুপুর হইতে চট্টলে আসিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী চট্টলের তদানীন্তন "চক্রশালা চাকলার "অধিপতি হইয়া সমাজপতিস্বরূপ ছিলেন এবং মহারাজ বল্লালের ন্যায় ব্রাহ্মণসমাজেও কৌলীন্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যিনি ভ্রাতৃগণসহ বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা গীতাচার্য্য হইতে সাবিত্রীদীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় তদীয় পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শারদাকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রতিনিধিত্বে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছেন।

যাঁহার আদিপুরুষ রাজারাম চৌধুরী মহাশয় বাংলার নবাবের প্রধানতম রাজস্ব নিয়ামক নিযুক্ত হইয়া রাঢ়দেশ হইতে চট্টলে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, যাঁহার পূর্ব্বতন বংশধর চট্টলের প্রাচীন জমিদার সাধকপ্রবর রঘুনন্দন চৌধুরী মহাশয় ব্রাহ্মণ্যতেজে ভূষিত ছিলেন, যাঁহার বংশে

বৈদ্যজাতির সাবিত্রীদিক্ষার পৃষ্ঠপোষক কবিকুলচূড়ামণি ৺নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল, যিনি পুত্রগণসহ ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণাচার প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, সেই মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় জমিদার মহাশয় পারিজাতহারের অভাবে সহজলভ্য অপরাজিতা মাল্যদানে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে ভূষিতা করিতেছেন।

যাঁহার আদিপুরুষ "কুলছত্রসমুদ্ভূত রাঘবসেনশর্ম্মার" অধস্তন বংশধর রাঢ়দেশ হইতে চট্টলে আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলজিপত্রে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, যিনি সপুত্রক ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া সমগ্র বঙ্গের বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণাচারে দীক্ষিত করার জন্য ১০বৎসর যাবৎ কায়মনোবাক্যে অশেষ যত্ন করিতেছেন, যিনি বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণকে মৌলিক ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিপাদন করিয়া এই সুসমাচার বাংলাতে সর্ব্বাগ্রে শুনাইয়াছেন, যাঁহাকে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনের খুলনা-সেনহাটী অধিবেশনে সভাপতিত্ব দানে সম্মানিত করাতে চট্টলবৈদ্যসমাজ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই বৈশ্বানরগোত্রীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্নমহাশয় আপনাদের ব্রাহ্মণ্যশক্তিকে সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণাচারে দৃঢ়ব্রতী অবসরপ্রাপ্ত সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত জনার্দ্দনহরি সেনশর্ম্মা, হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সেনশর্ম্মা বি এ, জজকোর্টের প্রবীন উকিল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত করুণাময় দাশশর্ম্মা খাস্তগির এম এ, এড্‌ভোকেট শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বিএল, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা বি এল, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার বি এল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি এল, জমিদার শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাশশর্ম্মা, ম্যাকড কোম্পানির হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা প্রমুখ চট্টলবাসী ও চট্টলপ্রবাসী নানা গোত্রভাজী সমাজবরেণ্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিশতাধিক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ মহোদয় নানাবিধ নৈবেদ্য পুষ্পোপহার লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন। সকলেই বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য শক্তির উপাসক এবং সকলেই ব্রাহ্মণ্যশক্তির মঙ্গলারতি করিয়া বন্দনা গীতি গাহিতেছেন।

অদ্যকার মহাসম্মেলনে যেই ব্রাহ্মণ্যশক্তি আপনাদের মধ্যদিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি বরদায়িনী হউন্! সমগ্র বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণাচারে অনুপ্রাণিত করুন!! আচারসাম্যের দ্বারা লক্ষাধিক বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানকে সঙ্ঘবদ্ধ করুন্!! সেই সমবেত সঙ্ঘশক্তিকে মহাশক্তির উপাদান স্বরূপ করিয়া জাতীয় স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সহায় করুন!!

ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁতৎসৎ।

"দেবি! প্রপন্নার্ত্তিহর! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতো ঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি! চরাচরস্য॥"

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক আই, সি, এস মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে—

চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক আই, সি, এস্ মহোদয় জজ আদালত পরিদর্শনার্থ চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। দুইদিন পর জানা যায়, তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ এবং কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য। ২রা মাঘ বেলা ৮ ঘটিকার সময় পল্টনস্থ গভর্ণমেণ্টের সুরম্য প্রাসাদে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথোপকথনে জানা গেল, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় কৃষ্ণখানের বংশধর। কৃষ্ণখানের বংশধরগণের ন্যায় কুলীন বংশ শ্রীখণ্ডসমাজে দ্বিতীয় নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিনীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁহার পুত্রেরা গত ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখে গয়াধামে ব্রাহ্মণাচারে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, তিনি প্রথমে সময়ের অভাব হইবে জানাইলেন। বস্তুতঃ তাঁহার সময় ছিল না, প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে সবজজ মুনসেফ, উকিল, আমলা প্রভৃতিরা তথায় দেখা করার জন্য যাইয়া সময় ব্যয় করিতেন। ১০টা হইতে ৫ পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিস পরিদর্শন চলিত, তৎপর রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত, নানা সভা, সমিতি, পার্টি ও ডিনারে সময় কাটিত। ৩রা মাঘও সন্ধ্যা ৬ ছয়টায় সিনেমা পেলেসে উকিলদের এক পার্টি ছিল, রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ইউরোপিয়ান ক্লাবে এক ডিনারের বন্দোবস্থ হইয়াছিল। সুতরাং বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনীতে যোগদান করার সময় নাই জ্ঞাপন করিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা উকিল সরকার মহাশয় বলিলেন, জজ আদালত ও সিনেমা হল হইতে বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর স্থানে যাইতে মোটরে ৪।৫ মিনিটের অধিক সময়ের আবশ্যক করিবে না এবং ৭টার মধ্যেই আমাদের অভিনন্দন প্রদান কার্য্য শেষ হইবে বলাতে তিনি সম্মিলনীক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম জানিতে চাইলে, তিনি 'সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত' বলেন। তাঁহাকে যখন বলা হইল আমাদের এই জাতীয় আন্দোলন বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের 'গুপ্ত' উপপদবী লুপ্ত করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত করা হইয়াছে, এই রূপ 'গুপ্ত' উপপদবী বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জাতীয়তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী 'গুপ্ত' উপপদবী দেখিয়াই পারিপার্শ্বিক জাতিরা বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বৈশ্যত্ব খ্যাপন করার চেষ্টা পাইতেছে। তিনি সরলপ্রাণে উদারহৃদয়ে বিনাপত্তিতে বলিলেন, আমার পুত্রেরা শর্ম্মান্ত নামোল্লেখেই দৈবপৈত্র কার্য্য করে। আমার নামান্তে আপনারা শর্ম্মা লিখিতে

পারেন। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে প্রাণের মধ্যে ধ্বনিত হইল "সতাংসন্তিঃ সঙ্গঃকথমিব হি পুণ্যেন ভবতি" এইরূপ মহাপ্রাণ মহাত্মার সহিত আলাপ পরিচয় জন্মান্তরীয় সুকৃতির ফলেই হয়। নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ নমন্তি গুণিনো জনাঃ এই নীতিবাক্য শিক্ষা জীবনে পাঠ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত আজ উপলব্ধী করিতে সক্ষম হইলাম। যাঁহার ন্যায় সমুচ্চ বিচার-পতি সমাজে নাই, যাঁহার ন্যায় কৌলীন্যগর্ব্বী বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় সমাজ শ্রীখণ্ডে নাই, সেই সমাজবরেণ্য পুরুষসিংহের মুখে অমনি ব্যক্ত হইল আমার নামান্তে শর্ম্মা লিখিতে পারেন। ইহা হইতে শিক্ষা, ইহা হইতে আশার বাণী আর কি হইতে পারে? ধন্য তাঁহার শিক্ষায়! ধন্য তাঁহার আভিজাত্যে! ধন্য তাঁহার পদমর্য্যাদায়! ধন্য তাঁহার বিচার পতিত্বে! ধন্য তাঁহার সারল্যে!! তিনি যেইরূপ পদ গৌরবে গৌরবান্বিত, তৎসকাশে অনেকেই স্থান পাওয়ার যোগ্য নহেন, তিনি আমাদের বিভীষণ হইতে বহু উচ্চে, তাহা বোধ হয় তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। যে সব বিভীষণ এইক্ষণও 'গুপ্ত' উপপদবীর মায়ায় মোহিত, যাঁহারা শর্ম্মা পদবী নামান্তে লিখিতে ভয়ে আড়ষ্ট, যাঁহারা শর্ম্মা পদবী লিখাকে দাম্ভিকতা এবং সমাজ দ্রোহিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই সমাজমান্য মহাত্মার প্রতি দৃষ্টি করুণ! তাঁহার আচার নিষ্ঠার এবং আভিজাত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন!! তবেইত বুঝিতে পারিবেন তাঁহার স্থান কোথায়! আর আপনাদের স্থান কোথায়! নীতিকার বলিয়াছেন শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্রতে। ইহা কি বাস্তব সত্য, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ কি মূর্খ? যে সম্প্রদায় বিদ্যাবত্তার জন্য বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে সম্প্রদায় বিজাতীয় শিক্ষার যুগেও শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই বিশ্ববন্দ্য জাতির মধ্যে কি এইরূপ মূর্খত্বর অভিনয় শোভ পায়? যাঁহারা বর্ণপ্রতিপাদক সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া কেবল সেন, দাশ, দত্ত, গুপ্ত উল্লেখে দৈব পৈত্র কার্য্য করিতেছেন, তাঁহারা কি পিতৃপিতামহের পিণ্ড লোপ করিতেছেন না? দেশে কি স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নাই? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন "ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু বৈ স্মৃতিঃ" স্মৃতিই ধর্ম্মশাস্ত্র। প্রাচীন স্মৃতি, কি নব্যস্মৃতি কোন স্মৃতিতে বর্ণ প্রতিপাদক সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া দৈবপিত্র্য কর্ম্ম করার ব্যবস্থা নাই। যাহা স্মৃতিশাস্ত্রে নাই, তাহা জিদের বশে করিতেছেন কেন? যে পরাশর স্মৃতি কলিকালের জন্য রচিত, সেই পরাশর সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে আছে:—

চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালকঃ।
আচার ভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্ম পরাম্মুখঃ॥

আচারই চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মপালক, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তির প্রতি ধর্ম্ম বিমুখ। মনু ১ম অধ্যায়ের ১০৮ শ্লোকে বলিয়াছেন "আচারো পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্তএব চ" শ্রুতি স্মৃতি উক্ত আচারই পরম ধর্ম্ম। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যগ্ নিত্যমাচারমাচরেৎ" বেদ এবং স্মৃতি প্রতিপাদিত আচারই নিত্য আচরণ করিবে। যাহারা বর্ণ প্রতিপাদক সংজ্ঞা ত্যাগ করিয়া দৈবপিত্র্য কার্য্য করিতেছেন, যাঁহারা নিজকে ব্রাহ্মণ সন্তান জানিয়াও অব্রাহ্মণা-

চারে ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই দৈবপিত্র্য কর্ম্ম কোন শাস্ত্রমতে সিদ্ধ হইতেছে তাহা প্রকাশ করেন, না কেন? যে যজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিজকে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবক্তা বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা কোন স্বার্থসাধনের জন্য পিতৃপিতামহের পিণ্ড লোপকারীদিগের দৈবপিত্র্য কর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেছেন! এই অপকর্ম্ম জনিত পাপভাগী কি তাঁহারা নহেন? ধীক্ এইরূপ গর্হিত কর্ত্তাকে ধীক তাঁহাদের দৈবপিত্র্য কার্য্যানুষ্ঠানকারী যজনব্রাহ্মণদিগকে ততোহধিক যাঁহারা তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছেন। ইহাকি পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্ বাক্যের স্বার্থকতা? ভগবান গীতায় স্পষ্ট বলিয়াছেন:—

যঃশাস্ত্র বিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্ম করিলে কৃতকার্য্যের কোন ফলোদয় হয় না। যাঁহারা গীতা পাঠ করেন, দেখিতেছি তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ জিদের বশে এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে শঙ্কা মনে করিতেছেন না। এইসব মহাপুরুষের গীতাপাঠে ধিক! অহো! কি দুর্দ্দৈব! ইহা হইতে বৈদ্য সম্প্রদায়ের অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

চট্টগ্রাম সহরে জন সংখ্যা অধিক না হইলেও তাহার আয়তন নিতান্ত কম নহে, উত্তরে কাতালগঞ্জ হইতে দক্ষিণে ডবলমুরী পর্য্যন্ত প্রায় ৬ ছয় মাইল, পশ্চিমে পাহাড়তলী হইতে পূর্ব্বে চড়চাক্তাই পর্য্যন্ত প্রায় ৫ পাঁচ মাইল, এই সুবিস্তৃত স্থানের মধ্যে চট্টলবাসী ও প্রবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণগণ স্বস্ব কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন। নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ করার সময় না হইলেও হাকিম, উকিল, মোক্তার, জমিদার, ডাক্তার, কবিরাজ, মার্চ্চেণ্ট, আমলা প্রভৃতিতে প্রায় পাঁচশতাধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যা সাড়েছয়ঘটিকার সময় উকিলসরকার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি এল মহাশয় মল্লিক মহাশয়কে নিয়া তোরণ দ্বারে উপস্থিত হন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় উকিল, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা বি এল, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেনশর্ম্মা বি, এ, নাজির, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি এল, প্রমুখ বৈদ্যব্রাহ্মণগণের সহিত বৈদ্য প্রতিভার সম্পাদক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। সভাক্ষেত্রের জন সংখ্যা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাঁরা কি সকলই বৈদ্যব্রাহ্মণ? এত অধিক বৈদ্যব্রাহ্মণ চট্টগ্রাম সহরে আছেন? এইরূপ সরলপ্রাণে স্বজাতির তত্ত্ব কয়জন সমুচ্চ বিচারপতি নিয়া থাকেন? আনন্দ কোলাহলের ও ঘন ঘন করতালির মধ্যে তিনি মঞ্চোপরি আসন অলঙ্কৃত করিলেন, বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দের জন্য যিনি চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনীর সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন, তিনি উপস্থিত হন নাই। মাননীয় রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা উকিল সরকার মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি আসন গ্রহণ করেন।

তৎপর দুইটী বৈদ্যব্রাহ্মণ বালিকা সুমধুর স্বরে আবাহন সঙ্গীত গান করিলে, শ্রীমান্ অমূল্য কৃষ্ণ সেনশর্ম্মা এম, এ, সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করে। অভিনন্দন যথা :—

প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলীঃ

শ্রীখণ্ডনিবাসী-বৈদ্যব্রাহ্মণাবতংস-মাননীয়-বিচারপতি-পরমভক্তিভাজন-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক আই, সি, এস, মহোদয়স্য শ্রীকরকমলে প্রদত্তঃ :—

জাতঃ শ্রীখণ্ডমধ্যে কৃতিজনবহুলে বৈদ্যবংশে প্রসিদ্ধে
গোত্রে ধন্বন্তরেশ্চ স্বকুলগুণযুতঃ সর্ব্বসৌভাগ্যশালী।
প্রাজ্ঞঃ শান্তস্বভাবঃ শশধরসদৃশো দীপ্তিমান প্রীতিদাতা
শ্রীমৎ সত্যেন্দ্রচন্দ্র জগতি বিজয়তাং মল্লিকঃ সেনশর্ম্মা ॥

নির্ভিকো ন্যায়নিষ্ঠো নিরতিশয় পটুঃ সদ্বিচারে যশস্বী
ধর্ম্মিষ্ঠো মিষ্টভাষী সরল সুচরিতো মাননীয়ো ভবান্ হি।
নির্ব্বিঘ্নঞ্চাপি দীর্ঘং প্রভবতু ভবতো জীবনং শান্তিপূর্ণ
মিত্যেতৎ বিশ্বপূজ্যে বিভুপদকমলে সর্ব্বদা প্রার্থনা মে ॥

বৈদ্যো হি ব্রাহ্মণঃ স্যাদিতিমুনিবচনৈর্ব্বেদবাক্যপ্রমাণৈ
র্জ্ঞাত্বা চাস্যপ্রয়োগ সুচিরমপি ময়া স্বীকৃত স্তৎপ্রচারে।
জাতৈরবাহং কৃতার্থঃ ফলতি দশসমা জাতিসেবাফলং মে
মন্যে ধন্যো, গৃহে মে যদিহ তু ভবতঃ পাদসংস্পর্শলাভঃ ॥

বিনয়াবনত—

চট্টগ্রামাৎ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ ৩রা সৌরমাঘস্য — চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণ-সম্মিলনী সেবক শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মকবিরত্নস্য।

তৎপর চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সম্পাদক ঢাকা—বিক্রমপুর নিবাসী চট্টলপ্রবাসী শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা বি এল মহাশয় বাংলা অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন।

অভিনন্দন পত্র।

শ্রীখণ্ডনিবাসী বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলকোবিদ মহামান্য হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি পরমভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক আই, সি, এস মহাশয়ের শ্রীকরকমলে।

মহাত্মন!

চট্টলকাননলক্ষ্মীর নীলাঞ্চলপ্রতিম শ্যামাঞ্চলে আপনাকে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইলাম। বিশ্ববিশ্রুত বৈদ্যব্রাহ্মণ্য শক্তির উদ্বোধন আরতির দেবদত্ত শঙ্খ সর্ব্বপ্রথম জননীর এই নিভৃত তপোবন হইতে ধ্বনিত হইয়াছে। সাবিত্রী সাধনায়

নববেদীমূলে সর্ব্বপ্রথম যে হোমানল প্রজ্বলিত হয়, আপনি তাহারই এক অনবদ্য এবং পবিত্র বহ্নিশিখা, আপনাকে কি দিয়া আমরা অর্চ্চনা করিব! বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলচন্দ্রমা মহাকবি ৺নবীনচন্দ্রের বংশীরব মুখরিতা তপোবনশায়িনী, পল্লবভূষণা নির্ঝরমালিনী জননী চট্টলা, বঙ্গগৌরব আপনার সান্নিধ্য লাভ করিয়া যে অপার আনন্দলাভ করিল, তাহা নীরব ভাষা ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে ব্যক্তকরা সুকঠিন। আপনার চরিত্রমাধুর্য্য অসাধারণপাণ্ডিত্য, স্বজাতিপ্রীতি, সুবিচারমাহাত্ম্য এবং সর্ব্বোপরি আপনার স্বধর্ম্মানুরাগ আপনাকে যশস্বী এবং পুণ্যভাজন করিয়াছে। চট্টলের বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির সভ্যগণ আপনাকে পবিত্র ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছে, বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলগৌরব, আপনার কর্ম্মজীবনের পন্থা কুসুমাস্তীর্ণ হউক্ এবং ধর্ম্ম জীবনের মধুময় জ্যোঃতিতে বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তানগণ অমৃতের সন্ধান লাভ করুক্! আপনি দীর্ঘজিবী হউন্। ওঁশান্তি ওঁশান্তি ওঁশান্তি।

চট্টগ্রাম
৩রা মাঘ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ।

ভবদীয় গুণগ্রাহী
চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সদস্যবৃন্দ।

তৎপর বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদক করজোরে কাতর কণ্ঠে বলিল "অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্। পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকংগমনং যতঃ। তাঁহার আগমনে যে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনী পবিত্র হইয়াছে, তাঁহার আচার পূততায় এবং জাতীয় নিষ্ঠায় যে বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গৌরবান্বিত হইলেন, তাঁহার সদাচারের দৃষ্টান্তে যে বহু বৈদ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিবেন তৎসমন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সদাচার নিষ্ঠার জন্য তিনি বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের ধন্যবাদার্হ। সমুচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়া আমাদের এই সম্মিলনী ক্ষেত্রে পদার্পন করিয়া যে স্বজাতি বাৎসল্য প্রদর্শন করিলেন, যেরূপ সরলতা এবং মহাপ্রাণতার পরিচয় দিলেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে নতশিরে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তৎপর মল্লিকমহাশয় আবেগময়ী সরলভাষায় বলিলেন, আমি চারিটি বিষয় সম্বন্ধে বলিব, যাহা কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীতে বলিয়াছি। প্রথতঃ হীনাচার ত্যাগ, বৈদ্যসম্প্রদায় হীন নহেন, নিজকে হীন বলিয়া কেহই স্বীকার করেন না। সুতরাং বৈদ্যসমাজে হীনাচার থাকিবে কেন? বৈশ্যাচার গ্রহণ বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পক্ষে ব্যভিচার বা কদাচার। কদাচার গ্রহণ করাতে বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে বর্ণসঙ্কর প্রতিপাদন করার জন্য পারিপার্শ্বিক জাতিরা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। দ্বিতীয় হইল একীকরণ, একীকরণ ব্যতীত কখনও জাতীয়জীবন গঠন করা যাইবে না। জাতীয়জীবন গঠন ব্যতীত কখনও জাতীয়শক্তি সমুন্নত করিতে সক্ষম হয় না। জাতীয়শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে হইলে হীনাচার কদাচার ত্যাগ করিতে হইবে। হীনাচার কদাচারই একীকরণের পরিপন্থী, সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যগণ যদি সম্মিলিত হইতে চাহেন, তাহা হইলে সত্বরই সকলেই ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করুন! বিশাল ভারতের অপরাপর

প্রদেশস্থ বৈদ্যসম্প্রদায় যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে যেমন সকলেই একাচার বিশিষ্ট, তদ্রূপ আমাদের মধ্যেও সকলকে একাচারী হইতে হইবে। একাচারী না হইলে আমাদের মধ্যে যে রাঢ়ীয়, বঙ্গীয়, পঞ্চকোটীয়, পূর্ব্ববঙ্গীয় উত্তরবঙ্গীয় রূপ বিভিন্ন সমাজ রহিয়াছে এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে, এই ভেদনীতি কখনও তিরোহিত হইবে না। এই ভেদনীতি হইতে বঙ্গীয়-বৈদ্যসম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইলে, সকলকেই ব্রাহ্মণাচারী হইতে হইবে। আমি সমবেত বৈদ্যভ্রাতৃবৃন্দকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা যত সত্বর পারেন জাতীয় আচার 'ব্রাহ্মণাচার' গ্রহণ করিয়া জাতির গৌরব রক্ষা করুন্। তাহা হইলে আপনারা একীকরণের সুফল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে কেবল যে সমগ্র বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ সম্মিলিত হইবে তাহা নহে, আপনারা সমগ্র ভারতীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক বিশাল সমাজের সৃষ্টি করিতে পারিবেন। তখন আর রাঢ়ীয়, বঙ্গীয়, পূর্ব্ববঙ্গীয় রূপ কোন ভেদ থাকিবে না। রাঢ়ীয়েরা বঙ্গীয়-বৈদ্যের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে কোন রূপ ইতস্ততঃ করিবেন না, তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন, আমি শ্রীখণ্ড সমাজের মহাকুলীন বৈদ্যব্রাহ্মণ হইয়াও, আমার পুত্রকে ঢাকাজিলার বঙ্গীয়-বৈদ্যের কন্যা বিবাহ করাইয়াছি।

ধন্য তাঁহার কৌলীন্য! ধন্য তাঁহার উদারতায়! ধন্য তাঁহার সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন! সমাজের সমাজপতিগণ এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে না পারিলে, সমাজ কখনও নিয়ন্ত্রিত হইবে না। কেবল একীকরণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে গলাবাজী করিলে চলিবে না। সমাজের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণে কার্য্য করিতে কখনও ভীত হইবে না। কায়স্থ সমাজের প্রধান নেতা হাইকোর্টের জর্জ্জসারদাচরণ মিত্র মহাশয়ও গুরুগম্ভীর নাদে বলিয়াছিলেন, আমি দাক্ষিণ রাঢ়ীয় মহাকুলীন কায়স্থ, কিন্তু আমাদের একীকরণ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আমার পুত্রকে আমি বঙ্গীয়—কায়স্থকন্যা বিবাহ করাইয়াছি। সেই আদর্শে আজ শতশত রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থেরা বঙ্গীয়-কায়স্থের সহিত যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সমাজশক্তিকে সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভেদনীতির ফলে বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ যে রূপ ধ্বংশের পথে চলিয়াছে, যদি সত্বর তাহা হইতে বিমুক্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে এই জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না। দুইটী পারিপার্শ্বিক সম্প্রদায় মুখব্যাদন করিয়া বৈদ্যসম্প্রদায়কে গ্রাস করিতেছে, লক্ষ লক্ষ বৈদ্য এই দুই সম্প্রদায়ের কুক্ষিতলগত হইয়াছে। যে সব সম্প্রদায় বৈদ্যমহারাজ আদিশূরের সময় নগণ্য ছিল, আজ তাহারা প্রবল পরাক্রান্ত সমাজ, তাহারা যেভাবে বৈদ্যসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লক্ষ লক্ষ বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান যে যজনব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইহা কি ভেদনীতির ও বর্জ্জন নীতির ফল নহে? এইরূপ ভেদনীতি ও বর্জ্জননীতি চলিতে থাকিলে, বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ কি শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিবেন? আজ যে কায়স্থসমাজ বিদ্বান জাতি বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছেন, তাহার মূলে কি ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যসন্তানগণ নহেন? ধন্বন্তরি বৈশ্বানর প্রভৃতি গোত্রের যে কায়স্থ

দৃষ্ট হইতেছে, তাহা কি শাস্ত্রাদি দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে? না কুলগ্রন্থদ্বারা সমর্থন করা যাইতে পারে? রাঢ়দেশ হইতে যে ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী, দেব, দত্ত, কুণ্ড, রাজ প্রভৃতি গোত্রের বৈদ্য একেবারে উৎখাত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকি কুলপ্রাপ্ত বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারের ও বর্জ্জননীতির ফল নহে? বহু ধর বৈদ্যযে যজনব্রাহ্মণসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহা কি রাঢ়ীয় যজনব্রাহ্মণগণের পদবী দৃষ্টে জানা যায় না? ধর, কর, দেব, দত্ত, নন্দী রক্ষিতেরা যদি হীন বৈদ্য হন্, তবে, কুলীন বৈদ্য কে? আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা, দান প্রভৃতিইত কৌলীন্যের পরিচায়ক ছিল, বৈদ্যের গোত্র প্রবরানুযায়ী ধর, কর, রক্ষিত, নন্দী প্রভৃতিরাই ত নানাগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া অধ্যাপনা করিয়া বৈদ্যসম্প্রদায়কে বিদ্বান্ জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। থাক্ সেইসব বিষয়। মল্লিকমহাশয় স্বীয়পুত্রকে বঙ্গীয় বৈদ্যকন্যা বিবাহ করাইয়া যে সৎদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সমগ্রবঙ্গীয় বৈদ্যসমাজের ধন্যবাদার্হ এবং বঙ্গীয়-বৈদ্যসমাজ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।"

তাঁহার তৃতীয়প্রস্তাব হইল 'পণপ্রথা' রহিত করা। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ হইতে বরপণপ্রথা উৎখাত করিতে হইলে যেমন একীকরণ, একতাস্থাপন ও একাচারী হওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ ঘাতপ্রতিঘাতে ও ঘটনাবিপর্য্যয়ে যে সব বৈদ্য সমাজদেহ হইতে স্খলিত হইতেছেন, বা আত্মগোপন করিয়াছেন তাহারা সমাজে পুনরাগমন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে সাদরে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। যে সমাজে লোক সংখ্যা বেশী, সেই সমাজের শক্তি, প্রতিপত্তিও অধিক। যজনব্রাহ্মণ সমাজে যদি মুচি, বাগ্দি, চারাল, মুসলমান, প্রভৃতি কন্যার গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে পারে, আশূদ্রজাতি যদি কায়স্থ হইতে পারে, তবে কোন অনিবার্য্য কারণে কোন বৈদ্যের কায়স্থ সংসর্গ ঘটিয়া থাকিলে, সে অবৈদ্য হইবে কেন? বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে কি জানা যায় না? একসময়ে রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে নাগ দোষ প্রভৃতি ঘটিয়াছিল, কৈ তাহারাত কেহই অবৈদ্য হইয়াছিল না? ভরার মেয়ের গর্ভজাত ব্রাহ্মণের সন্তানগণ যদি মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে পারেন, তবে কায়স্থ কন্যার গর্ভজাত বৈদ্যব্রাহ্মণের সন্তনেরা অবৈদ্যব্রাহ্মণ হইবেন কেন? গোত্র, প্রবর বংশধারা প্রভৃতিদ্বারা যাঁহারা বৈদ্যবলিয়া সাব্যস্থ হইবে, তাঁহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিয়া জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা না হইলে রাষ্ট্রীয় কোন অধিকারে এই মুষ্টিমেয় জাতির স্থান যে হইবে না, চিন্তাশীল বৈদ্যব্রাহ্মণগণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। জাতিগঠন কার্য্যে ইহাযে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাহা সমাজনীতিজ্ঞ এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝেন। কিন্তু সমাজপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, আত্মগোপনশীল কায়স্থ সংসর্গীকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইবে। আমরা বলি যেসব ভূতপুর্ব্ব বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তান যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিতে কি আপত্তি হইতে পারে? যদি প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা গোবধ ব্রহ্মবধাদি মহাপাপ দূরীভূত হইতে পারে, কায়স্থসংসর্গজনিত পাপ কি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিদূরীত হয় না? যাহারা শূদ্রাচারীবৈদ্যের, সহিত

যৌনসম্বন্ধ করিয়া শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা কায়স্থ হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ? চতুর্ব্বর্ণ গঠিত আর্য্যসমাজে তাহারা গুণকর্ম্মানুযায়ী শূদ্রব্যতীত আর কি বলিতে পারেন? কায়স্থেরা বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া নিখিলভারতীয় কায়স্থ সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াচারে দৈবপৈত্র কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আশূদ্র সমস্ত জাতিরা কায়স্থ বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তদবস্থায় যে সমস্ত বৈদ্যসন্তান বৈশ্যাচারী থাকিয়া মুই কুলীন বলিয়া আভিজাত্যের গৌরব করিতেছেন, কায়স্থসংসর্গী বৈদ্যগণকে হতাদর করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়াচারী কোন কায়স্থ যৌন সম্বন্ধ করিবেন কি? বৈশ্যাচারী বৈদ্যগণকে যে কায়স্থেরা পদতলে স্থানদান করিয়া আভিজাত্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকি কৌলীন্যগর্ব্বী বৈশ্যাচারী বৈদ্যমহাপ্রভূরা একবারও চিন্তা করিয়াছেন? না যে সব বৈদ্যব্রাহ্মণসন্তান ভরায়মেয়ের গর্ভজাত যজনব্রাহ্মণ সংসর্গীদের পদতলে স্থানলাভ করিয়া বা তাঁহাদের প্ররোচনায় নিজকে জগৎমান্য জাতির বংশধর জানিয়াও বৈশ্য ও শূদ্রাচারী হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা একবার ভরার মেয়ের গর্ভজাত যজনব্রাহ্মণদের জন্মবৃত্তান্তের প্রতি দৃষ্টি করুন। তাহা হইলে নিজের জাতীয়তার এবং আচারনিষ্ঠার গর্ব্ব আপন হইতেই উৎখাত হইয়া যাইবে।

মল্লিক মহাশয়ের চতুর্থ প্রস্তাব হইল "আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বৈদিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি করার জন্য প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবার হইতে অন্ততঃ একটী সুশিক্ষিত বালককে নিযুক্ত করা।" যেশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যেহেতুতে বেদ, বেদান্ত, সংহিতা ও কোষকারগণ ব্রাহ্মণদিগকে, বৈদ্য, ভিষক, বিপ্র, প্রাণাচার্য্য নামে অভিহিত করিয়াছেন, যেসবব্রাহ্মণ বেদত্রয় অধ্যয়ন পরিসমাপ্ত করিয়া পুনঃ উপবীত গ্রহণ করাতে পুণ্যতমা চিকিৎসা বৃত্তির অনুশীলনের অধিকারী হইতেন এবং ত্রিজ নামে প্রখ্যাত ছিলেন, সেই মহীয়সী জাতির বংশধরদিগের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাই যে সঙ্গত তাহা কে অস্বীকার করিবে? মল্লিক মহাশয় যে চারিটি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন, তাহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং সমাজের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর অনুষ্ঠান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন।

তৎপর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুখেন্দুবিকাশ সেনশর্ম্মা রায় উকিল মহাশয় সম্মিলনীর সভ্যদের পক্ষে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পটীয়ার দ্বিতীয় মুন্সেফ (ময়মনসিংহ—সেরপুরের জমিদার) শ্রীযুক্ত যামিনীকিশোর রায় মহাশয় স্বপ্রণীত অনেকগুলি পুস্তক মল্লিক মহাশয়কে অর্পণ করেন। মল্লিকমহাশয়ের শিষ্টাচারে "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্" এই নীতিবাক্য অনেকেরই প্রাণে জাগিয়াছিল। বিদায় সঙ্গীত গীত হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিন প্রাতে ৮টার সময় বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদক, মল্লিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য পল্টনস্থ গভর্ণমেণ্টের প্রাসাদে উপস্থিত হন্। তখন সবজজ, মুন্সেফ প্রভৃতি বহু

রাজকর্ম্মচারী তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য বারাণ্ডায় সমবেত হইয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয়ের পেস্কারবাবুর অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ, "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এই নীতি বাক্য যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছিল। উচ্চ পদস্থ বহু রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও পেস্কারবাবু আসিয়া বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদকমহাশয়কে মল্লিকমহাশয়ের বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। মল্লিকমহাশয় সম্পাদকমহাশয়ের সহিত প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল চট্টল—বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের আচার, ব্যবহার, বিবাহ এবং উপনয়ন সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে সম্পন্ন হয় তৎসমস্তেরই আলোচনা করেন। তিনি প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে ব্যক্ত করিলেন, চট্টল সমাজ এবং চট্টলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমার অন্য রূপ ধারণা ছিল। আমি অতৃপ্ত অবস্থায় চলিলাম, পূর্ব্বে সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিলে আরও দুই দিন থাকিবার বিধান করিতে পারিতাম। আগামী কল্য কুমিল্লার জজ আদালত পরিদর্শন করিব বলিয়া জজসাহেবকে তার করিয়াছি সুতরাং অদ্য দশ ঘটিকার সময় রওনা হইতে হইবে। এইরূপ সরল প্রাণে উদার হৃদয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জ্ঞানে প্রাণের সমস্ত কথা ব্যক্ত করা কতদূর মহাপ্রাণতার কার্য্য তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কেবল তিনি নহেন, এইরূপ শত শত ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা চট্টল সমাজের প্রতি অন্য রূপ দেখেন, কিন্তু যাঁহারা একবার চট্টলের সবুজ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, যাঁহারা মনোযোগ সহকারে চট্টলের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান নিয়াছেন, যাঁহারা প্রাণ খুলিয়া চট্টলবাসী বৈদ্যের সহিত মিসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন চট্টল বৈদ্যদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার অন্যান্য জিলাবাসী বৈদ্য হইতে কোন অংশে হীন নহে।

নিখিলবঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনের সভাপতি মহাশয়ের পত্নী ভগ্নী ও প্রাণ খুলিয়া বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদকের স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতির নিকট সরল ভাবে বলিয়াছিলেন, যখন আমরা কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলাম, তখন আমাদের প্রাণে জাগিয়াছিল, কোথায় অজানা দেশে বঙ্গের শেষপ্রান্তে যাইতেছি, হয়তঃ তথাকার মেয়েরা আমাদের কথা বুঝিবেন না, আমরাও হয়তঃ তাঁহাদের কথা বুঝিব না, আমরা কিরূপ আহারাদি করি. তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা কিরূপ আহারাদি করেন আমরা জানিনা, তদবস্থায় দুই দিন তথায় কি করিয়া থাকিব এইসব চিন্তা নিয়াই আমরা আসিয়াছিলাম। আমরা যে ভুল ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, তাহা আপনাদের আচার ব্যবহারে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদের আচার ব্যবহার, আহারাদির সহিত যে আপনাদের আচার ব্যবহার এবং আহারাদির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমরা কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহারা যে ভাবে নিজের মত ব্যক্ত করিয়া সকলকে স্নেহের সূত্রে বন্ধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহজে ভুলিবার নহে। যখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহাশয় বৈদ্যপ্রতিভার সম্পাদকমহাশয়ের বাস ভবনে সমাগত হইয়াছিলেন, তখন তিনিও তাঁহার চট্টলবাসী শিষ্য শ্রীমান্ নিরঞ্জন সেনশর্ম্মাকে বলিয়াছিলেন, চট্টগ্রাম যেরূপ লঙ্কা ব্যবহার করে বলিয়া শুনিয়াছি হয়তঃ অধিক লঙ্কা আহার করিয়া পেটের পীড়ায় অসুস্থ হইয়া পড়িব। তিনি প্রায় ৬।৭ দিন বৈদ্য

প্রতিভার সম্পাদকের আবাসে ছিলেন কিন্তু একদিনও প্রকাশ করেন নাই যে আহার্য্য দ্রব্যে অধিক লঙ্কা ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রামের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজ সম্বন্ধে অন্যান্য জিলাবাসী বৈদ্য ব্রাহ্মণদের যে ধারণা রহিয়াছে এবং যেভাবে চট্টল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ রহিয়াছে, বস্তুতঃ সেইরূপ ধারণা করিবার কোন হেতু নাই।

নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলনে সহানুভূতি সূচক তার ও পত্র পাঠান্ ব্যতীত কোন রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাগত হন্ নাই। অর্থব্যয় ভয়ে, না স্বাস্থ্য নাশের আশঙ্কায় উপস্থিত হন্ নাই, তাহা জানি না। কিন্তু রাঢ়ীয় সমাজের যাঁহারা কুলপতি, যাঁহাদের ন্যায় সমধিক সম্মানিত ও প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ত্তমানে রাঢ়ীয়সমাজে নাই, সেই মহামান্য মহাপুরুষদ্বয় চট্টল সমাজস্থ স্বজাতিদের সহিত সহযোগিতা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রাঢ়ীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যাঁহারা নিজ নিজ গণ্ডীতে থাকিয়া আত্মমর্য্যাদা বা আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতে লালায়িত, ভেদনীতির আশ্রয়ে থাকিয়া মৌখিক জাতিগঠন কার্য্যে তৎপর, তাঁহারা তাহা নিয়া থাকুন। তাহাতে চট্টলবাসীর বা অপরাপর জিলাস্থ বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণগণের জাতীয় জীবনগঠন কার্য্যের কোন রূপ ব্যত্যয় ঘটিবে না। যে মহাপুরুষেরা চট্টলবাসী স্বজাতিদের প্রতি করুণা প্রকাশে সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে নতশীর্ষে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ওঁ তৎ সৎ।

নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্য বিবরণ।

বিগত ১০ই মাঘ ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ তারিখে নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ইতিহাসে একটী চিরস্মরণীয় দিবস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ঐ দিবস এক সান্ধ্যসম্মিলনীতে সমিতির সভ্যবৃন্দ বৈদ্যাবতংস স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক বি এ, (কেণ্ট) এম এ, (কেল) আই, সি, এস মহোদয়কে স্থানীয় টাউন হলে এক শ্রদ্ধাঞ্জলীযুক্ত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত অতিরিক্ত জেলা জজ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশসাহেব, সবজজ প্রভৃতি সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণও নোয়াখালীবাসী ও প্রবাসীর সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন। সমস্ত টাউনহল গৃহ আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি রাজকার্য্য ব্যাপদেশে নোয়াখালী বিচার আদালত পরিদর্শন করিতে বিগত ৮ই মাঘ রাত্রির গাড়ীতে নোয়াখালীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা এম এ, বি এল, মহাশয় বহুদিন হইতেই মান্যবর বিচারপতি মল্লিক মহোদয়ের কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত মূল বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতি সম্পন্ন ও স্বজাতিবৎসল বলিয়া জানিতেন। তিনি বর্ত্তমানেও উক্ত সমিতির এক জন আজীবন সভ্য। নোয়াখালীর ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জনপদে তাঁহার ন্যায় বৈদ্যব্রাহ্মণকুল প্রদীপ আভিজাত্যে গৌরবমণ্ডিত বঙ্গদেশের বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের এক জন শ্রেষ্ঠসমাজপতির শুভাগমন বার্ত্তা জানিয়াই সম্পাদক মহাশয় আনন্দ ও গৌরবে উল্লসিত হইয়া সভাপতি শ্রীযুক্ত বগলা

মোহন দাশশর্ম্মা ঘটক, বি এল, ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্তশর্ম্মা সভাপতি প্রভৃতি বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্যবৃন্দের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। বিচারপতিমহাশয় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজপ্রতিনিধি হইয়াও জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বজাতি-প্রেম বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী, অমায়িক প্রকৃতির মনীষীব্যক্তি। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সভ্যবৃন্দ সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া আপনাদের সম্ম নবর্দ্ধন জন্য স্বভাবতঃই উৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। অত্যল্প সময়মধ্যে যথোপযুক্ত আয়োজন করিতে পারা যায় নাই। (কেবলমাত্র হৃদয়ের গভীর ভক্তি উচ্ছ্বাসযুক্ত কয়েকটী আবেগময় কথা তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছি। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় অভিনন্দন পত্র পাঠ করিলে মাননীয় বিচারপতি মহাশয় বঙ্গভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ মধুর বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই তাঁহার অমৃতময়ী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতায় বৈদ্যজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া বরপণরূপ কুপ্রথা উচ্ছেদ সাধন জন্য বৈদ্যজাতির পূর্ব্বগৌরব সমস্ত বেদের সার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অনুশীলন ও রাঢ়, বঙ্গ বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যব্রাহ্মণগণ মধ্যে সামাজিক বিবাহের আদান প্রদান জন্য সমিতির সভ্যগণকে উপদেশ দেন। কলিকাতার বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির এক বাৎসরিক অধিবেশনেও তিনি ঐরূপ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি রাঢ়ীয় বৈদ্য-সমাজের একজন অভিজাত্যবান গৌরবান্বিত পরিবারের একজন শ্রেষ্ঠকুলীন বৈদ্যব্রাহ্মণ বলিয়া বলিয়া গৌরব বোধ করেন ইহাও বলিয়াছেন। যে সঙ্ঘশক্তির অভাবে জীবন সংগ্রামে শক্তিহারা হইয়া বৈদ্যজাতি পূর্ব্বগৌরব হারাইয়াছে সেই সঙ্ঘশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন সমাজের বৈদ্যগণের সহিত আচারাদি করিতে হইবে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতিকে এই বিষয় তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন। পরম করুণাময় জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া আমাদের জাতির গৌরব অক্ষুন্ন রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তশর্ম্মা এম এ বি এল, উকীল। সম্পাদক
নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি।

অশেষ সম্মানাস্পদ বৈদ্যকুল প্রদীপ সধর্ম্মনিষ্ঠ মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক

বি, এ (কেণ্ট) এম, এ, (কেল) আই, সি, এস, মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—

মহাত্মন্!

আজ রাজকার্য্য ব্যাপদেশে বাংলার অতি ক্ষুদ্র জনপদ কালবিপর্য্যয়ে নীলাম্বু-গ্রাসিতপ্রায় শ্রীহীন নোয়াখালী সহরে আপনাকে সমাগত প্রাপ্ত হইয়া আমরা শ্লাঘ্য এবং কৃতার্থ হইয়াছি। নোয়াখালীবাসী ও প্রবাসী রাঢ় ও বঙ্গ উভয় সমাজের আপনার স্বজাতি বৈদ্যব্রাহ্মণগণ আপনার

শুভাগমনে আনন্দে ও গৌরবে সমুদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া হৃদয়ের ভক্তিচন্দন চর্চ্চিত বনকুসুম সম্ভার সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। প্রীতির সহিত আমাদের দীন শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া নোয়াখালীর বৈদ্যসমাজকে ধন্য করুন।

বৈদ্য কুলভূষণ! আপনি স্বীয় বিদ্যা ও প্রতিভাবলে ব্রিটিশ অধিকারে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ দান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে অধিষ্ঠিত আপনি সর্ব্বত্র দেশপূজ্য ও প্রধান বরণ্যে মহানুভব ব্যক্তি জানিয়াও কেবলমাত্র প্রাণের আবেগে বিমল আনন্দোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার স্বজাতিবর্গ পরম ভাগ্যানুকুল্যে আপনার দর্শনলাভ করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র সামাজিক সম্মিলনী মধ্যে আকর্ষণ করিতে সাহসী হইয়াছি। পুরুষোত্তম! আমাদের এই অকিঞ্চন ক্ষুদ্র অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

ধীমন্! আর্য্যশাসিত ভারতে বিশ্ববন্দ্য যে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ মনুষ্যলোকে দেবতাদের মত বিরাজ করিতেন, যে বৈদ্যব্রাহ্মণ জাতি বঙ্গে বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ উপাসক ও ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ামক ছিলেন, যাঁহারা ত্রিজ, সর্ব্বজ্ঞ, ঋক-সাম-যজু-অথর্ব্ব- চতুর্ব্বেদ নিপুণ ব্রাহ্মণ ছিলেন, বিশ্বকল্যাণের ভূমি জগতের ব্যাধি-নিবারণ ছিলেন সেই জগৎত্রাতা আদিশূর, বল্লালনৃমণি, বোপদেব, চক্রপাণী, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রাণ মুরারী, নরহরি ও মানবমান্য কেশব প্রভৃতির বংশধরগণ রাজা গণেশের বিদ্বেষীয় অন্যায় শাসনে আজ গৌরবহীন। ভ্রান্তিবশে কোথাও বৈশ্যাচারী, কোথায়ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িয়াছে। মুষ্টিমেয় বৈদ্যজাতি আচার বৈষম্য প্রযুক্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত ভোজ্যান্নতা ও সামাজিক আদান প্রদান ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘশক্তি হারাইয়াছেন। তাই আজ নিখিল বৈদ্যজাতিকে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মণাচাররূপ স্বধর্ম্মপালনে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বহু শাস্ত্রবিদ্ ধন্বন্তরিকল্প মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেনশর্ম্মা এম, এ, এল, এম, এস, সরস্বতী মহাশয়ের নেতৃত্বে কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। চট্টগ্রামের প্রবীণ নেতা কবিরাজ শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ও এতদ্বিষয়ে অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁহাদের অনুপ্রাণতায় কলিকাতায় মূল সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য নোয়াখালী সহরে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। আপনি কলিকাতা সমিতির একজন আজীবন প্রবীণ বিশিষ্ট সদস্য। আমাদের সমিতির সহিত ও আপনি অচ্ছেদ্য প্রেমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছেন। তাই আজ আপনাকে অভিনন্দন করিতে হৃদয়ের এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

ইতিহাস বিশ্রুত রাঢ়ীয় সাতশিকা সমাজের আপনি একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন সমাজপতি। আপনার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছায় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বগৌরবে মণ্ডিত হইয়া লুপ্ত আচার পুনরুদ্ধার করিয়া বঙ্গভূমিকে অলঙ্কৃত করুন। আমাদের এই ক্ষুদ্র সমিতির উপরে আপনার বিমল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক। আপনি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন। পরম করুণাময় পরমেশ্বর আপনাকে সুদীর্ঘজীবন দান করুন এবং স্বজাতি সেবায় নিয়োজিত করুন।

ইতি—

নোয়াখালী, ১০ই মাঘ
১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ —
নোয়াখালী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সভ্যবৃন্দ।

জাতীয় সংবাদ।

(উপনয়ন)

গৈরলা গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা বিগত ৩ই মাঘ তারিখে সপুত্র ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বিগত ১২ই মাঘ তারিখে বরিশাল ফুল্লশ্রীনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় ৺শ্রীনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথম তিন পুত্র শ্রীকুমারাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা শ্রীমনোমোহন সেনশর্ম্মা ও শ্রীপ্রিয়নাথ সেন শর্ম্মা উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

২৭শে মাঘ তারিখে মোদ্গল্যগোত্রীয় ফুল্লশ্রীনিবাসী নিম্নলিখিত বৈদ্যব্রাহ্মণগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীবসন্তকুমার দাশশর্ম্মা ডাক্তার পিতা ৺গুরুচরণ দাশশর্ম্মা।

২। শ্রীসুনীলকুমার দাশশর্ম্মা পিতা শ্রীবসন্তকুমার দাশশর্ম্মা।

৩। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাশশর্ম্মা পিতা ৺রামচরণ দাশশর্ম্মা।

৪। শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা পিতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা।

৫। শ্রীঅজিৎকুমার দাশশর্ম্মা পিতা শ্রীহেমন্তকুমার দাশশর্ম্মা।

১৭ই মাঘ ভাটিখাইন গ্রামনিবাসী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার মহাশয়ের পুত্রগণ যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। মানবক -- শ্রীমান্ অমিয়ময় দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, শ্রীমান্ অমরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, শ্রীমান্ কালীপদ দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, শ্রীমান্ হৃদয়রঞ্জন দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার। আচার্য্যগুরু—শ্রীযুত কালীশঙ্কর স্মৃতিরত্ন, তন্ত্রধার—শ্রীযুত কমলকুমার চক্রবর্ত্তী। কবিরাজ শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা ওয়াদ্দার, শ্রীযুত অন্নদাবন্ধু দাশশর্ম্মা চৌধুরী, কবিরাজ শ্রীযুত নলিনবিহারী দাশশর্ম্মা, ডাক্তার শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর দাশশর্ম্মা চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থ সাহায্য করিয়া এবং উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১৭ই মাঘ কোয়েপাড়া গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় ৺রসিকচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্রদ্বয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে।

ভবানীপুর বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের নিকট পালং নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পত্র।

সবিনয় নিবেদন এই,

আপনাদের প্রেরিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবুর অভিভাষণ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমি উহা আদ্যন্ত পাঠ করিলাম, উহা বেশ যুক্তি পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের একখানা নিবেদন পত্রও পাইলাম। তাঁহার নিবেদন বৈদ্য সমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনের উন্নতি বিষয়ে খুবই সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

আমার ব্যক্তিগত এবং আমাদের পরিবারস্থ বাড়ীর অন্যান্যের সহার্থে সুখের আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, আমরা বহুপূর্ব্ব হইতে গুপ্তান্ত পদবী ত্যাগ করিয়া শর্ম্মান্ত পদবী গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে এই পালং গ্রামে আমরা প্রবল বিরোধী কালীচরণ বাবু এবং প্রতাপবাবু প্রভৃতির জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী হইয়াও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অনুবলে এবং নিজেদের বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ব্রাহ্মণাচারে সমস্ত কার্য্যই এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছি এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ আন্দোলন এবং তদন্তর্গত সমাজের পুষ্টি সাধনার্থ যথেষ্ট যত্নবান্ আছি।

"বৈদ্যহিতৈষিণীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা আমার বিশেষ ঘনিষ্ট আত্মীয়। শ্রীমান্ মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসিয়া থাকে। তাঁহার নিকট আমাদের গ্রাম্য অবস্থা বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে পারিবেন। "বৈদ্যহিতৈষিণী" পত্রিকা মাস মাসই আমি পাইয়া থাকি। কালীচরণবাবুর "নিবেদন "বৈদ্য" "মহামুদ্গর" এবং হরিপদশাস্ত্রী মহাশয়ের "মোহমুদ্গার" মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের এবং যোগীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের এবং অন্যান্য মহোদয়গণের অভিভাষণ ইত্যাদি আমার নিকট সমস্তই রীতিমত আসিয়া থাকে। আমি উহা সযত্নে পাঠ করিয়া থাকি।

আমি সজোরে বলিতে পারি কালীচরণ বাবু এবং তৎপক্ষাবলম্বী প্রতাপবাবু প্রভৃতির এরূপ ঈর্ষামূলক স্বজাতিদ্রোহিতা ভাব কখনও পরিণামে টিকিতে পারে না। পরিণামে কালীপ্রসন্ন বাবুর অভিভাষণের উক্তি "শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধতা দুইটীমাত্র পরিবারেই ভরসা করি সীমাবদ্ধ হইবে" ঠিক থাকিবে।

আমাদের শ্রীপুর অঞ্চলে পালং, কুমরপুর এবং জপসা বর্ত্তমানে নগর এই তিনটি গ্রামই বৈদ্য প্রধান স্থান এবং এই সকল গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন।

মধুসূদন বাবুর নিবেদন পত্রের Foot note এ লিখা আছে এই সঙ্গে একখানি আবেদন Form পাঠাইলাম। কিন্তু উহা এই সঙ্গে পাই নাই। উহা একখানা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন। যাহা হউক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের সমিতির সহিত যোগদানে প্রস্তুত আছি।

আপনাদের সমিতির কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে আমাকে যখন যাহা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন জানাইয়া বাধিত করিবেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমার বয়স প্রায় ৬৪।৬৫ হইবে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন যতটা না হউক্ আমি হাঁপানীর ব্যারামে অসুস্থ থাকার দরুণ আমার উৎসাহ এবং উদ্যম অনুরূপ পরিশ্রম করিবার শক্তি মোটেই নাই। অধিক কি লিখিব, অত্র কুশল।

নিবেদক—

(স্বাক্ষর) শ্রীপরেশনাথ সেনশর্ম্মা।

[পরেশ বাবুর পত্র পাইয়া ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদকদ্বয় একখানা আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন]

এই সঙ্গে শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের একখানা নিবেদন পত্রও পাইলাম। তাঁহার নিবেদন বৈদ্য সমাজের বর্ত্তমান আন্দোলনের উন্নতি বিষয়ে খুবই সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

আমার ব্যক্তিগত এবং আমাদের পরিবারস্থ বাড়ীর অন্যান্যের মতামত সম্বন্ধে আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি, আমরা বহুপূর্ব্ব হইতে গুপ্তান্ত পদবী ত্যাগ করিয়া শর্ম্মান্ত পদবী গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে এই পালং গ্রামে আমরা প্রবল বিরোধী কালীচরণ বাবু এবং প্রতাপবাবু প্রভৃতির জ্ঞাতি এবং প্রতিবেশী হইয়াও তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অনুবলে এবং নিজেদের বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ব্রাহ্মণাচারে সমস্ত কার্য্যই এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছি এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ আন্দোলন এবং তদন্তর্গত সমাজের পুষ্টি সাধনার্থ যথেষ্ট যত্নবান্ আছি।

"বৈদ্যহিতৈষিণীর" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা আমার বিশেষ ঘনিষ্ট আত্মীয়। শ্রীমান্ মাঝে মাঝে আমাদের এখানে আসিয়া থাকে। তাঁহার নিকট আমাদের গ্রাম্য অবস্থা বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে পারিবেন। "বৈদ্যহিতৈষিণী" পত্রিকা মাস মাসই আমি পাইয়া থাকি। কালীচরণবাবুর "নিবেদন "বৈদ্য" "মহামুদগর" এবং হরিপদশাস্ত্রী মহাশয়ের "মোহমুদগর" মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের এবং যোগীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের এবং অন্যান্য মহোদয়গণের অভিভাষণ ইত্যাদি আমার নিকট সমস্তই রীতিমত আসিয়া থাকে। আমি উহা সযত্নে পাঠ করিয়া থাকি।

আমি সজোরে বলিতে পারি কালীচরণ বাবু এবং তৎপক্ষাবলম্বী প্রতাপবাবু প্রভৃতির এরূপ ঈর্ষ্যামূলক স্বজাতিদ্রোহিতা ভাব কখনও পরিণামে টিকিতে পারে না। পরিণামে কালীপ্রসন্ন বাবুর অভিভাষণের উক্তি "শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয়ের ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধতা দুইটীমাত্র পরিবারেই ভরসা করি সীমাবদ্ধ হইবে" ঠিক থাকিবে।

আমাদের প্রদেশ অঞ্চলে পালং, কুয়রপুর এবং জপসা বর্ত্তমানে নগর এই তিনটী গ্রামই বৈদ্য প্রধান স্থান এবং এই সকল গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন।

মধুসূদন বাবুর নিবেদন পত্রের Foot noteএ লিখা আছে এই সঙ্গে একখানি আবেদন Form পাঠাইলাম। কিন্তু উহা এই সঙ্গে পাই নাই। উহা একখানা অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন। যাহা হউক আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের সমিতির সহিত যোগদানে প্রস্তুত আছি।

আপনাদের সমিতির কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে আমাকে যখন যাহা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করেন জানাইয়া বাধিত করিবেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে আমার বয়স প্রায় ৬৪।৬৫ হইবে। বার্দ্ধক্য নিবন্ধন যতটা না হউক্ আমি হাঁপানীর ব্যারামে অসুস্থ থাকার দরুণ আমার উৎসাহ এবং উদ্যম অনুরূপ পরিশ্রম করিবার শক্তি মোটেই নাই। অধিক কি লিখিব, অত্র কুশল।

নিবেদক—

(স্বাক্ষর) শ্রীপরেশনাথ সেনশর্ম্মা।

[পরেশ বাবুর পত্র পাইয়া ভবানীপুর বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদকদ্বয় একখানা আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন এবং তিনি সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।]

ফাল্গুন ও চৈত্র।

১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

বিদ্যাসম্যপ্তৌ ব্রাহ্মংবা সত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাত্তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির মুখপত্র

বৈদ্য-প্রতিভা।

বলিরহস্য, ব্রহ্মচর্য্য, বাল্যবিবাহ, বৈদ্যপরিচয়, বঙ্গীয়-বৈদ্যজাতি
বৈদ্যজাতির উৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ঢাকা বৈদ্যসম্মিলনীর এবং
সেনহাটী বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি,
বহুসুবর্ণপদক প্রাপ্ত—
কবিরাজ—শ্রীশ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

চট্টগ্রাম লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক দুই টাকা।

চট্টগ্রাম-বৈদ্যব্রাহ্মণসম্মিলনী কার্য্যালয়।
ফিরিঙ্গিবাজার রোড, চট্টগ্রাম।

সূচীপত্র।

	বিষয়—	লেখক—	পৃষ্ঠা—
৫৭।	সম্বন্ধ নির্ণয় (কবিতা)	শ্রীভুবনমোহন দাশশর্ম্মা	২৪১
৫৮।	বৈদ্যের যজন যাজন	শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার	২৪২
৫৯।	সান্ধ্য বন্দনা (কবিতা)	শ্রীমতী কুন্দপ্রভা দেবী	২৪৬
৬০।	বৈদ্য-দেবোপাধী	শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা	২৪৭
৬১।	ত্রিসন্ধ্যা	শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সেনশর্ম্মা	২৫৩
৬২।	বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের পুরোহিতবর্গ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা	২৫৬
৬৩।	কলির ব্রাহ্মণ	সমাজ সংস্কার কার্য্যালয়	২৫৯
৬৪।	বাসন্তি হাওয়া (কবিতা)	কুমারী মতিপ্রভা দেবী	২৬৫
৬৫।	বঙ্গীয়-বৈদ্যতরুণ সমিতির নিয়মাবলী	শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্ম্মা	২৬৭
৬৬।	বাঙ্গালার সেনরাজগণ	শ্রীললিত মোহন দাশশর্ম্মা	২৬৯
৬৭।	বাসন্তিকা (সংস্কৃত কবিতা)	শ্রীপুলিন বিহারী দাশশর্ম্মা	২৭৪
৬৮।	জাতীয় সংবাদ		২৭৬

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

মহাত্মন !

বিশ্বেশ্বরের অপার করুণায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা এম, এ মহাশয়ের উদ্যোগে "লক্ষ্মীনারায়ণ ছাপাখানা" নামাকরণে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছি। মাদৃশ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের পক্ষে মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা করা একেবারে অসম্ভব, তাহা আপনারা জানেন। তথাপিও পত্রিকার জীবন রক্ষার্থ দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার মাথা পাতিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বৈদ্য-প্রতিভা নিয়া কিরূপ দুর্ভোগ ভূগিয়াছি; মাসিক পত্রিকা দ্বিমাসিক করিয়াও মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে নির্গত করিতে কিরূপ বেগ পাইয়াছি তাহা আপনারা অবগত আছেন। পত্রিকা যথানিয়মে প্রকাশিত না হওয়ায় ৮০০ আটশত গ্রাহকের মধ্যে ৪০০ চারিশতে পরিণত হইয়াছে, গত দশবৎসর জাতীয়জীবন গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছি এবং পারিপার্শ্বিক সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষতায় ব্যবসায় কিরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি তাহা অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন। আর্থিক অবস্থা ও নিজ জীবনকে বিপন্ন করিয়াও সমাজের সেবা করিতে ত্রুটী করি নাই। ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা পত্রিকা পূর্ব্ববৎ রয়েল সাইজে মুদ্রিত হইল। বৈশাখ সংখ্যা হইতে মাসিক চারি ফর্ম্মা করিয়া ক্রাউন সাইজে মুদ্রিত হইবে। প্রতি মাসে মাসে গ্রাহকগণ পত্রিকা যাহাতে পাইতে পারেন তাহার বিহিত করিব। বৈশাখ সংখ্যা বুকপোষ্টে পাঠাইব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ১৩৩১ বৈদ্যাব্দের বৈদ্যপ্রতিভার চাঁদা দুই টাকা সাহায্যার্থ মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলে ভিঃ পিঃ খরচ দুই আনা রক্ষা পায় ইহাও কম সাহায্য নহে। সকাতরে প্রার্থনা করিতেছি, জাতীয় সংবাদ প্রবন্ধ, গল্প, জাতির অভাব অভিযোগের বিষয়, পাত্র পাত্রীর সংবাদ এবং জাতীয় শক্তির উদ্বোধক কবিতা প্রভৃতি লিখিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবেন। ক্রাউন সাইজের পত্রিকায় রয়েল সাইজের দেড়গুণ লিখা ধরিবে। সুতরাং আপনাদের সাহায্য ব্যতীত পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা সম্ভব হইবে না; আপনাদের পরিচিত স্বজাতিদের মধ্যে যাঁহারা সুলেখক আছেন, তাঁহাদিগকে প্রবন্ধাদি লিখিতে অনুরোধ করিবেন, যাহাতে পত্রিকার জীবন রক্ষা করিতে পারি, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন। ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

সম্পাদক।

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কায়য়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ } ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

সম্বন্ধ নির্ণয়।

শ্রীভুবনমোহন দাশশর্ম্মা কবিশেখর।

কারে আমি দিব বাদ?—কে আমার নয়?
এই আমি—এ অপর, যে না জানে কয়!
আত্মতত্ত্বে ডুব দিয়া,
দেখিলাম অন্বেষিয়া,
আমাতে রয়েছে সব—আমি বিশ্বময়;
সর্ব্বপ্রাণে মহাপ্রাণ,
পরমাত্মা অধিষ্ঠান,
প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে সমুদয়।
বিন্দু তার বাদ দিতে,
কিম্বা বিন্দু নাড়াইতে,
শক্তিমান্ এজগতে কে আছে কোথায়?

তাই, এ বিশ্ব জগত-মম
সকলি অমৃতোপম,
পশু, পক্ষী, তরু, লতা, মানব নিচয়।
বুকেতে জড়িয়ে ধরি,
মুখেতে চুম্বন করি,
তাহাদের মাঝে হোক্ আমিত্ব বিলয়
অসম্বন্ধে করে মহা সম্বন্ধ নির্ণয়!!

—:০:—

বৈদ্যের যজন যাজন।

শ্রীরমেশ চন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার, বি এল, চট্টগ্রাম।

হে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃগণ!

বাংলার বৈদ্যসম্প্রদায় যে বিশুদ্ধ মৌলিক ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা অবিসংবাদিত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণোচিত উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্ম সম্পাদনের অধিকারী বলিয়া আত্মপরিচয় লাভ করিয়াছি।

স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই ছয়টী নির্দ্ধারিত হইয়াছে — যথা :— স্বয়ং দেবপিতৃ যজন করা, অন্যের পক্ষে দেবপিতৃ যাজন করা, স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করা অপরকে বেদাধ্যাপন করা, স্বয়ং সৎপাত্রে দান করা এবং সৎপাত্র হইতে দান প্রতিগ্রহ করা, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ প্রাচীনতম কাল হইতে এই ষট্‌কর্ম্মের অন্তর্গত যজন ও যাজন অর্থাৎ নিজ ও অপরের পক্ষে দৈব পিত্র্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন যে, তাহার বহুল প্রমাণ রহিয়াছে।

পদ্মপুরাণে উল্লেখ রহিয়াছে :—

"সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ।
উপনীতঃ পঠেদ্বৈদ্যো নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ॥
প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহাদ্যৈশ্চ মন্ত্রস্যাহরণং চরেৎ।"

উপনীত বৈদ্য প্রণবপুটিত সব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ করিবেন এবং নারায়ণ চক্রের অর্চ্চনা করিবেন। প্রণবাদি ও স্বাহাদি দ্বারা মন্ত্রের উদ্ধার করিবেন।

বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শত শত সাধক রহিয়াছেন — স্বয়ং নিজহস্তে দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের নাম বাংলার নরনারীর নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে। কালীপূজা, দুর্গাপূজা ইত্যাদি আগমোক্ত ও নিগমোক্ত শক্তিপূজাতে

ও শিবপূজাতে বৈদ্য সম্প্রদায়ের অধিকার অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে। মহারাজ বল্লালসেন "দানসাগর" নামক যেই স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সুপ্রসিদ্ধ নব্যস্মৃতির প্রবর্ত্তক রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যও প্রামাণিক গ্রন্থস্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন স্বীয় সভাপণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টাচার্য্য দ্বারা যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখাধ্যায়ী বৈদ্যব্রাহ্মণগণের ক্রিয়াকাণ্ড সংগ্রহ করিয়া "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বৈদ্যমহারাজগণের যজন যাজন কার্য্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ থাকা প্রমাণিত হইতেছে। ভারতের নানাদেশে বৈদ্যব্রাহ্মণগণ তীর্থগুরু ও মন্ত্রগুরু রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাঢ়ে বৈদ্যই বৈদ্যের আচার্য্য গুরু হইয়া থাকেন। এমতাবস্থায় আমরা বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন কার্য্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া যাজন ব্রাহ্মণদের শরণাগত থাকা এবং পক্ষান্তরে তাঁহাদের দ্বারা উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত হওয়া কোন মতে যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্র সঙ্গত হইতেছে না।

বাস্তবিক যাজন কার্য্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য দ্বারাই সমাজের নিকট ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দেওয়া অতি সহজসাধ্য এবং তাহাতেই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়া থাকে। তাই ব্রাহ্মণত্বের প্রধান পরিচায়ক এই পৌরোহিত্যকার্য্যে আমাদের অনাদর থাকা কোন মতেই উচিত নহে। এই ব্রাহ্মণোচিত যজন, যাজন কার্য্য আমাদের মধ্যে যতদিন অবাধ বিস্তারলাভ না করিবে, ততদিন আমরা ব্রাহ্মণবর্ণত্বের সম্যক্ পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছি বলিয়া বলিতে পারিব না।

আমরা ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইতেছি, ব্রাহ্মণাচারে দৈবপিত্র্যকার্য্যাদি সম্পাদন করিতেছি, দেবশর্ম্মান্ত বা শর্ম্মান্ত নামে বাক্যপাঠ করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছি সত্য, কিন্তু স্বয়ং নারায়ণচক্রের অর্চ্চনা করিতে কিংবা অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্কল্পপূর্ব্বক পূজা করিতে স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া যাজন-ব্রাহ্মণের সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি। কোন বৈদ্যবন্ধুর দৈবপিত্র্যকার্য্যে পৌরোহিত্যে বৃত হইতে দ্বিধা মনে করিয়া যজন ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতেছি। যে যাজনব্রাহ্মণ সাধারণ বর্ণজ্ঞানশূন্য তাহাকে বরং যাজনকার্য্যে বরণ করিতেছি, কিন্তু তৎস্থলে একজন সুশিক্ষিত সদাচারী বৈদ্যব্রাহ্মণকে বরণ করিতে সাহসী হইতেছি না। নিজের দেবকার্য্য কি পিতৃকার্য্য নিজে সম্পাদন করিতে দ্বিধা মনে করিতেছি, অপর বৈদ্যভ্রাতার পৌরোহিত্যে বৃত হইয়া দৈবপিত্র্যকার্য্য সম্পাদন করা ত দূরের কথা। এমতবস্থায় হয়তঃ আমাদের ব্রাহ্মণত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় জন্মে নাই বলিতে হইবে, অথবা আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়া থাকিলেও সুদীর্ঘকাল যাবৎ অনভ্যাস ও অননুশীলনের ফলে যজন যাজন কার্য্যের প্রতি অমূলক আশঙ্কা জন্মিয়াছে।

যেইসব বৈদ্যমহোদয় ব্রাহ্মণাচারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মগায়ত্রীর উপাসনা করিতেছেন এবং শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণাচারে দৈবপিত্র্য কর্ম্ম

সম্পাদন করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে ব্রাহ্মণত্বের আত্মপ্রত্যয় জন্মে নাই, বলিয়া কোন মতে বলা যায় না। কারণ তাঁহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা না থাকিলে তাঁহারা কখনও নিজের দৈবপিত্র্যকার্য্য পণ্ড করিতে কিংবা অযথা অর্থনাশ ও সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে অগ্রসর হইতেন না। এইরূপ ব্রাহ্মণাচার পরায়ণ বৈদ্যসন্তান যদি স্বয়ং নারায়ণচক্র ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা করিতে সাহসী না হন্ এবং অপর বৈদ্যবন্ধুর জন্য পুরোহিতের ন্যায় যাজনকার্য্য করিতে অগ্রসর না হন্ তবে তিনি অনভ্যাস হেতুতে অমূলক ভয়কে পোষণ করিতেছেন, বলিতে হইবে। এই অলিক ভয়কে বিদূরীত করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তানকে যজন যাজন কার্য্যে অভ্যস্ত হইতে হইবে। ভয়কে আলিঙ্গন করাই ভয় দূরীকরণ করার একমাত্র উপায় ঃ—ভয়ের সহিত সংঘর্ষ করিলেই ভয় দূরে পলাইয়া যায়। তাই বলিতেছি, বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিলম্বে যজন যাজন শিক্ষা বিস্তার করিয়া বৈদ্যসন্তানগণকে স্বয়ং দৈবপিত্র্যকার্য্য করিতে এবং পৌরোহিত্য করিতে ব্রতী করিয়া বৈদ্যসন্তানগণের সেই অমূলক ভয় উৎপাদিত হয় সেই কার্য্যের বারংবার অনুশীলন না করিলে সে ভয় চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়। তজ্জন্য আমাদের নেতৃবর্গের কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদের আত্মীয় বন্ধুগণকে ও স্বয়ং কিংবা বৈদ্যপুরোহিতের দ্বারা যজন যাজন কার্য্য করিতে সাহস প্রদান করিবেন। ইহাতে এই অযথা ভয় দূরীভূত হইয়া বৈদ্যসন্তানগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মণ্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য জাগরূক থাকিবে।

কেহ হয়তঃ বলিবেন বৈদ্যব্রাহ্মণ কেন যাজক ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে যাইবেন ? বাস্তবিক বৈদ্যব্রাহ্মণকে যাজন ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই ব্যবসায়ের দ্বারা উদরান্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি না। তাহা করিতে গেলে বৈদ্যব্রাহ্মণদের অধিকতর অধঃপতন অনিবার্য্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণের নিজের ও আত্মীয়গণের যজন, যাজন কার্য্য যথাশাস্ত্র সুসম্পন্ন করিয়া সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানকে বাঁচাইয়া রাখিতে বৈদ্যব্রাহ্মণেরও যজন যাজন কার্য্য অভ্যস্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ যাজনব্রাহ্মণ সমাজ যখন বৈদ্যব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণাচারের বিরোধী হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণের দৈবপিত্র্যকার্য্য পণ্ড করার জন্য নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন এবং জিদের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণদের বর্ত্তমান আন্দোলনের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছেন, তখন বৈদ্যব্রাহ্মণসম্প্রদায় নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠানকে রক্ষা করার জন্য স্বয়ং যজন, যাজন কার্য্য নির্ব্বাহ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। যাজকব্রাহ্মণগণ বৈদ্যব্রাহ্মণের গুরু পুরোহিত স্বরূপ দৈবপিত্র্যকার্য্যাদি যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মণাচারে সম্পাদন করিতে যেই স্থলে প্রস্তুত রাখিয়াছেন, সেই স্থলেও বৈদ্যব্রাহ্মণের আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়তা লাভের জন্য যজন যাজন কার্য্য সমভাবে যোগদান করাও তাহাতে অভ্যস্ত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই যজন যাজন শিক্ষা ও পৌরোহিতকার্য্যকে বৈদ্যব্রাহ্মণের পক্ষে অপকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ইহাকে অপকৃষ্ট বৃত্তি

মনে করিয়া যাজনব্রাহ্মণদের হস্তে অর্পণ করাতেই কালক্রমে বৈদ্যসম্প্রদায় ব্রাহ্মণবর্ণোচিত অধিকারগুলি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে পৌরোহিত্যকে অতি পবিত্র ও অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া ধারণা করিতে এবং ইহাকেই প্রধান সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। যজন, যাজন কার্য্যের বৈদ্যব্রাহ্মণের শাস্ত্রতঃ অধিকার রহিয়াছে প্রমাণিত করিলেই যথেষ্ট হইবে না। এই সত্যধারণাকে কার্য্যক্ষেত্রে ও ব্যবসার স্থলে কার্য্যতঃ আকার প্রদান করিতে হইবে এবং সমাজে অবাধ প্রচলন করিতে হইবে।

আমাদের অপর একটি দিকও দেখিতে হইতেছে। আর্য্যজাতির যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহের ও ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনায় সম্পূর্ণ ভার একমাত্র যাজক ব্রাহ্মণ সমাজের উপর নির্ভর থাকাতে যাজক ব্রাহ্মণগণ হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়া পড়িয়াছেন। যাজকব্রাহ্মণগণ এই এক চেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী হওয়াতে কালক্রমে হিন্দুর ধর্ম্মকার্য্যে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপর তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং যে কোন মতে তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানযুগে যাজক ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে এইরূপ মনোবৃত্তি জাগিয়াছে যে, তাঁহারা যজন, যাজন কার্য্যকে অপকৃষ্টজ্ঞানে ত্যাগ করিতেছেন এবং ব্রাহ্মণেতরবর্ণীয় লোকদের ন্যায় ভোগবিলাসপ্রিয় হইয়া চাকুরী ও শিল্পবাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হইতেছেন। পক্ষান্তরে যাজক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত নগণ্য ও বর্ণজ্ঞানশূন্য তাঁহাদের উপর যজন যাজন কার্য্যের ভার দিয়া তাঁহাদের বৃত্তিটার উপর একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রাখিতেছেন। ইহাতে পরিণামে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে এইফল দাঁড়াইয়াছে যে, যাজক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা একেবারে নিরেট্ মূর্খ ও সদাচারশূন্য তাঁহারাই হিন্দুসমাজের যজন, যাজন কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন। হিন্দুপরিবারের দৈনিক ঠাকুরসেবা, নিত্যনৈমিত্তিক দেবদেবী পূজা বার্ষিক শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ ব্রতাদি, চূড়া, উপনয়ন, বিবাহাদি দশকর্ম্ম, কাম্যদান, উৎসর্গ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য এবং তীর্থস্থানে স্নান, দান, পূজা, পার্ব্বণাদির জন্য যেইসব যাজকব্রাহ্মণ নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন সদাচারশূন্য নামধারী ব্রাহ্মণ। প্রায় সকলেই কেবল তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্যই ব্যাকুল। কেহই যজমানের দৈবপিত্র্যকার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পাদন করার জন্য প্রয়াসী নহেন। শাস্ত্রজ্ঞান মন্ত্রোচ্চারণ, অর্থবোধ, ধ্যান ধারণা, ভয়ভক্তি দেবসেবার উপযোগী কোন রূপ মনোবৃত্তি যাহাদের নাই, সেইরূপ যাজকব্রাহ্মণকে আমরা গুরু ও পুরোহিতের কার্য্যে বরণ করিয়া দৈবপিত্র্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি। প্রত্যেক গ্রামে পল্লীতেই সদাচারী ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহের উপযুক্ত যাজক ব্রাহ্মণের একেবারে দুর্লভ হইয়াছে। তাহাতেও হিন্দু সমাজে ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মানুশীলন কালক্রমে একেবারে লোপ পাইতেছে। তজ্জন্য বর্ত্তমান যুবকসমাজ

একেবারে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মানুশীলন বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হিন্দুকে এই আধ্যাত্মিক অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে হইলে এবং হিন্দুর ধর্ম্মজীবনকে পুনর্গঠন করিতে হইলে, বর্ত্তমান যুগের যাজক ব্রাহ্মণের হাত হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। এইসব যাজক ব্রাহ্মণদের সহিত সমকক্ষতা করিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণকে যজন, যাজন কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রতিযোগিতা না থাকিলে কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের উন্নতি হইতে পারে না। বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যেও যজনযাজনশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এবং বৈদ্যব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী হইলে যাজকব্রাহ্মণদেরও চক্ষু ফুটিবে। তাঁহারাও তখন প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সদাচার ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিবেন এবং প্রকৃত যাজকব্রাহ্মণের গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হইয়া উঠিবেন। এইরূপে উভয় সমাজ ক্রমোন্নতিতে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বৈদ্যব্রাহ্মণগণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে একদিকে যাজকব্রাহ্মণদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচার যেমন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে তেমন হিন্দুজাতির ধর্ম্মজীবনও গঠিত হইয়া আধ্যাত্মিক অধঃপতন হইতে হিন্দুসমাজ উদ্ধার পাইবে। তজ্জন্য আমি এই মহাসম্মেলনে প্রস্তাব করিতেছি যে ঃ—

"বাংলার বৈদ্যব্রাহ্মণদের মধ্যে যজন যাজন শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করা হউক্ এবং অনতিবিলম্বে অভিজ্ঞ বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন করিতে অগ্রসর হউন।"

সান্ধ্য বন্দনা।

শ্রীমতী কুন্দপ্রভা দেবী। শ্রীপুর, চট্টগ্রাম।

সন্ধ্যার আকাশে মৃদু মধু হেসে,
যখন উঠিত চন্দ্রমা।
জোছনা আলোকে সমীর পুলকে,
গাহিত মায়ের মহিমা।
বিশ্ব ব্যাপিয়া নীল পাপিয়া
ধরিত বিপুল তান।
কোকিল কুহরে মধুর ঝঙ্কারে,
গাহিত আপনা গান।
ভ্রমরা ঝঙ্কারে ধীরে, ধীরে, ধীরে,
বাজাতো তাহার বাঁশীটি।

উছলি উছলি উঠিত তখন
চাঁদের মধুর হাসিটী।
গৃহ জননী পুলকে মগনী
শুনিত সান্ধ্য বন্দনা।
শুভাশীর্ব্বাদ ঢালিছে জগতে
করিছে শুভ কামনা।
মায়ের আহ্বানে জেগেছে নিখিল,
উঠে নব সাজে সাজিয়া।
প্রতি ঘরে ঘরে গায় তব গীতি,
তব স্নেহ প্রেমে মাতিয়া।
সুনীল আকাশে চন্দ্রমার পাশে,
যখন উঠিত তারা।
ধূসর বরণী, সন্ধ্যা তখনি,
হইত আপন হারা।

বৈদ্য-দেবোপাধি।

শ্রীকালাপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা, গৈলা ফুল্লশ্রী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তাই অম্বষ্ঠ ওরফে বৈদ্য ওরফে বৈশ্য বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—
"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব যার না পাই বেদ পুরাণে॥

বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন যুগ প্রভব সুতরাং কোন প্রকারই এক হইতে পারে না। অম্বষ্ঠের দৌড় মনুসংহিতা পর্য্যন্ত। তৎপূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব নাই। মনুসংহিতার পূর্ব্বের সত্যযুগের বেদ চতুষ্টয়ে কি অন্য কোন গ্রন্থে তাহার নাম গন্ধও নাই। তিনি প্রথম যুগে প্রবেশ করিতে সাহসী নহেন। মনে করেন আদি যুগ তক্ষক, বাসুকি, ও অনন্তে পরিপূর্ণ। কুপমণ্ডুক তথায় উপস্থিত হইলে আর প্রত্যাগত হইবার আশা নাই।

বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলে ধন্বন্তরি একটি প্রধান গোত্র। বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ এই গোত্র প্রভব। ধন্বন্তরিগোত্র যাজক-ব্রাহ্মণ মধ্যে নাই। হালি চালানের অম্বষ্ঠ-যাজক পুত্র ধন্বন্তরি গোত্র কোথায় পাইলেন? যাজক পিতা যদ্যপি গোত্রটি ধার করিয়া থাকেন, তবে কোন্ দলিল

মূলে ধার করিলেন, হ্যাণ্ডনোট, তমঃসুক, কি মর্টগেজ, কিছু বহায় দিয়া একবারে ছাপ কবালা করিলে আদি পিতার ঋণ পরিশোধ হইয়া পাকা সত্ব জন্মে না কি? পবিত্র বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ধারা কলিযুগে পবিত্রভাবে নামিয়া বিশুদ্ধাবস্থায়ই রহিয়াছে। নিম্নোক্ত বচন সমুহ তাহাদের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিতেছে, কারণ বচন সমূহের গুণাবলী বৈদ্যশরীরে পরিদৃশ্যমান্।

"যোগস্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্য মেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥"
"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণমন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"
"শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেব চ।
জ্ঞান বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥"
"সেনোপায়েন মর্ত্ত্যানাং লোকযাত্রা প্রসিদ্ধ্যতি।
তদেব কায্যং ব্রহ্মজ্ঞৈ রিদং ধর্ম্ম সনাতনম্॥"

শ্লোকাবলীর গুণাবলী আজও অবিকৃত ভাবে বৈদ্যশরীরে বিরাজমান্।

ক্রোধ সর্ব্বনাশের মূল। গীতা বলেন :—

"ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহং সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ।
স্মৃতি ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

সুতরাং যিনি জিতক্রোধ তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণ, ক্রোধ পরবশ মানব বহুবিধ কুকর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্রোধ যাঁহার বশে থাকে তিনি জিতাত্মা — সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহার ভূষণ, সত্য, ত্রেতা দ্বাপর যুগে ক্রোধান্ধজীব যে সমস্ত ভয়াবহ পাপানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া বর্ত্তমান কলিযুগ হইতে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। ভারতবর্ষ ১৭৫ বৎসর ইংরেজ রাজাধিকারে জাতি নির্ব্বিশেষে সাম্যতন্ত্রে শাসিত হইতেছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোন বৈদ্যসন্তান ক্রোধমূলক ভীষণ নরহত্যা অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন নাই, অথচ তাহার বাম ও দক্ষিণের কায়স্থ ও যাজক জাতীয় লোক এই অপরাধে জীবন দণ্ডভোগ করিয়াছে — উদাহরণ

১। বরিশাল জিলার লাকুটিয়া নিবাসী ব্রাহ্মণ-কুলীন অখিল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় একটি বেশ্যার জীবন নাশ অপরাধে উদ্বন্ধনে জীবন দণ্ডভোগ করিয়াছেন।

২। কলিকাতা নগরের শুদ্ধ বুদ্ধি ভট্টাচার্য্য আপন স্ত্রী হত্যা অপরাধে জীবন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

৩। বানরীপাড়া নিবাসী কায়স্থ কুলীন কাশীকান্ত ঠাকুরতা তদীয় মামী, মামাত ভাই মামাতভগ্নীর হত্যা অপরাধে নিজ জীবন দণ্ড দিয়াছেন।

তাহা হইলে নীতি ও ধর্ম্ম জিতক্রোধ বৈদ্যসমাজে সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিতেছেন। বৈদ্যবিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও সদাচারী। কুল লক্ষণ গুলি বৈদ্য শরীরে বর্ত্তমান :—

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥"

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে ও যুক্তিযুক্ত আলোচনায় বৈদ্য "দেবোপাধি" বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন হইতেছে, তাঁহার সহিত যে পঞ্চাশোটী অম্বষ্ঠ ওরফে বৈদ্য ওরফে বৈশ্যের কোন সংস্রব নাই তাহাও যুগজন্ম হিসাবে প্রমাণ করা হইয়াছে। অম্বষ্ঠ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ও হইতে পারেন, কিন্তু তদীয় বৈশ্যত্ব নিয়া তিনি পবিত্র বৈদ্য সমাজে মিলিতে মিশিতে পারেন না। যথা :—

"কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজ মুক্তা তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ॥"

বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায় আদি সৃষ্টি হইতে ব্রাহ্মণ। শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে তদ্বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তিনি আদি যুগ হইতে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী। ব্রাহ্মণ বৈশ্যা প্রভব অম্বষ্ঠ বিলাসীগণের আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা অনধিকার প্রবেশ। আমরা অম্বষ্ঠকামী দিগের শিরা ধমনীতে পবিত্র ঋষি শোণিত প্রবাহিত দেখি। যদি তাঁহাদের অন্তরাত্মা সন্দেহ করেন, তবে স্বীয় স্বীয় শরীরের কিঞ্চিৎ শোণিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ জন্য কলিকাতা ম্যাডিকেল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক ("Chemical Examiner") নিকট পাঠাইয়া বিশ্লেষণ করাইলে প্রত্যক্ষভাবে দেখিবেন শোণিতে ব্রহ্মবীজাণু বর্ত্তমান, বৈশ্যবীজের চিহ্নও মিলিবে না। তখন তাহাদের বৈশ্য বিলাসিতা দূর হইবে, এবং এতদিন যে বিপথগামী হইয়া মিত্রদ্রোহিতা অবলম্বনে আত্মীয়কে পর মনে করিয়া নানা স্থানে নানাভাবে আপন বৈশ্যত্ব ঘোষণা করিতেছেন, তজ্জন্য নিম্নোক্ত রূপ অনুতাপ করিতে হইবে :—

"কিংবা স্বয়ম্ভুঃ শিবশক্তি বিষ্ণুঃ কপাল দুঃখং ন করোতি দূরম্।
অতঃপর জীবঃ সকর্ম্মভোগঃ কপালঃ কপালঃ কপালোমূলম্॥"
"সমুদ্র মন্থনে লোভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্।"

মিত্রদিগের সহিত বিদ্রোহ করিলে যে বিপদ ঘটে, তাহা অম্বষ্ঠ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ও তারাওয়ারী ক্ষেত্রের পৃথ্বিরাজ ও জয়চন্দ্রের (মহম্মদঘোরীর যোগে) যুদ্ধ হইতে উপদেশ পাইতে পারেন। মিত্রদ্রোহীর দুর্দ্দশা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত আছে :—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গা সাগর সঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুঁচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুঞ্চতি॥"

শ্লোক দুইটীর মর্ম্ম একত্রে গ্রহণ করিলে "পতন্তি" পাঠ "তিষ্ঠন্তি" হয় — "তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ," সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ একবাক্যে অম্বষ্ঠের বৃত্তি "কৃষি, গোরক্ষ বাণিজ্য" স্থির করিয়াছেন, হালি অম্বষ্ঠের বৃত্তিত্যাগ দেখা যায় কেন?

ভিন্ন জাতীয় শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে প্রতিপালিত হইয়া গোপবৃত্তি গোচারণ করিয়াছিলেন। অম্বষ্ঠ যদি বৈশ্যবর্ণ হন, তবে মাতৃকুলোচিত ব্যবসা লোপ হইবার কারণ কি? চিকিৎসা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বৃত্তি, অম্বষ্ঠের নহে। অন্যজাতি বৈদ্যবৃত্তি গ্রহণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথা:—

"ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যাঃ শূদ্রজাতয় এব চ।
সর্ব্বে তে প্রলয়ং যান্তি বৈদ্যবৃত্তিপরিগ্রহাৎ॥"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গত জ্যৈষ্ঠ মাসের বৈদ্য-হিতৈষিণীতে "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্" পদের সমালোচনায় নিম্নোক্ত শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া এক অভিনব অম্বষ্ঠের আবিষ্কার করিয়াছেন:—

"নিমিত্ত শকুনো জ্ঞানো হয় শিক্ষা বিশারদঃ।
হয়ায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভূবিভাগ বিশেষ বিৎ।
শূরশ্চ কৃত বিদ্যশ্চ সারথী পরিকীর্ত্তিতঃ॥" [মৎস্য পুরাণ

"বর্দ্ধাপরিকরং শৌরিঃ সমূহ্য কুটিলালকাম্।
উবাচ হস্তিকং বাচা মেঘনাদ গভীরয়া॥
অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্য পক্রমমাচিরম্।
নোচেৎ স কুঞ্জরং ত্বাচ্য নয়াসি যম সাদনম্॥" [শ্রীমদ্ভগবৎ]

গত কার্ত্তিক মাসের বৈদ্য-হিতৈষিণীতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বামনদাস মজুমদার মহাশয় ও নিম্ন শ্রেণীর এক জাতীয় অম্বষ্ঠের আভাস দিয়াছেন। যথা:—

ক্ষত্রিয়া স্তিরথাম্বষ্ঠা উগ্রা বিদেহকাস্তথাঃ
স পাকাঃ পুক্কসাঃস্তেনা নিষাদাঃ সূতমাগধাঃ।
আয়োগাঃ করণা ব্রাত্যাশ্চাণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব)

তাহা হইলে সূত, মাগধ, আয়োগব, বৈদেহক ইত্যাদির সমশ্রেণীর একপ্রকার অম্বষ্ঠ পাওয়া যাইতেছে। সে পশু চিকিৎসক, সারথি, হাতির মাহুত, ঘোড়ার সহিস, কোচম্যান্ হইতেছে, তাহার হয়ায়ুর্ব্বেদে বিদ্যা থাকাও আবশ্যক। তিনি যখন পশু

চিকিৎসক (Veterinary Doctor) তখন তাহার সহিত দেবোপাধি বিশিষ্ট বৈদ্যব্রাহ্মণ মানব চিকিৎসকগণের কোন সংশ্রবই নাই। হিন্দুসমাজে তাহার নিজ স্থানে নিজ ভাবে থাকিতে কাহার কোন আপত্তি হইতে পারে না। বৈদ্যব্রাহ্মণ বিদ্রোহী অম্বষ্ঠগণ তাহাদেরও উপরোক্ত অম্বষ্ঠগণ মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতেছেন কি না? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোকেরই ভুল হইয়া থাকে কিন্তু ভুল ধরা পরিলে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা সংশোধন করিতে ত্রুটি করেন না। জাতিতত্ত্ববারিধি লিখক স্বর্গীয় ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় ৺বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহোদয়গণ প্রথমতঃ "দাশগুপ্ত," "সেনগুপ্ত" পদবী লিখিতেন। যখন নিজ নিজ ভুল বুঝিয়াছিলেন, তখনই দাশশর্ম্মা, সেনশর্ম্মা, লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের স্বহস্তলিখিত পত্রগুলি আমি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছি। বিদ্যারত্ন মহাশয় ২৪।৯।১৮ ইং (বার বৎসর হইল) তারিখে শ্রীউমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ও বসন্ত বাবু ৩০।১০।২৫ ইং তারিখে শ্রীবসন্তকুমার সেনশর্ম্মা লিখিয়া চিঠি সমাপ্ত করিয়াছেন।

গভীর পরিতাপের বিষয় বর্ত্তমান অম্বষ্ঠ, বৈদ্য ও বৈশ্য মহোদয়গণ ভুল স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন্। তাঁহারা শাস্ত্রযুক্তি বিরুদ্ধে ভুলকে শুদ্ধ স্থলে এবং শুদ্ধকে ভুল স্থলে দাড়া করাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। "সত্যমেব জয়তে" মহাবাক্য তাঁহাদের স্মৃতি পথে আসিতেছে না। বৈদ্য বিশ্বহিতকামী শুদ্ধ, শান্ত ও পবিত্র। কোথাও তাঁহাদের কোন গলদ নাই। তাহারা দৈব বলে বলীয়ান্।

"ন চ দৈবাৎ পরং বলম্" বামে দক্ষিণে আঠাশ লক্ষের মধ্যে গৌরীশঙ্করের চূড়া অচল অটলভাবে উন্নত মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন।

বৈদ্য দেবোপাধি প্রমাণ করিতে প্রসঙ্গত অনেক দূরে আসিয়াছি। সভা সমিতিতে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ সম্ভবপর হয় না। তাই মহাসভার সমবেত বন্ধুবান্ধবদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিয়া শুভকার্য্যে কিঞ্চিৎ মঙ্গলাচরণ করতঃ মহাসভায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া ভগ্ন হৃদয়ে প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শিশু বৃদ্ধ নরনারী, অন্যচিন্তা অপসারি
প্রেমানন্দে গলাগলি বাঁধিয়া পরাণ;
স্মরি বিশ্ব বিধাতায় বার বার নমি পায়,
শুভকার্য্য সম্পাদনে হও আগুয়ান।
জয় জয় জগন্নাথ কর শুভ আশীর্ব্বাদ,
কৃপা করি শুভ কার্য্য কর সম্পূরণ;
জয় জয় সিদ্ধিদাতা, জয় মঙ্গল বিধাতা,
ভক্তিভরে করি তব চরণ বন্দন।

শীতল নির্ম্মলাকাশে সহস্র কিরণ হাসে,
হেন বিশুদ্ধ দিবসে শুভ সম্মেলন,
তরুপরে পাখীগণ করে মিষ্ট আলাপন,
বহিতেছে মৃদু মৃদু উত্তর পবন।
বৈদ্যজাতি যে যেখানে, একভাবে এক প্রাণে,
রক্ষা কর সবে এই শুভ নিমন্ত্রণ;
ছোট বড় ভুলে যাও, সবাই মঙ্গল গাও,
সকলেই কর আজ শুভ আয়োজন।
নবীন পল্লব ফলে, ফুলে ফলে সুকৌশলে
সাজাও বাটিকা গৃহ নানা উপচারে;
কলসীতে গঙ্গাজল, সচন্দন দুর্ব্বাদল,
দধি, মধু, ঘৃত, ধান্য রাখ গৃহদ্বারে।
সবে প্রাতঃ স্নান করি, বিশুদ্ধ বসন পরি
সরল প্রফুল্ল মনে ডাক বিশ্বাধারে;
তুলি বিজয় নিশান, বিভুনাম করি গান,
সম্ভাষ বান্ধবগণে প্রেম উপহারে।
প্রসন্ন মোদের ভাগ্য সম্মেলন শুভ যজ্ঞ,
কৃপা করি যজ্ঞেশ্বর কর সম্পূরণ;
শুভদিনে শুভক্ষণে সবে শুভ সম্মেলনে
এই আশে পূজি দেব তোমার চরণ।
সম্মেলন গৃহ আজ, পরিয়ে সুন্দর সাজ
দিতেছেন প্রীতিমাল্য বান্ধবের গলে,
বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণ, হ'য়ে শুদ্ধ শান্ত মন,
সমবেত সবে আজ মহাসভা স্থলে।
বাজাও মঙ্গল বাদ্য যাহার যেমন সাধ্য
পুরবাসী দেও সবে মঙ্গল জয়কার;
স্বর্গ হ'তে দেবগণ কর পুষ্প বরিষণ,
জীবের জীবন বৈদ্য-ব্রাহ্মণ উপর।
যেখানে যে আছ আজ, ছাড়িয়ে বিষয় কাজ,
ডাক সবে প্রেমভরে জয় দয়াময়;

ঊর্দ্ধে দুটী হস্ত যুড়ি সিদ্ধিদাতা নাম স্মরি,
উচ্চ কণ্ঠে বল সবে সম্মেলন জয়।
জয় সত্য সনাতন, জয় জগত জীবন,
জয় হে মঙ্গলময় তব নামে জয় ;
জয় দেব অবিনাশী মঙ্গল রূপ প্রকাশি,
দাও শুভ সম্মেলনে সর্ব্বক্ষেত্রে জয়।

——:০:——

ত্রিসন্ধ্যা।

ডাক্তার—শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনশর্ম্মা। পোঃ ইন্দেশ্বর, শ্রীহট্ট।

বৈদ্যগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, অতএব ইহাঁদের ব্রাহ্মণোচিত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাজকব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যাহা, তাহা বৈদ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

কর্ম্মই মানব জন্মের উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্ম্ম করিবার জন্যই ইহলোকে প্রেরণ করিয়াছেন :—

"কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর"—গীতা।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, ইহাই সার ধর্ম্ম। মনুসংহিতায় আছে—

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম মনুতিষ্ঠন্ হি মানবাঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি, প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥

মানুষ বেদ প্রতিপাদিত ও স্মৃতি অনুদিত ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, ইহলোকে যশ ও পরলোকে বিমল সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

প্রত্যেক উপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণের পক্ষেই ত্রিসন্ধ্যা নিত্য কর্ত্তব্য।

"অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত"—শ্রুতিঃ।

প্রতিদিন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ত্রিসন্ধ্যার উপরই ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যায় যাঁহার বিশ্বাস নাই তিনি ব্রাহ্মণই নন্।

প্রমাণং যথা :— এতৎ সন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং, ব্রাহ্মণ্যং যত্র তিষ্ঠতি।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র, ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥—কাত্যায়নঃ

সন্ধ্যা ও গায়ত্রী বিহীনের অপবিত্রতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বলেন। যথা :—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম, ন তস্য ফলমশ্নুতে॥ দক্ষঃ

সন্ধ্যা ও গায়ত্রীবিহীন ব্রাহ্মণ সততই অপবিত্র, সকল কর্ম্মেই অযোগ্য। সে অন্য যাহা ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে, তাহার কোন ফল পাইবে না।

"অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ"। কাত্যায়নঃ

সন্ধ্যাহীন ব্রাহ্মণ সকল কাজের অযোগ্য।

যে সব বৈদ্যব্রাহ্মণ সংসর্গদোষে সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছেন, ভ্রম ক্রমেও বিশুদ্ধ গায়ত্রী জপ করেন না, পৈতা হাতে নেওয়া লজ্জা মনে করেন, এমন কি লজ্জায় পৈতাটী গলায় মালার ন্যায় প্যাচ দিয়া রাখেন বা কোমরে রাখেন, সে সব বৈদ্যব্রাহ্মণ সন্তান একবার তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণের কথা স্মরণ করুন; "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যম্"।

উপনীত বৈদ্য সন্ধ্যা না করিলে শূদ্রত্বে পরিণত হইবেন। যথা ঃ—

সন্ধ্যায়াঞ্চ প্রভাতে চ, মধ্যাহ্ণে চ ততঃ পুনঃ।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যস্তু, ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ॥
সঞ্জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যাৎ, মৃতঃ শ্বাচৈব জায়তে॥ দক্ষঃ

প্রভাতে, মধ্যাহ্ণে ও সায়ংকালে যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার উপাসনা না করেন, তিনি শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয় জীবিতাবস্থায় শূদ্র ও মৃত্যুর পর কুকুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যচ্চ ঃ—

ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং, নোপাস্তে ন চ পশ্চিমাং।
স শূদ্রবদ্ বহিষ্কার্য্যঃ, সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজ কর্ম্মণঃ॥ মনুঃ।

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করে না, তাহাকে শূদ্রের ন্যায় মনে করিয়া সমুদয় ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য হইতে বাহির করিয়া দিবে।

"অনেনৈব প্রত্যবায়েন সন্ধ্যোপাসস্য নিত্যতোক্তা।" কুল্লুক টীকা।

এই পাপশ্রুতি আছে বলিয়াই সন্ধ্যার উপাসনা নিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"চিরং সন্ধ্যোপাসনং কুর্য্যাৎ"—অত্রিঃ।

চিরকাল সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণের মনে প্রশ্ন হইতে পারে সন্ধ্যা করিলে কি হইবে? যদি কোন ফল না হয় তবে উহা করা কেন? তদুত্তরে শাস্ত্রকারগণ সন্ধ্যার ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু, নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূত পাপাস্তে যান্তি, ব্রহ্মলোকমনাময়ং॥

অর্থাৎ যাঁহারা একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যা করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

সন্ধ্যা তুপাসিতা যেন, তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।
দীর্ঘামায়ুঃ স বিন্দেত, সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যিনি সন্ধ্যা করেন, তিনি প্রকারান্তরে বিষ্ণুরই উপাসনা করিয়া থাকেন, দীর্ঘায়ুঃ লাভ করেন, এবং সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—

ঋষয়ো দীর্ঘ সন্ধ্যত্বাৎ, দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ, ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ॥

ঋষিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যা করিয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন, এবং প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাদ্বারা দৈনিক পাপ ক্ষয় হয়। যথা—

দিবা বা যদি বা রাত্রৌ, যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ, তৎ সর্ব্বং বিপ্রণশ্যতি॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

দিবা রাত্রিতে অজ্ঞানকৃত যে পাপ হয়, ত্রিসন্ধ্যার উপাসনায় তৎসমুদয় নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপন্ তিষ্ঠন্, নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমান্তু সমাসীনো, মলংহন্তি দিবাকৃতম্॥ মনু

প্রাতঃ সন্ধ্যায় রাত্রিকৃত পাপ ও সায়ংসন্ধ্যায় দিনকৃত পাপ নষ্ট হয়।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণ স্মরণ রাখিবেন সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করিলে নিশ্চয় নরক প্রাপ্ত ঘটিবে। যথা :—

তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ, স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ হারীত সংহিতায়াং।

অতএব সন্ধ্যা করিতে বিমুখ হইবে না। যে অজ্ঞান বশতঃ সন্ধ্যা না করে, সে নিশ্চয় নরকে যায়।

ভক্তি ও বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রত্যেক উপনীত বৈদ্যব্রাহ্মণের পক্ষেই ত্রিসন্ধ্যায় অবশ্য কর্ত্তব্যতা, ফলাফল ও উহা না করিলে যে পাপ জন্মে তাহা প্রশমনের জন্য এই স্থলে মহর্ষিগণের বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিলাম। আশাকরি শাস্ত্রবিশ্বাসী পাঠকগণ ইহাতে ত্রিসন্ধ্যার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সন্ধ্যা না করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় অন্য জাতির নিকট দেওয়া যেমন নিরর্থক, তদ্রূপ উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমাজের পুরোহিতবর্গ।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দেবশর্ম্মা কবিভূষণ, কালীঘাট পোঃ, কলিকাতা।

নাম	কার্য্যস্থল	গোত্র	বংশ পরিচয়	নিবাস
শ্রীরণেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা শাস্ত্রী	গাইবান্ধা	শক্তি	শ্রীবৎস-মাধব	
শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি, অধ্যাপক	কলিকাতা	শক্তি	শ্রীবৎস-গণ	ফরিদপুর
শ্রীহেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম-এ অধ্যাপক	হুগ্‌লি কলেজ	শক্তি	শ্রীবৎস-হিঙ্গু-উমাপতি	সোণারঙ্গ, ঢাকা
শ্রীনৃপেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা, বিদ্যাভূষণ	কলিকাতা	শক্তি	শ্রীবৎস-হিঙ্গু-বিষ্ণু	সোণারঙ্গ, ঢাকা
শ্রীহরপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা, কবিরত্ন	কলিকাতা	মৌদ্গল্য	চায়ু-কার্ণ্য	বিদগাঁ, ঢাকা
শ্রীতারকনাথ দত্তশর্ম্মা, বি, এ ; গীতাচার্য্য	কলিকাতা	শাণ্ডিল্য	রাম	মঘিয়া, খুলনা
শ্রীযতীন্দ্রমোহান সেনশর্ম্মা, গীতাচার্য্য	কলিকাতা	ধন্বন্তরি	ঘোষ	চব্বিশ পরগণা
শ্রীঅপূর্ব্বকুমার সেনশর্ম্মা, গীতাচার্য্য এম-ডি	কাশী	”	”	সোণারঙ্গ, ঢাকা

নাম	কার্য্যস্থল	গোত্র	বংশ পরিচয়	নিবাস
শ্রীবিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা ত্রিবেদী	চট্টগ্রাম	মৌদ্গল্য	অরবিন্দ	ধলঘাট, চট্টগ্রাম
শ্রীরমেশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মজুমদার বি-এল	,,	ধন্বন্তরি	হিঙ্গু	বরমা, চট্টগ্রাম
শ্রীতারাচরণ সেনশর্ম্মা	,,	,,	ঘোষ	শ্রীপুর, চট্টগ্রাম
শ্রীলোকনাথ সেনশর্ম্মা বাচস্পতি, কবিরাজ	যশোহর	,,	,,	ময়না, যশোহর
শ্রীবৈদ্যনাথ সেনশর্ম্মা কবিরাজ	বর্দ্ধমান	,,	,,	গাতিলপাড়া, বর্দ্ধমান
শ্রীবিহারিলাল দাশশর্ম্মা	যশোহর	মৌদ্গল্য	পন্থ-নয়	কালিয়া, যশোহর
শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা বি, এল	খুলনা	ধন্বন্তরি	ঘোষ	মুলঘর, খুলনা
শ্রীঅনন্তকুমার দাশশর্ম্মা	বরিশাল	মৌদ্গল্য	,,	কেওরা, বরিশাল
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সে				
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সে[illegible]শর্ম্মা বি-এ	চট্টগ্রাম	[illegible]	[illegible]	নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম

নাম	কার্য্যস্থল	গোত্র	বংশ পরিচয়	নিবাস
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা	বরিশাল	ধন্বন্তরি	ঘোষ	কেওরা, বরিশাল
শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা, দর্শনকেশরী	,,	,,	,,	,, ,,
শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্তশর্ম্মা কবিরত্ন	,,	কাশ্যপ	,,	মহম্মদপুর, যশোহর
শ্রীজয়চন্দ্র ধরশর্ম্মা		জামদগ্ন্য	ত্রিপুর	ময়মনসিংহ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা		,,	,,	চুণ্টা, ত্রিপুরা
শ্রীসুকুমার সেনশর্ম্মা		,,	,,	,,
শ্রীরজনীকান্ত দাশশর্ম্মা, কবীন্দ্র		,,	,,	বিক্রমপুর
শ্রীরাখালদাস সেনশর্ম্মা		,,	,,	,,
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা	গোয়ালপাড়া	ধন্বন্তরি	বিনায়ক	গৈলা, বরিশাল
শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা		কাশ্যপ		

"কলির ব্রাহ্মণ

"বিপ্র-ব্যবহার-সংস্কারিণী সভা"

"সমাজ-সংস্কার" কার্য্যালয়।

১৭।১ রাণী রাশমণি ষ্ট্রীট, টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

বৈদিক যুগের মহা-শক্তিমান্ ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি-হেলনে রাজার সিংহাসন কম্পিত হইত, ব্রাহ্মণের ভ্রুকুটি-ক্ষেপে একটা সাম্রাজ্য জ্বলিয়া যাইত, ব্রাহ্মণের আদেশে 'বিন্ধ্যের' বিনত মস্তক চিরদিনের জন্য ভূমি-লুণ্ঠিত হইয়া থাকিত, এমন কি শ্রদ্ধাবশতঃ স্বয়ং নারায়ণও ব্রাহ্মণের পাদ-প্রহার সহাস্য-বদনে নিজ বক্ষে ধারণ করিতেন! বিস্মৃত ভারতের নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ—আর কলিযুগের নীচ-প্রকৃতি ও ভিক্ষাবৃত্তি এই ব্রাহ্মণ! উভয়ের তুলনা করিলেও দেহ শিহরিয়া উঠে! লিখিতে কষ্ট হয় সেই ব্রাহ্মণের অপমান করিয়া হীনমতি শূদ্রেরা আজ কাল বলিয়া বেড়ায় "কলির ব্রাহ্মণ ঢোড়া সাপ যে না মারে তার পাপ!" ছিঃ! ছিঃ! আমাদের এতটা অপমানও সহিতে হইতেছে? কেন? কেন আজ ব্রাহ্মণের সঙ্গে নির্বিষ পদাহত 'ঢোড়া' সাপের তুলনা? হেতু ইহার কিছু নাই কি?—অবশ্য আছে! ব্রাহ্মণ আজকাল নির্বিষ সর্পে পরিণত হইয়াছে, তাহার নিষ্ঠা নাই, সাধনা নাই, বেদ-জ্ঞান নাই, শাস্ত্র পাঠ নাই, ব্রহ্মচর্য্য নাই। অনেক ব্রাহ্মণ এখন পরদার-গমন, বেশ্যা-বিহার, মদ্যপান, মামলা-মোকদ্দমা, হিংসা পরশ্রীকাতরতা, দলাদলি ও নিমন্ত্রণ-ভোজন ইত্যাদিতেই দিবা-রজনী যাপন করে। ব্রাহ্মণ এখন মুষ্টিভিক্ষার জন্য কাঙ্গাল, ব্রাহ্মণ এখন অর্থলোভে শূদ্রাদি এবং অস্পৃশ্য জাতিগণেরও দাসত্ব স্বীকার করে। ব্রাহ্মণের এখন আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নাই, জাতি-জ্ঞান নাই, সে যত্র তত্র আহার-বিহার করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ-বোধ করে না! [আমরা যতদূর শুনিতে পাই বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরিশাল, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এই সমস্ত অনাচার অন্যান্য দেশ হইতে অধিক]। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—কে বা কাহারা ব্রাহ্মণগণের এই রকম অধঃপাতের মূল? উত্তর—

শূদ্র! কায়স্থ! ও বৈদ্যাদি জাতিগণ।

বাস্তবিক ইহারাই বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ অধঃপাতিত করিতেছে! ব্রাহ্মণ শিশুকাল হইতেই বুঝিতে পারে যে 'যখন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিয়াছি তখন উপবাসে কিছুতেই মরিব না!' কেন না, শূদ্রের গৃহে গৃহে ঠাকুর-পূজার বন্দোবস্ত আছে, মরা-পোড়াইবার বন্দোবস্ত আছে, অতিথি-অভ্যাগত আসিলে তাহার জন্য রান্না করিয়া দিয়া পয়সা-রোজগারের বন্দোবস্ত আছে, দেশে মামলা লাগিলে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অর্থলাভের সুবিধা আছে! আর সকলের চেয়ে অধিক সুবিধা হইল ঐ শূদ্রাদির গৃহে নিমন্ত্রণ।

কাজেই অন্ন-সমস্যার এত উপায় যখন বর্ত্তমান তখন শাস্ত্রাদি-পাঠ করিয়া পণ্ডিত বা ব্রহ্মচারী হইবার প্রয়োজন কি? এইজন্যই ব্রাহ্মণ-বালকেরা অধ্যয়নে পরাঙ্মুখ! ঐ ঠাকুর-পূজা এবং নিমন্ত্রণ এই দুইটী জিনিষই ব্রাহ্মণগণকে মোহ-বন্ধনে চিরকাল বদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি—'হে শূদ্রাদি জাতিগণ! তোমাদের কি পরকালের চিন্তাও নাই? ব্রাহ্মণগণকে এইভাবে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত করিয়া রাখিয়াছ তোমরা! তাহাদের এই অধোগতি করাইয়া তোমরা অজ্ঞাতসারে যে কতই না পাপের ভাগী হইতেছ তাহা শাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আমরা নিম্নে প্রমাণ করিব! এই মুহূর্ত্ত হইতে তোমরা ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রাত্যাহিক ঠাকুর-পূজা বন্ধ করিয়া দাও, গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণের ভোজন ব্যবস্থা ও নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দাও, দেখিবে তাহাদের কতই না উপকার হয়। তাহাদিগকে এইভাবে অর্থ-লুব্ধ ও অন্ন-লুব্ধ করিয়া রাখিয়া তোমরা দিন দিন তোমাদের মৃত পূর্ব্ব পুরুষগণকে নরকে পতিত করিতেছ। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে তোমরা মনে কর পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। হ্যাঁ, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রসাদ গ্রহণে অতুল পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু অশাস্ত্রজ্ঞ ও আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের দ্বারা গৃহ-দেবতার পূজা করাইলে ও তাহাদিগকে অন্নদান করিলে মানুষ পিতৃগণের সহিত নরকগামী হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ নিম্নে দিতেছি। আজ কাল বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অনেক গৃহে কায়স্থ-শূদ্রগণ নিজেরাই গৃহ-দেবতার অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পূর্ব্ববঙ্গেও এই রীতি প্রবর্ত্তিত হউক!' মূর্খ ও আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের দ্বারা কদাচ দেবতার বিগ্রহ স্পর্শ করাইও না! উহাতে তোমাদেরই মহাপাপ! আত্ম পূজাই জগতে শ্রেষ্ঠ পূজা। আত্ম-পূজাতে সংস্কৃত মন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। নৈবেদ্যাদির আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না, ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন! ভক্তিভরে একটীবার মাত্র প্রাণ হইতে ঠাকুরকে ডাকিলে, একটী মাত্র ফুল ঠাকুরের পায়ে নিজ হাতে ভক্তিভরে অর্পণ করিলে যেই পুণ্যলাভ হয়, তাহা অজ্ঞ ব্রাহ্মণের এক বৎসর-ব্যাপী মন্ত্রপাঠেও হয় না। এইজন্য পশ্চিম অঞ্চলে ঘরে ঘরে এখন শূদ্রেরাই ঠাকুর-পূজা করিতেছে। ঠাকুর তো আমাদের প্রাণেই আছেন, তাঁহাকে ডাকাইতে ও জাগাইতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন কি? উহা একটা অন্ধ সংস্কার মাত্র! আজ হইতে তোমার ঐ সংস্কার দূর হইয়া যাক্।

ব্রাহ্মণ ভোজনের নিয়ম ঃ—

"দ্বৌ দৈবে, পিতৃকার্য্যে ত্রীন্ একৈকম্ উভয়ত্র বা।
ভোজয়েৎ সু-সমৃদ্ধোঽপি ন প্রসজ্জেত বিস্তরে॥" [মনু ৩।১২৫]

[দেব পূজাদিতে দুইজন মাত্র, পিতৃকার্য্যে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে তিনজন মাত্র, কিংবা

উভয় স্থলেই মাত্র একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়। অত্যন্ত ধনী হইলেও লোক তদধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন না]।

"সহস্রং হি সহস্রাণাম্ অনৃচাং যত্র ভুঞ্জতে।
এক স্তান্ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃসর্ব্বান্ ইতি হি ধর্ম্মতঃ॥" [মনু ৩।১৩১]

[বেদে অনভিজ্ঞ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণও যথায় ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও যদি ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত, হন, তাহা হইলে ঐ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজনের ফল ধর্ম্মতঃ ঐ একটী ব্রাহ্মণের দ্বারাই লাভ করা যায়]।

"যাবতো গ্রসতে গ্রাসান্ 'হব্যকব্যেষু' অমন্ত্র-বিৎ।
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দীপ্ত-ত্রিশূল-নিকরান্॥" [মনু ৩।১৩৩]।

[অ-শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে ও দেবপূজাদিতে যতটা অন্ন-গ্রাস গ্রহণ করে, মৃত্যুর পর ততটা প্রদীপ্ত ত্রিশূলের দ্বারা তাহার পাকস্থলী ছিন্ন করা হয়]। অতএব হে শূদ্রাদি-জাতিগণ, জিজ্ঞাসা করি,—তোমাদের গৃহে আমাদিগকে এভাবে নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়া শেষকালে আমাদের এইপ্রকার নরক-যন্ত্রণার বন্দোবস্ত করিবে? তোমাদের কি নিজেদের পরকালের চিন্তাও নাই?

ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী-ভেদ

"হিংসানৃত-প্রিয়াঃ লুব্ধাঃ সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ-পরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥" মহাভারত শান্তিপর্ব]

[যাঁহারা হিংসক, মিথ্যাবাদী, লোভী, চাকুরি ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবসায় করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, কৃষ্ণবর্ণ এবং আচারভ্রষ্ট ঐ সকল ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। উহাদের দ্বারা কোনও ক্রিয়া-কর্ম্ম করিলে কেবলমাত্র পাপার্জ্জনই হইয়া থাকে]।

"অব্রাহ্মণস্তু ষট্ প্রোক্তাঃ ঋষিণা তত্ত্ব-বেদিনা।
তৃতীয়ো বহুযাজী স্যাৎ চতুর্থো গ্রাম-যাজকঃ॥" [শব্দ-কল্পদ্রুম]।

[ঋষিগণ ছয় প্রকার 'অব্রাহ্মণের' বিবরণ দিয়াছেন, উহাদের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতেছে—যাহারা বহুলোকের গৃহে যাজন করিয়া থাকে এবং যাহারা সারা গ্রামের ঠাকুর-পূজাদিতে নিযুক্ত। উহারা অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ]।

"অতপা শ্চানধীয়ানঃ প্রতিগ্রহ-রুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভসি অশ্ম-প্লবেনেব তেন সহৈব মজ্জতি॥" [মনু ৪।১৯০]

[যে ব্রাহ্মণের তপস্যা নাই, যাহার বেদাধ্যয়ন হয় নাই, অথচ যে দান-গ্রহণের জন্য উপস্থিত, এমন ব্যক্তিকে দান করিলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জলের মধ্যে পাষাণের ভেলায় উপবিষ্ট ব্যক্তির মত নরকে নিমগ্ন হয়]।

"পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান বৈড়াল-ব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বক বৃত্তীংশ্চ বাঙ্ মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" [মনু ৪৩০

[যে সকল ব্রাহ্মণ 'পাষণ্ড' অর্থাৎ সদাচারভ্রষ্ট, যাহারা নীচ ব্যবসায় করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, যাহারা 'বিড়াল ধর্ম্মী' অর্থাৎ বাহিরে সাধু-পুরুষ, অন্তরে পরের অপকার চিন্তাকারী, যাহারা শঠ, যাহারা 'কুতর্কী' অর্থাৎ মিথ্যা তর্কের দ্বারা সরল মানুষের ভ্রম জন্মায়, এবং যাহারা 'বক-বৃত্তি' অর্থাৎ বাহিরে সাধু অন্তরে কুটিল,—এ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করা দূরে থাকুক, বাক্যের দ্বারাও সম্ভাষণ করিবে না]।

অতএব হে কায়স্থবৈদ্যাদি জাতিগণ,—আবার বলিতেছি, বঙ্গদেশের এই ব্রাহ্মণ-সমাজের পুনরুত্থানের জন্য আপনারা অচিরে ব্রাহ্মণ ভোজন ও ঠাকুর পূজা ইত্যাদি ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে তুলিয়া লউন। নইলে আপনাদের উর্দ্ধতন মৃত পিতৃপুরুষগণও দিন দিন নরকগামী হইতেছেন, এ কথাটী স্মরণ রাখিবেন।

দানের প্রকৃত পাত্র হইতেছেন শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠবান ব্রাহ্মণ, তদভাবে দীন-দরিদ্র দানের একমাত্র পাত্র—'শ্রীমদ্ভাগবতে' উক্ত হইয়াছে—

'দানস্য যোগ্যঃপাত্রা হি ন বিপ্রাঃ পাপচারিণঃ।
দরিদ্রা আতুরা দুঃস্থা 'দীননারায়ণা' হি তে॥'

[যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পাপাচারী উহারা দানের যোগ্য পাত্র নহে, পরন্তু দীন, দুঃস্থ, খঞ্জ ও আতুর ইত্যাদি মনুষ্যই 'দরিদ্রনারায়ণের' স্বরূপ, উহাদিগকে দান করিলে নারায়ণ সেবার ফল হয়]।

প্রবন্ধের লিখক যজনব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তাঁহারা স্বজাতির চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তব সত্য? যাজকব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শত করা ৯৯ জন যে দেব, ঋষি, মুনি, বিপ্র, সংজ্ঞার বহির্ভূত তাহা কে অস্বীকার করিবে? যাজক ব্রাহ্মণগণ যে দ্বিজ বলিয়া গৌরব করেন, সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণের লক্ষণে বলা হইয়াছে :—

"বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগ বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন, সর্ব্ব সঙ্গ বর্জ্জিত, সাংখ্যযোগ বিচারশীল, সেই ব্রাহ্মণই দ্বিজ সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন। বিপ্র শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "বিশেষেণ প্রাতি পরয়তি ষট্ কর্ম্মাণি বিপ্রঃ" বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভার' সভ্যগণের মধ্যে ষট্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কিরূপ আছে, তাহা তাঁহারাই জানেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সংজ্ঞার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তন্মধ্যে কেহ বৈশ্য, কেহ শূদ্র, কেহ নিষাদ, কেহ পশু,

---

☞ এই পত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রত্যেক জিলার "শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" সমূহে প্রেরিত হইবে, জনসাধারণ তথা হইতে পাইতে পারিবেন।

কেহ ম্লেচ্ছ, হয়তঃ কেহ চণ্ডাল সংজ্ঞার ব্রাহ্মণ হইয়া যান্। ইহাই বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভা" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সভার সভ্যগণ বুঝিয়াছেন :—

ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

পশু-ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখিয়াই বোধ হয় "বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী" সভার প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান কতদূর সমুচ্চ তাহা তাঁহারাই জানেন। বচনের দ্বিতীয় লাইন বাদ দিয়া যে যাজকব্রাহ্মণদিগকে অব্রাহ্মণ সাব্যস্ত করার চেষ্টা পাইয়াছেন এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশালের ব্রাহ্মণগণই অধিকতর যাজন কার্য্য করেন বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য বচনটী এই স্থলে অধ্যাহার করা হইল।

"অব্রাহ্মণস্তু ষট্ প্রোক্তাঃ ঋষিণা তত্ত্ব বেদিনা।
আদ্যো রাজভৃত্য স্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহু যাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থো গ্রাম-যাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ।
নোপাসীচ্চ দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

"বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভার" সভ্যবৃন্দ, রাজভৃত্য, ক্রয়বিক্রেতাকে বাদ দিয়া কেবল যাজকব্রাহ্মণকে নিন্দা করার উদ্দেশ্য কি তাহা কি কেহ বুঝিতে পারে না? যাঁহারা যাজকতা কার্য্য করেন, তাঁহারা প্রতিগ্রহ ও করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের ষট্ কর্ম্মের মধ্যে অন্ততঃ দুই কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহাদের রহিয়াছে। তাঁহারা এই কর্ম্মের জন্য ও নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবী করিতে পারেন। যাহারা রাজভৃত্য বা অপরাপর জাতির ভৃত্য অর্থাৎ বেতন ভুক কর্ম্মচারী, যাঁহারা ক্রয়বিক্রয়ী অর্থাৎ মার্চ্চেন্ট তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিবার অধিকারী কিনা "বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভা" সিদ্ধান্ত করিবেন। শব্দকল্পদ্রুম তৎপর বলিতেছেন :—

"যো বিদ্যা বিক্রয়ী বিপ্রো বিষহীনো যথোরগঃ।
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বিভোজী মৎস্য ভোজী চ যো দ্বিজঃ।
শিলা পূজাদি রহিতো বিষহীনো যথোরগঃ॥

যে সব বিপ্র পারিশ্রমিক গ্রহণ করতঃ শিক্ষকতা করেন, যাহারা প্রাতে চা বিসকুট্ প্রভৃতি আহার করিয়া দ্বিবার ত্রিবার ভোজন করেন, যাহারা মৎস্য ভোজী, যাহারা শিলার্চ্চনা (বিষ্ণুপূজা) করে না তাহারা বিষহীন সর্পের ন্যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বহীন ব্রাহ্মণ।

জিজ্ঞাসা করি 'বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে নিরামিষ ভোজী কয়জন আছেন, রাজার অধীনে বা ব্রাহ্মণেতর জাতির অধীনে চাকুরী করেন না, দিনে দ্বিবার

আহার করেন না, নিত্য বিষ্ণুপূজা করেন, বেতন না নিয়া শিক্ষকতা করেন, এইরূপ বিপ্র সমগ্র বঙ্গদেশে কয়জন আছেন? তাহা প্রতিপাদন করিয়া যাজক ব্রাহ্মণদিগকে যাজকতা বন্ধ করিবার উপদেশ দেওয়া উচিত ছিল। শাস্ত্রকার স্পষ্ট বলিয়াছেন:—

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদ মন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
সজীবেন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি স্বানয়॥

বেদ অধ্যয়ন না করিয়া যে অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রম (অধ্যয়ন) করে, সে জীবদ্দশায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এই বঙ্গদেশে বিপ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কয়জনে প্রথমতঃ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাহারা ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, বা ম্লেচ্ছসেবী তাঁহারা কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নির্ণয় করিয়া যাজক ব্রাহ্মণকে নিন্দা করা উচিত ছিল। যাজকব্রাহ্মণ যে শিলার্চ্চনা করেন তাহাতেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হইতেছে। ব্রাহ্মণের যাজকতা কর্ম্ম বাদ দিয়া যে ব্রাহ্মণ হইতে বা বিপ্র হইতে পারেন, সেইরূপ একটা বচন অধ্যাহার করা কি বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভার সভ্যগণের উচিত ছিল না? যাজকব্রাহ্মণগণ সমুচ্চস্বরে কি ঘোষণা করিতে পারেন না আমরাই যাজকগণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়াছি, ম্লেচ্ছসেবী, ম্লেচ্ছভাষী, ক্রয়বিক্রয়ী, চাকুরী জীবীরাই অব্রাহ্মণ, তাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণত্বের কোন লক্ষণ নাই, তাঁহাদের দ্বারা দৈব পৈত্র্যকার্য্য করাইলে তাহা পণ্ড হইয়া যাইবে। বস্তুতঃপক্ষে যাজকব্রাহ্মণ দ্বারা এইক্ষণও প্রাচীন রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, অনেকাংশে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের জীবন যাপনের চিত্র দেখিলে প্রাচীনকালীয় ঋষিদের কথা স্মৃতি পটে উদিত হয়। "বিপ্র ব্যবহার সংরক্ষিণী সভার" উদ্দেশ্য হইল প্রতীচ্য শিক্ষায় দীক্ষায় ব্রাহ্মণসমাজকে বিলাসী করা, এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির দৈব পৈত্র্যকার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া, বিশেষতঃ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে আচার ভ্রষ্ট করিয়া রাখা, "তে হি নো দিবসা গতাঃ" যাজকব্রাহ্মণগণকে বৈদ্যব্রাহ্মণদের প্রতিপক্ষ এবং কয়েক শতাব্দি হইতে যে বৈদ্যব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছেন, তাহা বৈদ্যব্রাহ্মণেরা অবগত আছেন। বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ নিশ্চেষ্ট নহেন। প্রত্যেক জেলায়ই পুরোহিত, আচার্য্য, ও দীক্ষাগুরুর কার্য্যে অভিজ্ঞ বৈদ্যব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল বৈদ্যব্রাহ্মণের প্রাণে জাগিয়াছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহরূপ ষট্‌কর্ম্মের সহিত জাতীয় চিকিৎসা বৃত্তির অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। "নতু যথাপূর্ব্বং তথাপরং" হইয়া বঙ্গীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে থাকিতে হইবে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্মরণ রাখিতে হইবে:—

"ক্ষমা দয়া চ বিজ্ঞাং সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্মং নিত্যতা জ্ঞানমেতদ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥

বৈ প্রঃ সঃ

—:০:—

ওঁ তৎসৎ।

ওঁকাররূপ ত্রিদশাভিবন্দিত,
হে বৈদ্যনাথ প্রণতোঽস্মি কাময়ে।
মোহান্ধকারোপশমায় শাশ্বতী,
বিভাতু "বৈদ্য-প্রতিভা" স্বতেজসা॥

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ | চৈত্র | ১২শ সংখ্যা

"বাসন্তী হাওয়া"

দুল্ দুল্ দুল্
দুল্‌ছে নূতন ফুল
গন্ধে আকুল ছোটে অলিকুল
মত্ত বাসনা বশে,
ছুটিয়া ছুটিয়া দয়িতে পাইয়া
আনন্দ সাগরে ভাসে।
দারুণ শিশির নিরমম হিয়া
ধরার বক্ষ হতে,
মনোরম যাহা হরণ করিয়া
নিয়েছিল নিজ হাতে।
তৃণহীন মাঠ, বৃক্ষে নাই পাতা
ফুল নাই কচি ডালে,
দানব যেমন অমরাবতীর নন্দন
বন দলে।
ডাকে নাই পাখী পল্লবিত শাখে
ভোমরা গাহেনি গান,
মন্দ মলয় দক্ষিণ বাতাসে

প্রকৃতি সম্পদ হীন
কাটায়েছে এত দিন,
(ওরে) সেদিন আজিকে হয়েছে অতীত
অতীত হয়েছে নিশা,
মন মাতোয়ারা বসন্তেরি হাওয়া
জাগাইছে নব আশা।
ঐ কি ওই দেখা যায়,
স্বর্ণ রথোপরে সোণালী আচল
দুলিছে মধুর বায়,
আসিছে বাসন্তী রাণী মধুর মূরতি খানি
ফুল আভরণ গায়।
মাঠে কচি তৃণ ফুল রাশী শাখে
আনন্দে হাসে ধরা,
ওরে ভারতের লক্ষ তরুণ,
নির্জীব রবি কি তোরা।
জাগেনি কি কারো প্রাণে জননীর মর্ম্ম বেদনা
অশ্রু জরিত নয়নে,
রাজ রাজেশ্বরী ভিখারিণী প্রায়
লুণ্ঠিতা ধূলি শয়নে।
নিয়মের শত নাগপাশে বাঁধা
পলে পলে বরে মরণে।
বঞ্চিত প্রাণের সঞ্চিত ব্যথা
মূর্ত্ত আজি চারিধারে,
বাজিয়া উঠেছে পাঞ্চজন্য
পার্থ সারথি করে।
শিকল দেবীর স্বর্ণ পূজা বেদী
দীপ্ত চরণে দলি,
বাসন্তী হাওয়া মাতাবে ভারত
সাম্যের সুর তুলি।

কুমারী মতিপ্রভা দেবী, শিক্ষয়িত্রী।
মেনকা উচ্চ প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

বঙ্গীয় বৈদ্য-তরুণ সমিতির উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী।

স্থাপিত ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ।

নিবেদন ঃ—

আজ নব যুগের স্বর্ণ উষায় জাতির স্তব্ধ যৌবনে নূতন জাগরণের শিহরণ আসিয়াছে—তাইত দিকে দিকে জাগিয়া উঠিবার লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আজ জাতির তারুণ্য ধর্ম্ম উদ্বোধিত হইয়া তার জয় ডঙ্কা বাজাইয়া নূতন যাত্রা পথের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাইত দিকে দিকে এত কলকোলাহল। জাতির ঈপ্সিত কবে ধরা দিবে কে জানে? কিন্তু তার আশাইত জাতি আজ অভিসারে বাহির হইয়াছে। যার যতটুকু শক্তি সম্বল আছে তাহাই লইয়া সে আসিয়াছে—এই জয় যাত্রা সার্থক করিতে। এ প্রেরনার উৎস পাইত আমরা দেশের নানা সমিতি ও সঙ্ঘগুলি হইতে তাদেরই মাঝে যেন এ অভিব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ এক মহান আদর্শেরই প্রেরণাবশে কতিপয় তরুণ বৈদ্যের চেষ্টায় "বঙ্গীয় বৈদ্য-তরুণ সমিতি" গঠিত হইয়াছে। তবে যদিও ইহার উদ্দেশ্য বৈদ্যজাতির মাঝে সকল প্রকার উন্নতির চেষ্টা করা, তথাপি ইহাকে যেন কেহ সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন মনে না করেন। কেন না ইহা অপর জাতির প্রতি ঈর্ষা না করিয়া নিজেদের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হইবে। ইহাতে ত কাহার ওই ক্ষতির আশঙ্কা নাই। যদি সমিতির চেষ্টায় বৈদ্য জাতির উন্নতি ও একতাবদ্ধতা সংসাধিত হয় তবে ত বৃহত্তর জাতিরই একটা অঙ্গ সুষ্ঠু হইল। তাহাতে ত জাতিরই মঙ্গল।

সকল আন্দোলনেরই একটা আদর্শ আছে। সে আদর্শই তার ঈপ্সিত ও কাম্য। তেমনি ধারা একটা আদর্শকে ধ্রুবতারা করিয়া এই সমিতি তার কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই সমিতির উদ্দেশ্য ঃ—

(১) যথাসাধ্য রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও স্বজন হীন অসহায় বৈদ্য মৃতের সৎকার করা।

(২) বিপন্ন ভদ্র মহোদয়গণকে সাহায্য করা, দরিদ্র বৈদ্য বালক বালিকাদের শিক্ষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া, অসহায় দরিদ্র বৈদ্য বিধবা স্ত্রীলোকদের অর্থ সাহায্য করা।

(৩) পণ প্রথার অত্যাচারে আজ বৈদ্য জাতি ধ্বংশোন্মুখ। সেই অত্যাচার হইতে জাতিকে বাঁচাইবার জন্য এই সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

(৪) চিকিৎসা জগতে আয়ুর্ব্বেদের স্থান কোথায় তাহা আজ নূতন করিয়া বলিতে হইবে না, তাই চিকিৎসকহীন স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করা।

(৫) জাতীয়তা প্রচার। এক কথায় বৈদ্য জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই ইহার লক্ষ্য।

সমিতির এই মহান্ কার্য্যে চাই সমস্ত বৈদ্য জাতির পূর্ণ সহানুভূতি। নতুবা ইহা উদ্দেশ্য মরীচিকার মতই ব্যর্থ হইবে।

তাই বৈদ্য মহোদয়গণের নিকট নিজেদের জাতির জন্য বেদনার আহ্বান জানাইতেছি আপনাদের সবল সুস্থ অন্তর লইয়া আজ এই সমিতিকে সাহায্য করুন—যথাসাধ্য অংশ দানে ইহার শক্তি বৃদ্ধি করুন। আশা আছে যে শ্রীভগবানের, আশীর্ব্বাদে আমাদের মিলিত চেষ্টা একদিন জাতির অন্তরে নূতন বাণী পৌঁছাইয়া তাহাকে নূতন ভাবে স্পন্দিত করিয়া তুলিবে। এর বেশী আর অন্য কোন বাসনা আমাদের নাই।

এই সমিতির নিয়মাবলী ঃ—

(১) প্রত্যেক ১৩ বৎসরের ঊর্দ্ধ বৈদ্যগণের এই সমিতির সভ্য হইবার অধিকার থাকিবে।

(২) সমিতির ১ জন সভাপতি ও ২ জন সহঃ সভাপতি; ১ জন সম্পাদক ও ২ জন সহঃ সম্পাদক এবং ১ জন কোষাধ্যক্ষ থাকিবে।

(৩) সমিতির ১৫ জন সভ্য নিয়া কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। এই ১৫জন সভ্য ও সম্পাদক সাধারণ সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

(৪) কার্য্যকরী সমিতি, তাহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য ৫ জনকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিবার অধিকার থাকিবে।

(৫) সমিতির বার্ষিক চাঁদা সাধারণ সভ্য—।০ আনা এবং কার্য্যকরী সমিতির সভ্য —১৲ টাকা।

(৬) বৎসরে অন্ততঃ ৩টী সাধারণ সভা এবং ১টী বিজয়া সম্মেলন হইবে, এবং মাসে অন্ততঃ ১টী কার্য্যকারী সমিতির সভা হইবে। এক চতুর্থাংশ সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্য চলিবে।

বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ ঃ—

(১) সভাপতি :—শ্রীহরিপদ সেন (২) সহঃ সভাপতি :—শ্রীখগেন্দ্র নাথ দাশশর্ম্মা ও শ্রীইন্দু ভূষণ দাশশর্ম্মা (৩) সম্পাদক—শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্ম্মা (৪) সহঃ সম্পাদক :— শ্রীতারকচন্দ্র সেনশর্ম্মা ও শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায় (৫) সভ্যগণ :—শ্রীবিজয়রত্ন সেনশর্ম্মা, কুমুদচন্দ্র সেন, যাদবচন্দ্র দাশশর্ম্মা, প্রেমতোষ সেনশর্ম্মা, পুরুষোত্তম সেনশর্ম্মা, নৃপেন্দ্রনাথ রায়, হেমন্তকুমার দাশশর্ম্মা, হীরালাল সেন, দ্বিজেশ গোবিন্দ সেন, সুশীল চন্দ্র সেনশর্ম্মা, রনদা চন্দ্র গুপ্ত মজুমদার, শচীন্দ্র নাথ দাশশর্ম্মা।

শ্রীনলিনীকান্ত সেনশর্ম্মা, সম্পাদক।

৩নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—ঃ০ঃ—

"বাঙ্গালার সেন রাজগণ"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীললিত মোহন দাশশর্ম্মা রায়, বিদ্যাবিনোদ, মিরাট।

আর তাঁহাকে যে "ওষধিনাথ" বলা হইয়া থাকে তাহাও এই বেদ বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। "ওষধিনাথ বা "বৈদ্য" ঔপাধিক মহারাজ চন্দ্র বা সোমের বংশে সেনরাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহারাজ বল্লাল সেনদেবের পুত্র নৃপতি লক্ষণ সেনদেব "অদ্ভুত সাগরের" ভূমিকায় "চরনোষধি পল্লবে ইরন্তো দ্বিষদোজাবিষমাস্তেন্দুবংশ্যা" (অর্থাৎ ইন্দুবংশীয় দিগের চরণরূপ ঔষধি পল্লবে শত্রুবর্গের বলবীর্য্যরূপ বিষ নষ্ট হয়) বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহারই প্রদত্ত তাম্রশাসন গুলিতে—

"তেজ বিষজ্বরমুষো দ্বিষতাম ভুবন্ ভূমিভুজঃ"

স্ফুট মহৌষধনাথ বংশে।" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

এই সকল উক্তিই কি উহাদিগের "ভিষকত্ব" বা "বৈদ্যত্ব" প্রমাণিত করে না? হাঁ, ভিষকত্ব বা বৈদ্যত্ব সিদ্ধ হয় কিন্তু কুলাচার্য্যগণের "জাতিবৈদ্যত্ব" প্রমাণিত হয় না। অতি সত্য কথা। উক্তযুগে বৈদ্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ভারতে ছিল না। এখনও বাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে নাই। উহারা সকলেই ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাই সোম বা চন্দ্র বংশীয় সেন নৃপতিগণ প্রাচীন যুগে "জাতিবৈদ্য" বলিয়া পরিচয় দেন নাই। পরবর্ত্তী-যুগে যখন সেনরাজগণের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়াছিলেন সেই যুগ হইতেই উঁহাদের অধঃস্তন্ সন্তানগণ এবং তাঁহাদের অন্যান্য জাতিবর্গ যাঁহারা বৈদ্য বা ভিষক" উপাধিক্ ছিলেন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া নিজদের বংশগত চিকিৎসাকে জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করেন এবং এই কারণে কুলাচার্য্যগণ বাংলায় বৃত্তি অনুসারে ইহাদিগকে "জাতিবৈদ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইহা যে তাঁহাদিগের প্রমাদ হইয়াছিল তাহাও আমরা মনে করি না। কারণ এই যুগের প্রারম্ভ হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র জাতিগুলি বৃত্তি অনুসারে বেশ জন্মগত হইয়া দাঁড়াইতেছিল এই যুগেই স্বোপার্জ্জিত বিদ্যাগত উপাধিগুলির মধ্যে কতকগুলি যথা:— দ্বিবেদী (দোবে), ত্রিবেদী (তেওয়ারী), চতুর্ব্বেদী (চৌবে), 'পাণ্ডে,' আচার্য্য বা 'আচারিয়া' মাদ্রাজে 'বৈদ্য' উহার অপভ্রংসে "বেজ" "বেজ বড়ুয়া" (আসামে) 'বৈজবাপ' (রাজপুতনা ও গুজরাটে) বাংলায় "জাতি বৈদ্য" এবং পাঞ্জাবে 'বৈদ্য' উপাধিক অথবা "অমৃতসেনী" বা 'সেনবী' ব্রাহ্মণ, "উপাধ্যায়" ইহার অপভ্রংসে "ওঝা" (প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী বাংলার রামায়ণ প্রণেতা কৃত্তিবাসের উক্তি), বা "ঝা" (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে), শাস্ত্রী, বাচস্পতি, ইত্যাদি উপাধি বংশগত উপাধিতে কোথাও বা

স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং কুলাচার্য্যগণের উক্তি ও জনশ্রুতি নিরর্থক হইতেছে না। যাহা হোক্ বাংলার রাজ্যভ্রষ্ট সেন নরপতিগণের এবং উহাদিগের জ্ঞাতি বান্ধবের দ্বারাই যে বর্ত্তমান "বৈদ্য সম্পদায়ের" দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ইহার সন্দেহ মাত্রই নাস্তি। বাংলার বৈদ্য সম্পদায়ের মধ্যে 'বল্লাল ও লক্ষ্মী থাক" ইহার জলন্ত প্রমাণ! ভারতের অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে ইহার সত্তা দেখাইয়া দিতে পারিবেন কোন সমাজতত্ত্ববিৎ ইতিহাসাচার্য্য? বাংলার বৈদ্যগণ যদি সেনরাজগণের নেদিষ্ট দায়দ, তবে কেন পণ্ডিত গতপ্রাণ ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'বাংলার বৈদ্যগণকে বিদ্রূপ করিয়া তাঁহার "Indo Aryan" পুস্তকে এই কথাগুলি লিখিলেন —

"The universal belief in Bengal is, that the Senas were of the Medical Caste and families of Vaidyas are not wanting in the present day who trace their lineage from Ballal Sen. There is however, nothing authentic to justify this belief. It is well known that a great many of the pedigress given in Burks' Landed Gentry are utterly worthless and it is notorious that many families of obscure origin have their viens filled with blue blood of generation of kings by the opportune help of popular geneologists and I feel strongly tempted to believe that pedigree of the so-called Bullal's descendents is no better."

৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের এই উক্তি যে জিগীষা সমুত্থিত ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন! অন্য জাতিতে এই সকল উক্তি আটিতে পারে বা না পারে তাহা বলিয়া কাহারও মনঃকষ্ট দিতে রাজি নহি। তবে ইহা তীব্রতার সহিত বলিতে পারি যে বাংলার "বৈদ্য সম্প্রদায়" যদি যাহাকে তাহাকে "বাপ দাদা" বলিতে পারিত তাহা হইলে উহাদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় না হইয়া ২০।২৫ লক্ষেই পরিণত হইতে দেখিতাম। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আমদানি নাই রপ্তানীই হইয়া আসিতেছে!! সেইগুলির আলোচনা করাও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

তাঁহার এই জিগীষাপূর্ণ মূল্যহীন উক্তির আলোচনা না করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

যাহা হোক, সেনরাজগণ "বাংলার বৈদ্য সম্প্রদায়ের" যে "জাত ভাই" তাহা ভারতের সুসন্তান ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি পারেন নাই এই সত্যটুকু ধরিতে যে, বাংলার সেনরাজগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ জাতির অধঃস্তন সন্তান বলিয়াই বৈদ্যগণ "জাতি বৈদ্য" বলিয়া কথিত হইলেও বাংলার সমাজ বক্ষে ব্রাহ্মণের ন্যায় উহাদিগের আচার ব্যবহারে কোন প্রভেদ দেখা যায় না এবং তাই উহারা উভয়েই ভ্রাতৃভাবে চিরদিন কাটাইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য শ্রেণী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষ কোন পার্থক্য পূর্ব্বে ছিল না।

এখনও নাই। অনিচ্ছা সত্ত্বে ও আমাদের এই উক্তি সমর্থনের জন্য আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

ইহা হইতেই অধীয়ানগণ প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইতে পারিবেন।

(১) ব্রাহ্মণ সমাজে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। বৈদ্যগণের মধ্যেও সগোত্র বিবাহ নাই।

(২) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিবাহের প্রধান অঙ্গ নিজগৃহে কুশণ্ডিকা সম্পাদন করা বৈদ্যগণেরও ঠিক সেই ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) বাংলার বৈদ্যগণের সহিত দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বিবাহের আদান প্রদান হইত।*

(৪) ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের উপনয়ন সংস্কারে কোনরূপ পার্থক্য নাই।

(৫) ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যেরও যজন অধিকার আছে।

শাস্ত্রবাক্য ও লোকাচার ইহা সমর্থন করে।

(১) শাস্ত্রবাক্য পদ্মপুরাণ বলেন—

"সব্যাহৃতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন।
উপনীত পঠেদ্বৈদ্যোঃ নরসিংহার্চ্চনং চরেৎ॥
"প্রণবাদ্যৈঃ স্বাহান্তৈশ্চ মন্ত্রম্যাদরণং চরেৎ"

লোকাচার—শ্রীখণ্ড, বোধখানা, ভাজনঘাটের ঠাকুর ও গোস্বামী উপাধিক বৈদ্যগণ যজন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সকল জাতির মন্ত্রগুরুরূপে এখনও বিরাজমান রহিয়াছেন।

(৬) সংকীর্ণতার যুগে বাংলায় সংস্কৃতের অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। † এইকারণে বিদ্যাগত উপাধি মহামহোপাধ্যায়, কবিরাজ,

---

*মহামহোপাধ্যায় ভরতসেন মল্লিক মহাশয়ের "চন্দ্রপ্রভা" দ্রষ্টব্য।

† পূজ্যপাদ মানব দেবতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা শম্ভুবিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর জীবনীতে লিখিয়াছেন "তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। শূদ্র বালকের পক্ষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল।" ১০ পৃষ্ঠা। আমরা জানি যে পূর্ব্বে 'টোলে' কোন দিন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত সাধারণ ভাবে কেহ পঠনের অধিকার প্রাপ্ত হইতেন না। মহামতি রঘুনন্দনের স্মৃতির দ্বারা বাংলাদেশ শাসিত। তাঁহার মতে কলিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ত্তমান। তাঁহার এমত সর্ব্বাংশ সত্য না হইলেও বাংলায় যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার স্মৃতি শাসিত বাংলাদেশে যে সংস্কৃতের পঠন পাঠনায় বৈদ্যগণ সম্পূর্ণ অধিকারবান্ ছিলেন ইহাতে ও উহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হয়।

বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, উপাধ্যায়, চৌবে, পান্ডে, বিদ্যালঙ্কার, বাচস্পতি, শিরোমণি, শিরোরত্ন, সার্ব্বভৌম, আচার্য্য ইত্যাদি উপাধি যখন ব্রাহ্মণগণের নিজস্ব সম্পৎ ছিল সেই যুগের বৈদ্যগণ এই সব উপাধি পাইতেন এবং এখন ও মহামহোপাধ্যায় উপাধিটী সরকার বাহাদুর বাংলার বাহিরে পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন এবং বাংলার কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বৈদ্য-কবিরাজগণই পাইয়া আসিতেছেন। জাতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে এরূপ উপাধিবান লোক ছিলেন এ দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারিবেন না।

(৭) ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যগণই রাজাগণের সভা পণ্ডিতরূপে কার্য্য করিতেন। পণ্ডিত বিদাই উঁহারাই পাইতেন।

(৮) শ্রাদ্ধ বাসরে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যপণ্ডিতগণ পণ্ডিত বিদায়, পান সুপারি এবং পৈতা পাইতেন। এখনও পাইয়া থাকেন। অন্যেরা কেবল "পান সুপারি" পাইয়া থাকেন।

(৯) সামাজিক মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের কোন পার্থক্য ছিল না। ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের নিম্নলিখিত এই উক্তিই তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়—

কবিয়া আসন গাড়িল নিশান
সসম্মানে বসান সন্ত।
সধর্ম্ম মণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥ ২।৭৩

জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর চৈতন্য মঙ্গলেও দেখিতে পাই—

"বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে।
নানা মহোৎসব করে মনের হরষে॥"

(১০) রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ *উর্দ্ধতিলক, শিখা ধারণ করেন বৈদ্য পণ্ডিতগণও সেইরূপ ধারণ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন।

যাহা হউক সমাজে অভ্যান্তরীন অবস্থার দ্রষ্টা যদি মাননীয় দত্ত মহাশয় হইতে পারিতেন তাহা হইলে আমাদের ন্যায় তিনিও সেন রাজগণকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য না বলিয়া ব্রাহ্মণই বলিতেন। কারণ যে বংশের অধঃস্তন সন্তানগণ আবহমানকাল সমাজে

---

*উর্দ্ধ পুণ্ড্রং দ্বিজ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্তু ত্রিপুণ্ড্রকং।
অর্দ্ধপুণ্ড্রং বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলং শূদ্র যোনিজঃ॥ ইতি
আহ্নিক তত্ত্ব ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্ (শব্দ কল্পদ্রুম্ ধৃত)।

'কবিকঙ্কণে' মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন—

"উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে বৈদ্যগণ ফিরে"

ব্রাহ্মণের ন্যায় দিন কাটাইয়া আসিতেছেন এবং যাহার ফলে এখনও পাড়াগাঁয়ে প্রাচীন অপ্রাচীনেরা "বৈদ্দি বামুন" বলিয়া বৈদ্যগণকে অভিহিত করেন এবং নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামে এখনও সেই কারণে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যকন্যাকে 'বেজকন্যা' বলিয়া অভিহিত করা হয় সেই বৈদ্যগণের নেদিষ্ট দায়িদগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহা নির্জ্জলা সত্য। সোম বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ সেন নরপতিগণ ক্ষত্রিয়ের বেশে মনুসংহিতার ১২।১০০ শ্লোকের বিধান অনুসারে দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ প্লাবিত বাংলা দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য শাসন দণ্ডনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া "শ্রুতি নিয়মগুরু" অর্থাৎ বৈদিক নিয়মাবলীর উপদেষ্টা গুরু এবং "বিশ্বৈকবন্দ্য"—বিশ্বের পূজ্য উপাধিতে ভূষিত ও পূজিত হইয়াছিলেন! যে দাক্ষিণাত্যের শিব দত্তশর্ম্মা তনয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মকে উদ্ধার করিবার জন্য গৈরিক বসন ধারণ করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন সেই পবিত্র তীর্থ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সেনরাজগণ হোমাগ্নিভস্ম মস্তকে ধারণ করিয়া শাসন দণ্ডের দ্বারা বাংলার হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই "বিশ্ববন্দ্য" সেন নরপতিগণ কি বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেরই প্রণম্য নহেন।

সে যাহা হউক, আমরা শাস্ত্র, জনশ্রুতি, কুলাচার্য্যগণের উক্তি এবং তাম্র শাসন এই চারিটি সত্য পথ অবলম্বন করিয়া প্রত্নতত্ত্বের কণ্টকাপূর্ণ গভীর অরণ্যানী ভেদ করিয়া বাংলার সেন রাজগণের ব্রাহ্মণত্ব ও বৈদ্যত্ব সপ্রমাণ করিলাম—সুধীজন যাহে সুধাজ্ঞানে নিরবধি করিবে পান, প্রবাসে বসিয়া আমি রচিলাম এই "মধুচক্র"। এই মধুচক্র রচনা করিতে আমাকে অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে এবং সত্যের অনুরোধে ব্যক্তিগত ভাবে অনেককে আক্রমণ করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য আমি বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

আমি নূতন ও পুরাতনে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি উহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। জগতে সত্যের সপর্য্যা হউক—সত্য জয়যুক্ত হউক—ইহাই সাধুগণের বাঞ্ছনীয়।*

---

*যিনি আমার সাহিত্য-ক্ষেত্রের পথ-প্রদর্শক, যিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন—যিনি ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার একদিন পূর্ব্বেও এই সুদূর প্রবাসে পত্রের দ্বারা শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন "বাবাজীউ আমি আর একদিন মাত্র ইহজগতে আছি, আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক ও দীর্ঘজীবন লাভ কর এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে তাহা অপরকে জানাইবার চেষ্টা করিও" সেই পূতচেতা পূজ্যপাদ বেদাচার্য্য ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শ্রীচরণোদ্দেশে এই প্রবন্ধটি শ্রদ্ধাঞ্জলির স্বরূপ অর্পন করিলাম।

বাসন্তিকা।

শ্রীপুলিনবিহারী দাশশর্ম্মা।
৩৪ নং কুণ্ডুলেন, বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

হিত্বা ভানৌ মকরভবনং সংশ্রিতে কুম্ভসঙ্গম্
শীতর্ত্তুশ্রী পরিণতিমগাৎ শোচনীয়াং বরাকী।
উন্মীল্যাসৌ নবরসযুক্তান্ কুট্মলান্ কান্তিভাজো
ভৌমে লোকে ঋতুকুলপতিঃ প্রাদুরাস্তে বসন্তঃ॥ ১

বাতি খ্যাতো মলয়-নিলয়ান্নির্ম্মলো গন্ধবাহো
নৃত্যোন্মত্তা নবকিসলয়াঃ পাদপা মঞ্জরীতাঃ।
হর্ষোৎফুল্লা রসবিলসিতা প্রাপ্তশোভা ধরিত্রী
কান্তাশ্লেষাদ্বিরহবিধুরা মানিনী কামিনীব॥ ২

কিং ক্রষে ত্বং পথিক গগনে প্রাচি পশ্যন্ প্রভাতে
বিম্বাবর্ত্তং মৃদুতনুরুচিং শোণিতাভং দিনেশম্?
ভ্রান্তিস্ত্বেষা তবতনুমতের্নায়মর্কোঽহং শুমালী
ভালে রম্যং প্রকৃতি-যুবতের্ভাতি সিন্দুরবিন্দুঃ॥ ৩

সংবর্দ্ধন্তে প্রকৃতি-সুষমাঃ দর্শনীয়াঃ প্রকামম্
দৃষ্ট্বা সাক্ষাদৃতুকুলপতিং সর্ব্বলোকাভিরামম্।
নংনম্যন্তে ব্রততি-নিচয়াঃ কান্তিভিঃ স্নিগ্ধরূপাঃ
লজ্জানম্রা নবপরিণয়ে প্রেমমুগ্ধা বধূবৎ॥ ৪

অস্তং যাতঃ শিশির-সবিতা হর্ষিতো মীনকেতু
রাবির্ভূতো ভুবি মধুসখঃ পঞ্চবাণান্বিতশ্রীঃ।
দেদীপ্যন্তে দিগধিপতয়ঃ সৌম্যরূপং দধানাঃ
পৃথ্বীচাসৌ সমনুকুরুতে নন্দনস্যেব কান্তিম্॥ ৫

ভাস্বানর্কো নভসি বিমলে তেজসা ব্যাপ্য বিশ্বম্
লোকানন্দং খলু বিতনুতে স্নিগ্ধরাগৈর্ময়ূখৈঃ।
জাগ্রৎ-পৃথ্বী স্বপন-বিরতা বিহ্বলা লালসাঙ্গী
প্রাণেশস্যাগমনসুখিনী মুগ্ধভাবেব কান্তা॥ ৬

রাত্রৌ রম্যে গগননিলয়ে চিত্রিতে কজ্জলাভে
বিভ্রদ্রূপং শতদলনিভং শোভতে শুভ্ররশ্মিঃ।
নক্ষত্রাণাং বিকচতনুষু স্থাপয়িত্বা সুদৃষ্টিম্
বামানেত্রাদ্বিগলিতসুধাং সেবমানো বিলাসী॥ ৭

মর্ত্তে মায়ারচিত ভবনেকাননে বল্লরীতে
বার্ত্তাং স্বস্যাগমনজনিতং গৌরবং সূচয়ন্তীম্।
দিক্ষু প্রায়ঃ প্রচলনপটুঃ ঘোষয়িতুং বদ্ধকামঃ
দূতৈশ্চ তাম্রবিকশনৈশ্চেষ্টমানো বসন্তঃ॥ ৮

বীণাকণ্ঠামৃতরসযুতাং গীতিকাং কিন্নরানা
মুগ্ধানাদৌ বিপিনিনিচয়ে সর্ব্ববিহঙ্গেব ভৃঙ্গঃ।
গীতোন্মত্তো বিকল-মধুপো রেণুভিঃ কীর্ণকায়ঃ
গুঞ্জন্ত্যস্মিন্ বহুসুখময়ে নির্ম্মলর্ত্তৌ বসন্তে॥ ৯

নাথং দৃষ্ট্বা পুলকচকিতা সুন্দরী ভাবিনীব
পত্রাবল্যা নয়নরমণা মাধবী লব্ধশোভা।
শাখাদৃষ্টৈঃ পরিঘসদৃশীং বাহুরাজিং দধানম্
দ্রাগুৎ শীর্ষং বিপুলবপুষং তং রসালং স্বজেত॥ ১০

কুঞ্জে শ্যামঃ ব্রজকুলবধূচিত্তসম্পত্তি চৌরঃ
বংশীগীতৈস্তপনতনয়াজীবনং যৎ তুতোষ।
তদ্বৎক্রীড়াপর-পরভৃতঃ কাকলীগীতিকাভিঃ
কান্তপ্রাণাং যুবতিরসিকাং নন্দয়ন্ রাজতেঽত্র॥ ১১

শ্রীপঞ্চম্যাং শুভকরতিথৌ ভারতে সেবমানাঃ
বীণাপাণিং সুখিতমনসশ্চার্য্যবংশাবতংসাঃ।
বাসন্তপ্রেমজনিতরুচিং ভূয়সা ধারয়ন্তঃ
শোভাকৃষ্টা মুদিতহৃদয়াঃ সংরমন্তে জনৌঘাঃ॥ ১২

মন্দারাণাং বিকচকুসুমৈর্বিদ্রুমাভৈঃ সমন্তাদ্
বিম্বোষ্ঠীবৎ বিটপিবহুলা বীতশোষা বনশ্রীঃ।
ধত্তে রূপং ললিতমমলং শ্যামলং চিত্তমোদম্
স্বর্গস্থানং ভৃশমুপহসন্তীব সম্যক্ বিভাতি॥ ১৩

রম্যং ভাতি প্রমদবিপিনে কিংশুকশ্রেণীতিলোলম্
রক্তজ্বালা-স্ফুরিত-বদনা পুষ্পিতাশোকরাজিঃ।
বাপীনীরে স্ফুটতি কমলং ষট্পদালিঙ্গনেপ্সু
কন্দর্পেষু প্রণিহিতবলং ভৃঙ্গযূথং বৃণোতি॥ ১৪

কুঞ্জে মত্তং পিককুলবধূচুম্বনোদ্‌ভ্রান্তচিত্তম্
দৃষ্ট্বাশোকাৎ পতিবিরহিনী কোকিলং কাকলীতম্।
নূনং নির্ব্বেদপগতসুখাত্মাত্মনো মন্দভাগাম্
বামা কামপ্রবলদহনা লোভনীয়ে বসন্তে॥ ১৫

মন্দানিলো বহতি যত্র বিরম্য চিত্তম্
সম্মোহিতা জনগণাঃ শ্রবণাৎ সুগীতম্।
ভৃঙ্গাদিতঃ কুসুমিতং বিপিনং যদাস্তাৎ
ভূয়াদ্বসন্ত-সময়ো জগতীহ ধন্যঃ॥ ১৬

—:০:—

জাতীয় সংবাদ।

ঢাকা বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সাফল্য।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মিশ্র, পুবাইল, ঢাকা।

বিগত শারদীয় পূজার সময় নিম্নলিখিত পরিবারে ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে।

১। কৌয়রপুর গ্রামনিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় মহাশয়ের পরিবারস্থ জনগণ:—আমরা লিখিয়াছিলাম যে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয় তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহোপলক্ষে ঢাকা আসিয়া এক দল গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মভূষণ মহাশয় উহা আমাদের মিথ্যাউক্তি বলিয়া তাঁহার বৈদ্য পরিশিষ্টের ১০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কি অস্বীকার করিবেন যে তিনি এই রায় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মতে আনিতে চেষ্টা করেন নাই? আমরা সময়ান্তরে দেখাইব যে তিনি কাহার কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি উত্তর পাইয়াছিলেন। ইতি মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি—উকিল বসন্তকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের বাসায় আউটসাহী গ্রামনিবাসী এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত মনোমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সহিত আলাপের কথা, ২। উক্ত গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের সন্তানবর্গ, ৩। মানিকগঞ্জ বেথুরা গ্রামনিবাসী উকিল শ্রীযুত তারাপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের সন্তানবর্গ।

ব্রাহ্মণাচারে শুভ-বিবাহ।

তারিখ ২৮শে আষাঢ় ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ :—**পাত্র**—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেনশর্ম্মা ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের জ্ঞাতি স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অবনীকান্ত সেনশর্ম্মা। **পাত্রী**—সোনারং গ্রামনিবাসী শ্রীযুত নৃপেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা বিশারদ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি শোভারাণী দেবী।

শুভকার্য্য বহরমপুরে উভয় পক্ষের কুলপুরোহিতের সহায়ে সম্পন্ন হইয়াছে।

তারিখ—১০ই শ্রাবণ :—**পাত্র**—টঙ্গীবাড়ী গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ভবানীভূষণ সেনশর্ম্মা। **পাত্রী**—ষোলঘর গ্রামনিবাসী রংপুরের ডাক্তার শ্রীমান অখিলচন্দ্র দাশশর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি লীলাবতী দেবী।

শুভকার্য্য—৪ নং কালীঘাট রোডস্থিত বাসা বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

তারিখ ২০শে শ্রাবণ :—**পাত্র**—বেজগাঁ নিবাসী শ্রীযুত শ্রীনাথ দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ বিধুভূষণ দত্তশর্ম্মা। **পাত্রী**—সাঁওগাঁ গ্রামনিবাসী চট্টলপ্রবাসী শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠাকন্যা শ্রীমতি লীলাবতী দেবী।

শুভকার্য্য—কন্যাকর্ত্তার লাভলেইনস্থিত বাড়ীতে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ :—**পাত্র**—কালিয়া অরবিন্দ বংশোদ্ভব স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র দাশশর্ম্মা কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্র দাশশর্ম্মা। **পাত্রী**—মৈমনসিংহ—টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত জমিদার শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা বক্সী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতি মাধুরি দেবী।

শুভকার্য্য ঢাকা নগরীতে বিপিনবাবুর জ্ঞাতি পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের কর্ত্তৃত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত তারিখ নদীয়া দাঁদপুর গ্রামে উক্ত গোপাল বাবুর কন্যা কনকপ্রভা দেবীর শুভবিবাহ ইটনার আদিত্য বংশোদ্ভব স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীযুত ননীগোপাল সেনশর্ম্মার সহিত ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৬শে শ্রাবণ :—**পাত্র**—আউটসাহী গ্রামনিবাসী ৺ললিতমোহন সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীযুত জীতেন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা। **পাত্রী**—পাউপাড়া গ্রামনিবাসী অমৃতলাল দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতী দেবী।

১৯শে অগ্রহায়ণ :—**পাত্র**—পালং গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরি বংশোদ্ভব শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা। **পাত্রী**—বানারি গ্রামের বুরুন সেনবংশোদ্ভব শ্রীমান্ উপেন্দ্রলাল সেনশর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি স্নেহলতা দেবী।

স্নেহলতা ঢাকার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাশ মহাশয়ের দৌহিত্রী। শ্রীযুত

কবিরাজ মহাশয় বর্ত্তমান আন্দোলনের পক্ষে হইলও গুরুদেব এবং জ্যেষ্ঠের বাধায় এপর্য্যন্ত প্রকাশ্যে আমাদের সহিত যোগ দিতে পারিতেছেন না। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

১৯শে অগ্রাহায়ণ ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ :—পাত্র—বড়াইল গ্রামনিবাসী মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুত বিপিনবিহারি গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের স্বর্গীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনমোহন গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কালীনারায়ণ গুপ্তশর্ম্মা। পাত্রী—পালং গ্রামনিবাসী ঢাকা নবাবের ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চী শ্রীযুত প্রসন্নকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতি মনোরমা দেবী।

প্রসন্ন বাবু—রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের জ্ঞাতি এবং শ্রীমতি মনোরমা রায় বাহাদুরের ঢাকার প্রধান পাণ্ডা ডাক্তার শ্রীমান্ সুরেন্দ্রপ্রসন্ন সেনশর্ম্মার ভাগনেয়ী সম্পর্কিতা।

১৮ই ফাল্গুন :—পাত্র—ষোলঘর গ্রামনিবাসী নয়দাশ বংশীয় শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা। পাত্রী—ভরাকর গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি রেণুপ্রভা দেবী।

উক্ত তারিখ সুরেশ বাবুর চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীমান দীনেশচন্দ্র দাশশর্ম্মার সহিত চুড়াইন গ্রামের শ্রীযুত অনুকূলচন্দ্র সেনশর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতি নিভারাণী দেবীর শুভ-বিবাহ তদীয় ৫।১ পদ্মপুকুর রোড ভবানীপুরস্থিত বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে।

১৮ই ফাল্গুন ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ :—পাত্র—ভরাকর গ্রামনিবাসী কার্ণ শিবদাশ বাজীয়া-বংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ দারোগাবাড়ীর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার দাশশর্ম্মা। পাত্রী—বাহেরক গ্রামনিবাসী গণবংশোদ্ভব ডাক্তার শ্রীযুত উমাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতি সুধারাণী দেবী।

শুভ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া আমরা বড়ই মর্ম্মাহত। পাত্রের পরিবার বিক্রমপুর সমাজে এক শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হন। এই বংশ পুরুষানুক্রমিক বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া মানবতার পরিচয়ে বংশকে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বংশধরগণও বংশের যোগ্য সন্তানরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং কৃতী। বিক্রমপুর সমাজের কল্যাণার্থ সকলেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ইহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু দুঃস্থ পরিবার উপকৃত হইতেছেন। এই পরিবার আমাদের জাতীর অগ্রগমনে বাধা প্রদান করিবেন ইহা ভাবিলেও শরীর শিহরিত হয়। বৈদ্য শুধু ব্রাহ্মণ বর্ণীয় নহে। ইহারা দেব শ্রেষ্ঠ। এই সিদ্ধান্ত শাস্ত্রালোচনা না করিয়া জাতীয় চরিত্র বিশেষ নিজ ২ চরিত্র অনুশীলন করিলেও বুঝিতে পারেন। বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় তাহা অদ্যকার স্বপ্নলব্ধ জ্ঞান নহে। বৈদ্যকুলগৌরব বহু মণিষী ইহা আজ ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে ঘোষণা করিতেছেন এসম্বন্ধে বাদানুবাদ বিস্তর হইয়াছে। তাহাতে সত্য ক্রমেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই পূর্ব্বগৌরব উদ্ধার

করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিশেষে তাহা এতকাল কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সমস্ত বঙ্গব্যাপি এক জাগরণের সাড়া পরিয়াছে। কুলীন সমাজও ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধাচরণ সমাজের পক্ষে কতদূর ক্ষতিকর এবং গ্লানীজনক তাহা সকলেরই চিন্তনীয়।

রায় বাহাদুর শ্রীযুত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট ধর্ম্মভূষণ উপাধি লাভ করিয়া ঋণগ্রস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের লালসা নাই এ মতও বলা যায় না। তিনি এবং সত্যেন্দ্র বাবু আন্দোলনের সূচনায় কলিকাতা বিদ্বৎসভা, ধন্বন্তরী পত্রিকা এবং মন্দারমালা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উক্ত সভা এবং পত্রিকা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তৎসময় ইহারা নির্ব্বাক থাকিয়া এখন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সংকীর্ণতাই সূচিত হয়। উক্ত উভয় ব্যক্তির জ্ঞাতি বান্ধবগণের মধ্যে অনেকেই ইহাদের বিরুধীতাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। মহারাজা রাজবল্লভের বংশধর এবং জ্ঞাতিগণের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুত প্রতাপবাবু মহারাজও এক সময় আমাদের পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন। সত্যেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা জ্ঞান বাবু বর্ত্তমান আন্দোলনের সূচনায় আমাদিগকে পত্রদ্বারা উৎসাহিত করিয়াছেন। আমরা এই দুই ব্যক্তির বাক্যে বিচলিত হইলে দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ করিব। আমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ বা অভিজ্ঞ নহি তবে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা অনুমোদন করেন তদনুসরণ করাই সমাজের কর্ত্তব্য। বিক্রমপুরের গৌরব এবং গুরুস্থানীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বর্ষিয়ান্ শ্রীযুত রাজকুমার সেনশর্ম্মা এম, এ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বৈদ্য জাতিকে ব্রাহ্মণ বর্ণীয় বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তাঁহার স্বীয় পরিবারেও তদানুরূপ আচার প্রতিপালিত হইতেছে। বিক্রমপুরের বৈদ্য মাত্রেরই এই মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। তদন্যথায় সমাজে উশৃঙ্খলতার পরিচয়ই প্রকাশিত হইবে।

ভরাকরের দাশ পবিরার ইতিপুর্ব্বেও শর্ম্মা যোগে কার্য্য করিয়াছেন। তাহাদের বালীগায়ের জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের উকিল শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা বি, এল এই বংশের নেদিষ্ট দায়াদ। চট্টগ্রাম বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সম্পাদকরূপে তিনি বর্ত্তমান আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এমতাবস্থায় এই উন্নত এবং শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে ভেদনীতি বড়ই দুঃখপ্রদ।

কন্যাকর্ত্তা উমাচরণ বাবু বহুদিন হইতেই বর্ত্তমান আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। তিনি স্বীয় পরিবারে মাত্র ব্রাহ্মণাচার প্রতিপালন করিতেছেন এমত নহে, তাঁহার

প্রচেষ্টায় তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ এবং কুটুম্ববর্গ ও ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতেছেন। এই কার্য্য সুস্থির হইবার সময়ও কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইবে বলিয়া পাত্রের পিতার সঙ্গে মিমাংসা হইয়াছিল। তদ সত্বেও বিবাহ বাসরে ইহার প্রতিবাদ হওয়া বড়ই ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। বিবাহ সভায় কন্যাকর্ত্তার স্বসামাজিক ভিন্নও স্বগ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামস্থ বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সামাজিক নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সামাজিকগণের নিমন্ত্রণ উমাচরণ বাবুর নামান্তে শর্ম্মা যোগেই হইয়াছিল। এবং এই কার্য্য উমাচরণ বাবুর অপরাপর কার্য্যের ন্যায় শর্ম্মা যোগেই হইবে জানিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সামাজিকগণ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় বরপক্ষের কন্যাপক্ষের সহিত আচারের প্রতিবাদ করা কিরূপ হাস্যজনক এবং সমাজের গ্লানীকর তাহা উচ্চ শিক্ষিত বরযাত্রগণ অনুভব করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য! যাহা হউক্ আমরা জানিয়া তৃপ্ত হইলাম যে এই ঘটনায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ দুঃখ প্রকাশ করিলে পাত্রের পরিব্যবস্থ শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দাশশর্ম্মা বি এল এবং তৎপক্ষের জামাতা মুন্সীগঞ্জের স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত উমাচরণ সেনশর্ম্মা বি এল মহাশয় মিমাংসায় শুভকার্য্য ব্রাহ্মণাচারেই সম্পন্ন হইয়াছে।

ভরাকর দাশ পরিবারের বর্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণের অনেকেই আমাদের স্নেহের পাত্র এবং আমাদের [illegible] বলিয়াই গৌরব অনুভব করি। বর্ত্তমানে যে কারণেই যাহা ঘটিয়া থাকুক ভবিষ্যতে আমরা এই পরিবারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিব ইহা সরল প্রাণেই আশা করি।

শ্রীযুত উমাচরণ সেনশর্ম্মা কন্যাদায়গ্রস্থ হইয়াও কর্ত্তব্য পালনে বিচলিন হন নাই জানিয়া আমরা গৌরব অনুভব করি। "সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই সত্যকে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।

তারিখ—১১শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। পাত্র—বিদগ্রামের ঘটক বংশোদ্ভব স্বর্গীয় ব্রজমোহন দাশশর্ম্মা ঘটক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সুধীরভূষণ দাশশর্ম্মা। পাত্রী—কৌয়রপুর গ্রামনিবাসী ঢাকার স্বনাম প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীমান অমৃতানন্দ গুপ্তশর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অনুপমা দেবী।

পাত্রের পূর্ব্ব পুরুষ মাধবরাম ঘটক বিশারদ মহারাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক এতদ্দেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের তদানিন্তন ঘটক বিশারদগণের অসহযোগীতার ফলেই এই বংশের বিক্রমপুর আগমন। এই বংশে বহু কৃতি ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমপুর ঘটকগণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্বর্গীয় কাশীনাথ, শম্ভুনাথ এবং মহেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ঘটকগণ পণ্ডিত সাহিত্যিক এবং সাধকরূপে সর্ব্বজন পরিচিত। পাত্র সাধক কাশীনাথের পৌত্র। পাত্রের খুল্লতাত পেন্সনপ্রাপ্ত

সেরেস্তাদার শ্রীযুত রাজমোহন দাশশর্ম্মা ঘটকও একজন সাধুশ্রেণীর ব্যক্তি। অপর খুল্লতাত নোয়াখালীর উকীল এবং তত্রত্য বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মিলনীর সভাপতি শ্রীযুক্ত বগলামোহন দাশশর্ম্মা ঘটক একজন উচ্চদরের সাহিত্যিক। এই শুভকার্য্যে উভয় ভ্রাতাই উপস্থিত হইয়া বিবাহ সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

কন্যার পিতা শ্রীমান্ অমৃতানন্দ ঢাকার স্বনামধন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত নবকুমার গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র। পণ্ডিত মহাশয় একজন নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নামে একটী ইংরেজী হাইস্কুল পরিচালিত হইয়া ঢাকার শিক্ষার্থিগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রগণের মধ্যে বর্ত্তমান যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং উন্নত চরিত্র। জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র একজন সাধক শ্রেণীর ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় শ্রীমান্ অনুকুলচন্দ্র শাস্ত্রী বাল্যকালেই পণ্ডিত রূপে নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকনিষ্ঠ শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা এম এ, বি এল একজন উচ্চদরের বক্তা এবং সাহিত্যিক। এই পরিবারের সহিত কালীচরণ বাবুরও সম্পর্ক রহিয়াছে। এই শিক্ষিত এবং সদাচার সম্পন্ন পরিবারের কেহই তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অনুভব করেন নাই। এই পরিবারকে উশৃঙ্খল পরিবার বলিবার হেতু বোধ হয় কালীচরণ বাবুরও নাই। কালীচরণ বাবু শিক্ষাজীবনে কতকদিন এইপরিবারে বাস করিয়াছিলেন এবং ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত আছেন। ছেলেদের অনেকেই নিরামিশ ভোজী।

তারিখ—২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। পাত্র—আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র সেনশর্ম্মা। পাত্রী—ঢাকার স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল বাঘিয়ার গুপ্তবংশোদ্ভব শ্রীমান্ উপেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী।

শুভকার্য্য—শ্রীমান্ উপেন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মা এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেল, কলিকাতা ৮০।এ লেন্সডাউন রোডস্থিত বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে।

তারিখ—২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ। পাত্র—কামাড়খাড়া গ্রামনিবাসী ঘোষ বংশোদ্ভব শ্রীযুত প্রাণহরি সেনশর্ম্মা বি এল মহোদয়ের পুত্র শ্রীমান্ আশুতোষ সেনশর্ম্মা পাত্রী—বাহেরক গণবংশোদ্ভব শ্রীযুত উমাচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ সেনশর্ম্মার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী দেবী।

২৪শে ফাল্গুন—১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ—পাত্র—বাহেরক গ্রামের উক্ত মহেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নিরঞ্জন সেনশর্ম্মা। পাত্রী—ফরিদপুর ধামারণ গ্রামনিবাসী ঘোষবংশোদ্ভব শ্রীযুত কুমুদিনীকান্ত সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দেবী।

৩রা ফাল্গুন—১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ—পাত্র—বাহেরক গ্রামনিবাসী সোণারঙ্গ বিশারদবংশোদ্ভব

শ্রীযুত হরলাল সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ মাখনলাল সেনশর্ম্মা—পাত্রী—ফরিদপুর খামারণ গ্রামনিবাসী—শ্রীহট্ট সাতগ্রাম টি গার্ডেনের কর্ম্মচারী শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেনশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী সরযূবালা দেবী।

শুভ বিবাহ—কন্যা কর্ত্তার কর্ম্মস্থলে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রপক্ষের কুলপুরোহিত বাহেরক গ্রামের শ্রীযুত কালী মোহন আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত হইয়া শুভকার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—বর্ত্তমান্ বর্ষে নানাস্থানে একাদশাহে শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার অধিকাংশই ইতি পূর্ব্বে উভয় জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা আমার জানিত স্বরূপ পত্রিকাস্থ হয় নাই তাহা নিম্নে দিলাম।

তারিখ ১১ ভাদ্র ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ—মহেশ্বরদী আইমদীয়া মাত্রা গ্রামনিবাসী ঢাকা জজ্ কোর্টের উকীল শ্রীযুত হরিপদ সেনশর্ম্মা বি এল মহাশয় তদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেব কালীপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ঢাকাসহর পাতালখাঁ লেইনস্থিত বাস ভবনে ব্রাহ্মণাচারে স্থানীয় পুরোহিতের সহায়তাই নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

তারিখ ২৫শে কার্ত্তিক—শ্রীযুত ক্ষিতীমোহন দাশশর্ম্মা কলমা দেওয়ান বাড়ী। তাঁহার স্বর্গীয় মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে স্বগ্রামে সম্পন্ন করিয়াছেন।

তারিখ—১৫ই অগ্রহায়ণ—মূলচর গ্রামনিবাসী স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অক্ষয়কুমার সেন শর্ম্মা মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র, দিনাজপুরের তদানিন্তন ডিষ্ট্রিক্টসবরেজেষ্ট্রার শ্রীমান্ অনন্ত কুমার সেনশর্ম্মার পত্নী লীলাবতী দেবী বিগত ৫ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা—গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মার সমক্ষে স্বামী পুত্র কন্যা বৃদ্ধা শশ্রূমাতা ও দেবরদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ রায়বাহাদুরের ঢাকা উয়ারিস্থিত বাসভবনে মৃতাত্মার পারলৌকীক কার্য্য আবশ্যকীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমান্ অনন্ত এবং তদীয় তৃতীয় ভ্রাতা নোয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীমান্ নরেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা কার্য্যকালে উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন।

অক্ষয়বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী দেবী এই জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে রূপে গুণে অতুলনীয় পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন এবং কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে এই শোকের মাত্রা সহজেই অনুমেয়। তিনি শোকে মুহ্যমানা থাকিলেও মৃতাত্মার ক্রিয়া ব্রাহ্মণাচারে হইতে বাধা দেন নাই। কালীচরণবাবুকে এই বৃদ্ধা বিশেষ রূপে জানেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধ আন্দোলনকে তিনি সর্ব্বদা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করেন।

তারিখ ১৪ই পৌষ, স্থান—৺কাশীধাম। সাউপাড়া গ্রামনিবাসী গণবংশোদ্ভব পুষা

এগ্রিকালচারেল ডিরেক্টার সাহেব আফিসের এসিষ্টাণ্ট শ্রীমান্ যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা তাহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রীমান্ যতীনের মাতা রাজা রাজবল্লভের পরিবারের বধূ তাঁহার কন্যার সহিত রাজার কাশীস্থিত ভবনে বাস করিতেন। তথায়ই তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ যতীন শ্রাদ্ধ কার্য্য ঐ বাটীতে নিষ্পন্ন করিবার জন্য কালীচরণবাবুর অনুমতি না পাইয়া ১৭নং নদীয়ার ছত্র তাহার ভরাকরের জ্ঞাতি গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। ডাক্তার অপূর্ব্ব চন্দ্র সেনশর্ম্মা এবং কাশী-যোগাশ্রমের ক্ষেত্র মোহন সেনশর্ম্মা বিরাট এবং গীতা পাঠ করেন। বানারি গ্রামনিবাসী শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে এবং সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

২রা চৈত্র—"স্থান ঢাকা—বনগ্রাম, কালীয়া অরবিন্দবংশোদ্ভব ঢাকা রেলওয়ের গুড্‌স্ ক্লার্ক শ্রীযুত হীরালাল দাশশর্ম্মা তদীয় স্বর্গগতা মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ স্থানীয় পুরোহিতের সহায়তায় ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা নিমন্ত্রিত বৈদ্যব্রাহ্মণগণকেও সম পরিমাণে দক্ষিণান্ত করিয়াছেন। কার্য্যটী শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা শিরোমণি মহাশয়ের ভ্রাতা এবং পুত্রের তত্ত্বাবধানে সুচারু রূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

সোণারঙ্গ গ্রামনিবাসী ঘটক বিশারদবংশোদ্ভব ময়মনসিংহের কবিরাজ স্বর্গীয় সারদাকান্ত দাশশর্ম্মা ঘটক বিশারদ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাশশর্ম্মা ঘটক কর্ত্তৃক মৃতাত্মার কলিকাতা কুমারটুলিস্থিত বাসভবনে একাদশাহে বিগত ২২শে চৈত্র তারিখে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উপনয়ন।

ধলঘাট গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেনশর্ম্মা ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের কুলগুরু চক্রশালা গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুকর্ম্ম এবং শ্রীযুক্ত বিশ্বাম্ভর কাব্যতীর্থ মহাশয় ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত এবং সুচিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত দিবাকর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

নরাপাড়া গ্রামবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় ৺শশীভূষণ দাশশর্ম্মার মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা ১৮ই ফাল্গুন তারিখে ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। নয়াপাড়ার খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয় আচার্য্য গুরুকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

বিগত ২৬শে অগ্রহায়ণ নোয়াখালী জেলার মাধবসিংহ গ্রামনিবাসী শক্তিগোত্রীয় হরিসেন বংশীয় স্বনামধন্য কবিরাজ পণ্ডিতপ্রবর ৺কাশীচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের

পুত্র শ্রীযুক্ত রাধামোহন সেনশর্ম্মা যথাবিহিত ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। বরিশাল উত্তর সাহাবাজপুরনিবাসী গুরুবংশীয় সর্ব্বজন শ্রদ্ধাস্পদ ৺সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্য গুরুর কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীকালীকুমার চক্রবর্ত্তী সাকিন কোলাপুর থানা ছাগলনাইয়া ও শ্রীযুক্ত উদয়নাথ চক্রবর্ত্তী সাং মাধবসিংহ ঐ কার্য্যে তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ৯ই ফাল্গুন তারিখে নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নয়দাশবংশীয় নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ নিজবাড়ীতে যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) লক্ষ্মীপুর ১ম মুন্সেফী কোর্টের একাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা। (২) কবিরাজ শ্রীযুক্ত যদুনাথ দাশশর্ম্মা পীং মৃত কাশীচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (৩) জানকীনাথ দাশশর্ম্মা পীং ৺তীলকচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (৪) ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (৫) ব্রজেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা পীং চন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা। (৬) সুরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (৭) অনুতোষচন্দ্র দাশশর্ম্মা। (৮) সন্তোষচন্দ্র দাশশর্ম্মা পীং ৺শ্রীনাথ দাশশর্ম্মা।

উপরোক্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য গুরু, কাঞ্চনপুরনিবাসী কৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তন্ত্রধারকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। লামচরনিবাসী তারণীচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপুরনিবাসী নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও শীবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

বিগত ১১ই ফাল্গুন, জেলা ঐ থানা ঐ শ্রীপুর গ্রামনিবাসী শক্তিগোত্রীয় মাধব বংশীয়—স্থানীয় তালুকদার।

(১) শ্রীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা কবিরাজ। (২) হারাণচন্দ্র সেনশর্ম্মা পীং ৺গিরীশচন্দ্র সেনশর্ম্মা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ ৺নবকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র। (৩) নলিনীমোহন সেনশর্ম্মা কবিরাজ। যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরোক্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত হর্ষণাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্য গুরুর কার্য্য ও শীবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও লামাচরনিবাসী তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী যজনব্রাহ্মণগণ অন্যান্য কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন।

বিগত ১২ই ফাল্গুন পূর্ব্বোক্ত শ্রীপুরনিবাসী শালঙ্কায়নগোত্রীয় (১) ইন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা। (২) ধীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মা পীং ৺তারিণীচরণ দাশশর্ম্মা বিধিমত ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া ব্রাহ্মণাচারে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য গুরু শ্রীযুক্ত হর্ষনাথ ভট্টাচার্য্য।

বিগত ১৪ই ফাল্গুন তারিখে নোয়াখালী সহরে শ্রীযুত দ্বারিকানাথ গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের বাসাতে প্রভাসচন্দ্র দাশশর্ম্মা পীং যদুনাথ দাশশর্ম্মা যথাবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া

ব্রাহ্মণাচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত কার্য্যে মাধবসিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত উদয়নাথ চক্রবর্ত্তী আচার্য্য গুরুর পদে ব্রতী হইয়াছিলেন।

শুভ-বিবাহ।

বিগত ৫ই মাঘ শ্রীপুর গ্রামনিবাসী ৺দুর্গাদাশ দত্তশর্ম্মা মহাশয়ের ষষ্ঠ পুত্র অরুণচন্দ্র দত্তশর্ম্মার সহিত নয়াপাড়ানিবাসী রেঙ্গুনপ্রবাসী ব্যারিষ্টার নির্ম্মলচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া অমৃতরাণী দেবীর শুভপরিণয় ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গৈড়লা গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় রজনীকান্ত সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র বিনোদলাল সেনশর্ম্মার শুভবিবাহ ভাটীথাইন গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় নলিনীরঞ্জন দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত বিগত ৫ই মাঘ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

২০শে মাঘ বরমাগ্রামনিবাসী সত্যকুমার সেনশর্ম্মা মজুমদার মহাশয়ের ১মা কন্যা কল্যাণীয়া উর্ম্মিলাবালা দেবীর সহিত ভাটীথাইন গ্রামনিবাসী অতুলচন্দ্র দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের পুত্র অমরেন্দ্রনাথ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদারের শুভপরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ধলঘাট গ্রামনিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুত হরেন্দ্র লাল দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয়ের ১মা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বীনাপানী দেবীর সহিত ছনহরা গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ রণেশ্বর দাশশর্ম্মা চৌধুরীর শুভবিবাহ বিগত ২০শে মাঘ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

কেলিসহর গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুত হরদাস দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ হিমাংশু বিমল দাশশর্ম্মা চৌধুরীর সহিত ধলঘাটনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যার শুভপরিণয় ৩০শে মাঘ তারিখে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২০শে মাঘ ধলঘাট গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুত অন্নদাচরণ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের দ্বিতীয়পুত্র কবিরাজ শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রকুমার দাশশর্ম্মার সহিত কোয়েপাড়া গ্রামবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নীহারননী দেবীর শুভবিবাহ ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। সুচিয়া গ্রামনিবাসী কুলগুরু স্বর্গীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত শশীভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কন্যাপক্ষে গুরুপূজা গ্রহণ করিয়াছেন। কোয়েপাড়ার শ্রীযুত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী কন্যাপক্ষে, শ্রীযুত দিবাকর ভট্টাচার্য্য ও ভাটীথাইন গ্রামবাসী শ্রীযুত নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই ফাল্গুন ধলঘাট গ্রামনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র সেনশর্ম্মা

মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র সেনশর্ম্মার সহিত কেলিসহর গ্রামবাসী ডাক্তার শ্রীযুত নীরেন্দ্রলাল দাশশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পরিমল প্রভা দেবীর শুভপরিণয় ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

বরমা গ্রামবাসী বৈশ্বানরগোত্রীয় স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর সেনশর্ম্মা চৌধুরী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার সেনশর্ম্মা চৌধুরী বি, এলের শুভবিবাহ, আলামপুর গ্রামবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় স্বর্গীয় শরৎকুমার দাশশর্ম্মার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিমলাবালা দেবীর সহিত ব্রাহ্মণাচারে ১৮ই ফাল্গুন তারিখে সম্পন্ন হইয়াছে।

নয়াপাড়ানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় স্বর্গীয় শশীভূষণ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ পরেশচন্দ্র দাশশর্ম্মার সহিত কেলিসহরনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুত গগণচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সিন্ধুবাসিনীদেবীর শুভপরিণয় ১৮ই ফাল্গুন রবিবার ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত গ্রামের কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

২০শে মাঘ তারিখে নোয়াখালী জিলার শ্রীপুরনিবাসী শক্তিগোত্রীয় শ্রীযুত বাবু রোহিনীকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ মনোরঞ্জন সেনশর্ম্মার সহিত বরিশাল জিলার গৈলানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুত রজনীকান্ত দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বরপক্ষ পণ গ্রহণ করেন নাই। যজন ব্রাহ্মণের তুল্যাংশে বৈদ্যব্রাহ্মণগণও দক্ষিণা পাইয়াছেন।

৫ই মাঘ তারিখে বরিশাল জিলার খলিবাকোটানিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় ৺অনন্তকুমার সেনশর্ম্মার পুত্র শ্রীমান্ যোগেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মার সহিত গৈলানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী তরুবালা দেবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। যাজকের ন্যায় বৈদ্যব্রাহ্মণেরাও সভাবরণ প্রভৃতি পাইয়াছেন।

২১শে অগ্রহায়ণ বরিশাল জিলার শৌলাকুরনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় ৺কালীকিশোর গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ গুপ্তশর্ম্মার সহিত গৈলানিবাসী মৌদ্গল্যগোত্রীয় শ্রীযুত বাবু সীতানাথ দাশশর্ম্মা মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর শুভপরিণয় হইয়াছে। যাজক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যব্রাহ্মণের সভাস্থ ১৲ অধিক পাইয়াছেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে বরিশাল মাহিলাড়ানিবাসী শক্তিগোত্রীয় মৃত আশুতোষ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ সুধীররঞ্জন সেনশর্ম্মার সহিত গৈলানিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় শ্রীযুতবাবু হিরালাল দাশশর্ম্মার কন্যা শ্রীমতী মালতীলতা দেবীর শুভবিবাহ হইয়াছে। যাজকের ন্যায় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ সভাস্থ পাইয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—কেলিসহর গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় ৺রোহিণীকুমার দাশশর্ম্মা চৌধুরী বিগত

৬ই পৌষ শনিবার পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ ১৬ই পৌষ একদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। আমরা মৃতাত্মার সদ্গতি কামনা করিতেছি।

ভাটীখাইন গ্রামনিবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীযুক্ত বিনোদলাল দাশশর্ম্মা মহাশয়ের মাতা ৺গয়েশ্বরী দেবী ১০ই মাঘ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ একাদশাহে ব্রাহ্মণাচারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ভাটীখাইন গ্রামের ৺অপর্ণাচরণ দাশশর্ম্মা ওয়াদাদার মহাশয় দুরন্ত বাতব্যাধিতে ৩৪ বৎসর ভুগিয়া চট্টগ্রাম সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অপর্ণাবাবু অতিশয় সদাচারী, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, পরোপকারী, সাহিত্যরসিক মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হিমাংশু বিমল দাশশর্ম্মা এবং শ্রীযুত শুধাংশু বিমল দাশশর্ম্মা এম, এ, একাদশাহে ১১ই ফাল্গুন ব্রাহ্মণাচারে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। ন্যূনাধিক ১০০ জন যজনব্রাহ্মণ এবং বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া ভুরিভোজনে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় ভাটীখাইন বৈদ্য সমাজের ২টী প্রধান প্রতিবাদী দল এই পুণ্যাত্মার আশীর্ব্বাদে শ্রাদ্ধ বাসরের উৎসবে পূর্ব্ব মনোবাদ ভুলিয়া একত্রে পানাহার করিয়া এক সমাজভুক্ত হইয়াছেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পাতিত্য মোচন পূর্ব্বক ব্যক্তি বিশেষকেও স্বসমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র সেনশর্ম্মা মল্লিক মহাশয়ের পত্নী অকালে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ গয়াধামে একাদশাহে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। আমরা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুর এই বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

গত অগ্রহায়ণ মাসে কোটালিপাড়া পিঞ্জুরিনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত দাশশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার কার্য্যস্থল যশোহর জিলার লক্ষ্মীপাশাগ্রামে তাঁহার মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমায় ইতিনা, যশোহর জিলার মাগুরা মহকুমায় ময়না, হরিহরনগর, ফরিদপুর জিলার কাশীয়ানী প্রভৃতি গ্রামের বহু ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্য শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। লক্ষ্মী পাশা গ্রামটী ও নড়াইল মহকুমার অধীন এবং এখানে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের বহু কুলীনের বাস। এমত অবস্থায় এইস্থানে বসিয়া কবিরাজ মহাশয় যে কাজ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

গত অগ্রহায়ণ মাসে ফরিদপুর খান্দারপাড়ানিবাসী বিষ্ণুদাশবংশীয় শ্রীযুত রামচরণ রায় মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন দাশশর্ম্মা রায় মহাশয় একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল ফরিদপুর খান্দারপাড়ানিবাসী বিষ্ণুদাশবংশীয় ৺রামচরণ দাশশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র দক্ষিণারঞ্জন দাশশর্ম্মা রায় মহাশয় একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল বরিশাল সিদ্ধকাঠিনিবাসী শক্তিগোত্রীয় হিঙ্গুবংশীয় ৺ভবানীচরণ সেনশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২রা পৌষ মঙ্গলবার কোটালিপাড়া পিঞ্জুরীনিবাসী কবিরাজ শশিভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্র নারায়ণ সেনশর্ম্মা মহাশয় একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। কবিরাজ হেমচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছেন বরিশাল ভারুকাঠিনিবাসী যামিনীভূষণ সেনশর্ম্মা এবং বরিশাল কেওড়ানিবাসী শ্রীযুত চিন্ময় গুপ্তশর্ম্মা, মহাশয়দ্বয় শিরোমণি মহাশয়ের সহযোগী ছিলেন।

গত ৩রা পৌষ বুধবার বরিশাল গৈলানিবাসী ৺শিববন্ধু গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তাঁহার পত্নী লাবণ্যপ্রভা দেবী কলিকাতাতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। শিববন্ধু বাবুর অকাল মৃত্যুতে আমরা তদীয় পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি। এই পরিবারের কর্ত্তা শিববন্ধু বাবুর বড়ভাই কুমুদবন্ধু গুপ্তশর্ম্মা (Inspector of police)। কবিরাজ হেমচন্দ্র শিরোমণি, যামিনীভূষণ সেনশর্ম্মা, চিন্ময় গুপ্তশর্ম্মা, সতীশ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এবং গীতাচার্য্য যতীন্দ্রমোহন সেনশর্ম্মা ঋত্বিক পদে বৃত হইয়াছিলেন।

গত ১৪ই পৌষ রবিবার বিক্রমপুর সোণারগাঁনিবাসী কাশ্যপগোত্রীয় ফণিভূষণ গুপ্ত শর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র ইন্দুভূষণ গুপ্ত শর্ম্মা মহাশয় খড়্গপুরে (B. N. R.) একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছে। এই পর্য্যন্ত এই শ্রাদ্ধ নিয়া এই গ্রামে বাইশটি শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইল।

গত ১৪ই পৌষ রবিবার দক্ষিণ বিক্রমপুর কোঁয়রপুরনিবাসী ৺হরলাল গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তদীয় পত্নী শৈবলিনী দেবী কলিকাতাতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ৪ঠা পৌষ বৃহস্পতিবার হঠাৎ হরলাল বাবুর মৃত্যু ঘটে। আমরা এই শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি। হরলাল বাবু ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার সুবিখ্যাত রায় সাহেব ৺রতনমণি গুপ্তশর্ম্মা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেন। ঢাকার সুবিখ্যাত কবিরাজ অনুকূলচন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা শাস্ত্রী মহাশয় ইহাদের জ্ঞাতি। ইতঃপূর্ব্বে এই গুপ্ত বংশে আরও কয়েকটি শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২০শে পৌষ শনিবার কালীঘাটে ৪২ নং মনোহর পুকুর ফাষ্ট লেনে খুলনা ভট্টপ্রতাপনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় কন্দর্পবংশীয় ৺কালীচরণ সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ

একাদশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। কিরণ চন্দ্র সেনশর্ম্মা, বিধুভূষণ সেনশর্ম্মা, হিরণ চন্দ্র সেনশর্ম্মা ও বিনয়ভূষণ সেনশর্ম্মা। কালীচরণ বাবুর এই চারিপুত্র শ্রাদ্ধ করিয়াছেন।

গত ২০শে পৌষ শনিবার কার্ত্তিকপুরনিবাসী শক্তিগোত্রীয় মাদারীপুরের মোক্তার সারদাকুমার সেনশর্ম্মা মহাশয়ের মাতা ৺আনন্দময়ী দেবী প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ ২১।১ টেমারলেন বাসাবাটীতে ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার আগুকৃত্য সারদাবাবু তাঁহার মাদারীপুরস্থ বাসাবাটীতে একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। ৺আনন্দময়ী দেবীর ৩টী পুত্র, ১টী কন্যা, ছয়টী পৌত্র এবং ৯টী পৌত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। মাদারীপুরে ইতঃপূর্ব্বে মৌদ্গল্যগোত্রীয় বিষ্ণুদাশবংশীয় সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মজুমদার মহাশয় তাঁহার পুত্রবধূর শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। স্থানীয় বৈদিক-ব্রাহ্মণ চিন্তাহরন পাঠক পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। বহু বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ও যজনব্রাহ্মণ ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

৩রা মাঘ শুক্রবার খুলনা ভট্টপ্রতাপনিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় কন্দর্পবংশীয় বিনয়ভূষণ সেনশর্ম্মা মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী নলিনী বালা দেবীর শ্রাদ্ধ কলিকাতা ৪নং হোগলকুরিয়া লেনে সম্পন্ন করিয়াছেন। কবিরাজ হেমচন্দ্র শিরোমণি, পণ্ডিত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ পৌরোহিত্য করিয়াছেন।

গত ২৩শে মাঘ বৃহস্পতিবার রাজসাহীতে—টাঙ্গাইল কালীহাতিনিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় নয়দাশবংশীয় অশীতিপর বৃদ্ধ ডাক্তার গুরুপ্রসাদ দাশশর্ম্মা মুন্সী মহাশয় তাহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। গুরুপ্রসাদ বাবুর কুলপুরোহিত এবং স্থানীয় পুরোহিত কাজ করাইয়াছেন। কলিকাতা হইতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া কবিরাজ শ্রীযুত হেমচন্দ্র শিরোমণি এবং পণ্ডিত শ্রীযুত সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয়দ্বয় শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়া পৌরোহিত্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু কলিকাতা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়ের শ্বশুর। শরৎ বাবু শ্রাদ্ধে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কার্য্যটি সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৮শে মাঘ মঙ্গলবার শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথিতে বিক্রমপুর জপসা (বর্ত্তমানে দক্ষিণ বিক্রমপুর নগর) নিবাসী ধন্বন্তরিগোত্রীয় বলভদ্রবংশীয় সুবিখ্যাত ছয়হাবেলীর ৺হরিপ্রসন্ন সেনশর্ম্মা রায় মহাশয়ের শ্রাদ্ধ কলিকাতায় গঙ্গাতীরে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত কুঞ্জলাল সেনশর্ম্মা, শ্রীযুত বিনোদলাল সেনশর্ম্মা একাদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন।

হরিপ্রসন্ন বাবুর জ্ঞাতি ফরিদপুরের ইতিহাস লেখক শ্রীযুত আনন্দ নাথ রায় এবং ঢাকার ইতিহাসের লেখক শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন রায় মহাশয়ের অনুমোদনে এই কার্য্য

সম্পন্ন হইয়াছে যতীন্দ্র বাবু এবং অধ্যাপক শ্রীযুত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা মহাশয়দ্বয় কার্য্যস্থলে উপস্থিত থাকিয়া সুশৃঙ্খলতা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। কোটালিপাড়া ডহুয়াতলী নিবাসী যজুর্ব্বেদী বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুত হেমচন্দ্র বেদজ্ঞ কাব্যতীর্থ, বরিশাল কুশাঙ্গন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুত চিন্তাহরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, তদীয় পুত্র, বরিশাল সিদ্ধকাঠি নিবাসী শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং কোটালিপাড়া উনসিয়ানিবাসী বিষ্ণুদাশ বংশের কুলপুরোহিত শ্রীযুত শিবদাস চক্রবর্ত্তী ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়াছিলেন। বিক্রমপুর সমাজে জপসার বাবুগণের স্থান অতি উচ্চ। এই কাজই এই বংশে ব্রাহ্মণাচারে প্রথম কাজ। আশা করি সকলে ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

গত ৩রা চৈত্র সোমবার হাওড়া পঞ্চাননতলা রোডস্থ কবিরাজ প্রভাষ চন্দ্র সেনশর্ম্মা সকালে গঙ্গালাভ করেন। তৎপুত্র শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সেনশর্ম্মা ১৩ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণাচারে আদ্যকৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধে কবিরাজ শ্রীচন্দ্রশেখর রায় দাশশর্ম্মা স্মৃতিকণ্ঠ মহাশয় পৌরহিত্য করেন, শালিখাঁ বাবুডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেনশর্ম্মা এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যাজকব্রাহ্মণদিগকে তুল্যভাবে ভোজন দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছে।

বিগত ৯ই চৈত্র রবিবার বরিশালের অন্তর্গত ফুল্লশ্রী গ্রামনিবাসী অরবিন্দবংশীয় স্বর্গীয় গুরুচরণ দাশশর্ম্মা ডাক্তার মহাশয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় মৃতদেহ ব্রাহ্মণাচারে সংকার ও পক্বান্নে পিণ্ডদান করা হইয়াছে। চতুর্থ দিবসে শ্মশানবন্ধু ও আত্মীয়গণ অনুমান দুইশত যজন ব্রাহ্মণ, বৈদ্যব্রাহ্মণ ও নানাজাতিয় হিন্দুগণকে (পুরুষ, স্ত্রী) দধ্যাদি উপকরণে অন্নাহার ও দশমদিবসে অশৌচ অন্ত এবং একাদশাহে পবিত্র ব্রাহ্মণাচারে তোরনাদী কল্প শ্রাদ্ধ তদীয় উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ডাক্তার শ্রীহেমন্তকুমার দাশশর্ম্মা ও শ্রীবসন্তকুমার দাশশর্ম্মা ফুল্লশ্রী গ্রামেই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। পারিবারিক পুরোহিতগণই কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়াছেন। ব্রহ্মা—শ্রীযুত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী হোতা—শ্রীযুত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য (বৈদিক কুলপুরোহিত), তন্ত্রধার শ্রীযুত সীতানাথ চক্রবর্ত্তী (তান্ত্রিক কুলপুরোহিত), গীতা ও বিরাট—শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (বৈদিক কুলপুরোহিত), সদস্য—সর্ব্ববিদ্যা কুলগুরু শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গৈলা ফুল্লশ্রী বৈদ্যব্রাহ্মণ শাখাসমিতির বৃদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা মহাশয় (মৃতার জ্ঞাতি) গৈলাফুল্লশ্রী পরিভ্রমণ ও বিশেষ চেষ্টা পরিশ্রম করতঃ একাদশাহে এই শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করাইয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির উদ্দেশ্য সফল করাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তে গৈলাফুল্লশ্রী গ্রামে (প্রায় ১০০০০ বৈদ্যব্রাহ্মণ স্থানে) ভাবী কালে পবিত্র ব্রাহ্মণাচারে বৈদ্যব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যকলাপ সম্পাদিত হওয়ার পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশেষ নিবেদন।

এই নব জাগরণের যুগে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট-ব্রাহ্মণ হইতে নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত সকল জাতিরই জাতীয়পত্রিকা প্রচলিত হইতেছে। নিজস্ব পত্রিকা না থাকিলে জাতির অভাব অভিযোগাদি যথাসময় যথাযথভাবে অন্যজাতির পরিচালিত পত্রিকায় স্থান লাভ করিতে পারে না। আজকাল একটুক বিদ্বেষ ভাব ও আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বৈদ্যব্রাহ্মণের জাতীয় পত্রিকা অতিরিক্ত খরচ দিলেও অন্যজাতির মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। আমাদের জাতীয় প্রবন্ধগুলি অন্যজাতির পরিচালিত পত্রিকায় মুদ্রিত হয় না। মূলে জাতি-বিদ্বেষ। এই অভাব মোচন ও স্বাধীনভাবে পত্রিকা মুদ্রণ ও প্রচার উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র জাতীয় পত্রিকা বৈদ্য-প্রতিভার মাননীয় সম্পাদক মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়াছেন। যাহাতে উপযুক্তভাবে অর্থাগম হইয়া যন্ত্রটিতে মাসিক পত্রিকাখানি নিয়মিত সময় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়, তাহা প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণের চিন্তা করা উচিত। সম্পাদকমহাশয়ের বৃদ্ধবয়সেও যৌবনোচিত উদ্যম, উৎসাহ তদীয় জাতির প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। চট্টগ্রামে যে নিখিল-বঙ্গীয়-বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্মেলন হইয়া গেল, তাহার মূলাধার ও তিনি। বহু বৈদ্য সুসন্তান তাঁহার সহযোগে এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে ধন্যবাদার্হ। সম্পাদক শ্রীযুত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় ও পত্রিকার নিয়মিত লেখকগণ হিন্দুশাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক বৈদ্যের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ প্রচার করিতেছেন, তাহা আমাদের জাতীয় ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পত্তি। ভগবান্ তাঁহাদিগকে ও পত্রিকাটীকে দীর্ঘজীবন দান করুণ, ইহাই ঐকান্তিক বাসনা। বর্ত্তমানে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা মাত্র চারিশত। গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অন্ততঃ একহাজার হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য বর্ত্তমান গ্রাহক মহোদয়গণ প্রত্যেকে অন্যূন একটি নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া পত্রিকার জীবন রক্ষা ও অশিতপর বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয়কে উৎসাহ দান করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা ও গৌরব বর্দ্ধন করুণ। আর সচ্ছলাবস্থাপন্ন বৈদ্যব্রাহ্মণগণ দয়া করিয়া পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া শুভকার্য্যে সহায় হউন, বৈদ্যব্রাহ্মণ শাখা সমিতিসমূহের সভাপতি, সম্পাদক মহাশয়গণ কৃপাবিতরণে পত্রিকাটির গ্রাহক হইয়া অর্থসাহায্য করুণ। এই অকিঞ্চন গৈলা-ফুল্লশ্রী বৈদ্যব্রাহ্মণ শাখাসমিতির অনুপযুক্ত সম্পাদক। শতাব্দীর তিন চতুর্থ পার হইয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধাবস্থায় ও দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ২৫ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি। তাই পূর্ব্ববঙ্গের একমাত্র জাতীয়-পত্রিকা "বৈদ্য-প্রতিভার" জীবন রক্ষা ও বৈদ্যজাতির প্রকৃত বৈদ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সহৃদয় স্বজাতি বন্ধু বান্ধবগণ সমীপে গলবস্ত্রে, যোড়হস্তে, অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেদন করিতেছি যে এই **বিশেষ নিবেদন** প্রতি কৃপাবলোকনে বর্ণিত অভাব মোচন করিয়া জাতির মুখোজ্জ্বল করতঃ কৃতার্থ করুণ। ইতি—

গৈলা-ফুল্লশ্রী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৬ বৈদ্যাব্দ।

একান্ত বিনীত—

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশশর্ম্মা

সম্পাদক।

IMPERIAL